[illegible] as a Text-Book by the Calcutta University.
(Vide Calcutta [illegible], November 8, 1928)

ভারতবর্ষের ইতিহাস

মহামহোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ [illegible]

[illegible] এম-বি [illegible]

[illegible]

[illegible] রিসার্চ [illegible], [illegible]

[illegible] কর্তৃক [illegible]

[illegible] লিমিটেড

[illegible] কলিকাতা ।

প্রকাশক :—
শ্রীশচীন্দ্রলাল মিত্র,
কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড,
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৯২৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯২[illegible]

প্রিণ্টার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীপতি প্রেস,
৩৮নং নন্দকুমার চৌধুরী লেন,
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হইয়াছে, তাহার মাল-মসলা সংগ্রহ করিবার জন্য সিকা পড়িতে হইয়াছে, শিলালেখ পড়িতে হইয়াছে, তাম্রশাসন পড়িতে হইয়াছে, বিদেশী লোকের ভারতবর্ষের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িতে হইয়াছে, বিদেশীলোকের ইতিহাসে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে সব কথা আছে, তাহা খুটিয়া খুটিয়া লইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের সাহিত্যের মধ্যে দুই চারিখানি ইতিহাসের বই যাহা আছে, তাহার সাহায্যও লওয়া হইয়াছে। কিন্তু [illegible]র্ব ভারতীয় সাহিত্যের সাহায্য কেহই লন নাই।

এই ইতিহাস খানিতে পুরাণগুলির সাহায্য লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভটা বুদ্ধদেবের সময় হইতে তুলিয়া পরীক্ষিতের অভিষেক বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে এবং সেইখান হইতেই ভারতবর্ষের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রমাণ, কেবলমাত্র পুরাণ। পরিশিষ্টে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস অতি সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা হইয়াছে। সে ইতিহাস বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামমোহন ও কেশব সেন পর্য্যন্ত আনা গিয়াছে। এসিয়ার হিন্দুসভ্যতা বিস্তারের একটা ইতিহাস যথাস্থানে দিয়াছি। তাহারও মাল-মসলা ভারতীয়

সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সকল জায়গায়ই হাত-নাগাত যত খবর পাওয়া গিয়াছে, দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। ভারতবর্ষের ইতিহাস চারি পাঁচ শত পাতায় লেখা বিড়ম্বনা মাত্র! কিন্তু, স্কুলের ছেলেদের ত ইহার চেয়ে বড় বই দেওয়া যায় না; তাই সংক্ষেপ করিয়া লিখিতে হইল।

২৬নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
কলিকাতা।
১লা জুন, ১৯২৮।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়।

ঋগ্বেদসংহিতা।

বেদ বলিতে কি বুঝায়?—ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহু প্রাচীন কালে লিখিত। এই সাহিত্য হইতেই ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বেদ। বেদ বলিতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ব্ববেদ বুঝায়। প্রত্যেক বেদের এক একখানি সংহিতা ও অনেকগুলি করিয়া ব্রাহ্মণ আছে।

সূক্ত কাহাকে বলে? ঋষি কাহারা?—ঋগ্বেদসংহিতায় একসহস্রেরও অধিক সূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তেরই এক এক জন ঋষি ও এক এক দেবতা আছেন। কোনও ঋষি কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে যে স্তব করিয়াছেন তাহারই নাম সূক্ত। হিন্দুদিগের মতে সূক্তগুলি ঋষিগণের রচনা নহে; অলৌকিক শক্তি বলে এই সকল সূক্ত উঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র। ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ, প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যই প্রধান। ঋষিরা যখন

যে দেবতাকে স্তব করিতেন, তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, অগস্ত্য, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ, কণ্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা যে আটজন ঋষির বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই ঋগ্বেদের ঋষি। এই আট জনের বংশ হইতেই পরিণামে ব্রাহ্মণদিগের গোত্র সমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল, সুতরাং ঋগ্বেদের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বাস্তবিকই তাঁহারা ঋগ্বেদকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া গৌরব করেন।

ঋগ্বেদের সময় দেশের অবস্থা।—ঋগ্বেদ কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রাচীনতম বৈদিকগ্রন্থে ঋগ্বেদসংহিতার বিবরণ পাওয়া যায়। এখনও ঋগ্বেদের যেরূপ মণ্ডল ও অধ্যায় ভাগ আছে, তখনও সেইরূপ ছিল। কেহ কেহ মনে করেন খৃঃ পূঃ প্রায় ৩৫০০ হইতে ২৫০০ পর্য্যন্ত উহা লিখিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে যে সকল নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সে সমস্তই পঞ্জাব ও তন্নিকটস্থ প্রদেশে অবস্থিত। সপ্তসিন্ধু নামে ঋগ্বেদে সাতটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার প্রথমটির নাম সিন্ধুমাতা ও শেষটির নাম সরস্বতী। সিন্ধু-মাতা বর্ত্তমান সিন্ধুনদী। সরস্বতী এক্ষণে রাজ-পুতনার মরুভূমিতে লোপ হইয়া গিয়াছে। এই দুয়ের মাঝখানে বা আশে পাশে যে সকল স্থান আছে তথায় ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ লিখিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঋষিগণ প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ কোন জাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ইহাদিগেরই সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেন। অনেকে অনুমান করেন এই কৃষ্ণবর্ণ জাতিসমূহই ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী। ইহাদিগের

মধ্যে যাহারা ঋষিগণের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী অসভ্য জাতি। যাহারা ঋষিদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিরূপে হিন্দু সমাজের সর্ব্ব নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঋষিরা আপন অনুচরবর্গের নাম উল্লেখ করিতে হইলে আর্য্য, বিশ্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি শব্দ ঋগ্বেদে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, যে তখন জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ঋগ্বেদে অনেক পরাক্রান্ত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। তাহাতে অনুমান হয় যে তৎকালে স্থানে স্থানে রাজতন্ত্রপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা স্বাধীন ভাবে আপন গোত্রজগণের শাসন করিতেন। সময়ে সময়ে রাজগণ পঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করিয়া সরযূতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ, এমন কি, মগধ দেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতেন।

ঋষিদের আচার ব্যবহার।—ঋষিরা যজ্ঞার্থে অশ্ব, মেষ ও ছাগ বধ করিতেন। তাঁহারা সোমনামক লতার রস দুগ্ধের সহিত পান করিতেন, এবং দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিতেন। ঋষিগণ নৌকাযোগে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিতেন। অশ্বযোজিত রথ তাঁহাদের প্রধান বাহন ছিল। তাঁহারা দেবতাগণের নিকট সাহসী, সবল, যুদ্ধনিপুণ সন্তানসন্ততি প্রার্থনা করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্যান্য বেদ ও ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে।—ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে লিখিত, এবং উহা যজ্ঞের পদ্ধতি ও মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। অনেক সময়ে মন্ত্রের ও যজ্ঞপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ঋষিরা প্রাচীন ও সাময়িক বহুতর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণগুলি ঋগ্বেদের অনেক পরে প্রকাশিত: কারণ উহাতে অনেক মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহ হইতেও অনেক প্রাচীন ঘটনা জানিতে পারা যায়।

আর্য্যদের বংশ বিস্তার।—এই সকল গ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই যে, আর্য্যগণ সরস্বতী-তীর হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কুরুক্ষেত্র, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, কাশী, কোশল, মগধ, বিদেহ এমন কি, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কলিঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আপনাদিগের আধিপত্য, বসতি এবং প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা বিন্ধ্যাচল পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন নাই। তাঁহাদের আধিপত্য হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই আধিপত্য যে কত শতাব্দী পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু এই আধিপত্য স্থাপন করিতে যে অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

ঋষিদের শ্রেণীবিভাগ।—যজ্ঞকার্য্যে ঋষিগণের বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং তাঁহারা মহাসমারোহে উহা সম্পন্ন করিতেন। যজ্ঞকালে যাঁহারা ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাঁহারা হোতা হইতেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের বেদ

ছিল। ইঁহারা এবং ইঁহাদের বংশধরেরা ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন, তাঁহাদের নাম উদ্গাতা। সামবেদই ইঁহাদের বেদ এবং ইঁহারাই পরিণামে সামবেদী হইয়াছেন। যাঁহারা যজ্ঞস্থলে অন্যান্য কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের নাম অধ্বর্য্যু। যজুর্ব্বেদই ইঁহাদের বেদ, এবং পরে ইঁহারাই যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে দুই বেদ ও তিন বেদও অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহারাই পরে দ্বিবেদী ত্রিবেদী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

চারিবর্ণ কেমন করিয়া হইল?—আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ; যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং অবশিষ্ট আর্য্যগণ বিশ্ বা বৈশ্য; এতদ্ভিন্ন পরাজিত অনার্য্যেরা শূদ্রনামে অভিহিত হইত। অনেকে মনে করেন, সরস্বতী নদীতীরেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের প্রথম গঠন হয় এবং এই জন্যই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। তাহার পর যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের বিস্তার হইতে লাগিল, অমনি অন্যান্য দেশও পবিত্রদেশমধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। পবিত্রতায় সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ সর্ব্বপ্রধান। তন্নিম্নে ব্রহ্মর্ষিদেশ। মৎস্য, শূরসেন, পঞ্চাল ও কুরুক্ষেত্র লইয়া এই দেশ গঠিত। মধ্যদেশ পবিত্রতায় ব্রহ্মর্ষি দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। উহা সরস্বতী নদী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পর আর্য্যাবর্ত্ত। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি। এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, বেদের ব্রাহ্মণাংশ প্রকাশিত হইবার সময়, আর্য্যগণ এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

কল্পসূত্র কাহাকে বলে ?—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কল্পসূত্রগুলিও বেদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এইগুলি ঋষিগণের রচিত। কিরূপ অবস্থায় ঋষিগণ এই সকল সূত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ বেদের শাখাভেদের বিষয় জানিতে হয়। সংহিতাগুলি সঙ্কলিত হইলে ব্রাহ্মণেরা যেমন চারিদিকে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহাদিগের মধ্যে মন্ত্রগুলির পাঠ, উচ্চারণ এবং অর্থ লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল। যতই তাঁহারা দূরদেশে যাইতে লাগিলেন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিলেন, ততই এই বিভেদ প্রবলতর হইতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞকার্য্যেও অনেক বিষয়ে প্রভেদ হইতে লাগিল। এই সকল প্রভেদ লইয়াই বেদের শাখাভেদ হইয়াছে। অনেক শাখায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আছে, এবং সকল শাখারই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র আছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন দেশেই ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়।

এই সময় দেশের অবস্থা।—এই সকল সূত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্য-প্রদেশেও আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তেও তাঁহাদিগের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। সূত্ররচনার সময়

রাজতন্ত্র প্রণালী প্রায় সর্ব্বত্রই বদ্ধমূল হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণগণ রাজগণের গুরু ও পরামর্শদাতা হইয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল অংশেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক স্থানে নানাবিধ সঙ্করবর্ণেরও উৎপত্তি হইয়াছে। মূল আর্য্যস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে যে দেশ যত দূরে অবস্থিত, তাহাতে শূদ্র ও সঙ্কর বর্ণের ততই আধিক্য দৃষ্ট হইত। এই সকল গ্রন্থে হিন্দুদিগের চতুরাশ্রম পালনের কথার উল্লেখ আছে; বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য, যৌবনে গার্হস্থ্য, প্রৌঢ়ে বানপ্রস্থ এবং বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস। এই সময়ও অনেকে বালককাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিতেন। তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী বলিত। খৃষ্টজন্মের সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে ঋষিরা এই সকল সন্ন্যাসীদের জন্য কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অমৃষাবাদ, এবং মাদকসেবন ত্যাগ এই পাঁচধর্ম্ম ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনদিগের মতে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এই পাঁচকর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় পালন করা কঠিন; কারণ গৃহে অগ্নি জ্বালিলেই তাহাতে জীবহিংসা হইবে; একটী পাতা কুড়াইয়া লইলেই চুরি হইবে; যাগযজ্ঞে সোমরস পান করিলেই তাহা মাদকসেবন হইবে। এইজন্য এই পঞ্চধর্ম্ম সন্ন্যাসীরাই কেবল রীতিমত পালন করিতে পারে।

কপিল ও সাংখ্য শাস্ত্র।—যাঁহারা যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া কেবল ধর্ম্মচর্য্যায় সময় কাটাইতেন তাঁহাদের মধ্যে কপিলের নাম সর্ব্ব প্রথম। জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, জড় জগতের সঙ্গে মানুষের আত্মার কি সম্বন্ধ, মানুষের আত্মা কি পদার্থ, জগতের কি পরিণাম হইবে, আমরা যাহা দেখিতে পাই শুনিতে পাই তাহা ছাড়া আর কিছু আছে কি না—এই সকল দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিয়া কপিল একখানি শাস্ত্র প্রচার করেন। ঐ শাস্ত্রের নাম সাংখ্য। সাংখ্যই ভারতবর্ষের দর্শন

শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রথম মত, আর যাঁহারা সেই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের নাম যোগ। সাংখ্যের উদ্দেশ্য—জ্ঞান, যোগের উদ্দেশ্য—ক্রিয়া।

কপিলের শিষ্যগণ।—কপিল মুনির অনেক শিষ্য হইয়াছিল। অনেকে উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন আবার অনেকে সেই জ্ঞানের অনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতেন। কপিলের প্রধান শিষ্যের নাম আসুরি। আসুরির প্রধান শিষ্যের নাম পঞ্চশিখ। কপিলের যে সকল শিষ্য যোগের চর্চ্চা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান জৈগীষব্য।

দর্শনশাস্ত্রে কপিলের প্রভাব।—কপিল হইতেই ভারতবর্ষীয় লোকের চিন্তাশক্তি খুলিতে থাকে এবং দর্শন শাস্ত্রের নানারূপ মতের আবির্ভাব হয়। বেদের যে ব্রাহ্মণ-ভাগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে সাংখ্য ও যোগের প্রভাব কতক কতক লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের যে অংশে এই প্রভাব দেখা যায় তাহার নাম আরণ্যক। নাম হইতেই বুঝা যায় যে এই শাস্ত্র গৃহস্থের জন্য নহে। যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে বাস করিবেন তাঁহাদেরই জন্য। আরণ্যকের যে অংশে শুদ্ধ দর্শনের কথা থাকিত তাহার নাম উপনিষদ্।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও লোকায়তগণ।—যদিও চিন্তাশক্তির প্রথম উন্মেষ কপিল হইতে এবং তাঁহার রচিত সাংখ্য শাস্ত্র হইতে, কিন্তু চিন্তাশক্তির একবার উন্মেষ হইলে তাহাকে আর ধরিয়া রাখা যায় না; উহার স্রোত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবর্ষেও সেই সাংখ্য হইতে নানামতের সৃষ্টি হইল, এবং প্রত্যেক মত লইয়াই এক একটী সম্প্রদায় হইল। ক্রমে এমন এমন সম্প্রদায় হইয়া উঠিল যাহারা বেদ মানে না—দেব দেবী মানে না—যজ্ঞ মানে না—ব্রাহ্মণ মানে না—

এমন কি, পরকালও মানে না। চার্ব্বাকের শিষ্য লোকায়তগণ পরকাল মানিতেন না, আত্মাও মানিতেন না। ইহকালই তাঁহাদের সব ছিল। ইহারা মনে করিতেন কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতিই উন্নতি।

জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়।—জৈন ও বৌদ্ধগণ বেদ মানিতেন না, ব্রাহ্মণও মানিতেন না, গুরুবাক্যই তাঁহাদের ধ্রুব সত্য। তবে ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ে জৈনেরা ছিলেন চরমপন্থী আর বৌদ্ধেরা মধ্যপথ আশ্রয়ী। পাছে জীবহিংসা হয় বলিয়া জৈনেরা ঝাঁটা হাতে করিয়া বেড়াইতেন, ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া তবে পা বাড়াইতেন, পাছে কোন কীট পতঙ্গ মারা যায়। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিতেন না পাছে প্রদীপে পোকা পড়িয়া পুড়িয়া মরে। বৌদ্ধেরা এতটা করিতেন না।

বৈষ্ণব ও রৌদ্র সম্প্রদায়।—যাহারা বেদ ও ব্রাহ্মণ মানিয়া চলিত—তাহাদের ভিতরও নানা মত হইত। বেদের নানা দেবতার মধ্যে কেহ বা বিষ্ণুর উপাসনাকে বড় বলিয়া মনে করিতেন, কেহ বা রুদ্র উপাসনাকে বড় বলিয়া মনে করিতেন। আপনার সংস্কার দৃঢ় হইয়া গেলে রুদ্র ও বিষ্ণুর উপাসনাতেই মগ্ন হইয়া সংসার ত্যাগ করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ইতিহাস।

প্রাচীন যুগে দেশের অবস্থা।—আমাদের পুরাণকারেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। পাঁজিতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি বলিলে যেরূপ লক্ষ লক্ষ বৎসর বুঝায়, তাঁহারা তাহা বুঝিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহারা বলেন, সত্যযুগের লোক সত্যবাদী সরলপ্রকৃতি ছিল, তাহাদের শাসন করিবার দরকার হইত না। ত্রেতা যুগের প্রথমে লোকে পরস্পরকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করায় শাসনের প্রয়োজন হইল। সুতরাং স্থানে স্থানে রাজ্যস্থাপন হইতে লাগিল। রাজারা দণ্ডনীতির আশ্রয় লইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণদিগের বড় বড় আশ্রম ছিল। তাঁহারা সেখানে যে শুধু শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন তাহা নহে অস্ত্রশিক্ষাও করিতেন, মৃগয়াও করিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারত।—রামায়ণ পড়িলে মনে হয় সে সময়ে যেমন অযোধ্যা, মিথিলা, মগধ, কেকয় প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল তেমনি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, অত্রি, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণেরও বড় বড় আশ্রম ছিল। যখন রামচন্দ্র পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং দেশে যাহাতে সুশাসন হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন ঋষিরা যিনি যে অস্ত্র জানিতেন সব রামচন্দ্রকে দিয়া দিলেন। রামচন্দ্র ও তাঁহার ভাইয়েরা সেই সকল অস্ত্রের প্রভাবে ভারতবর্ষের অধিকাংশ আদিম অধিবাসীদের আপনাদের বশে আনিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পূর্ব্বেই তিনি আপনার বিস্তীর্ণ রাজত্ব আপনার চারি ভাইয়ের আট ছেলেকে ভাগ

করিয়া দেন। এই আটটির ছয়টী আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া।

রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতে ও সিংহল দ্বীপে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া সেখানকার লোকদিগকে শান্ত, শিষ্ট ও সভ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা কয়েক পুরুষ রাজত্ব করার পর এখন যেখানে মীরাট জেলা হইয়াছে, সেইখানে গঙ্গার ধারে হস্তিনা নামে এক নগরে কুরুবংশীয় রাজারা পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং কুরুবংশের একজন রাজা মগধ দেশ অধিকার করিয়া তথায় চারিদিকে পাহাড় ঘেরা গিরিব্রজ নামক নগরে আপনার রাজগৃহ স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই হস্তিনা নগরে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় তখন ঋষিদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আশ্রম ছিল না; সমস্ত ভারতবর্ষই ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। রাজাদিগের সকলেই এই গৃহ-বিবাদে একপক্ষে না একপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাহাতে কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ হইল। তাহাতে রামচন্দ্রের তখনকার বংশধর মারা পড়িলেন। অনেক বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা মারা পড়িলেন। রহিলেন কেবল যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভাই আর কৃষ্ণ। গৃহ-বিবাদের অপর পক্ষে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সকলেই মারা পড়িলেন। যুধিষ্ঠির একরূপ সমস্ত ভারতের সম্রাট হইলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও বংশে কেহ রহিল না—সব ছেলেগুলি মারা পড়িল, রহিল কেবল যুধিষ্ঠিরের সেজ ভাইয়ের একটী পৌত্র—তাহার নাম পরীক্ষিৎ; যুধিষ্ঠিরের পর তিনিই সমস্ত ভারতের সম্রাট হইলেন।

বেদব্যাস।—এই সময়ে ভারতবর্ষে একজন মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন। কুরুবংশের রাজাদের পাঁচ সাত পুরুষ তিনি দেখিয়াছিলেন। তখন তিন বেদের মন্ত্রগুলি মাত্র প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি উহাদিগকে ঋক্, যজু, সাম—এই

তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বেদকে বিভক্ত করেন বলিয়াই তাঁহার নাম বেদব্যাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ লইয়া তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া তিনি একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। সেই মহাকাব্যই এখন মহাভারত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কেবল মাত্র মহাভারতকেই ইতিহাস বলিয়া মনে করেন। আর কোন পুস্তককে ইতিহাস নাম দিতে তাঁহারা রাজি নহেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বেদব্যাস ১৮ খানি মহাপুরাণও লিখিয়া গিয়াছেন। এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। বেদব্যাস যে রাজ্য-শাসন ও সমাজ-শাসন করিতে রাজাদিগকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি গৃহস্থধর্ম্ম ও সংসারনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বেদের শাখাভেদ।—তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্য হইতেই বেদের শাখাভেদ হইতে আরম্ভ হয়। অনেক শাখারই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই সময় হইতেই লেখা সুরু হয়। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের মন্ত্রভাগ ছাড়া আর সকলই বেদব্যাসের পরবর্ত্তী কালে লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়।—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কোন সময় ঘটিয়াছিল না জানিতে পারিলে এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি সবই যেন কালসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটা সময় চাই। সকল পুরাণই একবাক্যে বলে পরীক্ষিতের অভিষেক হইতে নন্দ রাজার অভিষেক পর্য্যন্ত ৫৯ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই রাজত্বকাল পুরাণে লিখিয়া দেওয়া আছে। সেই রাজত্বকালগুলি একত্র করিলে ১০৫০ বৎসর হয়। নন্দ রাজার অভিষেকও খৃঃ পূঃ ৪২৫ অব্দে হইয়াছিল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। সুতরাং

বলিতে হইবে পরীক্ষিতের অভিষেক খৃঃ পূঃ ১৪৭৫ অব্দে হইয়াছিল। তাহারই ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

পরীক্ষিৎ ও কলিযুগ।—পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া দেখিলেন নানা কারণে মনুষ্য কুপথে যাইতেছে অর্থাৎ কলিকাল আরম্ভ হইয়াছে। তিনি প্রজাদিগকে সুপথে চালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসর রাজত্ব করার পর হঠাৎ সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সর্পাঘাত হইলে বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব আসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দেন; সেই ধর্ম্মোপদেশের নাম ভাগবত। পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিতেছেন, শুকদেব তাহার উত্তর করিতেছেন।

জনমেজয় ও কুরুবংশ।—পরীক্ষিতের পর তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হন এবং বাবাকে সাপে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং সর্পকুল নির্ম্মূল করিতে হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন এবং তক্ষশিলায় গিয়া তথায় এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। সে যজ্ঞের আহুতি কেবল সাপ। বহু লক্ষ সাপ পুড়িয়া মরিল। জনমেজয় যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা অসাধ্য সুতরাং যজ্ঞ বন্ধ করিতে হইল। তাঁহার মনে বড়ই অনুতাপ হইল, 'কেনই বা এত প্রাণিহিংসা করিলাম!' তখন বৃদ্ধ বেদব্যাস আসিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন 'তুমি আমার এই শিষ্যের কাছে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের কাহিনী শুন—তোমার পাপ দূর হইবে'। তখন বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সমস্ত মহাভারত শুনাইলেন—এইরূপে তক্ষশিলায় সর্ব্বপ্রথম মহাভারতের প্রচার হয়। জনমেজয়ের পুত্র শতানীকও অত্যন্ত ইতিহাস প্রিয় ছিলেন। তিনি এমন বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ইতিহাস লেখা—

হয়। লোকে বলে শতানীকই ভবিষ্যপুরাণের কর্ত্তা। শতানীকের পৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময়েও ইতিহাস লেখার খুব ব্যবস্থা হইয়াছিল। অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র যখন রাজা তখন গঙ্গার ভাঙ্গনে পড়িয়া হস্তিনা নগর ধ্বংস হইয়া যায় এবং কৌরবরাজগণ এলাহাবাদের নিকট কৌশাম্বী নগরে আপনাদের রাজধানী তুলিয়া লইয়া যান। অনেক পুরুষ পরে কৌশাম্বীতে উদয়ন নামে একজন রাজা হন। তিনি তিন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি হাতী বশ করিতে পারিতেন, খুব যুদ্ধ করিতে পারিতেন, খুব গান বাজনা করিতে পারিতেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ বহুদিন ধরিয়া ভারতবর্ষের মধ্যদেশে সকলের মুখে শুনা যাইত। ক্রমে কুরুবংশ লোপ হইয়া গেল।

জরাসন্ধ ও মগধ।—রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় জরাসন্ধ মগধের রাজা ছিলেন। তিনি খুব পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহাকে সরাইয়া দিতে না পারিলে যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্থাপন হইবে না—এই মনে করিয়া কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন তিন জনে রাজগৃহ যাইয়া জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। ভীম একাই তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন। সেই অবধি জরাসন্ধের বংশের রাজারা হস্তিনার রাজাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। কুরুবংশ লোপ পাইলে তাঁহারা আবার স্বাধীন হইলেন ; কিন্তু স্বাধীনতা বেশী দিন রাখিতে পারিলেন না। তাঁহাদেরই একজন মন্ত্রী শিশুনাগ রাজাকে হত্যা করিয়া নিজেই মগধের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস।

পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে নন্দরাজার অভিষেক পর্য্যন্ত ১০৫০ বৎসরের ইতিহাস।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে নন্দরাজার অভিষেক পর্য্যন্ত ১০৫০ বৎসর হইয়াছিল। ইহার প্রথম ১০০।১৫০ বৎসরের কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়, শেষ ৩০০।৪০০ বৎসরেরও ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। বাকী সময়ের রাজাদের নাম পাওয়া যায় ও তাঁহাদের অধিকার কালের পরিমাণ পাওয়া যায়। এসময়ে বিদেশবাসীরা ভারতবর্ষ বড় একটা আক্রমণ করে নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে মিলিয়া কাজ করায় ভীষণরূপ অন্তর্বিদ্রোহ ঘটে নাই। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসই নাই।

ভারত ও রোমসাম্রাজ্যের তুলনা।—কিন্তু এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সেকালের লোক যে সকল শাস্ত্রে আস্থা করিত সে সকল শাস্ত্রেরই উন্নতি করিয়াছিল। ইউরোপে অষ্টম ও নবম শতকে শার্লমেন রাজা ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত হাজার বৎসরে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এই হাজার বৎসরে ভারতবর্ষেও সেইরূপ উন্নতি হইয়াছিল। দুই জায়গায়ই রাজারা প্রথম প্রথম মনে করিতেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিলেই রাজার কাজ শেষ হইল। এইরূপ করার নাম দণ্ডনীতি পরিচালন করা। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যের উন্নতি করা রাজারা নিজেদের কর্ত্তব্য বলিয়া

মনে করিতেন না; সে সব প্রজারা জোট বাঁধিয়া করিত। অনেক রাজ্যের প্রজারাও একসঙ্গে জোট বাঁধিত। এইরূপে দুই একশত বৎসর যাওয়ার পর দুই জায়গায়ই রাজারা মনে করিতেন প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করিলেই শুদ্ধ হইবে না, তাহাদের জীবনোপায় নির্দ্ধারণের সহায়তা করিতে হইবে অর্থাৎ যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে পশুপালন কৃষি ও বাণিজ্য করিতে পারে তাহাতেও রাজাকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহার নাম বার্ত্তা। এই ভাবে কয়েকশত বৎসর যাইলে তাঁহারা আবার মনে করিলেন—শুধু ধনপ্রাণ রক্ষা জীবনোপায় করিয়া দিলেই হইবে না; ইহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে এবং রাজাদেরও ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন। ইহাতে ইয়ুরোপে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের বহুল প্রচার ও ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়। ইয়ুরোপে এই সময় হইতে পোপ আর ধর্ম্মের কর্ত্তা রহিলেন না। অনেক দেশে রাজারা "প্রটেক্টর্ অব ফেথ" বা ধর্ম্মরক্ষক উপাধি লইয়া ধর্ম্ম পরিচালন করিতে লাগিলেন এবং পোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ইহার পরও আবার রাজারা দেখিলেন—প্রজা সাধারণকে শুধু ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিলে হইবে না, তাহাদিগকে পুরা শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, হৃদয়ে ভাবের আবেশ হয়, যাহাতে তাহারা সুকুমার শিল্পকলা শিক্ষা করিতে পারে, তাহারও উপায় করিতে হইবে। এই যে চারি প্রকারের উন্নতি ইয়ুরোপেও যেমন হাজার বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল আমাদের দেশেও এই হাজার বৎসরের মধ্যে সেইরূপই হইয়াছিল। রাজনীতিতে এইরূপ উন্নতি হইতে গেলে প্রায়ই হাজার বৎসরের নীচে হয় না বরং বেশী সময় লাগিতে পারে।

ধর্ম্মনীতি।—ধর্ম্মনীতিতেও এইরূপ। এই হাজার বৎসরের প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র ধর্ম্মযাজক ছিলেন; যজ্ঞ সভায় সবাই ব্রাহ্মণ; অন্য জাতির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কেবল যজমান ও যজমানপত্নী

ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইলেও সেখানে বসিতে পাইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্র পড়াইতেন তাহা ছাড়া তাঁহারা আর কোন কথাই কহিতে পারিতেন না। স্ত্রী ও শূদ্রের বেদেও অধিকার ছিল না যজ্ঞেও অধিকার ছিল না। তাঁহাদের জন্য রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ ছিল। তাহারও ব্রাহ্মণ বক্তা ব্রাহ্মণ শ্রোতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া যাইত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া। তাঁহারা চলিত ভাষায় বলিতেন, অন্য জাতির লোক, স্ত্রী ও শূদ্র বসিয়া শুনিতেন। ক্রমে লোকে বৃদ্ধ বয়সে যতি হইতে আরম্ভ করিল। যতিরা ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতেন লোকে শুনিত, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই তিন আশ্রম পালন না করিয়া কেহই যতি হইতে পারিতেন না। কয়েক শতাব্দী পরে লোকে অল্প বয়স হইতেই যতি হইতে আরম্ভ করিল ও ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। মানুষ কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে—এই সকল বিষয়ে তর্ক করিতে লাগিল। জগৎ কিরূপে সৃষ্টি হইল, সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তিনি আছেন কি না, যদি থাকেন তিনি কিরূপ—এই সকল বিষয়েও বিচার করিতে লাগিল। নানারকম সন্ন্যাসীর দল হইতে লাগিল। এই সকল সন্ন্যাসীর দল হইতেই সাংখ্য ও যোগের সৃষ্টি, উপনিষদের সৃষ্টি, জৈন দর্শনের সৃষ্টি, বৌদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি, আজীবক প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ ছয় মতের সৃষ্টি, শৈব ও বৈষ্ণব সৃষ্টি। বৈদিক ধর্ম্ম হইতে এত মতের সৃষ্টি অল্পদিনে হইতে পারে না—অন্ততঃ একহাজার বৎসর লাগা চাই, তাহার কমে হইতে পারে না। ইয়ুরোপে রোমান ক্যাথলিক হইতে প্রটেষ্ট্যাণ্ট জন্মাইতেই এক হাজার বৎসর লাগিয়াছিল।

ব্যাকরণ।—ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেক মত হইয়াছে। কিন্তু সে সব অতি সহজ ও সরল। অনেক সময়ে শব্দের অক্ষর ধরিয়া ব্যুৎপত্তি করা হয়। ক্রমে সন্ধি কেন হয়, ইকারের পর অকার

থাকিলে ইকারের স্থানে য হয়। য কোথা হইতে আসে? অকারের পর অকার থাকিলে 'আ'কার হয় "অ" দুটী কোথায় যায়? এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ১৫ খানি ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়। এই ১৫ খানি ব্যাকরণই এখন লোপ হইয়াছে কিন্তু পাণিনি নন্দরাজাদের সময় যে সর্ব্বব্যাপী ব্যাকরণ লেখেন তাহাতে এই ১৫।১৬ খানি ব্যাকরণ হইতে সূত্র উদ্ধার করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের সহজ ও সরল মত হইতে পাণিনির সূত্র পর্য্যন্ত উঠিতে প্রায় হাজার বৎসর লাগা অসম্ভব নহে।

নাট্যশাস্ত্র।—পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের মধ্যে দুইখানি নাট্য সূত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন। অনেক নাটক না হইলে এবং নাট্য একটা ব্যবসায় না হইলে নাট্যসূত্র বা নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং বহুকাল হইতেই নাটক লেখা চলিয়া না আসিলে নাট্যসূত্র বা নাট্যশাস্ত্রই হইতে পারে না। প্রথম প্রথম নাটক হইত—প্যাণ্টোমাইমের মত। তাহাতে কথাবার্ত্তা বড় ছিল না কেবল অভিনয় মাত্র। যেমন দেবাসুরে যুদ্ধ, সমুদ্র-মন্থন, ত্রিপুর দাহ। তাহার পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল, মুখে রং দেওয়া আরম্ভ হইল, নাচ আসিয়া জুটিল। রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারী হইতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চের দেওয়ালে গ্রাম নগরাদির চিত্র থাকিতে লাগিল। যবনিকা হইল। তবে তো নাট্যসূত্র বা নাট্যশাস্ত্র আরম্ভ হইল। দেবাসুর যুদ্ধের প্যাণ্টোমাইম হইতে পূর্ণ থিয়েটারের আবির্ভাব কত কালে হইতে পারে? ইয়ুরোপে মিরাকেল ও মিষ্ট্রি হইতে সেক্ষপীর পর্য্যন্ত প্রায় হাজার বৎসর লাগিয়াছিল।

অন্যে যাহাই বলুক, প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিতে গেলে পরীক্ষিতের অভিষেক হইতে নন্দরাজার অভিষেক পর্য্যন্ত এই হাজার বৎসরেই ভারতবর্ষ সকল বিষয়েই উন্নতি করিয়া আসিতেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিশুনাগবংশ।

ষোলটী রাজ্য।—খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে মগধে জরাসন্ধের প্রধান বংশ লোপ পাইয়া যায় এবং তাঁহাদের এক জন কর্ম্মচারী শিশুনাগ মগধের রাজা হইয়া বসেন এবং চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কিন্তু খুব উচ্চবংশের লোক ছিলেন না। তিনি রাজা হইয়াই এক পরোয়ানা জারি করেন যে, আমার দরবারে কেহ ট ঠ ড ঢ শ ষ প্রভৃতি অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ তিনি সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত ভাষার প্রচলন করিয়া দেন। তখনও মগধের রাজধানী রাজগৃহেই আছে এবং রাজগৃহও চারিদিকে পর্ব্বত-বেষ্টিত একখণ্ড সমতল ভূমিতে আছে। সে সময় উত্তর ভারতবর্ষে মগধ, কাশী, কোশল, অঙ্গ, বিদেহ, বৈশালী, অবন্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি ষোলটী রাজ্য ছিল। ইহার মধ্যে উত্তর কোশলের একজন রাজা তাঁহার ছোটরাণীর ছেলেকে রাজ্য দিয়া বড়রাণীর ছেলেদেরের তাড়াইয়া দেন। তাঁহারা হিমালয়ের ঢালুতে কপিলমুনির আশ্রমে কপিলবাস্তু নামে নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহাদের বংশের নাম শাক্যবংশ। এই বংশেই বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

বিদেহ ও বৈশালী।—আর্য্যাবর্ত্তে এই সময় যে ষোলটী রাজ্য ছিল তাহার মধ্যে কতকগুলিতে রাজা ছিলেন এবং কতকগুলি ছিল সাধারণতন্ত্র। এই সাধারণতন্ত্রের মধ্যে বিদেহ ও বৈশালী প্রধান। এখানকার উচ্চ শ্রেণীর লোকে সকলেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত এবং

সকলে মিলিয়া রাজ্য শাসন করিত। কপিলবাস্তুতে যদিও এক জন রাজা ছিলেন তথাপি সেখানকারও রাজতন্ত্র প্রায়ই বৈশালীর মত ছিল। বৈশালীরই এক সম্ভ্রান্ত বংশে বর্দ্ধমান বা মহাবীর নামে একজন সিদ্ধ-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পার্শ্বনাথের জৈন-ধর্ম্মের সংস্কার করেন।

শিশুনাগের তুল্যকাল রাজগণ।

অঙ্গরাজ্য।—যে সময় শিশুনাগ মগধের রাজা হইলেন সে সময় অঙ্গরাজ্য খুব প্রবল ছিল, এমন কি, সময় সময় অঙ্গরাজ মগধের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতেন। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগর এখনকার ভাগলপুর। কিন্তু শিশুনাগবংশ প্রবল হইয়া অঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া লন।

কাশীরাজ্য ও পাটলীপুত্র।—শিশুনাগের পৌত্র বিম্বিসার—কাশীরাজের কন্যা বিবাহ করেন, এবং সেই সূত্রে কাশী যৌতুক পান; কাশীর অধিকার লইয়া মগধে ও কোশলে খুব বিবাদ চলিতে থাকে। অনেক বছর বিবাদের পর কাশী মগধ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এখন উত্তর বিহারে মিথিলা, বিদেহ ও বৈশালী সাধারণ তন্ত্রের সহিত বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রুর বিবাদ চলিতে থাকে। এই বিবাদের সময়ই অজাতশত্রু বৈশালীর সীমায় গঙ্গা, গণ্ডকী ও শোণ এই তিন নদীর মোহনায় একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গই পরিণামে পাটলীপুত্র নামে ভারতবর্ষের প্রধান নগর হইয়া উঠে। বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়সে যখন রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তু যাইতেছিলেন তখন এই দুর্গ নির্ম্মাণের কার্য্য তিনি দেখিয়া যান এবং বলিয়া যান,—পৃথিবীর মধ্যে এ নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইবে।

বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র।—রাজা বিম্বিসারের সময়ই শাক্যসিংহ বোধিলাভ করিয়াছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে মগধের রাজাকে শিষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক রাজধানী কপিলবাস্তু, কোশলের

রাজধানী শ্রাবস্তী, মগধের রাজধানী রাজগৃহ, অঙ্গের রাজধানী চম্পাপুরী, বৈশালী, বিদেহ, গয়া ও কাশী তাঁহার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল।

অজাতশত্রু।—বিম্বিসার বুদ্ধদেবের শিষ্য হইলেও তাঁহার পুত্র—অজাতশত্রু জৈনধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে মগধ সাম্রাজ্যকে খুব বড় করিয়া যান। তাঁহার পুত্র নাগদশক পশ্চিমাঞ্চলে কৌশম্বী ও উজ্জয়িনীর রাজাদিগের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন।

উদয়ন।—তখন কৌশম্বীতে পুরুবংশের উদয়ন রাজা এবং উজ্জয়িনীতে মহাসেন নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। উদয়নের নাম ডাক খুব হইয়াছিল। হইবে না কেন? একে পুরু বংশের মানসম্ভ্রম ছিল, তাহার পর উদয়নকে প্রজারা বড় ভালবাসিত। তিনি ভরত মুনির কাছে গান বাজনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বীণা বাজাইতে তাঁহার মত কেহ পারিত না। মহাসেন তাঁহার বড়ই হিংসা করিতেন। তিনি কৌশলে উদনকে ধরিয়া আপনার রাজধানীতে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে আপন কন্যা বাসবদত্তার গানের ওস্তাদ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। উদয়ন কিন্তু রাজকন্যা বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিলেন এবং আপন রাজধানী কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

মগধের রাজা নাগদশকও এই সময় আপন ভগ্নী পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ দিলেন। উদয়ন অবন্তী ও মগধের সাহায্য পাইয়া খুব বড় হইয়া উঠিলেন এবং সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন। উদয়নের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কিন্তু কৌশাম্বী ও উজ্জয়িনী দুইই মগধ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া গেল। নাগদশকের পুত্র উদয়ী রাজগৃহ হইতে রাজধানী উঠাইয়া পাটলীপুত্রে লইয়া গেলেন।

দারয়াবুস।—মধ্য ও পূর্ব্বভারতে যখন মগধরাজ এইরূপে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন তখন পারস্যদেশের রাজা দারয়াবুস পশ্চিম ভারতের

অনেকাংশ দখল করিয়া লন। পাঞ্জাব তাঁহার হস্তগত হয়। মহাভারতের সময় হইতেই তক্ষশিলা ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থান হইয়াছিল। পারসীকেরা তক্ষশিলা নগর দখল করিলে সেখানকার অনেক বড় বড় পণ্ডিত পলায়ন করিয়া মগধ সাম্রাজ্যে উপস্থিত হন। মগধের রাজাও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন। যাঁহারা পলাইয়া আসেন তাঁহাদের মধ্যে পাণিনির গুরু বর্ষ একজন প্রধান। পাণিনিও পরে আসিয়া পাটলীপুত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

দারয়াবুস পশ্চিম ভারতের কতদূর দখল করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ হইতে উঠিত এবং সে রাজস্ব তিনি সোনায় আদায় করিতেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা যে অক্ষরে লেখাপড়া করিতেন তাহা এখনকার পারসীর মত ডানদিক হইতে বাঁ দিকে লেখা। সে অক্ষর পশ্চিম ভারতে অনেক দিন চলিয়াছিল, কিন্তু পারসীকদিগের রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

নন্দিবর্দ্ধন।—একে তো মগধের রাজ্য খুব বড় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার উপর উদয়ীর একজন বংশধর নন্দিবর্দ্ধন বড়ই পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময় এবং তাঁহারই সহায়তায় পাঞ্জাবের ক্ষত্রিয় রাজগণ পারসীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং নন্দিবর্দ্ধন পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। নন্দিবর্দ্ধনের ২।১ পুরুষের মধ্যেই শূদ্র জাতীয় নন্দনামে একজন রাজা পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিয়া সমস্ত ভারতের সম্রাট্ হন। (খৃঃ পূঃ—৪২৫) নন্দিরা একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণই গুরু। ঋষিপ্রণীত সূত্রাদিতে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে ও দেবতার ন্যায় মান্য করিতে উপদেশ দেওয়া আছে, সেই সূত্রগুলিতে আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া বাল্যকাল হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জন ও ধর্ম্ম-চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন সুতরাং অনেক সময় তাঁহারাও অনেক লোককে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে ক্রমে আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর একদল শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম কিছুদিন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী একই উপদেশ দিতেন। ক্রমে প্রভেদ হইতে লাগিল। অনেক সন্ন্যাসীর বহুসংখ্যক শিষ্য হইতে লাগিল। কোশল রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী দেশে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে ছয়টি প্রধান সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে দুইটী বুদ্ধদেবের সময় স্থাপিত হয়। একটী শ্রাবস্তীতে ও অপরটী বৈশালীতে। এক সম্প্রদায়ের নাম আজীবক, অপর সম্প্রদায়ের নাম নিগ্রন্থ বা জৈন।

বুদ্ধদেব ও তাঁহার ধর্ম্ম।—এই সকল সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বুদ্ধ-দেব সর্ব্বপ্রধান। তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ৩৯ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়া ৪১ বৎসর মগধ ও কোশল দেশে আপন ধর্ম্ম

প্রচার করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সাল হইতে বৌদ্ধেরা একটী অব্দ গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহার জন্মস্থান কপিলবাস্তু, সিদ্ধিস্থান বুদ্ধগয়া, ধর্ম্মপ্রচার স্থান বারানসী, এবং মৃত্যুস্থান কুশীনগর। এই কয় স্থানই বুদ্ধদিগের মহাতীর্থ। বুদ্ধদেব ইক্ষ্বাকু রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার মাতাও রাজকন্যা ছিলেন। সুতরাং সুবৃহৎ রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ায় সহজেই তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করায় তাঁহার সম্প্রদায় শীঘ্রই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি অবলম্বনেই তাঁহার ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, শরীরকে ক্লেশ দিয়া তপস্যায় ফল নাই। এই জন্য তিনি পঞ্চতপাদি কঠোর ব্রত নিষেধ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্ম্মশালী বলিয়া উপহাস করিতেন; কিন্তু তিনি আপনার শিষ্যদিগকে মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ মধ্যপথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন, অর্থাৎ শরীরকে ক্লেশ দিয়া তপস্যাও করিওনা, ভোগ-সুখেও রত হইও না। যেমন ব্রাহ্মণদের সমস্ত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার কেবল ব্রাহ্মণেরই জন্য; অন্যান্য জাতি তাঁহাদিগের অনুকরণ করিত মাত্র, বৌদ্ধদিগেরও তেমনি যাহা কিছু বন্দোবস্ত কেবল ভিক্ষুদেরই জন্য, গৃহস্থেরা যতদূর সম্ভব ভিক্ষুগণের আচার অনুকরণ করিবে। ঋষিরা ভিক্ষুগণের জন্য যে পাঁচটি ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, শাক্যসিংহ তাহার উপর আরও পাঁচটি বৃদ্ধি করিলেন; যথা, মাল্যচন্দনাদি পরিহার, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি পরিত্যাগ, উচ্চাসন বা মহাসন ত্যাগ, দ্বিকাল-ভোজন নিষেধ, স্বর্ণ-রজতাদি বহুমূল্য দ্রব্য গ্রহণ নিষেধ। তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যেরা ঋষিদের দেওয়া পঞ্চধর্ম্ম পালন করিত। গৃহস্থের পক্ষে

এই পাঁচধর্ম্মও পালন করা অত্যন্ত কঠিন; এই জন্যই হিন্দুগণ গৃহস্থ-দিগকে ঐ পাঁচটি কঠোর ধর্ম্ম পালনে বাধ্য করেন নাই। বুদ্ধদেব কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন বিশেষবিধি না করিয়াও ঐ পঞ্চ নিয়মে গৃহস্থদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।

ত্রিপিটক।—জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর বা বুদ্ধদেব কেহই কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর পাঁচশত স্থবির ভিক্ষু মগধের ক্ষত্রিয় রাজধানী রাজগৃহ নগরে মিলিত হইয়া বুদ্ধের বচন সকল সংগ্রহ করেন। এই উপলক্ষে সপ্তপর্ণী-গুহায় যে বিরাট সভা হয় তাহাই বৌদ্ধদিগের প্রথম সঙ্গীতি। বৌদ্ধ পুস্তক সকল ঐ সভায় তিন ভাগ করা হয়। বৌদ্ধদিগের দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক সকলের নাম অভিধর্ম্ম, ভিক্ষুদিগের আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিপুস্তকের নাম বিনয়, এবং যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গল্পের দ্বারা বুদ্ধদেব লোকের মন আকর্ষণ করিতেন সেই সকলের নাম সূত্র। প্রত্যেক অংশের নাম পিটক বা পেঁটরা। সেই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম ত্রিপিটক।

খৃঃ পূঃ ৪৬৭ অব্দে মহাবীরের মৃত্যু হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজিত্বকালে জৈন গ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হয়। ইহার দুই শত বৎসর পরে জৈনদিগের দুইটী সম্প্রদায় হয়। এক সম্প্রদায়ের নাম শ্বেতাম্বর আর এক সম্প্রদায়ের নাম দিগম্বর। দিগম্বরদিগের পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, শ্বেতাম্বর-দিগের প্রাকৃত ভাষায়।

পার্শ্বনাথ ও জৈন ধর্ম্ম।—জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন। বুদ্ধ জন্মিবার প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাশীনগরে এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়ের গৃহে পার্শ্বনাথের জন্ম হয়। জৈনদের সংস্কার—তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময় দেবতারা পার্শ্বে বসিয়াছিলেন তাই তাঁহার নাম পার্শ্বনাথ হইয়াছিল। তিনি ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং এক

নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার নাম জৈনধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম অনেক জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পার্শ্বনাথ পর্ব্বতে পার্শ্বনাথের নির্ব্বাণ লাভ হয়; কিন্তু যাঁহার হইতে এই ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয় তিনি বুদ্ধদেবের সময়ের লোক। তাঁহার নাম মহাবীর।

অষ্টম অধ্যায়।

নন্দবংশ ও সেকেন্দর সাহা।

সেকেন্দর ও পুরুরাজ।—নন্দবংশের শেষরাজার রাজত্ব সময়ে খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে, মকিদানের প্রসিদ্ধ মহাবীর সেকেন্দর (আলেক জান্দর) দিগ্বিজয়ার্থে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়গণ এই সময়ে পারসীকদিগের প্রাধান্য লোপ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেকেন্দর পঞ্জাবে উপস্থিত হইলে, তক্ষশিলার রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন; পরাক্রান্ত পুরুরাজ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন; কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হন। তাঁহাকে বন্দীভাবে সেকেন্দরের নিকট আনা হইলে, সেকেন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এক্ষণে আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পার?" পুরুরাজ সদর্পে উত্তর করেন—"রাজার ন্যায়"। এই উত্তরে প্রীত হইয়া সেকেন্দর তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন, এবং অন্যান্য পরাজিত প্রদেশও দান করিয়া তাঁহার রাজ্যসীমা বাড়াইয়া দেন।

সেকেন্দরের ভারতবর্ষ ত্যাগ।—সেকেন্দর দুইবৎসর কাল পঞ্জাবে ছিলেন এবং শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, যে তিনি প্রাচ্য বা মগধরাজ্য জয় করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ বহু দিবস বিদেশে বাস ও অনবরত যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহারা আর তাঁহার অনুসরণ করিতে স্বীকার করিল না। সেই জন্য অগত্যা তাঁহাকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইল। সেকেন্দর যে পথে আসিয়াছিলেন সে পথে ফিরিলেন না। তাঁহার নৌসেনাপতি

সিন্ধুনদী বাহিয়া সমুদ্রে পড়িলেন এবং পারস্য উপকূল ধরিয়া ধরিয়া পারস্যোপসাগর দিয়া বাবিলনে পঁহুছিলেন। তিনিও পদাতি সৈন্য লইয়া প্রথম সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় মালব ও অশ্বকক্ষত্রিয়গণ তাঁহার সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিল। মালবগণের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় তাঁহাকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। তিনি মরুভূমির পথে বেলুচিস্থান ও পারস্যের দক্ষিণ দিয়া অতি কষ্টে বাবিলনে উপস্থিত হন, পথে তাঁহার অনেক সৈন্য মারা যায়। বাবিলনে পঁহুছিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে তাঁহার যে সকল প্রতিনিধি ছিল তাহারা বেশীদিন টিকিতে পারে নাই। তাঁহার শাসন ভারতবর্ষে একপ্রকার লোপ হইয়া যায়।

সেকেন্দরের উত্তরাধিকারিগণ।—ভারতের বাহিরে তাঁহার পুত্রকে রাজা করিয়া তাঁহার সেনাপতিরা সাম্রাজ্যটী বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রটী তেমন উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি সেনাপতি-দিগকে বশে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য চারিভাগ হইয়া গেল। ৩১২ খৃঃ পূঃ অব্দে সেলুকস—সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশে রাজা হইয়া বাবিলনে তাঁহার রাজধানী করিলেন। নিজরাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াই তিনি ভারতে লুপ্ত গ্রীক রাজত্বের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়।

মৌর্য্যবংশ।

চন্দ্রগুপ্ত।—কথিত আছে, সেকন্দরের পঞ্জাবে অবস্থিতিকালে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হন, এবং অনেকদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া গ্রীকদের যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করেন। সেকেন্দর স্বদেশে ফিরিয়া গেলে পর, চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রে উপস্থিত হন, এবং স্বীয় মন্ত্রী কুটিল-রাজনীতিবিৎ কৌটিল্য চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পরে তাঁহার অভিষেক হয় (খৃঃ পূঃ ৩২৫)। মুরা নামে দাসীর গর্ভে জন্ম বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নাম মৌর্য্য।

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকস।—সেকেন্দরের মৃত্যুর পরে পঞ্জাবে গোলমাল হয়। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া তক্ষশিলা এমন কি, সমস্ত আফগানিস্থান পর্য্যন্ত মগধ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে সেলুকস পারস্য ও ব্যাবিলন হস্তগত করিয়া একটী স্বতন্ত্র গ্রীক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিলে, তাঁহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিরোধ বাধিয়া উঠে। এই বিরোধে সেলুকস বারংবার পরাজিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করেন, এবং আপনার এক কন্যা দান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সন্তোষ সাধন করেন। এই সময় হইতে মৌর্য্য বংশের সহিত সেলুকসবংশের বরাবর বন্ধুত্ব ছিল।

মেগাস্থিনিস।—ভারতবর্ষীয়দিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি অবগত হইবার জন্য সেলুকস, মেগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীক-পণ্ডিতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস পাঁচ বৎসর কাল তথায় বাস করেন, এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তক এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অনেক ইতিহাস-লেখক তাঁহার পুস্তক হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহাই দেখিয়া ইউরোপীয়েরা প্রাচীন ভারতের অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন।

ইহার পরও কয়েক শত বৎসর ধরিয়া গ্রীকদিগের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। খৃঃ ১ম শতকে প্লিনি তাঁহার ভূগোলে ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। অনেক বাণিজ্যপথের সূক্ষ্ম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অনেক সামাজিক ব্যাপারের কথাও লিখিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্তের বংশধরগণ।—চন্দ্রগুপ্তের সময় জৈন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ হয়; এবং তাঁহারই সময়ে জৈনস্থবির ভদ্রবাহু কর্ণাটদেশে যাইয়া তথায় জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন ও জৈন উপনিবেশ স্থাপন করেন। চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশবৎসর কাল রাজত্ব করিয়া খৃঃ পূঃ ৩০১ অব্দে পরলোকগত হইলে, তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল ২৮ বৎসর। তাঁহার তিন পুত্র—সুষীম, অশোক ও বীতাশোক। অশোক অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। এজন্য রাজা অশোককে তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। এই সময়ে অশোকের সহিত সেলুকস-বংশীয় অন্তিওকস নামক রাজার সদ্ভাব হয়। গ্রীকদিগের সহিত অশোকের সদ্ভাব চিরস্থায়ী হইয়াছিল।

অল্পদিনের মধ্যে সুষীম নিজের দোষে প্রধান মন্ত্রী রাধগুপ্তের বিরাগ-

ভাজন হইয়া উঠেন। রাধগুপ্ত চক্রান্ত করিয়া সুষীমকে তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত করেন এবং অশোককে রাজধানীতে আনয়ন করেন। সেই সময়েই (২৭৩ খৃঃ পূঃ) বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। রাধগুপ্ত অশোককে রাজাসন প্রদান করেন এবং রাজবংশীয় আর আর সকলের প্রাণ বিনাশ করিয়া তাঁহাকে নিষ্কণ্টক করিয়া দেন। কেবল অশোকের সহোদর ভ্রাতা বীতাশোক বৌদ্ধভিক্ষু হইয়া জীবন রক্ষা করেন।

দশম অধ্যায়।

অশোক।

অশোকের কলিঙ্গ বিজয়।—অশোক বিস্তীর্ণ মগধসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, প্রথমে আপন রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। তৎকালে তাঁহার রাজত্ব সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপ্ত ছিল। সুদূর প্রভাসখণ্ডে তাঁহার ভাগিনেয় সমস্ত গুর্জ্জরদেশে আধিপত্য করিতেন। কোঙ্কন ও মহীশূর অঞ্চলেও তাঁহার আধিপত্য ছিল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ হয় নাই। তিনি বঙ্গসাগরতীরবর্ত্তী ত্রিকলিঙ্গদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন এবং তিন বৎসর সংগ্রামের পর উক্তদেশ জয় করিয়া মগধ-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রদেশের নাম কলিঙ্গ। উহা তিনভাগে বিভক্ত ছিল, এই জন্য সমস্ত দেশের নাম ত্রিকলিঙ্গ। নন্দি-

বর্দ্ধনের সময় মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্ব্বেই কলিঙ্গদেশ অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল। কলিঙ্গের রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধভিক্ষুদিগের জন্য গুহা কাটিয়া মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, উঁহাদের জন্য বাপী খনন করিয়া দিতেন, এবং নানারূপে উঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন। কিন্তু নন্দরাজাদের সহিত মৌর্য্য-দিগের গোলযোগে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হইয়া উঠে।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।—ত্রিকলিঙ্গ জয়ের পর হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশোকের বিশেষ শ্রদ্ধা হয়। কথিত আছে, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কয়েকটী অলৌকিক কার্য্য করায় তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার স্বভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। যে অশোক নিষ্ঠুর স্বভাবের দোষে চণ্ডাশোক উপধি পাইয়াছিলেন, এই সময় হইতে তিনিই ধর্ম্মাশোক নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার ৬ বৎসর পরে ঐ ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হয়। তাঁহার সময়ে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধস্থবিরগণের এক সঙ্গীতি হয়। সেই সভায় বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে অশোকের এতই আস্থা ছিল যে, তিনি আপনার প্রিয়পুত্র মহেন্দ্র এবং প্রিয়কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধভিক্ষুণী করিয়া ধর্ম্ম প্রচারাথ সিংহলদ্বীপে প্রেরণ করেন। তৎকালে পৃথিবীর যে যে স্থান ভারতবাসীদিগের জানা ছিল, সেই সকল দেশেই তিনি ধর্ম্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে প্রেরণ করেন। কাশ্মীর, গান্ধার (আফগানিস্থান), মহীশ (গোদাবরী প্রদেশ), বনবাসী (মহীসুর), অপরান্তক (কোঙ্কন), যোন দেশ (গ্রীকদিগের অধিকৃত প্রদেশ), হিমবন্ত (তিব্বত), সুবর্ণভূমি (রেঙ্গুন ও মালয় উপদ্বীপ) প্রভৃতি দেশে তাঁহার প্রেরিত যে সকল বৌদ্ধভিক্ষুক গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন

বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকেরও নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, এবং মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অশোকের রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ভারতবর্ষের নানাস্থানে গিরিগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে তাঁহার বহুসংখ্যক অনুশাসন পাওয়া যায়। এই সকল অনুশাসনে প্রজাদিগকে নানারূপ সদুপদেশ দেওয়া আছে। যে কেহ তাহা পাঠ করিত, তাহারই মনে সাধু হইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিত। খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দে তাঁহার অভিষেক হয়। অভিষেকের পর তিনি ৩৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৌর্য্যবংশের পতন ও তাহার কারণ।—অশোকের জীবিতকালে তাঁহার বিশালরাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। গ্রীকরাজগণ তাঁহার মিত্র ছিলেন। পূর্ব্ব উপদ্বীপেও তাঁহার প্রচারকগণ তাঁহার ও তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিত। কিন্তু তাঁহারই রাজত্বকালে ভারতবর্ষের ভাবী অশান্তির কারণ জন্মায়। দিওদোতস নামক একজন গ্রীক সেনাপতি খৃঃ পূঃ ২৪৮ অব্দে সেলুকস বংশীয়গণের অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া বাহ্লীক নগরে এক নূতন গ্রীকরাজ্য স্থাপন করেন; এবং পারদেরা পারস্যের উত্তরাংশে প্রবল হইয়া একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ভাবী অশান্তির বীজ অশোকের অনুশাসন হইতেই পাওয়া যায়। এই সকল অনুশাসনে তিনি বলেন,—আমার রাজত্বে কেহ পশু মারিয়া যজ্ঞ করিতে পারিবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা বিশেষ সামবেদী ব্রাহ্মণেরা তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া যান। তাঁহার দণ্ডসমতা ও ব্যবহারসমতা প্রচারের আজ্ঞা ব্রাহ্মণের চিরন্তন অধিকার লোপ করিয়া দেয়। তাহাতেও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর খড়্গাহস্ত হন।

একাদশ অধ্যায়।

ভারতে গ্রীক।

মিনান্দার।—দিওদোতস কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশ দীর্ঘকাল বাহ্লীকে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। মধ্য এসিয়ার অসভ্য যাযাবরগণ বাহ্লীক রাজ্য আক্রমণ করে, এবং রাজ্য স্থাপনের ৮০ বৎসরের মধ্যেই বাহ্লীকনগর আত্মসাৎ করিয়া গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করেন। তৎকালে অশোকের উত্তরাধিকারিগণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা গ্রীকদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। শাকলনগরের মিনান্দার নামক একজন গ্রীকভূপতি খৃঃ পূঃ ১৪১ অব্দে সাকেতনগর (অযোধ্যা) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে আবার গঙ্গা ও যমুনা পার হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; ইহার পরও প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের রাজত্ব ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল।

গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা।—সেকেন্দরের সময় হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীকজাতির সহিত ভারতবাসীদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। গ্রীকেরাই ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। ভারতবর্ষবাসীরা বড় একটা কোথাও যাইতেন না। আর যে সকল গ্রীক এদেশে আসিতেন তাঁহারাও এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি সুসভ্যদেশের লোক নহেন।

তাঁহারা সীমান্তদেশবাসী এবং বর্ব্বরজাতি-সংস্রবে অনেক পরিমাণে বর্ব্বর হইয়া গিয়াছিলেন। তথাপি ভারতবাসীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারা যবনদিগের নিকট অনেক শিখিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে ইটের ও পাথরের কাজেও হিন্দুগণ গ্রীকজাতির নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যে হেতু গ্রীকদিগের অট্টালিকাদি-নির্ম্মাণ প্রণালী হিন্দুদিগের নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে অনেক পৃথক। ফল কথা এই যে, হিন্দু ও গ্রীক প্রাচীনকালের দুইটী প্রধান জাতি। ইহাদিগের পরস্পর সংস্রব হইলেই এক জাতির ভাল জিনিষটি অপর জাতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাই সম্ভব। ভারত-বাসিগণ সম্ভবতঃ গ্রীকজাতির নিকট শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব পাইয়াছিলেন; কারণ তৎকালে ঐ দুই বিষয়ে গ্রীকদিগের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। গ্রীকেরাও ভারতবাসীদিগের নিকট ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লইয়াছিলেন; কারণ ভারতবাসিগণ অতি প্রাচীন-কালেই এই দুই বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে শাকলপতি মিনান্দারের সহিত বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাই প্রধান প্রমাণ। তাঁহাদের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া পালিভাষায় একখানি গ্রন্থ আছে। উহার নাম "মিলিন্দা পঞ্হো" অর্থাৎ মিনান্দারের প্রশ্ন। মিনান্দার নির্ব্বাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এবং নাগসেন তাহার উত্তর দিতেছেন। ঐ গ্রন্থ লঙ্কাদ্বীপবাসিগণের একখানি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শুঙ্গ, কাণ্ব এবং অন্ধ্র বংশ।

পুষ্পমিত্র ও পতঞ্জলি।—মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনানী পুষ্পমিত্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইনি শালকপতি মিনান্দারকে মধ্যভারত হইতে বিদায় করিয়াছিলেন। ইঁহারই অধিকার-কালে পাণিনির স্থপ্রসিদ্ধ টীকাকার পতঞ্জলি বর্ত্তমান ছিলেন। ইনিই লুপ্তপ্রায় মগধসাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব পুনঃস্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইনি বিদর্ভদেশ জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন, এবং বরদানদী মালব ও বিদর্ভের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া আসেন। কিন্তু রাজ্যলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া কিছুদিন পরে তিনি বৃহদ্রথকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপন পুত্র অগ্নি-মিত্রকে ভারতের সিংহাসনে স্থাপন করেন।

ইনি পাটলীপুত্রে দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোক যে পশুযজ্ঞ নিষেধ করিয়াছিলেন তাহার জবাব দিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সামবেদী ব্রাহ্মণ ও সামবেদের আচার্য্য ছিলেন। ইনি বৌদ্ধদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং অনেকবার অনেক বৌদ্ধ মঠ নষ্ট করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু-দিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা এখনও ইঁহার নাম হইলে অভিসম্পাত করে। ইঁহার সময় বৌদ্ধেরা ইঁহার রাজ্যের বাহিরে পলাইয়া যায় এবং দিনকতক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার বন্ধ থাকে।

শুঙ্গ, কাণ্ব ও অন্ধ্র বংশ।—অগ্নিমিত্রের বংশের নাম শুঙ্গ বংশ। এই বংশীয় রাজগণ বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ বিদিশা-নগর ইহাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু কালের কুটিলগতিতে এই বংশেরও প্রভাব হীন হইয়া আইসে, এবং রাজমন্ত্রী বাস্থদেব স্বীয় প্রভুকে সাক্ষী-গোপাল করিয়া নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসেন। বাস্থদেবের বংশের

নাম কাণ্ববংশ; ইঁহারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাণ্বগণ ৩।৪ পুরুষ আধিপত্য করিলে, তৈলঙ্গনিবাসী অন্ধ্রগণ, কাণ্ববংশ ও শুঙ্গবংশের যাহা অবশিষ্ট ছিল, ধ্বংস করিয়া মগধরাজ্য অধিকার করেন।

শুঙ্গ, কাণ্ব ও শাতকর্ণী এই তিন রাজবংশই ব্রাহ্মণ। শুঙ্গেরা সামবেদী, কাণ্বেরা শুক্ল যজুর্ব্বেদী ও শাতকর্ণীরা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী ছিলেন। ইঁহারা মিলিয়া প্রায় চারিশত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। বৌদ্ধেরা আর মাথা তুলিতে না পারে ইহার জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্ত্রী, শূদ্র ও জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ইঁহারা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে ধর্ম্ম শিক্ষার অঙ্গ করিয়া লন এবং ঐ সকল গ্রন্থকে বর্ত্তমান আকারে আনিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণদের স্মৃতিসংহিতাগুলি ইঁহাদের সময় সরল ভাষায় রচিত ও সঙ্কলিত হয়। ব্রাহ্মণদিগের দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি এই সময় লিখিত হইতে থাকে।

অন্ধ্রেরা কোথা হইতে আসিল?—বহুকাল অবধি মহারাষ্ট্রের পশ্চিমভাগ এবং তৈলঙ্গদেশ অন্ধ্রদেশ নামে বিখ্যাত ছিল এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে অন্ধ্র কহিত। কালক্রমে অন্ধ্রদেশে এক মহাপরাক্রান্ত রাজবংশের উৎপত্তি হয়। ইঁহাদের নাম সাতবাহন ও শাতকর্ণী। ইঁহারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধান্যকটক ইঁহাদের রাজধানী ছিল। খৃঃ পূঃ ৭১ অব্দে ইঁহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজা হন। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্রগণই হিন্দুজাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সভ্যতম অংশ প্রায় সমস্তই তাঁহাদের অধিকৃত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে মালবদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ্রগণের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা খৃঃ পূঃ ৫৬ বৎসর হইতে এক অব্দ গণনা করিতেন। উহার নাম মালবাব্দ। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে ঐ অব্দ বিক্রম সংবৎ নামে অভিহিত হইতে থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

শক জাতি ।

শকদিগের রাজ্যবিস্তার।—মধ্য এসিয়ার সাধারণ নাম শাকদ্বীপ ; গ্রীকেরা উহাকে সিথিয়া বলিতেন। ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়, যে এই স্থান হইতেই যাযাবর সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইয়া সভ্যদেশসমূহ অধিকার করিত। ইহারা প্রায়ই পশ্চিম যাইয়া ইউরোপ উলট-পালট করিয়া তুলিত, এবং মধ্যে মধ্যে দক্ষিণমুখে ভারতবর্ষেও উপনীত হইত। ইহাদেরই মধ্যে একদল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীকগণের রাজ্য বাহ্লীক অধিকার করিয়া উহাদিগকে আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। পরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া পারস্যদেশের শকস্থান বা সিস্তান প্রদেশে আপনাদের রাজ্যস্থাপন করিয়া বেলুচিস্থানের মরুভূমি দিয়া সিন্ধু, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রদেশে রাজ্য বিস্তার করে। এখনও মথুরা ও মহারাষ্ট্রেও ইহাদের রাজত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। শকদিগের পর পারদেরা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া পশ্চিম ভারতে পঞ্জাব অঞ্চলে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে গুড়ফেরাস বা গণ্ডোফেরাস প্রধান।

যুচীবংশ ও কনিষ্ক।—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মধ্যএসিয়া হইতে যুচী নামে আর এক জাতি ক্রমে বাহ্লীক পরে আফগানিস্থান ও পরে পঞ্জাব অঞ্চলে উপস্থিত হয়। এই বংশের সর্ব্বপ্রধান রাজার নাম কনিষ্ক। খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে পেশোয়ার বা পুরুষপুরে ইহার

অভিষেক হয়। ইঁহার অভিষেক দিবস হইতে এক অব্দ গণনা আরম্ভ হয়; উহার নাম শকাব্দ। তৎকালে শক ও যবনগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদেরা ঐ অব্দ গ্রহণ করাতে উহা শীঘ্রই সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

মহাযান সম্প্রদায়।—কনিষ্কের সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। অনেকে মনে করেন তাঁহার সাম্রাজ্য বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে আলটাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শকদিগের কি ধর্ম্ম ছিল জানা যায় না। কিন্তু কনিষ্ক নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের এক সংগীতি হয়। এই সভা হইতেই উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধগণের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচার-ব্যবহার নিয়মবদ্ধ হয়। উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধগণের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সংস্কৃতভাষায় লেখা এবং হিন্দুগণের সহিত উহাদের সহানুভূতি অধিক। এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণই পরিণামে মহাযানসম্প্রদায় নামে চীন, তাতার, তিব্বত প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের মত প্রচার করেন।

চষ্টন ও পুলমায়ী।—কনিষ্কের পর হুবিষ্ক ও তাঁহার পর বাসুদেব শকসাম্রাজ্যের অধিপতি হন। এই বংশীয়গণ প্রায় ১১০ বৎসর রাজত্ব করেন। মথুরা ও মহারাষ্ট্রের ক্ষত্রপ উপাধিধারী শাসনকর্ত্তাগণ শকদিগেরই অধীন ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় প্রথম ক্ষত্রপের নাম নাহাপনা। ইনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয় ধর্ম্মেরই উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। অন্ধ্রবংশীয়েরা ইঁহাকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। কিন্তু চষ্টন নামে আর একজন ক্ষত্রপ উজ্জয়িনী ও গুর্জ্জর অধিকার করেন। অন্ধ্রবংশীয় পুলুমায়ী বাশিষ্ঠীপুত্রের সহিত যুদ্ধে ইনি এবং ইঁহার পুত্র অত্যন্ত প্রপীড়িত হন। কিন্তু ইঁহার পৌত্র রুদ্রদামকে গুর্জ্জরবাসীরা নির্ব্বাচন করিয়া রাজা করে। তিনি

অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন এবং অন্ধ্রগণকে স্বরাজ্য হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহার দুই পুরুষ পরে এই রাজ্য লোপ হয়। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আজিও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্য।

চন্দ্রবর্ম্মা ও গুপ্তবংশ।—নন্দ রাজারা ক্ষত্রিয়দিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। অনেক পুরাণেই লেখা আছে "নন্দান্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ"। কিন্তু নন্দরা যে ক্ষত্রিয়দিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিজেদের সাম্রাজ্যের মধ্যেই করিয়াছিলেন, বাহিরে তো পারেন নাই। সেকেন্দার শাহ্ পঞ্জাবে ক্ষত্রিয়দিগের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিলেন এমন কি একজন পুরুবংশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মালব ও অশ্বকেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই সকল ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একজন বিনষ্ট-প্রায় সরস্বতী নদীর তীরে পোকরণ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাহ্লীক হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম, চন্দ্রবর্ম্মা। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া অঞ্চলে বিষ্ণুর চক্র স্থাপন করেন ও দিল্লীতে তাঁহার ধ্বজা স্থাপন করেন। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। মগধের গুপ্ত বংশীয়েরা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে মধ্যভারতবর্ষ হইতে বর্ম্ম-দিগকে তাড়াইয়া দেন।

গুপ্তরাজগণের রাজ্যবিস্তার ও হূণ আক্রমণ।—খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। মহারাজা গুপ্ত একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি পাটুলীপুত্রে আপন রাজ-ধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যবিস্তার করিতে থাকেন। তাঁহার পৌত্র চন্দ্র গুপ্ত "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ধারণ করিয়া সম্রাট বলিয়া আপনাকে

ঘোষণা করেন। ইনি নেপালাধিপতি সূর্য্যবংশীয় লিচ্ছবী কুলাধিপতির কন্যা কুমারীদেবীকে বিবাহ করেন; এবং এরূপ উচ্চবংশে বিবাহ করায় আপনাকে মহাসম্মানিত বিবেচনা করেন। কথিত আছে, নেপালপতি জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রচারিত নেপালাব্দ তিনি গুপ্তসংবৎ নামে ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়া যান। খৃষ্টীয় ৩১৯ অব্দ হইতে গুপ্তসংবৎ আরম্ভ। অনেকে মনে করেন গুপ্তগণ যুচীরাজগণের অধীন ছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্ত ঐ অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াই শকাব্দ পরিহার করিয়া নূতন অব্দ প্রচলিত করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৌশাম্বীতে তাঁহার ভারতবিজয়-কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এক জয়স্তম্ভ খাড়া করা হয়। সে স্তম্ভ এখন এলাহাবাদে আছে। উক্ত স্তম্ভে লেখা আছে যে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ-কোশল, (গণ্ডোয়ানা) কেরল, (মালাবার উপকূল) কাঞ্চী প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত নরপতিগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ) নেপাল, কামরূপ প্রভৃতি সীমান্তদেশবাসী রাজগণ এবং মালব, আভীর (খান্দেশ) প্রভৃতি দেশের রাজগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মৌর্য্যবংশের পর এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় নাই। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২০ বৎসর রাজত্ব করেন।

তিনি ও তাঁহার পুত্র কুমার গুপ্ত পোকরণের বর্ম্মরাজগণের রাজ্যটি আত্মসাৎ করিয়া লয়েন এবং গুজরাট দেশেও আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। দক্ষিণভারতে কদম্ববংশীয় কাকুৎস্থ বর্ম্মা লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি সে দেশে গুপ্তরাজাদিগের পরামর্শদাতা ছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের সময় হূনগণ মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং পঞ্জাব ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল অধিকার করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের উপর পতিত হয়। স্কন্দগুপ্ত উহাদের গতি রোধ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহারা পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় দলে দলে আসিয়া গুপ্তরাজগণকে লণ্ডভণ্ড করিয়া তুলে। হূনদিগের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ৪৬৮ খৃষ্টীয় অব্দে স্কন্দগুপ্তের শেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরও পূর্ব্বাঞ্চলে গুপ্তরাজগণের রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। পুরগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত, বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্তের সময়ের লিখিত অনেক তাম্রশাসন গুপ্তসাম্রাজ্যের পূর্ব্বদিকে এখনও পাওয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহাদের রাজত্ব নষ্ট হইয়া গেলেও ৬০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরভারত তাঁহাদিগকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিত। খৃষ্টীয় ১৮ শতকের প্রথমেই মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেও ১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত মোগলদের নামেই রাজত্ব চলিত ও টাকা চলিত। গুপ্তদেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি।—গুপ্তেরা অধিকাংশই বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহাদের খোদিত মুদ্রায় লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিত; ইঁহারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে অনেক সরকারী কার্য্য প্রাকৃতভাষায় সম্পন্ন হইত। এই সময় হইতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার দেখা যায়। এই সময় হইতেই পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিতে থাকে। ইঁহাদের সময় শিল্প ও বাণিজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কথিত আছে, দশপুরবাসী রেশমব্যবসায়িগণ চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহাদের চাঁদা হইতেই উক্ত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হূনগণ ও যশোধর্ম্মদেব।

তোরামনের মালব অধিকার।—মধ্যএসিয়াবাসী বর্ব্বরজাতিগণের মধ্যে হূনগণ সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর এবং পরাক্রমশালী ছিল। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে উহারা ইউরোপে প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে, এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া পঞ্জাব প্রদেশস্থ শাকল নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত ৪৬৮ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির পশ্চিমাঞ্চলে আর তত প্রভাব ছিল না। বুধগুপ্ত নামক একজন গুপ্তনরপতি, সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন। কিন্তু হূনাধিপতি তোরামন তাঁহার হস্ত হইতে মালবদেশের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। বুধগুপ্তের পর ভানুগুপ্ত ৫১০ খৃষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশটুকুতে রাজত্ব করেন। ৫১০ অব্দের পর গুপ্তরাজগণের প্রদত্ত সনন্দাদি পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যায় না।

মিহিরকুল।—তোরামন যে মালব দেশের পূর্ব্বসীমা পার হইয়া গিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে পারস্য জয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কাশ্মীরও তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তোরামনের পুত্রের নাম মিহিরকুল। তিনিও পিতার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাসেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতাপে ভারতবাসিগণ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্মদেব ও কোরুর যুদ্ধ।—মালবাধিপতি যশোধর্ম্মদেব শক্তিশালী হইয়া মিহিরকুলকে দমন করেন। মালব গুপ্তরাজগণের অধীন থাকিলেও উহা তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না; একজন করদ রাজার অধীন ছিল। তোরামন ঐ দেশ দখল করিলে তথায় ঘোরতর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই সময়ে যশোধর্ম্মদেব মালব হইতে মিহির-কুলকে দূর করেন; কেহ কেহ বলেন যে, মুলতান ও লুনী নগরের মধ্যবর্ত্তী কোরুরনামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধে যশোধর্ম্মদেব মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া হূনগণের প্রাধান্য লোপ করেন (৫৩৩ খৃঃ অব্দ)। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্র (পূর্ব্বঘাট) পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজগণ এবং হূনগণ যে সকল দেশ জয় করিতে পারেন নাই, তাহাও যশোধর্ম্মদেবের অধীন হইয়াছিল। মিহিরকুল স্বয়ং তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্মদেব ও নবরত্ন।—পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনের সময়েই অনেকগুলি প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ বরাহ-মিহির এই সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরসিংহ ও কালিদাস এই সময়েই বর্ত্তমান থাকিয়া ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অনেকের মতে এই যশোধর্ম্মদেবই ভারতের গৌরবরবি বিক্রমাদিত্য। ইঁহারই সভায় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এবং ইনিই হূনদিগকে পরাভূত করায় "শকারি" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক যশোধর্ম্মদেবের ন্যায় প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ভারতবর্ষে আর কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার পর হইতে শকগণ আর ভারতবর্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত

অগ্রসর হইতে পারে নাই। যশোধর্ম্মদেব নিজে শৈব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে সকল ধর্ম্মেরই সমান আদর ছিল। তাঁহার নবরত্নের (১) মধ্যে অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যশোধর্ম্মদেবের পুত্র পৌত্রাদির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; এবং ইহার পর ৩।৪ শত বৎসর ধরিয়া মালবদেশেরও কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না. তবে উজ্জয়িনী ভারতের সাতটী তীর্থের (২) মধ্যে একটী বলিয়া বিখ্যাত হয়।

১। ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভাযাং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।

২। অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার) কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

বলভী, মগধ ও থানেশ্বর রাজ্য।

তিনটী প্রধান রাজ্য।—যশোধর্ম্মদেব এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কতদিন মালব দেশে রাজত্ব করেন বলা যায় না। কিন্তু মালব ইহার পর অনেক দিন স্বাধীন ছিল। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যমধ্যে মালব ভিন্ন আর তিনটী রাজ্য ছিল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে দেওয়া গেল।

বলভী রাজ্য।—গুপ্ত সাম্রাজ্যের উন্নত অবস্থায় সেনাপতি ভট্টারক গুজরাটে একটী নূতন রাজ্যের সূত্রপাত করেন। সুপ্রসিদ্ধ বলভীনগর ইহাদিগের রাজধানী ছিল। ইহারা ৪২৬ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্ব হইতে "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়া ৭৪৪ খৃষ্টাব্দের পর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তিন চারি শতাব্দী মধ্যে অনেক জন রাজা রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে ৭ জনের নাম শিলাদিত্য। ইঁহাদের প্রভাব গুজরাটের বাহিরে যায় নাই। ইঁহাদের ২।৪ জন রাজা স্বাধীনতাসূচক "পরমভট্টারক" ও "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিলেও ইঁহারা আপনাদিগকে সামন্তরাজা বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কিন্তু কখন কাহার অধীনতা স্বীকার করিতেন বলা যায় না। ইঁহারা বহুসংখ্যক দেবমন্দির ও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বলভীনগরের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন, এবং বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন। জৈন ও বৌদ্ধগণও ইঁহাদের নিকট বিলক্ষণ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহাদেরই শাসনাধীনে থাকিয়া মহাকবি ভট্টি স্বনামখ্যাত মহাকাব্য রচনা করেন। ইহাদেরই রাজত্বকালে মুসলমানেরা পারস্য রাজ্য ধ্বংস করিয়া

দেয়। রাজত্ব ধ্বংস হইলেও সেখানকার ধর্ম্মযাজক মগেরা প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া মুসলমানদিগের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু পরে তাহারা যখন দেখিলেন—পারস্যের সকল লোকই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহারা জাহাজে উঠিয়া গুজরাটের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলভী রাজারাও তাহাদিগকে স্থান দিলেন। ইঁহাদেরই বংশধরেরা এক্ষণে পার্সী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ে খুব শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

মগধরাজ্য।—বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত যখন হূনগণের হস্ত হইতে গুপ্তসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণগুপ্ত মগধদেশে একটী স্বতন্ত্র গুপ্তরাজ্য স্থাপন করেন। কৃষ্ণগুপ্ত প্রাচীন গুপ্তবংশীয়গণের জ্ঞাতি ছিলেন। কৃষ্ণগুপ্তের পর গুপ্তবংশ এগারপুরুষ মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশের অষ্টম রাজা আদিত্যসেন খৃষ্টীয় ৬৭২ অব্দে আপনাকে স্বাধীনরাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পুত্রও স্বাধীন সম্রাট্ ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশ লোপ হয়।

স্থাণ্বীশ্বর রাজ্য।—স্থাণ্বীশ্বরের (থানেশ্বরে) প্রথম রাজার নাম নরেন্দ্রবর্দ্ধন। তাঁহারা তিনপুরুষ সামন্তরাজা ছিলেন। চতুর্থ পুরুষে প্রভাকর-বর্দ্ধন "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি উত্তরে গান্ধার ও হূন, এবং দক্ষিণে গুর্জ্জররাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্মদেবের মৃত্যুর ২০।৩০ বৎসর মধ্যে প্রভাকরবর্দ্ধন আপন প্রভাব বিস্তার করেন। প্রভাকরবর্দ্ধন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে হূনদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই রাজার মৃত্যু হয়, এবং রাজ্যবর্দ্ধন হূনবিজয়কার্য্য সমাধা করিয়া স্থাণ্বীশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালবের রাজা, প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুতে

অবসর বুঝিয়া তাঁহার জামাতা গ্রহবর্ম্মাকে মারিয়া ফেলিয়া উঁহার রাজধানী কান্যকুব্জনগর হস্তগত করেন। রাজ্যবর্দ্ধন মালবপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন, এবং তারপর বঙ্গদেশের কর্ণসুবর্ণনামক নগরের রাজা শশাঙ্কের (নরেন্দ্রগুপ্তের) সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হন। শশাঙ্ক অত্যন্ত বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়া অধিকার করিয়া বোধিবৃক্ষ কাটিয়া ফেলেন এবং যাহাতে উহা আর জন্মাইতে না পারে তাই উহার মূলে গর্ত্ত করিয়া মধু ঢালিয়া দেন। রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত আপনাকে যুদ্ধে অসমর্থ দেখিয়া ইনি সন্ধি করেন, এবং রাজ্যবর্দ্ধনকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে অতিশয় কাতর হইয়া তিনি সসৈন্যে শশাঙ্ক-রাজার বিনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হন, এবং তাঁহার উদ্যম সফল হয়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন অল্প দিনের মধ্যেই প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্ হইয়া উঠেন। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার করতলগত হয়। তিনি কান্যকুব্জে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাজ্যপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি নর্ম্মদানদী পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবলপরাক্রান্ত চালুক্যবংশীয় নরপতি সত্যাশ্রয়কে আক্রমণ করেন; কিন্তু পরাজিত ও অবমানিত হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসেন। ইনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাদম্বরীরচয়িতা মহাকবি বাণভট্ট ইঁহারই সভাসদ ছিলেন। ইনি শৈব ছিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম্মেরই দ্বেষ করিতেন না। ইঁহারই সময়ে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্-ৎ-সাঙ্ ভারতবর্ষে আসিয়া ১৫ বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অশোকপ্রভৃতি প্রাচীন সম্রাট্‌গণের ন্যায় হর্ষবর্দ্ধন পাঁচবৎসর অন্তর এক একটী বড় সভা আহ্বান করিতেন। এই সভায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত, এবং পণ্ডিত

ও বৈজ্ঞানিকগণকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া যাইত। হিউ-এন্-ৎ-সাঙ্ এইরূপ একটী সভায় উপস্থিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬০৭ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন রাজা হন এবং ৬৪৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর কনোজ সাম্রাজ্য লোপ পায়। মগধের গুপ্তগণ আপনাদিগকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং হিন্দুরাজগণ পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ গোলযোগে সপ্তম শতাব্দী শেষ হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বড় বড় রাজ্য।

অনেকে মনে করেন হর্ষবর্দ্ধনের পর ভারতবর্ষে আর বড় রাজ্য হয় নাই। এ কথা ঠিক নয়। চিরকাল যেমন ছিল এখনও তেমনই ভারতবর্ষে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজা ছিল। প্রত্যেক প্রদেশেই এক একজন রাজা থাকিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক একজন রাজা বড় হইলে অনেকে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিত, যাহারা করিত না তাহাদিগকে তিনি যুদ্ধ করিয়া বশ করিতেন। সুতরাং তিনি একজন বড় রাজা হইতেন। হর্ষবর্দ্ধনের পরও এইরূপ হইয়াছিল।

অর্জ্জুন ও চীনাদূত।—হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের কি হইল তাহা বিশেষ জানা যায় না। তাহার মন্ত্রী অর্জ্জুন রাজ্যটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। সে চীনের দূতকে অপমান করায় চীনেরা প্রকাণ্ড একদল সৈন্য হিমালয়ের উপর দিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেয়। তাহাতেই অর্জ্জুনের পতন হয়। কিন্তু চীনেরা এখানে বেশীদিন থাকিতে পারে নাই। গরমে, ম্যালেরিয়ায় এবং সাপের কামড়ে তাহাদের অনেক লোক মরিয়া যায়। তাহারাও নিজের দেশে ফিরিয়া যায়। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়।

কুমারিল, ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজ।—খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমে কনোজে যশোবর্ম্মদেব নামে একজন রাজা খুব প্রবল হইয়া উঠেন: তিনি গৌড়রাজকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্যটী দখল করিয়া লন। পশ্চিম-

দিকেও তিনি পঞ্জাব দখল করেন। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। তাঁহার সভার প্রধান পণ্ডিত ভবভূতি। ইঁহার অনেকগুলি নাটক এখনও চলিতেছে। ইনি কুমারিলের শিষ্য ছিলেন এবং বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারই একজন শিষ্য বাক্‌পতি যশোবর্ম্মদেবের গৌড় বধ ব্যাপার লইয়া প্রাকৃত ভাষায় একখানি মহা-কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই কুমারিল ভট্ট মীমাংসা শাস্ত্রের টীকা লিখিয়া ভারতবর্ষে আবার বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন এবং অন্য ধর্ম্মমতগুলি সব খণ্ডন করিয়া দিয়া যান।

যশোবর্ম্মদেব ও ললিতাদিত্য।—এই সময় কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য খুব প্রবল হইয়া পঞ্জাবের অনেক স্থান দখল করেন। সুতরাং যশোবর্ম্মদেবের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে, যশোবর্ম্ম পরাজিত হন। তিনি এই মর্ম্মে সন্ধি করেন যে ভবভূতি কিছুদিন আসিয়া কাশ্মীরে বাস করিবেন। ভবভূতি কাশ্মীরে গেলে রাজায় রাজায় আবার ভাব হয়। কিন্তু যশোবর্ম্মের বংশে এই বড় রাজ্য বেশী-দিন টিকে নাই।

গৌড়েশ্বর, দেবপাল ও ধর্ম্মপাল।—বরেন্দ্রভূমির পালেরা গৌড়ে আপনাদের রাজধানী করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হন এবং পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লন। ধর্ম্মপাল কনোজের রাজাকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়া দেন। কনোজের রাজাও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। ধর্ম্মপাল ও তাঁহার উত্তরাধিকারী দেবপাল, দুজনে প্রায় ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। দুইজনেই সম্রাট ছিলেন এবং দুইজনেই প্রায় সমস্ত আর্য্যা-বর্ত্তের কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মগধে নালন্দাই বৌদ্ধ বিদ্যার

প্রধান স্থান ছিল। ইঁহাদের সময় বিক্রমশীল আর একটী বিদ্যাপীঠ হইয়া উঠে এবং বিক্রমশীল হইতেই বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের বাহিরে তিব্বত, চীন ও মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান।

কৃষ্ণরাজা।—পালবংশের এই প্রাধান্য বেশীদিন থাকে নাই। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূট রাজা কৃষ্ণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বরাবর উত্তরে আসিয়া হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত দখল করিয়া লন। কনোজও ইঁহাদের হাতে গিয়া পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণের রাজ্য বড় করার ইচ্ছা ছিল না, তিনি দিগ্বিজয় করিয়াই ফিরিয়া যান। তিনি কেবল দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া যান।

গুর্জ্জর প্রতিহার।—কৃষ্ণ ফিরিয়া গেলে গুর্জ্জর প্রতিহারেরা গুজরাট হইতে আসিয়া প্রথমে গোয়ালিয়র ও পরে কনোজ দখল করে এবং কনোজে একটি স্থায়ী রাজবংশ গড়িয়া উঠে। এই বংশের রাজা ভোজ একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রেরাও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

কনোজ ও চেদী রাজগণ।—ইংরাজী এগার শতকে যখন গজনীর মামুদ কনোজের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া নিজের দেশে চলিয়া গেলেন, তখন মধ্যভারতে অন্যান্য রাজারা একত্র হইয়া মুসলমানের এই বন্ধুকে পরাজিত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন। মামুদও প্রতিশোধ লইবার জন্য আবার আসিয়া এই সকল রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধের ফল কি হইল তাহা বলা যায় না। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বলেন মামুদ জয়ী হইয়াছিলেন। রাজাদের তাম্রশাসনে বলে তাঁহারা হাম্বীরকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এগার শতকের প্রথমেই ত্রিপুরের চেদীবংশীয় গাঙ্গেয়দেব নর্ম্মদা প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া প্রায় সমস্ত উত্তরভারত দখল করিয়া লন। তিনি মিথিলা দখল করেন, সরযূর

ওপারে যত দেশ আছে সব দখল করেন। সরযূ ও গঙ্গার মধ্যে, ও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যত দেশ আছে সব দখল করেন। কনোজ তাঁহার হাতে শ্রীহীন হইয়া যায়। ১১৪২ খৃঃ অব্দে প্রয়াগে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তথায় মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়। তাঁহার পুত্র কর্ণচেদী খুব যোদ্ধা ছিলেন, তিনি অনেকদিন বাঁচিয়াছিলেন এবং অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। গৌড়ের বিগ্রহপাল তাঁহার জামাতা ছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের রাজা শামলবর্ম্মাকেও তিনি কন্যাদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অনেক জায়গা তিনি দখল করিয়াছিলেন। মগধও তাঁহার অধীন ছিল। কিন্তু তাঁহার শেষ অবস্থায় তিনি ক্রমাগত হারিতে থাকেন এবং হারিতে হারিতে তাঁহার পৈতৃক রাজত্বটুকু শুধু বাকী থাকে। ইংরাজি ১০৯২ অব্দে চণ্ডেলরাজ কীর্ত্তিসিংহের সেনাপতি গোপাল রায় তাঁহাকে বড়ই হারাইয়া দেন। যুদ্ধ জয় করিয়া গোপাল রায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে কীর্ত্তিসিংহ তাঁহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করেন। এই অভ্যর্থনার জন্য কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে নাটক রচনা করেন এবং তাহার অভিনয় হয়। উত্তরভারতের বড় রাজত্বের এই শেষ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম মুসলমান আক্রমণ।

মুসলমান ও পারসীকগণ।—অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতবর্ষে আর এক দল বিদেশী লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। মহম্মদ ৫৬৯ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। মক্কা তাঁহার জন্মস্থান। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে তিনি পলাইয়া মদিনা-নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন (৬২২)। এইস্থানে তাঁহার নূতন ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়। পরাক্রান্ত আরবগণ নবধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া অচির-কালমধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। পারসীকগণ তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে নাই। পারস্যের অধিকাংশ লোকই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে; অনেকে পলাইয়া কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী পাহাড়ে এবং কেহ কেহ বা গুজরাটে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণ।—পারস্য অধিকার হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উপর মুসলমানদিগের নজর পড়িল। খলিফা ওয়ালিদ্

আপন সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিমকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। কাসিম অল্পদিনের মধ্যে বেলুচিস্থানের ভীষণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর নগরে উপস্থিত হন, এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর সিন্ধুরাজবংশ ধ্বংস করিয়া আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন (৭১১)। সিন্ধুদেশ হিন্দুদিগের হস্তচ্যুত হয়। এইরূপে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীয়মান হয়।

সিন্ধু জয়ের পর মুসলমানেরা কোথায় গেলেন?—অনেকে বলেন যে, রাজপুতেরা কাসিমের রাজত্বটী ধ্বংস করিয়া দেয়। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। মুসলমানেরা বরাবরই সিন্ধুতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। গজনীর মামুদ মুসলমানদের হস্ত হইতেই সিন্ধুদেশ দখল করেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এমন পরাক্রান্ত মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ দখল করিয়া ভারতবর্ষের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে নাই কেন? ইহার বিশেষ কারণ এই যে, যে মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ দখল করেন তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই বোগদাদ, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশের মুসলমান হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। তাঁহাদের এক নূতন সম্প্রদায় হয়। সুতরাং অন্য মুসলমানেরা তাঁহাদের সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা হিন্দুদিগের সহিত মিশিয়া এক নূতন প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। পাঁচ ঘর মুসলমান ও সাত ঘর হিন্দু এই বার ঘরে সিন্ধুশাসনের ব্যবস্থা হয়। নামে একজন রাজা থাকিতেন। তাঁহার মাথায় একটী মুকুট দেওয়া হইত। আজমীরের চৌহানদের সহিত ইহাদের সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসংবাদ হইত। রাজপুতনার মরুভূমিতে এই বিবাদের কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালায় পালবংশ।

বড় গুপ্তবংশ ধ্বংস হইয়া গেলে বাঙ্গালায় বহুদিন ধরিয়া বড়ই অরাজকতা উপস্থিত হয়। গুপ্তবংশের অনেক সামন্ত রাজা স্বাধীন হইয়া উঠেন এবং পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করিতে থাকেন। কখনও নেপাল হইতে, কখনও আসাম হইতে, কখনও উড়িষ্যা হইতে রাজারা আসিয়া বাঙ্গালার খানিক খানিক দখল করিয়া লইতেন। এইরূপ গোলযোগের সময় বাঙ্গালী বড় বড় লোক একত্র হইয়া পালবংশীয় গোপালকে আপনাদের রাজা মনোনীত করিয়া লন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল ও পৌত্র দেবপালের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহারা সমস্ত উত্তরভারত দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ এতবড় রাজ্য রাখিতে পারেন নাই। খৃঃ এগার শতকের মধ্যভাগে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত্তেরা প্রবল হইয়া ইঁহাদের একজন রাজাকে মারিয়া ফেলেন আর সকলকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু রামপাল পালবংশের সমস্ত সামন্ত রাজগণকে একত্র করিয়া ও কনোজের সাহায্যে গৌড় নগর পুনরায় দখল করেন ও কৈবর্ত্তদিগকে দমন করেন।

মদনপাল।—রাম পালের পৌত্র মদন পালের সময় পালেরা আসাম দখল করিয়াছিল এবং সেখানে একজন গবর্ণর বসাইয়াছিল।

পালবংশের বাঙ্গালা ত্যাগ।—কিন্তু রাঢ়দেশে সেনেরা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিলে পালেরা বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া মগধদেশে চলিয়া যান এবং সেখানে ওদন্তপুরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। এইখানেই বখ্‌তিয়ার খিলিজির হাতে তাঁহাদের রাজত্ব শেষ হয়।

পালেরা নানা উপায়ে দেশের উন্নতি করিয়াছিলেন তাঁহারা যে বড় বড় দীঘি কাটাইয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহারা বৈদ্যশাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে নয়-পাল রাজার সময়ে চক্রপাণি দত্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ বৈদ্যগ্রন্থ রচনা করেন, উহা 'চক্রপাণি' নামেই চলিয়া আসিতেছে। ইঁহাদের সময়ে বাঙ্গলার গুপ্ত উপাধিধারী বৌদ্ধেরা অনেক বৌদ্ধ বই লেখেন; কায়স্থেরাও বৌদ্ধ বই লিখিতে ত্রুটী করিতেন না। ইঁহাদের সময় মহাযান মত ভাঙ্গিয়া মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামে চারি মতের সৃষ্টি হয়।

ইন্দ্রভুতি ও তাঁহার পরিবার।—যাঁহারা এই সকল মত চালান তাঁহারা সকলেই বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। উড়িষ্যার একজন রাজা ইন্দ্রভূতি তাঁহার কন্যা লক্ষ্মী, তাঁহার পুত্র পদ্মসম্ভব, আর তাঁহার জামাতা শান্তরক্ষিত বড় বড় বই লিখিয়া গিয়াছেন। শেষ দুইজন ভোট দেশে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এবং এখনও সেখানে তাঁহাদের পূজা হয়। শান্তরক্ষিত ১৩ বৎসর ভোটদেশে ধর্ম্মাধ্যক্ষ থাকিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং ভারতে যতপ্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, সব খণ্ডন করিয়া মহাযান মত স্থাপন করেন। ইঁহার সময় কুমারিলের পর এবং শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশা।—ইংরাজী ১১ শতকের প্রথম অর্দ্ধে বিক্রমশীলের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভোটরাজার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ভোটদেশে যান। তাঁহার নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ভুটিয়ারা তাঁহাকে 'অতিশা' বলিত। তিনি বহুসংখ্যক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বৌদ্ধ পুস্তক ভোট ভাষায় তর্জ্জমা করেন এবং তাঁহার সময় হইতেই এই তর্জ্জমার স্রোত খুব বহিতে থাকে। ইনি ১৪ বৎসর সেখানে থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে ইংরাজী ১০৫২ সালে নির্ব্বাণ লাভ করেন। যে যে

গ্রামে তাঁহার পদধূলি পড়িয়াছিল ভুটিয়ারা সেই সেই গ্রামেই বিহার নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাঁহাকে পূজা করে।

ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান।—পালেরা যে কেবল বৌদ্ধদিগকেই উৎসাহ দিতেন এমন নহে তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাঁহারা বাড়ীতে রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনিতেন। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং বারেন্দ্র দেশে ব্রাহ্মণদিগকে গ্রামপ্রদান করিতেন। যাঁহারা গ্রাম পাইতেন, তাঁহাদের সংস্কৃত নাম গ্রামীণ ও বাঙ্গালা নাম গাঁই।

আদিশূর।—রাঢ় দেশে আদিশূর বংশীয় রাজারা অনেকদিন হীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই আদিশূরই ৭৩২ খৃঃ অব্দে কনোজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বৌদ্ধ-প্লাবিত বাঙ্গালাদেশকে হিন্দু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ পালেরা প্রবল হওয়ায় তাঁহার বংশের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচারও কমিয়া যায়।

সেনবংশ। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে শূরেদের সম্পর্কে সেনেরা রাঢ়ের রাজা হন এবং তিন চার পুরুষের মধ্যে পঞ্চগৌড়ে কর্তৃত্ব করিতে থাকেন। পঞ্চগৌড় বলিতে তখন রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা বুঝাইত। এই বংশের বল্লাল সেন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থদিগকে কৌলীন্য দিয়া যান। সেনেরা সংস্কৃত লেখাপড়ার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ই সর্ব্বপ্রথম বেদের টীকা লেখা হয়, এবং বাঙ্গালায় স্মৃতিশাস্ত্রেরও খুব চর্চ্চা হয়। সেন বংশও বখ্‌তিয়ার খিলিজির হস্তে পড়িয়া নিষ্প্রভ হইয়া যায়। ইহারা মুসলমান আক্রমণে রাঢ়, বা[illegible] মিথিলা ও বাগড়ী হারাইয়া শুধু বঙ্গদেশে আরও একশত বৎসর রা[illegible]রেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কনোজ ও কালঞ্জর রাজ্য।

গুর্জ্জরপরিহার রাজত্ব।—ধর্ম্মপালের সময়ই চালুক্যবংশের রাজা কৃষ্ণ বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া উত্তর ভারত আক্রমণ করেন এবং হিমালয়ের কোল পর্য্যন্ত দখল করিয়া লন কিন্তু তাঁহার রাজত্ব উত্তর ভারতে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। রাজপুতানা হইতে গুর্জ্জর প্রতিহারেরা আসিয়া কনোজ দখল করিয়া লয় এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া চারিদিকে রাজ্যবিস্তার করিতে থাকে। পূর্ব্বকালে যেমন শক, যবন, পহ্লবেরা পশ্চিম হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে অনেকদিন রাজত্ব করে; হূনেরা যেমন পশ্চিমোত্তর হইতে আসিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেয়; তেমনি জাঠ ও গুর্জ্জরেরা উত্তর পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয় এবং নানা স্থানে বাস করিতে থাকে। গুর্জ্জরদের নামে সৌরাষ্ট্র দেশ গুজরাট হইয়াছে পঞ্জাবেও গুর্জ্জরদিগের অনেক বাসস্থান আছে। তাহাদিগের মধ্যে গুর্জ্জরপরিহার নামে এক অংশ গুজরাট হইতে আসিয়া কনোজ দখল করিয়া গুর্জ্জরপরিহার রাজত্ব স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষে ও দশম শতকের গোড়ায় ইহাঁরা খুব পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই রাজাদের গুরু (রাজশেখর) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্য সমালোচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

তাঁহার পুস্তকে দেখিতে পাই যে সেকালে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ছয় ভাষায় কাব্য লিখিতে না পারিলে লোকে মহাকবি হইতে

পারিত না। রাজারা কবিদিগকে খুব সমাদর করিতেন ও মাঝে মাঝে সভা করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন।

এই বংশে যুদ্ধ করিবার লোক বোধ হয় খুব বেশী ছিল। জাঠ ও গুর্জ্জরেরা যুদ্ধে খুব পটু ছিল। কাজেই অন্যান্য রাজারা গুর্জ্জরপরিহার-দের বড় ভয় করিয়া চলিতেন। এক সময়ে তাহারা মুঙ্গের পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিল। সেখানে তাহাদের শিলালিপি পাওয়া যায়।

খৃঃ ১০২০ অব্দে গজনীর মামুদ হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। তিনি কনোজের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রস্তুত ছিলেন না, একেবারে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। উভয়ে সন্ধি হইল। মামুদ চলিয়া গেলেন। মামুদ চলিয়া গেলে হিন্দুস্থানের অন্য রাজারা একত্র হইয়া কনোজের রাজা রাজ্যপালকে আক্রমণ করেন; তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ইহার অল্পদিন পরই গাঙ্গেয় চেদী প্রবল হইয়া কনোজ দখল করিয়া লন।

কনোজ।—কিন্তু কর্ণচেদীর সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে চন্দ্র নামে গহরবার বংশের একজন রাজা কনোজ দখল করিয়া লন। তাহার বংশে সাতজন বড় বড় রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া লক্ষ্মীধর স্মৃতিকল্পতরু রচনা করেন। গজনীর মামুদ মধ্যভারতে আসিয়া লুঠপাট করিয়া গেলে ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে মুসলমানেরা যদি কখনও এদেশে রাজা হন, আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। এইজন্য তাঁহারা স্মৃতি বা আইনের সকল পুস্তক একত্র করিয়া এক একখানি সংগ্রহ লিখিতে আরম্ভ করেন। মালবের রাজা ভোজরাজের সময় কামধেনু নামে প্রথম স্মৃতিনিবন্ধ লেখা হয়। সেখানি একেবারে পাওয়া যায় না। সুতরাং লক্ষ্মীধরের কল্পতরুই আমাদের এখনকার প্রথম নিবন্ধ।

এই বংশের সপ্তম রাজা জয়চন্দ্রের সময় মুসলমানগণ কনোজ

আক্রমণ করে এবং তাহাতে জয়চন্দ্র মরিয়া যান। কিন্তু তাঁহার পরও কনোজে হিন্দু রাজত্ব ছিল। প্রায় আশী বৎসর পরে কনোজে হিন্দু রাজত্ব লোপ হয় ও কনোজ মুসলমানদের দখলে আসে।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্রাদিত্য বা চণ্ডেলগণ বুন্দেলখণ্ড ও নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা এক সময় যমুনা হইতে নর্ম্মদা এবং কালঞ্জর হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। ইহাদের রাজধানী ভারতের অজেয় গিরিদুর্গ কালঞ্জর। চেদীরাজ, মালবাধিপতি, কনোজরাজ এবং চৌহানবংশীয়দিগের সহিত ইঁহাদের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিত। এই বংশীয় ধাঙ্গদেব লাহোরপতি জয়পালের সাহায্যার্থ গমন করিয়া সবক্তগীনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কনোজপতি মামুদের সহিত সন্ধি করায় ধাঙ্গদেবের পুত্র গণ্ডদেব তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রপৌত্র কীর্ত্তিবর্ম্মার অধিকারকালে মহাকবি কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয়নামক একখানি উৎকৃষ্ট রূপক কাব্য রচনা করেন। খৃষ্টীয় বার শতকের শেষভাগে পৃথ্বীরাজ চৌহান, চণ্ডেলবংশীয় পরমর্দ্দীদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাংশ দখল করেন। পরমর্দ্দীদেবের সময়ে মুসলমানেরা মহম্মদ ঘোরীর অধীনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং পরমর্দ্দীদেব মুসলমানদিগের সহিত বারংবার যুদ্ধ করেন। কুতবউদ্দীন কালঞ্জর অধিকার করিয়া লন, কিন্তু পরমর্দ্দীদেবের পুত্র ত্রৈলোক্যবর্ম্মা উহা আবার দখল করেন। ত্রৈলোক্যবর্ম্মার বংশধরেরা আরও ৩০০ বৎসর কালঞ্জরে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা কীর্ত্তিসিংহের সময় সেরসাহ কালঞ্জর আক্রমণ করেন। দুর্গপ্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত এক গোলায় তাঁহার প্রাণ নাশ হয়। সেরসাহের পুত্র সোলমসাহা দুর্গ অধিকার করিয়া রাজার প্রাণসংহার করেন। এইরূপে চণ্ডেল রাজবংশের লোপ

হয়। কীৰ্ত্তিসিংহ গড়মণ্ডলের রাজা দলপতির সহিত আপন কন্যা দুর্গাবতীর বিবাহ দেন। দুর্গাবতী আকবরের সহিত খুব লড়াই করিয়া মারা যান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মালবের পরমারবংশ।

মালব।—যশোধর্ম্মদেবের বংশধরগণ কতদিন মালবে রাজত্ব করেন ও কি কারণে তাঁহাদের রাজ্য যায় বলা যায় না। হর্ষবর্দ্ধন মালবদেশ দখল করিয়াছিলেন। হর্ষদেবের পর মালবের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে পরমারগণ মালব দখল করিয়া ধারা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, বশিষ্ঠ অর্ব্বুদ পর্ব্বতে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করেন। তাহাতে চারজন বীর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের একজনের নাম পরমার, একজনের নাম চৌহান, একজনের নাম পরিহার ও একজনের নাম সোলাঙ্কি। এখনকার ইতিহাস-লেখকেরা মনে করেন এ চার বংশই পশ্চিম হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরমারের বংশধরেরা বহু-কাল অবধি অর্ব্বুদ (আবু) পর্ব্বতের নিকটে অচলগড়ে বাস করিতেন। এই রাজাদের মধ্যে মুঞ্জ ও ভোজ খুব প্রসিদ্ধ। মুঞ্জ নিজে কবি ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের বড় সমাদর করিতেন। তাঁহার সভায় ধনিক, ধনঞ্জয়, হলায়ুধ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থকার বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নানাদেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈলপকে ১৬ বার যুদ্ধে পরাজিত করেন, কিন্তু সতেরবারের যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন; কিছুদিন পরে কারাগৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করায় ধরা পড়েন ও নিহত হন (৯৯৩।)। মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিখ্যাত ভোজরাজা। ইনি

নিজে একজন প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। ইহার সভায় অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ লেখা হয়। গজনীপতি মামুদ কালঞ্জর ও সোমনাথ আক্রমণ করিলে ইনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কল্যাণীর চালুক্যরাজ ইহার সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তিনি গুজরাটের সহিত মিলিত হইয়া ভোজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়া লন (১০২৬)। কিন্তু তাঁহার পুত্র উদয়াদিত্য শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। সম্রাট আলতামস ১২৩২ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া মহাকালের মন্দির ধ্বংস করেন। গুজরাটের শেষ রাজা সারঙ্গদেবও মালবপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় আলাউদ্দিনের হাতেই পরমারবংশ ধ্বংস হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

গুজরাট।

গুজরাট।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গুজরাটে বলভী বংশের ইতিহাস ৭৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ৭৪৬ খৃঃ অব্দে চাপোৎকট (চওড়া) বনরাজ অনহিলপত্তন নামক নগর পত্তন করিয়া এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। চওড়ারাজগণ কয়েকপুরুষে প্রায় ১৯৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সময়ে অনহিলপত্তন নগর নানাপ্রকার সুরম্য অট্টালিকাদিতে সুশোভিত হইয়াছিল।

চওড়াবংশীয় সামন্তসিংহের সময় অনহিলপত্তন চালুক্যদিগের অধিকৃত হয়। গুজরাটের প্রথম চালুক্যরাজার নাম মূলরাজ। কেহ কেহ বলেন, যে মূলরাজ সামন্তসিংহের ভাগিনেয় ছিলেন। কেহ কেহ বলেন মূলরাজ যুদ্ধ করিয়া গুজরাট জয় করেন (৯৪৩ খৃঃ অব্দ)। ইঁহার বংশজাত ভীমদেবের রাজত্ব সময়ে গজনীপতি মামুদ, মূলতান ও রাজপুতনার মধ্য দিয়া অনহিলপত্তনে উপস্থিত হন। রাজা যুদ্ধের কোন উদ্যোগই করেন নাই; সুতরাং তিনি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। মামুদ অনহিলপত্তনে কিছুদিন থাকিয়া সোমনাথ আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি সোমনাথে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভীমদেব অনেক সামন্ত রাজার সহিত মন্দিররক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু তিন দিবস যুদ্ধের পর হিন্দুরা পরাজিত হইলেন। মামুদ সোমনাথ মন্দির লুঠ করিলেন। সোমনাথের মনোহরদৃশ্য দেখিয়া মামুদ একবার মনে করিয়াছিলেন যে তথায় আপন রাজধানী স্থাপন করিবেন, কিন্তু তাঁহার নীতিজ্ঞ মন্ত্রিগণ তাঁহাকে এ অভিপ্রায় পরিত্যাগ

করিতে বলিলেন। মামুদ ফিরিয়া গেলে চালুক্যগণ আবার সমস্ত গুজরাট অধিকার করিয়া লইলেন এবং সোমনাথের মন্দির ফের নির্ম্মাণ করিলেন। ভীমরাজ ভোজদেবকে পরাজয় করিয়া ধারানগর অধিকার করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুনদী পার হইয়া সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কুমারপাল এই বংশের সর্ব্বপ্রধান রাজা। তিনি বহুদূর পর্য্যন্ত আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ১১৭৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ ঘোরী গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। কুমারপালের উত্তরাধিকারীরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে কুতবউদ্দীন আইবেক গুজরাট আক্রমণ করেন। রাজা হীনবীর্য্য হইলেও তাঁহার জ্ঞাতি ও সামন্ত লবণপ্রসাদের পরাক্রমে মুসলমানগণ গুজরাটে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ক্রমে লবণপ্রসাদের বংশেই রাজলক্ষ্মী অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার বংশধরগণ প্রায় ১০০ বৎসর রাজ্য করিলে পর আলাউদ্দীনের সেনানী উলাঘ খাঁ গুজরাট অধিকার করিয়া উহা মুসলমানরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। লবণপ্রসাদ ব্যাঘ্রপল্লীর জায়গীরদার ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার বংশ বাঘেলাবংশ বলিয়া পরিচিত। চালুক্য ও বাঘেলা রাজগণের অনেকেই জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পশুহিংসার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কুমারপালদেব গুজরাটে মাংস বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন এবং যাহারা মাংসবিক্রয় করিত তাহাদিগকে তিন বৎসরের আয় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইঁহারা হিন্দু ও জৈনগণের জন্য বহুসংখ্যক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। এখনও এই বংশের এক ধারা বাঘেলখণ্ড বা রেওয়ায় রাজত্ব করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পঞ্জাব।

পঞ্জাব।—হর্ষবর্দ্ধনের পর পঞ্জাবের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কাশ্মীরের রাজারা মধ্যে মধ্যে পঞ্জাব আক্রমণ ও অধিকার করিতেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে পাল উপাধিধারী রাজগণ পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। ভাটিণ্ডা তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। এই সময়ে গজনীতে এক নূতন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়। গজনীপতি সবক্তগীন ও তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদের সহিত লাহোর-রাজ জয়পাল ও তাঁহার পুত্র অনঙ্গপালের বারংবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানকে কর দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১০২৩ সালে অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল বিদ্রোহী হওয়ায় মামুদ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঞ্জাব নিজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন।

সপ্তম অধ্যায়।

দিল্লী ও আজমীর।

যুধিষ্ঠিরের স্থাপিত ইন্দ্রপ্রস্থনগর বহুকাল ধরিয়া চন্দ্রবংশীয় রাজগণের একটী প্রধান নগর ছিল। পরে চন্দ্রবংশীয়েরা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্রপ্রস্থেরও অবনতি হয়। খৃঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে দিলু নামে একজন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট আপন নামানুসারে দিল্লী নামক একটী নূতন নগর স্থাপন করেন। কিন্তু শকগণ দিলুর রাজ্য ধ্বংস করিলে দিল্লীনগরের অধঃপতন হয়। খৃষ্টীয় ৭৩৭ অব্দে তোমরবংশীয় অনঙ্গপাল দিল্লী পুনঃ স্থাপন করেন। তোমরেরা ১৯ পুরুষ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। ১১৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। তোমররা বিশেষ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন না, এবং দিল্লীও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না।

কিন্তু ১১৫১ খৃঃ আজমীরাধিপতি চাহুমান বা চৌহান বংশীয় বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। শেষ তোমর-রাজা অনঙ্গপাল আপন কন্যার সহিত বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের বিবাহ দেন, এবং সোমেশ্বরের পুত্র পৃথুকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অনেক বিবাদ-বিসংবাদের পর পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীরের রাজা হন। তিনি প্রায় দিল্লীতেই অবস্থান করিতেন এবং দিল্লীতে নিজ নামে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহা এখন রায়-পিথোরা নামে বিখ্যাত।

পৃথ্বীরাজের রাজত্ব সময়ে তিনটী বড় বড় ঘটনা হইয়াছিল। এই তিনটী ঘটনাই কবি চাঁদের প্রসিদ্ধ হিন্দী মহাকাব্য পৃথ্বীরাজ রাসোতে

বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম কনোজপতি জয়চন্দ্রের সহিত বিরোধ; দ্বিতীয় পরমর্দ্দীদেবের পরাজয়; তৃতীয় মুসলমানদিগের সহিত বিরোধে তাঁহার রাজ্যনাশ ও নিধন প্রাপ্তি। প্রথম দুইটী হিন্দু রাজত্বের ঘটনা। তৃতীয়টী লইয়া ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত।

অষ্টম অধ্যায়।

পল্লবরাজগণ।

সেণ্ট থোমা টমাস।—ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের সহিত বহুকাল পূর্ব্বে আরব, মিসর, গ্রীস, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের লোকের বিলক্ষণ সম্পর্ক ছিল। বিখ্যাত গ্রীক ভৌগোলিক প্লীনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭০ সালে জেরুসালেম নগর ধ্বংস হইলে অনেক ইহুদী এই অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয়। যীশুখৃষ্টের একজন প্রেরিত পুরুষ সেণ্ট থোমা এই অঞ্চলে অনেক লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মান্দ্রাজে ময়লাপুরে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং উহা ভারতবাসী আদি খৃষ্টান-দিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান।

পল্লবরাজগণ।—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে মুসলমানরাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্ধ্রগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের উত্তর ভাগে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ সময়েই পল্লবগণ দক্ষিণ ভারতে

আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেন। সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাঞ্চীনগর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। ভারতের সাতটী হিন্দু তীর্থের মধ্যে কাঞ্চী একটী প্রধান। পল্লবরাজগণ উহাতে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিন্দু দেবালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পঞ্চমশতাব্দীর শেষ ভাগে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই নগরের যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, এরূপ সমৃদ্ধ নগর তখন আর ছিল না। কিন্তু ক্রমে পল্লবগণের দুই প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল।

কদম্ববংশ।—দ্রাবিড় দেশে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী একটী কদম্ব গাছ ছিল। সেই কদম্ব গাছের নামে তাহাদের নাম হইয়াছিল। কদম্বদের একটী ছেলে বেদ পড়িবার জন্য গুরুর কাছে যায়। গুরু তাহাকে যতদূর পারেন পড়াইলেন। সে যখন আরও পড়িতে চাহিল তখন গুরু বলিলেন, "বাপু, আমার আর বিদ্যা নাই। তুমি যদি আরও পড়িতে চাও তবে চল, দু'জনে মিলিয়া কাঞ্চীতে যাই। সেখানে বড় বড় পণ্ডিত আছেন; সেখানে দু'জনেই পড়িব।" কাঞ্চীতে আসিয়া দিনকতক খুব পড়াশুনা চলিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পল্লব-ঘোড়সওয়ারদের সহিত কদম্বের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। পল্লবেরা তখন কাঞ্চীর রাজা। তাহাদের রাজ্যও খুব বিস্তৃত। অত্যন্ত অবমানিত হইয়া কদম্ব পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল এবং জঙ্গলে গিয়া ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল। পল্লবদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া হইত। সে জিতিলে লুঠপাট করিত; হারিলে পলাইয়া জঙ্গলে চলিয়া আসিত। এইরূপে সে মরিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে পশ্চিম সাগরের কূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজা হইয়া বসিল। কদম্বেরা ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, এজন্য তাহাদের

ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিত। শুঙ্গ, কাণ্ব, শাতকর্ণী এই তিন বংশ ত ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেনই ; পুরাণে বলে যে কুরুবংশীয়েরাও ব্রহ্মক্ষত্রিয়।

কদম্ববংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। এখানে বিস্তৃত ইতিহাস দিবার প্রয়োজন নাই। এই বংশের নবম রাজা কাকুৎস্থবর্ম্মা বলিতেন দক্ষিণ-ভারতে গুপ্তসম্রাটদের তিনিই পরামর্শদাতা। তাঁহাদের সহিত গুপ্ত-সম্রাটদের বিবাহ-সম্বন্ধও ছিল। চালুক্যদের সহিত পল্লবদের চিরকালই বিবাদ চলিত এবং সেই বিবাদে কদম্বেরা বেশ লাভ করিয়া লইত। খৃঃ ৫ম শতকের শেষে দুই তিন শত বৎসর রাজত্ব করার পরে কদম্ব বংশ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং অনেকগুলি ছোট ছোট কদম্ব রাজা হয়। কোঙ্কনে তিন ঘর কদম্বরাজা ছিলেন। রঘুবংশে পড়ি যে মথুরায়ও এক ঘর কদম্বরাজা ছিলেন।

চালুক্য ও পল্লবগণের কলহ।—চালুক্যেরা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। কথিত আছে অযোধ্যা নগরে ইঁহারা ৫৯ পুরুষ বাস করিয়াছিলেন। ইঁহা-দিগের নাম চালুক্য। পল্লবদিগের সহিত দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্য লইয়া ইঁহাদিগের শত্রুতা হইয়াছিল। চালুক্য বংশীয় প্রথমবিক্রমাদিত্য কাঞ্চী-নগর অবরোধ করেন। তাঁহার পুত্র পুলিকেশী পল্লবদিগের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী বাতাপীনগর অধিকার করিয়া তথায় আপনাদিগের রাজধানী স্থাপন করেন। চালুক্য ও পল্লবদিগের নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে বাতাপীনগর অনেকবার ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু চালুক্যগণ কাঞ্চীনগর দুই একবার অধিকার করিলেও কেহ উহা ধ্বংস করিতে সাহস পান নাই। এই বংশের সত্যাশ্রয় আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্রাধিপতি হর্ষদেবকে পরাভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পল্লবেরা এই সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যাশ্রয় আপন ভ্রাতা কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনকে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ দান করিয়া

তথায় এক নূতন চালুক্য রাজ্য স্থাপন করেন। উহা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া লোপ প্রাপ্ত হয়।

শঙ্করাচার্য্য।—চালুক্যরাজ্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, পল্লবগণ ততই হীনপ্রভ হইতে লাগিলেন। একাদশ শতাব্দীতে পল্লবরাজ্যের লোপ হয়। কিন্তু চালুক্যদিগের সহিত ইঁহাদিগের বিবাদ বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মলয়বর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বৈতমত প্রচার করেন। তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অদ্বৈতধর্ম্মের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক, বামাচারী ও অঘোরপন্থীদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই হিন্দুরাজগণ হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের জন্য নানাস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে থাকেন।

নবম অধ্যায়।

রাষ্ট্রকুট ও দ্বিতীয় চালুক্য বংশ।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গ।—অষ্টম শতাব্দীতে রট্ট বা রাষ্ট্রকূট ক্ষত্রিয়গণ চালুক্যদিগের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের রাজধানী মাল্যখেট (এক্ষণে হায়দরাবাদের সন্নিহিত মালখেড়)। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খৃঃ অব্দে চালুক্যবংশের শেষ রাজাকে পরাভূত করিয়া চালুক্যগণকে করদরাজা করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে চালুক্যদিগের প্রধান বংশ লোপ হয়। রাষ্ট্রকূটেরা বিষ্ণু ও শিবের

উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহাসমূহ হিন্দু-মন্দিরে পরিণত হয়। ইঁহারা তের পুরুষ রাজত্ব করিলে পর চালুক্য-দিগের এক শাখা প্রবল হইয়া ইঁহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করে। রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যবংশের সামন্তরাজগণ অনেকেই বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অনেক সময় আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতেন।

লিঙ্গায়েত মত।—দ্বিতীয় চালুক্যবংশ মহাপরাক্রান্ত হইয়াছিল। এই বংশীয় বিক্রমাদিত্য দক্ষিণে চোলরাজ ও উত্তরে মালবাধিপতির সহিত বার বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বংশীয়গণের রাজত্বকালে কল্যাণ-নগরীতে মিতাক্ষরা রচিত হয়। ইঁহাদের সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়াছিল। ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া-ছিলেন। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে চেদীবংশীয় বিজ্জল তৃতীয় তৈলপকে দূরীভূত করিয়া কল্যাণে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। ইঁহারই একজন মন্ত্রী বাসব এই সময়ে একটী নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। উহার নাম লিঙ্গায়েত মত। বাসব রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জঙ্গমনামধারী আপন শিষ্যগণের উন্নতিবিধান কতিে থাকেন, তাহাতে বিজ্জল বাসবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। এই উপলক্ষে উভয়ের বিবাদ হয়, এবং বাসব বিজ্জলকে নিধন করেন। এই গৃহবিচ্ছেদে কল্যাণনগর ধ্বংস হয়।

চোলরাজগণ।—সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজ্যের নাম চোলমণ্ডল। বোধ হয় পল্লববংশ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়া উঠে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ গোদাবরী প্রদেশেই চালুক্যরাজগণের সহিত বারংবার যুদ্ধ করেন। তাঁহাদেরই মধ্যে রাজেন্দ্র চোল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পাণ্ড্য,

চের প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন, এবং গোবিন্দচন্দ্রনামক রাজার হস্ত হইতে বঙ্গদেশ গ্রহণ করিয়া উত্তররাঢ়ের মহীপালদেবকে পরাস্ত করেন।

দশম অধ্যায়।

যাদব বংশীয় রাজগণ।

বোপদেব ও ভাস্করাচার্য্য।—যাদবগণ কৃষ্ণের বংশজাত। ইঁহারা মনে করিতেন যে মথুরা ইঁহাদের প্রথম রাজধানী, দ্বারকা দ্বিতীয়। এই বংশের দৃঢ়প্রহার নামক রাজার সময়ে যাদবেরা দক্ষিণাপথে একটী সামন্ত রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধরেরা রাষ্ট্রকূট ও দ্বিতীয় চালক্য রাজগণের অধীন ছিলেন। অধীন ভাবেই ১৮ পুরুষ অতীত হয়। উনবিংশ রাজা ভিল্লম ১০৯৮ খৃঃ অব্দে চালূক্য ও বল্লালগণকে পরাজিত করিয়া কল্যাণনগর অধিকার করেন এবং দেবগিরি নগর স্থাপন করিয়া আপনার রাজধানী করেন। হোয়শালা-বল্লালদিগের সহিত দেবগিরির যাদবগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উভয়েই দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্যলাভের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রায় ২।৩ পুরুষ ক্রমাগত যুদ্ধ হইতে থাকে; কিন্তু পরিণামে দেবগিরির যাদবেরাই দাক্ষিণাত্যের প্রধান বলিয়া গণ্য হন। ইঁহারা সাতপুরুষ রাজত্ব করেন। ইঁহারা অত্যন্ত বিদ্রোহী ছিলেন। ইঁহাদের আশ্রয়ে হেমাদ্রি বহুসংখ্যক স্মৃতির পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং ইঁহাদেরই আশ্রয়ে সুপ্রসিদ্ধ বোপদেব মুগ্ধবোধাদি বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদেরই সামন্ত নিকুম্ভবংশীয়দিগের আশ্রয়ে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুবৰ্দ্ধন ও রামানুজ।—হোয়শালা বল্লালগণও যাদববংশীয়। উহাঁদের রাজধানী দ্বারসমুদ্র। উহাঁরা চালুক্যদিগের অধীনে থাকিয়া বহুকালাবধি আপনাদের ক্ষমতা বাড়াইতেছিলেন। ইঁহাদের প্রথম পরাক্রান্ত রাজা বল্লাল। দ্বিতীয় রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় মহাত্মা রামানুজ আবির্ভূত হইয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত সংস্থাপন করেন। বিষ্ণু-বর্দ্ধন রামানুজের শিষ্য ছিলেন। ইহাতে বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হয় (১১১৭-১১৩৭ খৃঃ অব্দ)। চালুক্য বংশ ধ্বংস হইলে ইঁহারা সমস্ত মহীশূর ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া একটী বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। দেবগিরির যাদবগণের সহিত ইহাঁদের সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ হইত। হোয়শালাবংশীয় দ্বিতীয় বল্লাল আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সম্রাট উপাধি ধারণ করেন। এই বংশের আর পাঁচজন রাজা রাজত্ব করার পর মুসলমানদিগের পরাক্রমে এই রাজ্য ধ্বংস হয়।

কাকতেয় রাজগণ ও মল্লিনাথ।—চালুক্যগণের রাজ্য লোপ হইবার পরই কাকতেয়গণ স্বাধীন হইলেন। ওরঙ্গল ইঁহাদের রাজধানী। ইঁহারা অনেক পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক পণ্ডিতকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ ইঁহাদেরই আশ্রিত ছিলেন। আলাউদ্দিন ইঁহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। বামনী রাজ্যের মুসলমান নরপতিগণ বারংবার যুদ্ধ করিয়া ইঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই হস্তে ইঁহাদিগের লোপ হয়। এই বংশের প্রতাপরুদ্র অতিশয় প্রসিদ্ধ। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে শেষ রাজা, আহম্মদসাহ বামনীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পরও প্রায় ১৫০ বৎসর ওরঙ্গল হিন্দুগণের অধীন ছিল। কুতবসাহী রাজগণ উহার ধ্বংস সাধন করেন।

একাদশ অধ্যায়।

হিন্দু সভ্যতা।

ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয়।—বেদ ব্রাহ্মণের নিকটই আবির্ভূত হইয়াছিল। দেবতাদিগের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ ব্রাহ্মণ তাহাতে মধ্যবর্ত্তী; ব্রাহ্মণ কল্পসূত্রসমূহের প্রণেতা। কল্পসূত্র হইতেই স্মৃতি সংহিতাসমূহের উৎপত্তি; সংহিতাসমূহ ব্রাহ্মণেরই আচার ব্যবহার নিত্যক্রিয়া ও চতুরাশ্রম পালনের ব্যবস্থাবলিতে পরিপূর্ণ। অন্য সকল জাতি ব্রাহ্মণের অনুকরণ করিবে মাত্র। সংহিতা যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাই চূড়ান্ত; তাহার আর ব্যতিক্রম হইবে না। সংহিতার অর্থ লইয়া বিবাদ হইলে ব্রাহ্মণই তাহার মীমাংসা করিবেন।

রাজা দেশের অধিপতি; তাঁহার ক্ষমতা অসীম; তিনি দণ্ডের কর্ত্তা; তিনি সকলের রক্ষক; তাঁহার শরীর পবিত্র; তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে শাস্তি প্রাণবধ; কিন্তু সে রাজাও সংহিতাসমূহের মতানুসারে কার্য্য করিতে ও ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ লইতে বাধ্য।

ব্রাহ্মণ ধনবান্ ছিলেন না, কৃষিকার্য্য করিতেন না, বাণিজ্য করিতেন না, ভূমির অধিকারী ছিলেন না; তিনি বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন। যে সকল কার্য্য করিলে শরীর ও মন সুস্থ, সবল এবং কার্য্যক্ষম হয়, পাঁচ বছর বয়স হইতেই তিনি সেগুলি অভ্যাস করিতেন এবং যতদিন সেইগুলি তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ না করিত ততদিন্ তিনি বিরত হইতেন না। সুস্থশরীরে চিন্তাশীল মনঃস্থাপনের নাম তপঃ, এবং পৃথিবীর মধ্যে ব্রাহ্মণই একমাত্র তপস্বী ছিলেন। একাগ্রতাবলে

তাঁহারা যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই কার্য্যেই মনীষিতার চূড়ান্ত করিয়াছেন।

ঋক্‌, যজুঃ ও সামবেদের ব্রাহ্মণসমূহে তাঁহাদিগের মনীষিতার প্রথম উন্মেষ হয়; ক্রমে উহা হইতে তিন প্রকার কল্পসূত্রের ও অন্যান্য বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়; এবং উহাদের শীর্ষদেশে উপনিষৎ সমূহ আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মনস্বিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

গৃহ্যসূত্র।—গৃহ্যসূত্রসমূহে ব্রাহ্মণদিগের শয্যাত্যাগকাল হইতে পুনরায় শয়নকাল পর্য্যন্ত নিত্যক্রিয়া; এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণ হইতে মৃতদেহ ভস্মীভূত হওয়া পর্য্যন্ত সংস্কার সমূহের ব্যবস্থা আছে; যাঁহার এই সমস্ত সংস্কার যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। উপনয়ন ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সংস্কার; ইহাই তাঁহাদিগের প্রকৃত বিদ্যারম্ভ। উপনয়নের পর কেহ ৯, কেহ ১৮, কেহ ২৭ এবং কেহ বা ৩৬ ছত্রিশ বৎসর কাল গুরুকুলে বাস করিয়া অভিলষিত বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে উপার্জ্জন করিয়া তৎপরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু ইহাতেও অনেক ব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হইত না। তাঁহারা অকৃতদার অবস্থাতেই যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস করিয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীরতম মত সমূহ আবিষ্কার করিতেন। গৃহস্থেরও কেবলমাত্র আমোদ আহ্লাদ ও সাংসারিক ব্যাপারে নিমজ্জিত থাকিবার উপায় ছিল না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি গৃহে থাকিতেন না। তখন তাঁহাকে অরণ্যে বাস করিতে হইত; এবং তথায় বন্য ফলমূলাদি তাঁহার উপজীবিকা হইত। এই সময়ে তাঁহারা অন্যান্য বানপ্রস্থের সহিত মিলিত হইয়া, ধর্ম্মালাপে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন। ফলমূল আহরণের শক্তি হ্রাস হইলে ভিক্ষা তাঁহাদের উপজীবিকা হইত। অরণ্যে

ভিক্ষা মিলে না, সুতরাং তাঁহাদিগকে জনপদে আগমন করিতে হইত; এবং তথায় আপন দীর্ঘজীবনে আবিষ্কৃত সাংসারিক ও সামাজিক তত্ত্ব-সমূহের উপদেশ দিতে হইত। বানপ্রস্থদিগের সমবেতমণ্ডলী হইতে আমরা পুরাণ ও উপপুরাণের মূলতত্ত্বগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মূলতত্ত্ব-গুলিই পরিণামে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া অনেক সংস্করণ ও প্রতি-সংস্করণের পর বর্ত্তমান মহাপুরাণ ও উপপুরাণ আকারে উপনীত হইয়াছে। ভিক্ষুদিগের উপদেশমালা হইতে আমরা ধর্ম্ম ও দর্শনের জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

শ্রৌতসূত্র।—গৃহ্যকর্ম্ম ব্যতীত আর্য্যদিগের কতকগুলি জাতীয় উৎসব ছিল; এই সকল উৎসব অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল না। বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এই সকল বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। এই সকল যজ্ঞে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও খনিজাদি দ্রব্যের প্রয়োজন হইত। ইহাই আর্য্য পদার্থ বিদ্যার মূল। এই সকল যজ্ঞে নানা আকারের নানাবিধ বেদীর প্রয়োজন হইত, এবং বেদী নির্ম্মাণে বিলক্ষণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে হইত। বেদীর আকার নিরূপণার্থে যে শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, তাহাই ভারতীয় রেখাগণিতের মূল।

সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র।—গৃহ্য ও শ্রৌত ভিন্ন অন্যান্য সংসার কার্য্যের জন্য ঋষিগণ যে সূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন; তাহার নাম সাময়া-চারিক বা ধর্ম্মসূত্র। ইহাতে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য, পৌরজান-পদবর্গের কর্ত্তব্য সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারই কোন কোন অধ্যায় পরিস্ফুট হইয়া পরিণামে রাজনীতি, দণ্ডনীতি, সমাজনীতি ও ব্যবহারনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিকও স্মৃতিসংহিতাগুলি এই সকল ধর্ম্মসূত্রেরই রূপান্তর মাত্র। ইহাদের পরিবর্ত্তে বিংশতি খানি প্রধান ও প্রায় সত্তর খানি অপ্রধান

স্মৃতিসংহিতা প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল সংহিতা ধর্ম্মসূত্রসমূহের পরবর্ত্তীকালে লিখিত। কালক্রমে এগুলিও দুর্ব্বোধ হইয়া আসিলে হিন্দুরাজত্বের শেষভাগে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহাদের টীকালেখা আরম্ভ হয়, ২।১ খানি সংগ্রহ বা নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিত হইতে থাকে; কিন্তু অধিকাংশ টীকা ও নিবন্ধ মুসলমানদিগের রাজত্বকালে লিখিত হয়।

ব্যাকরণশাস্ত্রে হিন্দুরা অতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৬৪টী মাত্র ধাতু হইতে সমস্ত বাঙ্ময় নির্ম্মিত হইয়াছে, শব্দ শাস্ত্রের এই নিগূঢ়তম তত্ত্ব খ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছর আগেই তাঁহারা জানিয়াছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ যে ভাবে লেখা, সংস্কৃত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন ভাষার ব্যাকরণ সে ভাবে লেখা হয় নাই। পাণিনির টীকা টিপ্পনী লইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা কেবল যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন এমন নহে, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পালি, মহারাষ্ট্রী, মগধী ও শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষারও ব্যাকরণ প্রণয়ণ করিয়াছেন। ভাষাজ্ঞান ও শব্দশাস্ত্রের এতদূর উন্নতি আর কোনও দেশে নাই।

জ্যোতিষ।—যজ্ঞকার্য্যের সময় ঠিক করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে জ্যোতিষের প্রয়োজন হয়। এ শাস্ত্রেও ভারতবর্ষীয়েরা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের নিকট জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক বিষয়ে ঋণী, একথা সত্য হইলেও তাঁহাদিগের জ্যোতিষ গ্রীকদিগের জ্যোতিষ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের গ্রীক রাজত্ব লোপ পাইবার পর ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহমিহির অনেক নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যশাস্ত্র।—ঋগ্বেদের ঋষিগণ আপনাদিগের কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যেও অনেক স্থলে কবিত্বশক্তির বিশেষ উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিলে মহাকবি বাল্মীকির অদ্বিতীয় মহাকাব্য রামায়ণে কবিত্বশক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। মহাভারতের মূল উপাখ্যান ব্যাসদেবের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাভারতের এক একটী উপাখ্যান এক এক মহাকাব্য। ব্যাস, বাল্মীকি ইঁহারা যে নিজেই কবি ছিলেন, এমন নহে, উঁহাদের প্রণীত কাব্যের রসাস্বাদ করিয়া পরবর্ত্তী শত শত কবির কবিত্বশক্তির বিকাশ হইয়াছে। তাঁহাদের প্রণীত উপাখ্যানগুলিই পরবর্ত্তিকবিগণের প্রধান অবলম্বন। এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই মহাকবি কালিদাস অলৌকিক প্রতিভা-বলে লোকাতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতিও এইসকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই অনুপম নাটক সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় কাব্য সমূহের নূতনত্ব এই যে, উহাতে সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু সুন্দর, একত্রিত করিয়া সামাজিকের সম্মুখে এক একটী অনির্ব্বচনীয় চিত্র প্রদর্শিত করা হয়। সামাজিক যখন সে অলৌকিক চিত্র দেখিয়া তাহার রসাস্বাদে নিমগ্ন থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার হৃদয় সৎপথে নীত হয়, এবং ধর্ম্ম ও পাপের প্রতি তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়।

গণিত।—একদিকে ধরিতে গেলে ভারতবর্ষীয়েরা গণিতশাস্ত্রে জগতের শিক্ষাগুরু। কারণ এক হইতে দশ পর্য্যন্ত অঙ্কগুলির পরস্পর সম্মিলনে যে পরার্দ্ধ সংখ্যার উৎপত্তি হয়, এ তত্ত্ব তাঁহারাই আবি-

ষ্কার করিয়াছিলেন। এই দশমিক সংখ্যার প্রণালী আরবেরা হিন্দু-গণের নিকট ও ইয়ুরোপীয়েরা আরবদিগের নিকট পাইয়াছেন। পাটীগণিত, বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতিশাস্ত্রে হিন্দুরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আধুনিক ইয়ুরোপীয়েরা এই শাস্ত্রে ভারত-বাসীদিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও অনেক স্থলে প্রাচীন ভারতবাসীদিগের বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া এখনও আশ্চর্য্য হন।

আয়ুর্ব্বেদ।—অতি প্রাচীনকাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ঋষি-গণের নজর পড়ে। যাঁহারা জন্ম, জরা ও মরণ জনিত দুঃখের অবসান করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতেন, তাঁহারা যে জীবের রোগযন্ত্রণা নিবারণের জন্য চেষ্টা পাইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? হিন্দুরাজগণ সকলেই প্রায় ৫ বৎসর অন্তর দর্শন ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-গণের এক এক সভা আহ্বান করিতেন। এই সভায় যে কেহ রসায়ন ও উদ্ভিদাদি বিদ্যায় নূতনত্ব দেখাইতে পারিতেন, তিনিই সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতেন। মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন বৌদ্ধরাজগণের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এইরূপ অবস্থায় ও এইরূপ উৎসাহ পাইয়া, মনুষ্য ও পশুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতবর্ষে যে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অতি প্রাচীন কালে ভরদ্বাজ ঋষি মনুষ্য সমাজে সর্ব্ব প্রথমে চিকিৎসা-তত্ত্ব শিক্ষা দেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার ছাত্রসমূহ সকলেই চিকিৎসা সম্বন্ধে সংহিতা রচনা করেন ও সকল সংহিতাই অনেক সংস্কার ও প্রতিসংস্কার লাভ করিয়া বর্ত্তমানে চরক, সুশ্রুত, হারীত ও অগস্তিসংহিতা রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চিকিৎসাকার্য্যের সুবিধার জন্য সংগ্রহগ্রন্থসমূহ লিখিত হইতে

আরম্ভ হয়। প্রায় ১৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বের হস্তাক্ষরে লিখিত একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ সম্প্রতি মধ্য এসিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। চক্রপাণি দত্তের সংগ্রহপুস্তক খৃষ্টীয় ১০৩০ সালে লেখা হয়।

দর্শন।—কিন্তু, দর্শন শাস্ত্রই ভারতবর্ষের প্রধান গৌরবের বস্তু। জন্ম, জরা ও মরণ এই তাপত্রয় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় উদ্ভাবন করাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রকারগণের সংস্কার যে মানুষ আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্য অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জন্মগ্রহণ করিলেই জন্ম, জরা ও মরণ এই তিন যন্ত্রণা অনিবার্য্য। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখের অবসান হইতে পারে, প্রাচীন ঋষিগণ তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের মত এই যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর জন্ম হয় না। তত্ত্বজ্ঞানে কর্ম্ম নাশ করে। তত্ত্বজ্ঞান শব্দের অর্থ, কোন বস্তু কি তাহার যথার্থ জ্ঞান; সুতরাং আমি কি ও জগৎ কি, এই দুইটী পদার্থের তত্ত্ব লইয়া মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে গিয়া নানামুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে ঋষিগণ যত প্রকার মতই প্রচার করুন না কেন, সকলেই আত্মমত সংস্থাপনের জন্য যে অলৌকিক যুক্তি পরম্পরার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ও যেরূপ গভীর চিন্তাশীলতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মত লইয়া ভারতবর্ষে উনিশ রকম দার্শনিক মত প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুদিগের ছয়টী মত প্রধান, যথা—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা। এই ছয়টী যথাক্রমে কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনির দ্বারা সংস্থাপিত। এই সমস্ত মতের মধ্যে বেদান্ত মতেরই আদর অধিক। শঙ্করাচার্য্য

বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ পণ্ডিত তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। রামানুজের বেদান্ত ব্যাখ্যাও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে বেদান্তের তত আদর নাই। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ন্যায়শাস্ত্রের পক্ষপাতী। উদয়নাচার্য্য বৈশেষিক দর্শনের যে টীকা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের অবলম্বন। যোগীরা পতঞ্জলির মতানুসারে কার্য্য করিয়া অলৌকিকশক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদোক্ত যজ্ঞাদিকার্য্যই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা মীমাংসা দর্শনের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। মীমাংসা দর্শনের প্রধান টীকাকার কুমারিল ভট্ট। তিনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

এসিয়ায় হিন্দু সভ্যতা বিস্তার।

ভারত ও এসিয়া।—যতদিন হিন্দুরা স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহারা কখনই সমস্ত এসিয়ায় ও তাহার বাহিরে হিন্দুসভ্যতা ও তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়েন নাই। কেহ বা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন। কেহ বা বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্মের প্রচারক হইয়া যাইতেন। কেহ বা চিকিৎসা শাস্ত্র, কেহ বা হেতু শাস্ত্র, কেহ বা শব্দশাস্ত্র লইয়া দূর বিদেশে গিয়া পঠন-পাঠন করিতেন। অনেক সময়, বিদেশ হইতে বিদ্যার্থী ভারতবর্ষে আসিয়া বহুদিন বাস করিয়া এখানকার বিদ্যা লইয়া দেশে প্রচার করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি বিদেশে চলিয়া যাইত এবং সেখানে গাড়িয়া বসিত। এখন যেমন ভারতবাসীরা ইংরাজীশিক্ষার, বাহ্যচাকচিক্যে চমকিত হইয়া তাঁহাদিগের রীতি-নীতি, চলন-বলন, বসা-দাঁড়ান প্রভৃতি সবই ভাল বলিতেছেন এবং তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতেছেন, তখনও তেমনই চীন, জাপান, হিন্দুচীন, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তাতার প্রভৃতি দেশের লোকও ভারতের সভ্যতায় মোহিত হইয়া তাঁহাদিগের রীতি-নীতি, চলন-বলন, বসা-দাঁড়ান প্রভৃতির অনুকরণ করিতেন। ভারতের ছাত্র একজন চীনের ভিক্ষু দাঁতনের বড় পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং চীনে দাঁতন চালাইবার চেষ্ট করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পংক্তি-ভোজন তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল; তিনি তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব উপদ্বীপের লোকেরা, ভূটিয়ারা সকল বিষয় সর্ব্বপ্রকারে ভারতবর্ষের অনুকরণ করিত এবং এখনও করে।

পুরাণে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।—একখানি প্রাচীন পুরাণে লেখা আছে যে, ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জ জম্বুদ্বীপের অর্থাৎ ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত। এইগুলি যত দীর্ঘ, প্রস্থে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ।

এখানকার বসতি বড় ঘন। এখানকার অনেক লোক ম্লেচ্ছ অর্থাৎ বৌদ্ধ। এখানে অনেকেই শিববিষ্ণুর পূজা করে। এই সকল দ্বীপের মধ্যে মলয়দ্বীপে অগস্ত্যের বাড়ী। সে বাড়ী মনোরম জায়গা। বৎসরের মধ্যে কিছুদিন স্বর্গ আসিয়া এখানকার পাহাড়গুলির উপর ঝুলিয়া পড়ে। এইখানে শিবের ভগিনী কুমুদার এক মন্দির আছে; অনেক লোক তাঁহার পূজা করে। এই দেশ বড় সমৃদ্ধিশালী। এখানে ফল-মূল-শস্যাদি প্রচুর জন্মে এবং ধাতু খনিজ পদার্থও যথেষ্ট মিলে। এখানকার জল অতি সুন্দর, অতি লঘু এবং জলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।

ছিয়ানব্বইদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার।—একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে পড়িয়াছি, বুদ্ধের বচন সকল, এমন কি তাঁহার ত্রিপিটক অর্থাৎ তিন পেঁটারা বই, পারস্য দেশে পারসীক ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছিল। নীল নদের উত্তরে রুম দেশে রুম্ম ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছিল। চীন দেশে চীন ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছিল। মহাচীনে মহাচীনভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছিল। শেষে বলিয়াছে যে ৯৬ দেশে ৯৬ ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছিল।

ভোটদেশে পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিত।—ভোট দেশের রাজারা কেমন করিয়া উড়িষ্যার পদ্মসম্ভবকে এবং বিক্রমপুরের শান্তরক্ষিতকে আপন দেশে লইয়া গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করাইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভাগলপুরের নিকটে বিক্রমশীল হইতে ভোটদেশে যাইয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা আগেই বলা হইয়াছে। এই সকল লোককে ভুটিয়ারা এখনও বুদ্ধের অবতার বলিয়া মনে করে। আমাদের দেশের নেড়ানেড়ীদের কর্ত্তা নাঢ়পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রী নাঢ়ী ভোটদেশে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন।

চীনদেশের ছাত্রদত্ত ভারতের বিবরণ।—চীনদেশ হইতে অনেক ছাত্র খৃষ্টীয় ২ ও ৩ শতক হইতে ভারতবর্ষে পড়িতে আসিতেন; এবং অনেক দিন ধরিয়া ভারতবর্ষে থাকিতেন। বৌদ্ধ পুঁথিগুলি পড়াই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিত; কিন্তু তাঁহারা অন্যান্য শাস্ত্রও শিখিতেন। ইহার মধ্যে হেতুবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ও শব্দবিদ্যাই প্রধান। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে অনেক সংস্কৃতপুঁথি নকল করিয়া লইয়া যাইতেন এবং দেশে ফিরিয়া সেগুলিকে চীনভাষায় তর্জমা করিতেন। সেই তর্জমাই তাঁহাদের মূলগ্রন্থ হইত; তাহার উপর তাঁহারা টীকা-টিপ্পনী করিতেন।

এইরূপ যে সকল ছাত্র এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনজন খুব বড়। প্রথম ফা-হিয়ান (৩৯৯—৪১৩ খৃঃ অঃ)। ইনি প্রথম প্রথম নকল করিবার পুঁথি পাইতেন না। কারণ, পণ্ডিতেরা শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন, লেখাটা তাঁহাদের অভ্যাস ছিল না। ফা-হিয়ান্ পণ্ডিতদের নিকট শুনিয়া লিখিয়া লইতেন। তিনি তাম্রলিপ্তে নৌকা চড়িয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া চীনসাগর অতিক্রম করিয়া চীনদেশে ফিরিয়া যান।

দ্বিতীয় হিউএন-ৎ-সাঙ্।—চীনদেশে ইহাকে বুদ্ধদেবের অবতার বলে। তিনি ৬২৯—৬৪৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসর এদেশে ছিলেন এবং সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার মিত্ররাজগণের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে যে সকল বড় বড় বিহার ছিল, সর্ব্বত্রই তিনি পড়িয়া গিয়াছেন এবং আপনার সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খুব সম্মান হইয়াছিল। নালন্দায় তিনি তিন বৎসর ছিলেন। সেখানকার অধ্যক্ষ শীলভদ্র তাঁহার গুরু ছিলেন। শীলভদ্রের বাড়ী ছিল সমতটে। তিনি যখন হিউএন-ৎ-সাঙকে পড়ান তখন তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর। হিউএন-ৎ-সাঙ মধ্য এসিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন এবং ঐ পথেই ফিরিয়া

যান। তিনি দেশে ফিরিয়া ৬৪ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন এবং সমস্ত বাকী জীবনকাল সংস্কৃত পুস্তকের তর্জমা করিয়া কাটাইয়া দেন। ইহার এক শিষ্য কিউ-চ্যু চীনভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের টীকা লেখেন এবং আর একজন শিষ্য গোদা জাপানী ভাষায় ঐ শাস্ত্রের টীকা লেখেন।

তৃতীয় ইৎ-সিয়াঙ (৬৭১—৬৯১)।—ইনি চীনের দক্ষিণ হইতে তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। ইনি ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে চীনাদেরও এই সকল আচার ব্যবহার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য যেহেতু সেগুলি বুদ্ধদেবের অনুমোদিত।

এখানে তিনজন মাত্র বড় বড় চীনা ছাত্রের নাম দেওয়া গেল। এইরূপ শত শত ছাত্র সেকালে বিহারে বাস করিত। অনেকে পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে; আবার অনেকে এই দেশেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহাদের গোরে গোরে বিহারের গোরস্থান ছাইয়া গিয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতেও অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্ম প্রচারার্থ চীনদেশে যাইতেন ও প্রভূত সম্মান লাভ করিতেন। ইহাদের মধ্যে পরমার্থ একজন প্রধান। ইনি বসুবন্ধুর জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। মধ্য এসিয়া হইতেও অনেকে সংস্কৃত গ্রন্থ তর্জমা করার জন্য চীনদেশে যাইতেন। তন্মধ্যে কুমারাজীবের চীনভাষা আজিও চীনদেশে মডেল বলিয়া মনে করা হয়।

ইন্দুচীনে সূর্য্যবংশের ও চন্দ্রবংশের অনেক বড় বড় রাজা রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সকল রকমে নিজ নিজ দেশে ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করিতেন। তাঁহাদের বড় বড় মন্দিরের ভগ্নস্তূপ এখন বাহির হইয়া পড়িতেছে। ফরাসীরা সে গুলিকে মেরামত করিয়া তাহাদের ইতিহাস লিখিতেছেন।

সায়ামের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও এখনও হিন্দুদের মত নাম ধারণ করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট মান্য করেন। সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-রাজারা কাঞ্চীর রাজা রাজেন্দ্র চোলের সহিত সমুদ্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণগুলি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাহাদের নিজের ভাষায় চলিত আছে। ভাষার নাম কবি ভাষা। কুষ্ট নামে একজন সাহেব লিখিয়াছিলেন যে মাডাগাস্কার হইতে ফরমোসা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রায় ২৫০০ বুলি প্রচলিত আছে। কিন্তু এমন বুলি নাই যাহা দুইকুড়ি পাঁচকুড়ি সংস্কৃত শব্দ ধার করে নাই।—ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে ভারতের সভ্যতা এই সকল দেশে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ড।

মুসলমান অধিকার।

-:০:-

প্রথম অধ্যায়

গজনী রাজবংশ।

—০:*:০—

সবক্তগীন ও তাঁহার রাজ্য বিস্তার।—মহম্মদের খলিফাগণ দুই তিন শত বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। তাঁহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য হইতে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে খোরাসান একটী। ইহার রাজধানী নিশাপুর। তথায় সামানিগণ রাজত্ব করিতেন। নাসীরউদ্দীন নামক একজন সামানি রাজার আলপ্তগীননামক একজন ক্রীতদাস ছিল। আলপ্তগীন ক্রমে প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং আফগানিস্থানের গজনীনগর অধিকার করিয়া তথায় স্বাধীন হন। তাঁহার ক্রীতদাস সবক্তগীন তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার

উত্তরাধিকারী হইয়া চারিদিকে আপন রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন এবং ক্রমে হিন্দুরাজ্যের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন।

লোমঘানের যুদ্ধ।—হিন্দুদিগের সীমান্তপ্রদেশে একটী প্রবল মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হওয়ায় হিন্দুগণ অত্যন্ত ভীত হন। পঞ্জাবের অধিপতি জয়পাল উহাদের উচ্ছেদসাধন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি পেশোয়ারের নিকটে লোমঘান নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাঁহার শিবিরাদি সমস্ত শত্রুহস্তে পতিত হয়।

মামুদের বার বার ভারত আক্রমণ।—ইহার কিছুদিন পরেই সবক্তগীনের মৃত্যু হয়। এই সুযোগে জয়পাল পুনরায় মুসমানদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পুনরায় পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মুসলমানদিগের পক্ষে যিনি এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন তাঁহার নাম সুলতান মামুদ। তিনি সবক্তগীনের পুত্র। তখন তাঁহার বয়স অল্প। জয়পালের সহিত সন্ধি করিয়া আপন রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নিরাপদ করিয়া মামুদ স্বরাজ্যের পশ্চিমসীমারক্ষার জন্য অগ্রসর হন। তথায় আপন শত্রুগণকে দমন করিয়া মামুদ গজনীতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পান যে জয়পাল, মুসলমানের অধীন হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র অনঙ্গপাল সন্ধির নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিতেছেন। অনঙ্গপাল শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহার অধীনস্থ ভাটীয়ার রাজা মামুদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহে না। এই কথা শুনিয়া মামুদ পুনরার ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং ভাটিয়াপতিকে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান করেন। তাহার পর মূলতানের স্বাধীন মুসলমানরাজ্যে আবুল্‌ফত্তে লোদী অস্ত্রধারণ করেন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য মামুদ তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। মামুদ যতই প্রবল হইতে লাগিলেন,

হিন্দুগণ ততই অধিক ভীত হইতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অনঙ্গপালকে নেতা করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আজমীর, কালঞ্জর, উজ্জয়িনী, কনোজ ও গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের রাজগণ সকলেই সাহায্য করিতে লাগিলেন। সমস্ত হিন্দুস্থানের স্ত্রীলোকেরা আপনাদের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। অনেক সেনা সংগ্রহ হইল। পাহাড়ী গোক্ষুরেরা হিন্দুদিগের সহায় হইলেন। এইরূপ ভীষণ উদ্যোগ দেখিয়া মামুদ ভয় পাইলেন। কিন্তু ভাবিলেন, হয় এইবার ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইবে, না হয়, একবারেই হইবে না। তিনি সাহসে ভর করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যুদ্ধে অনঙ্গপালের হস্তী আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। সেনাপতি অভাবে হিন্দুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। মামুদ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং অনেকের প্রাণনাশ করিলেন। তিনি তথা হইতে লুঠ করিবার জন্য হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ নগরকোটে গমন করেন। এখন যাহাকে কাঙ্গাড়া বলে পূর্ব্বে ঐ স্থানকে নগরকোট বলিত। জ্বালামুখী উহারই নিকটে অবস্থিত। মামুদ নগর লুণ্ঠন করেন এবং দেবদেবীর প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করিয়া গজনী ফিরিয়া যান।

কাশ্মীর, কনোজ ও মথুরা লুণ্ঠন।—ইহার পর তিনি দুইবার কাশ্মীর লুঠ করেন। বিষম পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও তিনি দুইবারই লুঠ করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বহু সৈন্য লইয়া মধ্যভারতের প্রধান নগর কান্যকুব্জের বিরুদ্ধে গমন করেন। কান্যকুব্জ বা কনোজ তখন পাল নামধারী গুর্জ্জর প্রতিহারবংশীয় একজন রাজার অধীন ছিল। তাঁহার নাম

রাজ্যপাল। তিনি মামুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না দেখিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। মামুদও কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গমন করেন এবং তথায় নগর লুঠ ও দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার ২০ দিন সময় লাগে। তিনি মথুরার অনেক অপকার করেন বটে, কিন্তু মথুরার অনুপম সৌধাবলী দেখিয়া তাঁহার নিজ রাজধানী গজনীকে সেইরূপ সৌধমালায় বিভূষিত করিবার বাসনা জন্মে এবং এই সময় হইতেই তিনি আপন নগরে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

মামুদ ও গণ্ডরাজা।—তিনি গজনী ফিরিয়া শুনিলেন যে, কালঞ্জরের গণ্ড রাজা তাঁহার মিত্র কনোজপতিকে, মুসলমানের মিত্র বলিয়া পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি দুইবার কালঞ্জরের রাজাকে দমন করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু গণ্ডরাজার তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

মামুদ ও জয়পাল।—এই সময়ে একবার পঞ্জাবের অধীশ্বর দ্বিতীয় জয়পাল তাঁহার আগমনে বাধা দিতে চেষ্টা করায় মামুদ, তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ গজনীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন (১০২৩)।

সোমনাথ লুণ্ঠন।—গুজরাটের দক্ষিণ সমুদ্রতীরে প্রভাস ক্ষেত্রে সোমনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ ছিল। উহা হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। মামুদ সেই মন্দির লুঠ করিবার জন্য সংকল্প করেন। তিনি আজমীরের পথে আবু পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে উপস্থিত হন। তাঁহার অতর্কিত আগমনে ভীত হইয়া গুজরাটরাজ চালুক্যবংশের ভীমদেব গিরিদুর্গ আশ্রয় করেন। সহজেই গুজরাট মামুদের হস্তগত হয়;

মামুদ সসৈন্যে সোমনাথপত্তনের দিকে অগ্রসর হন। তথায় মন্দিরের পাণ্ডারা মন্দির রক্ষার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মামুদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। মন্দিরটী সমুদ্রের মধ্যে একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। এক সরু যোজক দিয়া ঐ দ্বীপে প্রবেশ করিতে হয়। এই সরু যোজকে রাজপুতদিগের সহিত মুসলমানদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাজপুতেরা মুসলমানদিগকে বারংবার পরাজিত করিতে লাগিল এবং মামুদের পশ্চাদ্ভাগে হিন্দুরাজগণ সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মামুদ এইরূপে উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ৫০০ প্রকাণ্ডকায় রাজপুত বীর ভূমিশায়ী হয়। মুসলমানদিগের অকুতোভয়, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ ভয় পাইয়া পলাইয়া যান। সোমনাথের মন্দির মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। মামুদ মন্দির ও দেবমূর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করেন।

মামুদের শেষ জীবন।—প্রায় একবৎসর কাল গুজরাটে থাকিয়া মামুদ আপন দেশে ফিরিয়া যান। ইহার পর তিনি আর ভারতবর্ষে আসেন নাই। তাঁহার বিশাল রাজ্যের পশ্চিমসীমায় তুর্কীদের সহিত বিবাদ বিসংবাদেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কাটিয়া যায়।

ঘোরদিগের গজনী অধিকার।—মামুদের মৃত্যুর (১০৩০) অল্পদিন পরেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। তখন পঞ্জাব প্রদেশই গজনীবংশীয়দিগের প্রধান সম্পত্তি হইয়া উঠিল। এই সময়ে দিল্লীর হিন্দুরাজারা নগরকোট পুনরুদ্ধার করিয়া লাহোর অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গজনীরাজের গৃহদ্বারে আর এক প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। কান্দাহারের নিকট ঘোর নামক উপত্যকায় সুরবংশীয় পাঠানগণ বহুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিলেন। কিন্তু

গজনীর রাজারা তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করায় সুরেরা আলাউদ্দীনের অধীনে গজনীনগর ধ্বংস করিল। গজনীপতি পলায়ন করিয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঘোর বংশ।

মহম্মদ ঘোরীর উচ অধিকার।—আলাউদ্দীনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে গিয়াসুদ্দীন ও মহম্মদ দুই ভ্রাতা ঘোরে রাজা হন। এই দুই ভ্রাতার যাবজ্জীবন সদ্ভাব ছিল। ১১৭৬ সালে মহম্মদ ঘোরী পঞ্চনদীর সঙ্গমস্থলে উচনগর অধিকার করেন।

তাঁহার লাহোর অধিকার।—১১৮৬ সালে ঘোরীরাজ হঠাৎ লাহোর আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন এবং গজনীবংশের শেষরাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া ঘোররাজধানীতে প্রেরণ করেন। লাহোর অধিকার করিয়া মহম্মদ ঘোরী ক্রমশঃ হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ।—এই সময়ে আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার মাতামহ অনঙ্গপালের পরিত্যক্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। মহম্মদ লাহোর হইতে পূর্ব্বদিকে আগমন করিয়া ভাটিণ্ডা দুর্গ অবরোধ করিবামাত্র হিন্দুরাজগণ মিলিত হইয়া সরস্বতীতীরে নারায়ণ-গ্রামে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হিন্দুরা ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যান। দুই বৎসর পরে মহম্মদ ঘোরী আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। থানেশ্বরের নিকট তিরৌরির বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুগণ পরাস্ত এবং তাঁহাদিগের সেনাপতি পৃথ্বীরাজ নিহত হন। দিল্লী ও আজমীর মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। মহম্মদ আপনার ক্রীতদাস কুতবুদ্দীনকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। (১১৯৩) পর বৎসর মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ইটওয়ার যুদ্ধে কনোজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করেন।

বখ্‌তিয়ার খিলিজির বিহার আক্রমণ।—এই সকল ঘটনার অল্পদিন পরেই বখ্‌তিয়ার খিলিজি নামক একজন মুসলমান সেনাপতি বিহার প্রদেশ আক্রমণ করেন। তখন পাল বংশের গোবিন্দপাল মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় মুসলমানেরা তাঁহার রাজধানী ওদন্তপুর অধিকার করিয়া লন, ও সেখানকার বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে হত্যা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে লোপ পায়। যেখানে যেখানে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে,

সেই খানেই অগ্নি ও অসির খেলা দেখা গিয়াছে। মগধ মুসলমান-দিগের অধিকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিথিলা হয় নাই।

বখতিয়ারের বাঙ্গালা জয় ও আসাম আক্রমণ।—মগধবিজয়ের কিছুদিন পরে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে, বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তথাকার প্রচীন রাজা লক্ষ্মণসেন তখন নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। বখতিয়ার অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইয়া ঐ নগর অধিকার করেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিক্রমপুর হইতে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। গৌড় মুসলমানদিগের দখলে আসিলেও সেনবংশীয় রাজারা ইহার পরও প্রায় ১২০ বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। বার বার জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া বখতিয়ার খিলিজি আসাম আক্রমণ করেন। আসাম সহজেই দখল হইয়া যায়। তখন তিনি হিমালয়ের ঘাটী দিয়া ভোটদেশে উপস্থিত হন। সেখানে একটি গ্রাম অধিকার করিতেই তাঁহার অনেক সৈন্য মারা যায়। তিনি আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় বলিয়া ফিরিতে থাকেন। ফিরিয়া দেখেন ভুটিয়ারা ঘাটীর তুইদিকে তুইক্রোশ পর্য্যন্ত জঙ্গল জ্বালাইয়া দিয়াছে। পথে রসদ পাওয়া যায় না। লোকজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘাটী দিয়া আসিতে ১০।১৫ দিন লাগিল। অনাহারে জলের কষ্টে বখতিয়ারের বহুসংখ্যক সৈন্য মরিয়া গেল। তিনি ক্রমে কামরূপে আসিয়া পড়িলেন। তখন বর্ষা উপস্থিত, চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আসামের রাজা অনেক নৌকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক কষ্টে ২০ জন মাত্র সৈন্য লইয়া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হইলেন ও পরে গৌড়ে আসিয়া মনের ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহম্মদের মৃত্যু ও তাঁহার রাজ্য বিভাগ। মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে গোক্কুর নামক পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশ-বাসী এক অসভ্য জাতি অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়। ১২০৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদ যখন সিন্ধুতীরে তাঁবু গাড়িয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় উহারা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবির আক্রমণ করে ও তাঁহার প্রাণবধ করে।

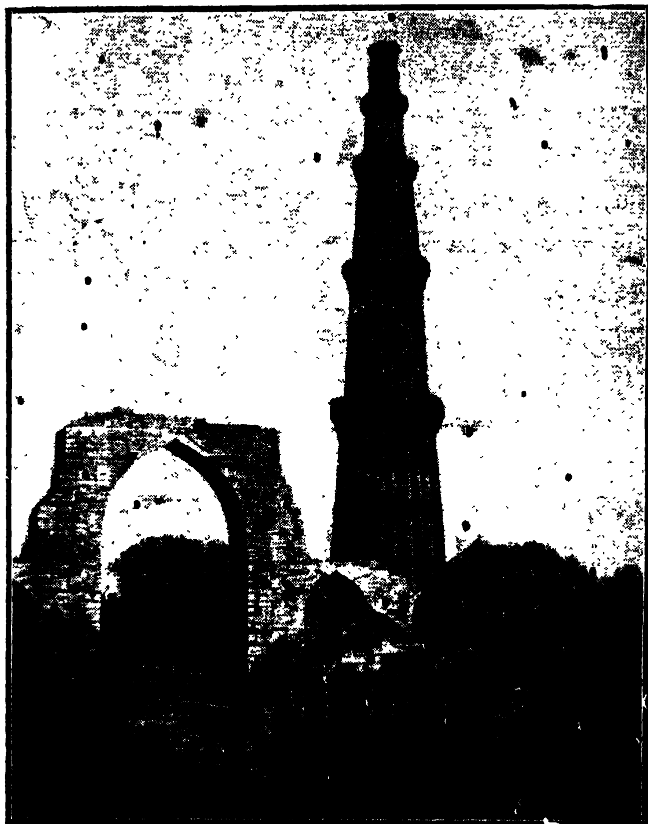
মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খৃঃ অব্দে কুতবউদ্দীন দিল্লীর এবং নাসীরউদ্দীন কুবাচ সিন্ধুদেশে স্বাধীন হন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দাসরাজগণ। (১২০৬ হইতে ১২৮৮)

দাসরাজগণ নাম কেন হইল।—কুতবউদ্দীন ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সুলতান। তিনি মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার জামাতা সুলতান আলতামস ক্রীতদাস ছিলেন। আলতামসের জামাতা সুলতান গিয়াসউদ্দীন বুলবনও ক্রীতদাস ছিলেন। এইজন্ম ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণকে ঐতিহাসিকেরা দাসরাজগণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সুলতান আলতামস ও তাঁহার কন্যা রিজিয়া :—দাসরাজগণ কালঞ্জর ও গুজরাট রাজ্য অধিকার করিবার জন্ম বারম্বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুলতান আলতামস পরমার রাজপুতগণকে পরাজিত করিয়া উজ্জয়িনী নগর ধ্বংস করেন ও সেখানকার প্রসিদ্ধ মহাকালদেবের মন্দিরটি গুঁড়া



কুতবমিনার

করিয়া দেন (১২৩২)। আলতামসের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার কন্যা রিজিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বরী হন। তিনি প্রায় ৪ বৎসর রাজত্ব

করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও কোন স্ত্রীলোক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

জঙ্গিস খাঁর ভারত আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা ও আলতামস।—আলতামসের রাজত্বকালে মধ্য এসিয়ায় জঙ্গিস খাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি মঙ্গোলিয়ার যাযাবর জাতিসমূহকে একত্র করিয়া পূর্ব্বে প্রশান্তমহাসাগরের তীর হইতে পশ্চিমে বল্টিকসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত মহাদেশ অধিকার করেন। যে কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, তিনি তাহাকেই সবংশে হত্যা করিয়াছেন এবং তাহার রাজধানী অধিকার করিয়া সমস্ত আধিবাসিগণের প্রাণনাশ করিয়াছেন। এই সময়ে খারিজীমের সুলতান এসিয়ার পশ্চিম ভাগে বড় প্রবল হইয়াছিলেন। সুতরাং জঙ্গিসখাঁর সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হয়। খারিজীমরাজ জেলালউদ্দীন পলায়ন করিয়া একাকী সিন্ধুনদী পার হইয়া আলতামসের শরণাপন্ন হন। সুলতান জঙ্গিসের ভয়ে তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। আলতামসের এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া জঙ্গিস ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু জঙ্গিসের মৃত্যুর পর মোগলগণ বারংবার ভারত আক্রমণ করিয়া দাসরাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। মোগলগণ তখনও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। তাহাদিগের ধর্ম্ম কি ছিল, বলা যায় না। অনেকেই মনে করেন তাহারা বৌদ্ধ ছিল। তাহারা মুসলমানগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। দাসরাজগণ যে কেবল মোগলগণের আক্রমণেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহাদিগকে বহুসংখ্যক রাজ্যচ্যুত মুসলমানরাজাকে ভরণপোষণ করিতে হইত। দাসরাজ বুলবনের সময় এইরূপ ৩২ জন রাজা দিল্লীতে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের জন্য বুলবনের রাজস্বের অনেক টাকা ব্যয় হইত। হিন্দুরা ও অনেক দেশ কাড়িয়া লইয়া-

ছিল। বুলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কেকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি অতি অসচ্চরিত্র ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা জেলালউদ্দীন খিলিজী ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

খিলিজি বংশ।

আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য বিজয় ও দিল্লীর সিংহাসন অধিকার।—খিলিজীদিগের রাজত্বকালে মোগলেরা দলে দলে মুসলমান সৈন্যে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদিগের বল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই নববলে বলীয়ান্ হইয়া খিলিজিরাজ জেলালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন পূর্ব্বমালব ও বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া আপনার দাক্ষিণাত্যযাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়া লন। দেবগিরির যাদবগণ তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে ৮০০০ সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে দেবগিরির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধঘোষণা করেন এবং প্রচার করিয়া দেন, যে তিনি অগ্রগামী সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন মাত্র, মূল সৈন্য পাছে আসিতেছে। দেবগিরির রাজা রামদেব খুব ভয় পাইয়া তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিলেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহাকে খুসী করিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে (১২৯৫) ফিরিয়া আলাউদ্দীন কৌশলে আপন পিতৃব্য সুলতান জেলালউদ্দীনকে মারিয়া ফেলিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

কাফুর ও তাঁহার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ ও বিজয়।—তাঁহারই সময়ে গুজরাট অধিকৃত ও দাক্ষিণাত্য বিজিত হয়। তিনি চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতির নাম কাফুর; তিনি এক জন রাজপুত সন্তান, পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঘোর হিন্দুদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং আলাউদ্দীনের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করেন। দেবগিরির যাদবগণ ও দ্বারসমুদ্রের হোয়শালা বল্লালগণ কাফুরের হস্তে ধ্বংস হন। ওরঙ্গলের কাকতেয়গণও তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ওরঙ্গলরাজ্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিশালদেবের মৃত্যুর পর গুজরাটের বাঘেলাগণ নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরাক্রম এবং সৈন্যসামন্ত যথেষ্ট ছিল। শেষ রাজা সারঙ্গদেব মালবপতিকে পরাজয় করিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনিও আলাউদ্দীনের নিকট পরাস্ত হন (১২৯৭) এবং সেই হইতে গুজরাট ও মালব মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

গিয়াসউদ্দিন তোগলকের দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ।—আলাউদ্দীনের পুত্র মবারক দিল্লীর সম্রাট হইলে মালিক খসরু নামক একজন হিন্দু রাজপুত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ইনি যেমন কর্ম্মকুশল তেমনই ধর্ম্মজ্ঞানবিরহিত ছিলেন। ইনিও দাক্ষিণাত্যে গিয়া নানা দেশ জয় করিয়া বিস্তর অর্থ লইয়া আসেন; এবং মলয়বর উপকূল পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। ইনি সম্রাট মবারককে বধ করিয়া তাঁহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের

সমস্ত মুসলমানই অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠে এবং সমবেত হইয়া খসরুর হস্ত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত পঞ্জাবের সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা তোগলক-বংশীয় গাজিখাঁকে আহ্বান করেন। তিনি খসরুকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া গিয়াসউদ্দীন্ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (১৩২১)।

পঞ্চম অধ্যায়।

তোগলক বংশ।

মামুদ তোগলক ও পাঠান সাম্রাজ্যের শেষাবস্থা।—আলাউদ্দীনের সেনাপতি কাফুর দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু তথায় হিন্দুরাজগণই রাজ্য করিতেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন মহারাষ্ট্রদেশ মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু তিনি অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি বহুকাল পঞ্জাবে শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এবং প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া মোগল আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যখন দিল্লীর সম্রাট হন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর। তিনি চারি বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ কৌশলে তাঁহার প্রাণ বধ করেন। জুনা খাঁ মামুদ তোগলক নামে দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া ১৩২৫ হইতে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই কয় বৎসর মধ্যে দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্য একপ্রকার লোপ হয় এবং তাহার বদলে অনেকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন মুসলমান রাজ্য গড়িয়া উঠে। মামুদের পর ফিরোজ তোগলক ও তাঁহার

উত্তরাধিকারিগণ যদিও দিল্লীর সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিতেন কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা সম্রাট্ ছিলেন না। দিল্লী ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন মাত্র।

মামুদ তোগলক ও তাঁহার আজগুবি খেয়াল ঃ—মামুদ তোগলক নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা ছিল। কিন্তু প্রজার সুখ দুঃখের দিকে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। অনেকে মনে করেন তাঁহার মাথা খারাপ ছিল। বাস্তবিকও তাঁহার কাজ দেখিলেও তাহাই অনুমান হয়। পাঠানরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য যত গুলি দোষের আবশ্যক, সে সকলগুলিই একাধারে তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। দেবগিরির মনোহর পার্ব্বতীয় দৃশ্য এবং উহা অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান দেখিয়া তিনি ঐ নগরকে পাঠানসাম্রাজ্যের রাজধানী করিবেন বলিয়া বলিয়া সঙ্কল্প করেন; এবং উহার নাম দৌলতাবাদ রাখেন। পরে দিল্লীর অধিবাসীদিগের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করেন, যে, যে কেহ দৌলতাবাদে যাইতে অস্বীকার করিবে তাহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে তিনি দুইবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিল্লীর অধিবাসীদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি চীনদেশ আক্রমণ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হয়। পারস্য অধিকারের জন্যও তিনি প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে বেতন দিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। এইরূপ নানাবিধ অপব্যয়ে দিল্লীর রাজকোষ শূন্য হইয়া আইসে। সুতরাং কর বৃদ্ধি ভিন্ন রাজ্য রক্ষার আর কোন উপায় থাকে না। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের প্রজাগণ করভারে

অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুহম্মদ সেই অরণ্য শিকারী দিয়া ঘেরাইয়া বন্যপশুর ন্যায় প্রজাগণের বধ করেন। রাজকোষ শূন্য হইলে তিনি শুনিলেন চীনে কাগজের নোট চলে। অমনি তিনি ভারতবর্ষে তামার নোট চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন রাজার বাজারসম্ভ্রম নাই, তখন রাজার নোট কে লইবে?

পাঠান সম্রাট ও তাঁহাদের অধীন শাসনকর্ত্তৃগণঃ—পাঠান সম্রাটের রাজত্বকালে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা প্রায়ই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা আপন জ্ঞাতি বন্ধুবর্গকে আফগানিস্থান হইতে ডাকিয়া আনিয়া আপনাদের অধীনস্থ প্রদেশে বাস করাইতেন; এবং ইঁহাদের সাহায্য পাইয়া এতই প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেন যে অনেক সময়ে দিল্লীশ্বরকেও গ্রাহ্য করিতেন না। বাঙ্গালা দেশে শাসনকর্ত্তারা এইরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। মামুদ বাঙ্গালাকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া তথায় তিন জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিছুপূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গালা মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। পূর্ব্ববাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ একেবারেই স্বাধীন বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন। সম্রাট তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও ক্রমে বাঙ্গালায় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। অল্পকালের মধ্যে ৭।৮ জন শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হন, এবং পরিশেষে হাজি ইলিয়স্ পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গালা একত্রিত করিয়া সমসুদ্দীন উপাধি লইয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিয়া দেন (১৩৪৫)।

নানাস্থানে বিদ্রোহ ও আমীরানি সাদাগণ—এইরূপে বাঙ্গালা দেশ হস্তচ্যুত হইয়া গেল। সম্রাট ইহার উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টাও করিতে পারিলেন না। যেহেতু এইসময়ে গুজরাট, মালব ও দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। যে সকল মোগল

পাঠানসৈন্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং যাহাদিগের সাহায্যে আলাউদ্দীন মালব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে নানাদেশীয় লোক ছিল। ইহারা এক এক সর্দ্দারের অধীনে যুদ্ধ করিত। এই সর্দ্দারদিগের সাধারণ নাম আমীরানি সাদা। যে কেহ যুদ্ধ কার্য্যে দক্ষ হইত, সেই কতকগুলি অনুচর সংগ্রহ করিয়া এই আমীরদলে প্রবেশ করিতে পারিত। ইহাদের রাজভক্তি কিছুমাত্র ছিল না। যত প্রকার বিদ্রোহ, বিপত্তি ও হাঙ্গাম উপস্থিত হইত, ইহারা তাহার মূলে থাকিত। ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে মামুদ আপনার একজন অকর্ম্মণ্য প্রিয়বয়স্য আজীজ্ হামিদকে মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইবার সময় তাহাকে বলিয়া দেন, তুমি আমীরানি সাদাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। হতভাগ্য ধারানগরে উপস্থিত হইয়াই আমীরগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ৮০ জনের প্রাণ বধ করিল। মালব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত আমীরানি সাদা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রত্যেক প্রধান নগরেই ৩০।৪০ জন করিয়া আমীর থাকিত। সকলেই বাদসাহের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাগণকে দূর করিয়া দিয়া নগর ও রাজকোষ লুঠ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বাদসাহ এই বিশাল বিদ্রোহি-সেনাতরঙ্গের সহিত প্রায় পনর বৎসর কাল অনবরত যুদ্ধ করিয়া গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ১৩৫১ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি অতি কষ্টে গুজরাট ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত দাক্ষিণাত্য তাঁহার হাতের বাহির হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তৈমুরলঙ্গ।

ফিরোজ তোগলক ও পাঠান সাম্রাজ্য ঃ— মামুদের উত্তরাধিকারী ফিরোজ তোগলক প্রথমেই দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গদেশ আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বাঙ্গালারও স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। গুজরাট ও মালব একেবারে স্বাধীনভাবেই কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি যখন যে শাসনকর্ত্তাকেই এই দুই স্থানে পাঠাইয়া দিতেন, সেই প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বল বৃদ্ধি করিত। সুতরাং বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশেই ফিরোজ তোগলক অবিবাদে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে অনেক রাজপুত মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। অনেক মুসলমান পীর এই সময়ে আবির্ভূত হইয়া নানাদিকে মুসলমানধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফিরোজসাহ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি অনেক পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, কূপ ও সরাই প্রভৃতি করিয়া দেশের অনেক মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মামুদ তোগলকের রাজত্বের প্রথমভাগেই মালব ও গুজরাট স্বাধীন হইয়া উঠে; এবং ১৩৯৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খোজা জাহান দিল্লীরাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ অধিকার করিয়া জৌনপুরে একটি স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং এই সময়ে পাঠানরাজ্য পঞ্জাব, সর্হিন্দ ও দিল্লী প্রদেশ লইয়াই থাকে।

তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণ।—খৃঃ ১৩৯৮ অব্দে

ভারতবর্ষে আর এক মহা উপদ্রব উপস্থিত হইয়া দিল্লীসাম্রাজ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ধ্বংস করিয়া দেয়। তৈমুরলঙ্গ অগণিত তাতারসেনা সঙ্গে লইয়া মধ্যএসিয়ার সমস্ত রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়া দ্রুতবেগে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বল মামুদ ভয়ে গুজরাটে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। দিল্লীরাজ্য তখন ঘরোয়া বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল; তৈমুরলঙ্গের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে কাহারও ক্ষমতা ছিল না। তৈমুরলঙ্গ যে নগর অবরোধ করিতেন তাহার সমস্ত অধিবাসি-গণকে মারিয়া ফেলিতেন। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া দিল্লী উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত তৈমুরলঙ্গ ৭।৮টি নগর এইরূপে ধ্বংস করিয়াছিলেন; অন্যান্য নগরের অধিবাসিগণ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। দিল্লীতে উপস্থিত হইলে নগরবাসীরা সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমনে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তৈমুর নগরবাসীদিগের প্রাণ রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে, নগরবাসীরা নগরের গেট খুলিয়া দিল। তৈমুর দিল্লী প্রবেশ করিয়া আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইহার পরই লুঠ ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। পাঁচ দিন দিল্লীতে মানুষের রক্তে নদী বহিতে লাগিল। শবরাশিতে রাস্তাগুলি এরূপ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, যে, তাহার উপর দিয়া যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। ১৫ দিনের পর তৈমুর দিল্লী ত্যাগ করিলেন। পথে সমস্ত মিরাটবাসীদিগকে মারিয়া ফেলিয়া উত্তরমুখে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন; তথায় হিন্দুরা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি তরবারি হস্তে ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে পার্ব্বত্য পথ দিয়া জম্বু নগরে

উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নৃত্য করিতে লাগিল।



দিল্লীর অবস্থা।—তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। দিল্লী দুই মাস জনশূন্য রহিল। তাহার পর মামুদের মন্ত্রী একবার দিল্লী অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইল। তখন মামুদ আপন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি নামমাত্র ১৪১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতেই দিল্লীর টাকশাল বন্ধ করেন। "দিল্লীর অধীশ্বর" এ উপাধিও পরিত্যাগ করেন এবং সিংহাসনেও বসিতেন না।

—:*:—

চতুর্থ খণ্ড।

—:*:—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান ও হিন্দুরাজ্য।

—:*:—

প্রথম অধ্যায়।

দিল্লীর রাজবংশ।

সায়দ ও লোদী বংশ :—মামুদ তোগলকের মৃত্যুর পর দিল্লীতে কিছুদিন ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। পরে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ সায়দ দিল্লী অধিকার করেন। খিজির খাঁ রাজ উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি আপনাকে তৈমুরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা চারি পুরুষ দিল্লীতে রাজত্ব করেন, ইঁহাদেরই নাম সায়দবংশ। ইঁহাদের সময়ে রাজ্য ক্রমে ছোট হইয়া দিল্লীনগরেই সীমাবদ্ধ হয়। লোদীবংশের বিলোল-লোদী, সর্হিন্দ ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া দিল্লী আক্রমণ করিলে শেষ সায়দ রাজা আলাউদ্দীন, তাঁহার হস্তে দিল্লী ছাড়িয়া দিয়া, বদাউন নগরে, আপন বাগানে, জীবনের অবশিষ্ট অংশ ধর্ম্মচর্চ্চায় কাটাইয়া দেন।

বাবরের ভারতাক্রমণ ও পাণিপথের যুদ্ধ:—বিলোল দিল্লী অধিকার করিয়া সুলতান উপাধি ধারণ করিলেন, ও জৌনপুরের সরকীরাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ২৬ বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পর জৌনপুরের স্বাধীন রাজ্য ধ্বংস হইল; সমস্ত রাজ্য দিল্লীরাজ্যভুক্ত হইল। ১৪৭৮। খৃষ্টীয় ১৪৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সেকেন্দর রাজা হইয়া বিহারদেশ দিল্লীরাজ্যভুক্ত করেন। ইনি ১৫০৪ খৃঃ অব্দে আগ্রানগর পত্তন করিয়া তথায় রাজধানী লইয়া আইসেন। ১৫১৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অতি উদ্ধত ও গর্ব্বিত স্বভাবের লোক ছিলেন এবং রাজ্যের প্রধান লোকদিগকে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের রাজা তৈমুর বংশের বাবরকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেন। বাবর লাহোর অধিকার করিয়া, সর্হিন্দ প্রদেশে উপস্থিত হইলে পাণিপথে ইব্রাহিমলোদীর সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী প্রাণত্যাগ করেন এবং বাবর জয়লাভ করেন। ইব্রাহিমের প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। বাবর বিলম্ব না করিয়া আগরা ও দিল্লী অধিকার করিয়া লন।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা।

বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজ বংশ।—ফিরোজ তোগলক বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা সমস্‌দ্দীনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৩৫৭ খৃঃ বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। ইহার পর বৎসরেই সমস্‌দ্দীনের মৃত্যু হয়। সমস্‌দ্দীন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরে আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সমস্‌দ্দীনের পুত্র



পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজীদ।

সেকেন্দর পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ আদিনা মসজীদ নির্ম্মাণ করেন। সেকেন্দরের পুত্র ও পৌত্রগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন না। দিনাজপুরের হিন্দু রাজা

গণেশ তাঁহার প্রপৌত্রকে মারিয়া ফেলিয়া বাঙ্গালার অধিপতি হন (১৪০৫) এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মনোরঞ্জন করিয়া ৮।৯ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জেলাল-উদ্দীন নাম ধারণ করেন এবং পৌত্র আহম্মদ সাহা প্রজাপীড়ন করায় নিহত হন (১৪৪৫)। মুসলমানেরা আবার সমসুদ্দীনের বংশের এক জনকে রাজা করেন। ইনি ও ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহারা খোজা ও হাবসীদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়া দিয়াছিলেন। উহারা এতই পরাক্রান্ত হইয়াছিল যে পরিশেষে রাজ-বংশ ধ্বংস করিয়া আপনারাই ৭।৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিল। এই সময়ে আসাম, কমতাপুর এবং ত্রিপুরার হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালার অনেক অংশ দখল করিয়াছিলেন এবং জৌনপুররাজ বিহার অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

আলাউদ্দিন হোসেন সা।—১৪৯৪ খৃঃ অব্দে সায়দ বংশীয় হোসেন সা, খোজা ও হাবসীদিগকে দমন করিয়া বাঙ্গালার গদিতে বসেন। ইনি নিজে সুবুদ্ধি খাঁ নামক একজন কায়স্থের অধীনে কার্য্য করিতেন। হিন্দুদিগের উপর ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ইঁহারই রাজত্বকালে রূপ ও সনাতন দবীরখাস ও সাকরমল্লিক উপাধি পাইয়া রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ইনিই কমতাপুররাজ্য ধ্বংস করেন ও উড়িষ্যার সহিত বারম্বার যুদ্ধ করেন; কিন্তু বিহার অধিকার করিতে গিয়া সেকেন্দর লোদীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইঁহার দুই পুত্র নসরৎ ও মামুদ ১৫৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সুলেমান কিরাণী।—সুবিখ্যাত সেরসাহ মামুদকে দূর করিয়া বাঙ্গালার গদি দখল করেন। সেরসাহ দিল্লীর অধিপতি হইলে

বাঙ্গালা আবার পাঠান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সের সাহের উত্তরাধিকারিগণ দিল্লী হারাইয়া বাঙ্গালায় রাজত্ব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, তাহাতে বাঙ্গালায় অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিরাণীবংশীয় স্থলেমান এই সমস্ত গোলযোগ নিবারণ করিয়া ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার একমাত্র অধিপতি হন এবং তাঁড়ানগরে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন।

কালাপাহাড় ও দায়ুদ।—কালাপাহাড় নামে স্থলেমানের একজন সেনাপতি ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন; মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবধি হিন্দু দেবদেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ করিতেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা তেলেঙ্গামুকুন্দদেবকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা দেশ অধিকার করেন এবং জগন্নাথের বিগ্রহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে স্থলেমানের মৃত্যু হইলে পাঠানরা দায়ুদকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। দায়ুদ আকব্বর বাদসাহের সহিত বিবাদ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্যচ্যুত হন। এই বৎসর প্লেগে গৌড়নগর ধ্বংস হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

জৌনপুর।

সরকীবংশ।—জৌনপুর রাজ্যের প্রথম রাজা একজন খোজা ছিলেন। ইহার নাম খোজা জাহান। মামুদ তোগলক ইহাঁকে দিল্লীর পূর্ব্বাঞ্চলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া মালিক-উস্ সর্ক অর্থাৎ পূর্ব্বদেশের অধিপতি এই উপাধি প্রদান করেন ১৩৯৫।

ইনি শীঘ্রই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আপন পালিত পুত্র মোবারক্ সাহকে আপন রাজ্য ও উপাধি প্রদান করিয়া যান। এই হইতে সরকীবংশ আরম্ভ হয়। খোজা জাহানকে লইয়া এই বংশে ছয় জন রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্ব বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা হইতে কনোজের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ইঁহারা বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া জৌনপুরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিলোল লোদী জৌনপুররাজ্য অধিকার করিলেও শেষ রাজা হোসেন সা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গুজরাট।

গুজরাটে স্বাধীন মুসলমান রাজা।—ফিরোজ তোগ্লকের সময় গুজরাটের মুসলমানশাসনকর্ত্তা ফর্হৎ উল্ মুলুক দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি হিন্দুদিগের সন্তোষকর কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতেছিলেন; তাহাতে দিল্লীর সম্রাট্ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পাণিপথনিবাসী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এক জন রাজপুতকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ইঁহার নাম জাফর। ইনি মোজাফর এই নাম লইয়া গুজরাটের প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজা হন, এবং হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তি সকল ধ্বংস ও তীর্থাদি অপবিত্র করিয়া মুসলমানধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন। বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির ইনিই দ্বিতীয়বার ধ্বংস করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র

আমেদ অনহিলপত্তন হইতে রাজধানী উঠাইয়া আমেদাবাদে লইয়া যান। আমেদের নামানুসারেই উহার নাম আমেদাবাদ হইয়াছে। তিনি এই নগর নানা সুরম্য প্রাসাদ ও মসজীদে এরূপ সুশোভিত করিয়াছিলেন যে আজিও উহা ভারতবর্ষের একটি প্রধান সৌন্দর্য্যশালী নগর বলিয়া বিখ্যাত আছে। আমেদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে মামুদ বিগারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি গুজরাটের দুইটি প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ একেবারে ধ্বংস করিয়া জুনাগড় বা গিরি-ব্রজ ও চম্পানগর নামক দুইটি দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করেন।

বাহাদুর সাহ ও হুমায়ুন।—গুজরাটের মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে বাহাদুরসাহ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি ১৫২৬ সালে গুজরাটের রাজা হন এবং অবিলম্বে মালবপতি সুলতান মামুদ খিলজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে মালবের স্বাধীনতা লোপ পায় এবং মালবপ্রদেশ গুজরাট রাজ্যভুক্ত হয়। চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ মালবরাজের সহায়তা করায়, বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন, এবং ঐ নগর সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেন। মৃত রাণা সংগ্রাম-সিংহের মহিষী কর্ণাবতী হুমায়ুনের শরণাগত হওয়ায় হুমায়ুন সসৈন্যে চিতোরে উপস্থিত হন, এবং তথা হইতে বাহাদুর সাহের লোকজনকে দূর করিয়া গুজরাটে আগমন করেন, এবং বিপুল বিক্রমের সহিত দুর্ভেদ্য চম্পানগরের দুর্গ অধিকার করিয়া গুজরাট প্রদেশ মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু হুমায়ুনের রাজত্ব শীঘ্রই ধ্বংস হয় এবং গুজরাট আরও ৪০ বৎসর স্বাধীন থাকে।

পর্ত্তুগীজদিগের হস্তে বাহাদুরের মৃত্যু।—হুমায়ুনের আক্রমণে পরাজিত ও শক্তিহীন হইয়া বাহাদুর সাহ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরা

সোমনাথপত্তনের সমীপবর্ত্তী দিউ নামক একটি স্থান অধিকার করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। কিন্তু বাহাদুরসাহ কিছুতেই ঐ স্থান তাহাদিগকে অধিকার করিতে দেন নাই। উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় তিনি ঐ জায়গা পর্ত্তুগীজদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। পরে যখন অল্প দিনের মধ্যেই হুমায়ুনের রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল, তখন তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া জাহাজে লইয়া গেল এবং সেইখানেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। ইহার পর গুজরাটের ইতিবৃত্তে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৫৭২ খৃঃ অব্দে শেষ রাজা তৃতীয় মোজাফর সাহ সম্রাট্ আকবরের হস্তে গুজরাট সমর্পণ করিয়া তাঁহার রাজসভায় একজন সদস্য হইলেন :

পঞ্চম অধ্যায়।

মালব ও খান্দেশ।

মালব।—সম্রাট্ ফিরোজ তোগ্‌লকের রাজত্বকালে দেলোয়ার খাঁ ঘুরী মালবের নবাব হন। দামস্কসের ঘুরী সুলতানগণ ইঁহার আদিপুরুষ। ইনি অল্পদিনের মধ্যেই মালব-প্রদেশে স্বাধীনতা স্থাপন করেন ও মাণ্ডুনগরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। দেলোয়ার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মাণ্ডুনগরে প্রকাণ্ড কেল্লা তৈয়ারী করেন ও অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র হোসঙ্গ বড়ই

যুদ্ধ প্রিয় ছিলেন। ইনি আপন নামে হোসেঙ্গাবাদ নামক একটি নগর পত্তন করেন। উহা মধ্যভারতবর্ষের একটি প্রধান নগর। হোসঙ্গের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ঘুরীবংশ নির্ব্বংশ হয়, এবং খিলিজীবংশীয় মামুদ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি আজমীর, কেরোলি, ও রণস্তম্ভপুর বা রিণ্টাম্বোর প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিয়া রাজপুতদিগকে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ খিলিজী ও তাঁহার পরবর্ত্তী দুইজন রাজার সময়ে মালব বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৫১২ খৃঃ অব্দে উত্তরাধিকার লইয়া যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হয়, তাহাতে মেদিনীরায় নামক একজন রাজপুত সেনানী মালবরাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। সাক্ষিগোপাল রাজা মামুদ খিলিজী মুসলমানদিগের প্রবর্ত্তনায় রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করায়, তাঁহার এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যে তিনি পলায়ন করিয়া গুজরাট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুজরাটরাজ মোজাফর মাড়ু নগর অধিকার করিয়া চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই সকল ব্যাপার লইয়া যে সকল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মালবপতি আহত হইয়া সংগ্রামসিংহের বন্দী হন। সংগ্রামসিংহ সুচিকিৎসায় তাঁহাকে শীঘ্র আরোগ্য করিয়া সসম্মানে নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করেন। মামুদের সহিত বাহাদুরসাহের বিবাদ হওয়ায়, কিরূপে মালব গুজরাট-রাজ্য-ভুক্ত হয় তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

খান্দেশ।—সম্রাট্ ফিরোজ তোগলক, মল্লিকরাজা ফেরুকীকে খান্দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ফেরুকীরা বোগদাদের অন্যতম খলিফার বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেন। ফিরোজ তোগলকের মৃত্যুর পরে, মল্লিকরাজা আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া

দিলেন। তাঁহার পুত্র নাসীর আসীরগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিয়া লন। বহুকাল অবধি এই দুর্গ আহিরীদিগের রাজধানী ছিল। আসীরগড় অধিকৃত হইলে তাঁহারা উহার নিকটে বুর্হানপুরনামক নগর পত্তন করেন। বুর্হানপুর ক্রমে খান্দেশের রাজধানী হইয়া উঠিল।

বাদসাহ আকবরের সময় খান্দেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। খান্দেশের রাজারা গান বড় ভালবাসিতেন। আকবরের অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক খান্দেশ হইতে দিল্লী গিয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বামনী রাজ্য।

হোসেন গঙ্গু ও বামনী-বংশ।—১৩৩৭ খৃঃ অব্দে মামুদ তোগলকের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্য রাজ্য কিরূপে দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে তফাৎ হইয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হোসেন গঙ্গু যে রাজবংশ স্থাপন করেন তাহার নাম বামনী বংশ। যে ব্রাহ্মণ দিল্লীতে হোসেনের প্রভু ছিলেন, হোসেন তাহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মুসলমানের অধীনে হিন্দুর উচ্চতম কর্ম্মলাভের এবং হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর সদ্ভাবের এই প্রথম সূত্রপাত। বামনীগণের প্রথম রাজধানী কোলবর্গ এবং দ্বিতীয় রাজধানী বিদর। বিদর প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা তৈলঙ্গ রাজ্য, দক্ষিণ সীমা কৃষ্ণা, পশ্চিম সীমা পশ্চিমঘাটগিরি এবং উত্তর সীমা মালব।

মহম্মদ।—১৩৫৮ খৃঃ অব্দে হোসেন গঙ্গুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান মহম্মদ সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি তৈলঙ্গরাজের ভ্রাতা বিনায়ক রাওকে পরাস্ত করিয়া গোলকুণ্ডাদুর্গ আত্মসাৎ করেন। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত আস্থা ছিল এবং সামান্য কারণে বিজয়নগররাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রায় লক্ষ হিন্দুর প্রাণনাশ করেন। মহম্মদ বহুকাল শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া এবং নানা উপায়ে রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ১৩৭৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

আহম্মদ সাহ।—বামনীবংশীয় আহম্মদসাহ রাজা হইয়া বিদর নগরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান, এবং ১৪৩২ সালে পরলোক গমন করেন।

আলাউদ্দীন ও হুমায়ুন।—তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন রাজা হইয়া কোঙ্কনদেশ অধিকার করেন এবং সেখানকার স্বাধীন হিন্দুরাজগণকে কর দিতে বাধ্য করেন। তিনি কোঙ্কনরাজের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার নাম "পরিচেহারা।" শাসন কার্য্যে আলা অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করেন; এবং মাদকসেবন নিবারণের জন্য বিশেষ প্রয়াস পান। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সাহ খোজা মামুদ গাওয়ানকে প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন। হুমায়ুন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার নামে সকলেরই হৃৎকম্প হইত।

মুসলমানদিগের দুইটি দল ও মামুদ গাওয়ান।—বামনীরাজ্যের এই অভ্যুত্থানের সময়েই তথাকার মুসলমানগণের মধ্যে দুইটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল বিদেশী ও অপর দল দক্ষিণী মুসলমান। প্রথম দলের লোক পারস্য, আরব, তুরস্ক ও মিসর প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া বামনী

রাজ্যে বাস করিত; দ্বিতীয়দলের অধিকাংশই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু ও আবিসিনীয়দিগের বংশধর। আলাউদ্দীন পুত্রদিগের নাবালক অবস্থায় রাজ্যরক্ষার জন্য যে তিন ব্যক্তির উপর ভার দিয়া যান, তাহার মধ্যে মামুদ গাওয়ান বিদেশী দলের এবং খোজা জাহান তুর্ক দেশীয় দলের নেতা। সুলতানের মাতা ইঁহাদিগকে আপনার বশে রাখিয়া বিপক্ষরাজগণকে দমন ও স্বরাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন। কিন্তু খোজা জাহান তুর্ক সুযোগক্রমে মামুদ গাওয়ানকে দূরদেশে পাঠাইয়া বেগমের সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। নিজাম সাহ বালক হইলেও প্রকাশ্য দরবারে, খোজাজহানকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রচার করেন, অবিলম্বে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। এই অবধি মামুদ গাওয়ান বামনীসুলতানের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। মুসলমানদিগের মধ্যে মামুদ গাওয়ানের মত নির্লোভ, নিরহঙ্কার, বিদ্বান ও বিবেচক লোক অতি বিরল। তিনি সওদাগররূপে ভারতবর্ষে আসেম এবং নিজের ক্ষমতাবলে বামনীরাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, সমস্তই বিদ্যালয় চিকিৎসালয়াদি স্থাপন, বিদ্বান ও বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিতেন। তাঁহারই বাহুবলে বামনীগণ তৈলঙ্গরাজ্য ধ্বংস করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বামনীরাজ্যের প্রান্তস্থিত অনেকগুলি ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য তাঁহারই প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া সুলতান নিজামের রাজ্যভুক্ত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত বালেশ্বরের নিকট হইতে কুমারিকা বেষ্টন করিয়া বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল ভাগ অবিচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দুদিগেরই দখলে ছিল, কিন্তু এই সময়েই উত্তরসরকার প্রদেশ ও কোঙ্কন মুসলমান রাজ্যভুক্ত হওয়ায় হিন্দুরাজ্য সমূহ অত্যন্ত

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়েই মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথম কাঞ্চী-নগর আক্রমণ করেন, এবং তথাকার বহুসংখ্যক হিন্দুদেবমন্দির ধ্বংস করিয়া প্রচুর মণিমুক্তাদি সংগ্রহ করেন। আলাউদ্দীনের পুত্র সুলতান মহম্মদ সাহ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; তিনি স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া "গাজী" হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বামনীরাজ্যের প্রথম রাজা হোসেনের প্রভু ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে বামনীরাজ্যে এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মহত্যা হয় নাই। মহম্মদ সাহ ব্রহ্মহত্যা করায় অনেকে মনে করিয়াছিল, যে এ রাজ্য অধিককাল স্থায়ী হইবে না। ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল। মামুদ গাওয়ান সুবিস্তীর্ণ বামনী রাজ্যের রাজস্বসম্বন্ধে যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে। ইহা ছাড়া বিচার, শিক্ষা ও সৈনিক বিভাগেও তিনি অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু করিলে কি হয়, দক্ষিণী মুসলমানেরা তাঁহার প্রবল শত্রু ছিল। উহাদিগের নেতা নিজাম উল মুলুক এক দিন একখানি জাল চিঠি মামুদ গাওয়ানের সহি করা বলিয়া নিজাম সাহের হাতে দেন; তাহাতে সাহ এতদূর চটিয়া যান যে মামুদ গাওয়ান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার প্রাণনাশের আজ্ঞা দেন। মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুতেই বামনী রাজ্যের ধ্বংস হয় বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কারণ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পালিত পুত্র ইউসফ আদিল খাঁ বিজাপুরে স্বাধীন হইলেন। ইমাদ উল্ মুলুক বেরারে স্বাধীন হইলেন (১৪৮৯)। মহম্মদ সাহ আপন রাজ্যে আপন ক্ষমতা বিলুপ্ত প্রায় দেখিয়া শোকে ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিলেন।

নিজাম উল মুলুক।—মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর হইতে, নিজাম উল মুলুক বিদরে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। এই

সময়ে সহসা তৈলঙ্গদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং তখনকার সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ সাহ সেখানে লড়াই করিতে যান। নিজাম উল মুলুক তাঁহাকে শিবিরে রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া কোষাগার হইতে অনেক অর্থ লইয়া আপন পুত্র ও অনুচরবর্গকে বিতরণ করেন; এবং তথা হইতে আপন জায়গীরে গিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। বিদরের গবর্ণর পসন্দ খাঁ এই সকল সংবাদ সুলতানকে লিখিয়া পাঠাইলে, সুলতান নিজাম উল মুলুককে হত্যা করিতে আদেশ দেন। হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া যায়; নিজামের পুত্র আমেদ সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া জুনের নামক স্থানে গিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

বারিদসাহী বংশের অভ্যুদয়।—মহম্মদ সাহ নিজ-রাজ্য উদ্ধারের কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া নানা দেশ হইতে গায়ক, বাদ্যকার ও নৃত্যকারিণী আনাইয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বেরার, বিজাপুর ও মহারাষ্ট্রদেশ এইরূপে হস্তচ্যুত হইলেও বিদর, তৈলঙ্গ ও উত্তর সরকার মহম্মদ সাহের অধীন রহিল। ১৫১২ খৃঃ অব্দে উত্তর সরকার ও তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তা কুতব উল মুলুক স্বাধীন হইলেন। অবশিষ্ট বিদর প্রদেশে বামনীরাজগণ নামে মাত্র ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজা থাকিয়া পরাক্রান্ত মন্ত্রী আমীর বারিদের হস্তে ধ্বংস হইলেন। সেই হইতে বারিদসাহী বংশ বিদরের রাজা হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

বেরার ও বিদর।

বেরারের ইমাদসাহী রাজগণ।

ইমাদ্‌সাহী রাজগণ ও তালিকোটের যুদ্ধ।— ফতেউল্লা ইমাদ সাহ খৃষ্টীয় ১৪৮৯ অব্দে বেরারে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার নিবাস কর্ণাটদেশে, ইনি হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মামুদ গাওয়ান ইঁহার মুরুব্বি ছিলেন, এবং তিনিই ইঁহাকে বেরারের নবাব করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুরম্য গিরিদুর্গ গোয়ালগড়ে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। বামনীরাজগণ বেরার অধিকারের কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিন্তু আমেদনগরের রাজগণ অনেকবার ইমাদসাহী রাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। এইজন্য ১৫২৭ খৃ. অব্দে ইঁহারা গুজরাটরাজের অধীনতা স্বীকার করেন, এবং প্রবল শত্রুর হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করেন। দক্ষিণী মুসলমান ও হিন্দুরাজগণ কখন যে কাহার সহিত সন্ধি করিতেন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, বুঝা যায় না। ১৫৬৫ সালে যখন দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমানরাজগণ একত্র হইয়া বিজয়নগররাজকে তালিকোটের ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করেন ও তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করেন, তখন বেরাররাজ আমেদনগররাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আদিলসাহীরাজ যখন হিন্দুরাজ্যটি আপন রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; নিজামসাহীরাজ তাহাতে বাধা দিলেন। তাঁহাতে উভয়ে এই সন্ধি হইল, যে আদিলসাহীরাজ

হিন্দুরাজ্য অধিকার করিবেন এবং নিজামসাহীরাজ বেরার অধিকার করিবেন। এইরূপে বেরার আমেদনগর রাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু বেরাররাজের মন্ত্রী তুর্ফান খাঁ আকবরের শরণাগত হইলেন (১৫৭২)।

কাসিম বারিদ ও সুলতান ইস্মাইল।—কাসিম বারিদ অত্যন্ত চতুর, কার্য্যকুশল, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন। তিনি নানা কৌশলে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যগুলি আবার বামনী রাজ্যভুক্ত করিয়া আপনার প্রভুত্ববৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৎলব হাঁসিল হইল না দেখিয়া, তাঁহার পুত্র বামনীবংশের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, লোপ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন (১৫২৭)। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিজাপুরের রাজা সুলতান ইস্মাইল বিদর অধিকার করিয়া উহা আমির বারিদকে ফিরাইয়া দেন। সেই সময় হইতে বারিদসাহীগণ বিজাপুরের অধীনভাবে ১৬০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

আমেদনগরের নিজামসাহী রাজবংশ।

বেরারের অন্তর্গত পুত্রী নামক স্থানে এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে নিজাম উল মুলুকের জন্ম হয়। তিনি যুদ্ধে বন্দী হন এবং বিপক্ষেরা তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। মামুদ গাওয়ান তাঁহার কার্য্য-কুশলতা দেখিয়া তাঁহাকে উচ্চপদ প্রদান করেন। দেশীয় মুসলমানেরা তাঁহাকে আপনাদিগের নেতা বলিয়া মনে করিত। তিনি যে কৌশলে

মামুদ গাওয়ানের প্রাণসংহার করেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু ২।৩ বৎসরের মধ্যে তিনি নিজেও গুপ্তঘাতকের হাতে মারা যান। তখন তাঁহার পুত্র আমেদ পৈতৃক জায়গীর জুনেরনগরে গিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আমেদনগর পত্তন করিয়া তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। পৈতৃক গ্রাম পুত্রীর অধিকার লইয়া বেরাররাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। তিনি ঐ গ্রাম দখল করিয়া আপনার ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণকে বেরারের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে বেরাররাজ গুজরাটের শরণাপন্ন হওয়ায় গুজরাটের সহিত নিজামসাহীদিগের যুদ্ধ হয় এবং গুজরাটপতি বাহাদুর সাহ আমেদনগরের উপর আপনার প্রাধান্য স্থাপন করেন। কিন্তু নিজামসাহীগণ অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাধীন হন। উঁহারা অত্যন্ত স্বার্থপর ও কলহপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বদাই প্রতিবেশিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ আলি আদিলসাহ বিজয়নগরপতির সহিত মিলিত হইয়া নিজামসাহীরাজকে অত্যন্ত হীনবল করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু ১৫৬৫ অব্দে ইঁহারাই আবার প্রধান উদ্যোগী হইয়া সমস্ত মুসলমানরাজগণকে সমবেত করিয়া তালিকোটের ভীষণ সংগ্রামে বিজয়নগররাজ্য ধ্বংস করেন। কিন্তু পাছে হিন্দুরাজ্য অধিকার করিয়া বিজাপুর প্রবল হইয়া উঠে, এই ভয়ে ইঁহারা আবার বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন এবং এই সুযোগে বিজয়নগরের অধীন হিন্দুরাজগণ আপন আপন রাজ্যে বলবৃদ্ধি করেন। আমেদনগরের রাজগণ সহ্যপর্ব্বতে মহারাষ্ট্রগণের অনেকগুলি গিরিদুর্গ দখল করিয়া লন। ইঁহারা হিন্দুদিগকে রাজ্যসংক্রান্ত উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। কুমারসেন অনেকদিন "পেশোয়া" ছিলেন এবং শেষ অবস্থায় এই রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এ রাজ্যের

মুসলমানদিগের মধ্যে স্বদেশী ও বিদেশী দুইটি দল হয়। একদল আকবরের সাহায্য চাওয়ায়, তিনি আমেদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান। আমেদনগরের কন্যা ও বিজাপুরের পুত্রবধূ, চাঁদ সুলতানা মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধে যথেষ্ট পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতেই মোগলেরা আমেদনগর দখল করিতে পারিয়াছিল। রাজধানী অধিকার হওয়ার পরেও নিজামসাহীগণ প্রায় ৪০ বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে একজন আবিসিনীয় তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার নাম মালিক আম্বর। তাঁহার রাজস্বসংক্রান্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। ১৬৩৬ অব্দে নিজাম-সাহী বংশ লোপ হয় এবং রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

নবম অধ্যায়।

গোলকণ্ডার কুতবসাহী রাজবংশ।

মামুদ গাওয়ান কুতুবউদ্দীনকে গোলকণ্ডার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। ১৫১২ সালে তিনি স্বাধীন হন। এই বংশে ছয় জন রাজা ১৭৬ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রায় সকল রাজারই অপঘাতে মৃত্যু হয়। ইঁহাদের তিন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্যগুলি একে একে অধিকার করিয়া লন। আমেদসাহবামনী কাকতেয় রাজ্য ধ্বংস করিলেও ওরঙ্গল বহুদিন হিন্দুদিগের অধীন ছিল। কুতবসাহ ঐ নগর দখল করেন। ইঁহারা তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইঁহারাই রাজমহেন্দ্রী দখল করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেন। গোলকণ্ডা ইঁহাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু এই নগর অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায়, ইঁহারা হায়দরাবাদ নগর পত্তন করিয়া তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। পঞ্চমরাজা আবদুল্লা কুতব সাহের দেওয়ান মীরজুম্লা স্বীয় বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতায় অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। আবদুল্লা ইঁহাকে কর্ণাট ও ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য সমূহ বশে আনিবার জন্য পাঠান। এই কার্য্যে জুম্লা কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন। রাজা দেখিলেন, জুম্লাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি উহাঁর সর্ব্বনাশ সাধনের সংকল্প করিলেন। জুম্লা সন্ধান পাইয়া দিল্লীর সম্রাটের শরণাগত হইলেন এবং কুতুবসাহীবংশ ধ্বংস করিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। আরঙ্গজীব কিন্তু সম্রাট্ হইয়া জুম্লাকে দক্ষিণে রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারে দেখিয়া তাঁহাকে সুবেদার করিয়া বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কুতবসাহীরাজ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এই সকল ঘটনার পর ইঁহারা আরও প্রায় ২৫ বৎসর স্বাধীন ছিলেন। ১৬৮৭ অব্দে ইঁহাদের রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

দশম অধ্যায়।

বিজাপুরের আদিলসাহী রাজবংশ।

বামনীরাজ্যধ্বংসের পর যে কয়টি স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হয়, তাহার মধ্যে বিজাপুররাজবংশ সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। এই বংশের আদিপুরুষ ইউসফ আদিল সাহ কনস্তান্তিনোপলের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া মামুদ গাওয়ানের ক্রীতদাস হন। গাওয়ান ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা ও সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি করেন, এবং আপন পোষ্যপুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। মামুদ গাওয়ানের হত্যাকাণ্ডের পর ইউসফ বিজাপুরে আসিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। তিনি মহারাষ্ট্রদেশের মুকুন্দরাও নামক একজন সামন্ত নরপতির ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রমণী পরিণামে বুবুজী খানুম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বহুদিন পারস্যদেশে বাস করায় সিয়াদিগের প্রতি ইউসফের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং এইজন্য তিনি বিজাপুরে সিয়ামত প্রচলিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি। সুন্নিরা এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। কোন ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার দ্বেষ ছিল না। হিন্দুদিগের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন ও তাঁহাদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন ও তাঁহাদেরই ভাষায় রাজকার্য্য চালাইতেন। তিনি বিজাপুরে অনেক বড় বড় বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং উহার দুর্গপ্রাচীর দৃঢ় করিয়াছিলেন।

মুসলমানদের দুইটি দল।—প্রথম হইতে বিজাপুর-রাজ্যে মুসলমানদিগের দুইটি দল ছিল। একটি দেশী ও একটি বিদেশী। দেশী মুসলমানেরা আদিলসাহী বংশের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। ইউসফের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইলের নাবালক অবস্থায় দেশী মুসলমানেরা প্রবল হইয়া ইস্‌মাইলের প্রাণসংহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বুবুজী খানুমের সতর্কতায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তিনি দেশী মুসলমানদের দূর করিয়া বিদেশীয়গণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইসমাইল বাল্যকাল হইতেই কি রাজকার্য্যে, কি যুদ্ধকার্য্যে,

অত্যন্ত দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর ভিন্ন তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ মুসলমানরাজা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমেদনগরের রাজা বুর্হান, ইসমাইলের সহিত যুদ্ধ করিয়া হারিয়া যান। বুর্হান সাহ, ইস্মাইলের ভগিনীপতি ছিলেন। এই পরাজয়ের পর শ্যালক ও ভগিনীপতিতে যুক্তি হইল যে বুর্হান বেরার দখল করিয়া লইবেন ও ইস্মাইল গোলকণ্ডা দখল করিবেন। গোলকণ্ডা আক্রমণ করিতে গিয়া ইস্মাইল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন ও প্রাণত্যাগ করেন (১৫৩৪ খৃঃ অব্দ)। ইস্মাইল আপন রাজ্য হইতে সিয়াধর্ম্ম উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বুবুজী খামুম্ আপন পৌত্র ইব্রাহিম সাহকে রাজা করেন। তিনি বিজয়নগর ও আমেদনগরের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র আলি আদিল সাহ কিরূপে বিজয়নগররাজের সহিত মিলিত হন এবং কিরূপে বিজয়নগর ধ্বংস হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

চাঁদবিবি।—তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা মহিষী চাঁদবিবি শিশুপুত্র ইব্রাহিমের অভিভাবক স্বরূপ রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যাহাকেই প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেন, সেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার চেষ্টা করে। ইহাতে তাঁহাকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। দেশী মুসলমান ও আবিসিনীয় দলে সর্ব্বদাই বিবাদ হইত এবং গোলকণ্ডা ও আমেদনগরের রাজগণ ইঁহাদের সহায়তা করিতেন। যাহা হউক ১৫৮৪ অব্দে চাঁদবিবি আমেদনগরে তাঁহার পিতৃকুলে গমন করেন। তথায় তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন পৈতৃক রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

ইব্রাহিমের সহিত আকবরের সন্ধি। এদিকে ইব্রাহিম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দুষ্টমন্ত্রীদিগকে দূরীভূত করিলেন এবং বিলক্ষণ

দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কলহপ্রিয় নিজাম সাহীগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিত; এই জন্য ১৬০৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর আমেদনগর জয় করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলে, ইব্রাহিম তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ইব্রাহিমের পর, আর তিন জন রাজা বিজাপুরে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠেন এবং শিবজীর অধীনে সেতাঁরারাজ্য স্থাপন করেন। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে, বিজাপুর রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়।

পাঠান সভ্যতা।

পাঠান রাজ্যে হিন্দুদের অবস্থা।—মামুদ তোগলকের সময় দিল্লীর পাঠানসাম্রাজ্য হীনবল হইতে আরম্ভ হয় এবং পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহা লোপ হইয়া যায়। পাঠান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বারটি মুসলমানরাজ্য ও কয়েকটি হিন্দুরাজ্য গড়িয়া উঠে। পাঠানেরা দুই পাঁচটি সৈনিক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দু-রাজগণকে দমনে রাখিতেন; রাজ্যসম্বন্ধীয়, সমাজসম্বন্ধীয়, শাসনসম্বন্ধীয়, কোন কার্য্যেই তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সকল বিষয় হিন্দুরা যেরূপে পারিতেন চালাইয়া লইতেন। পাঠানেরা লুঠপাঠ করিয়া টাকা আনিতেন, মোগল ও হিন্দুদিগের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন, এবং আমোদআহ্লাদে সময় কাটাইতেন; কিন্তু প্রাদেশিক-

রাজ্যসমূহ স্বাধীন হওয়ায় মুসলমানদিগের অবস্থা ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইল। উহাদিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইতে হইল ও দেশের লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইল। যেখানে মোল্লারা প্রবল, সেখানে অনেক দেশী লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু বেশীর ভাগ হিন্দুই আপন ধর্ম্মে রহিল। হিন্দুরা আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য কঠিনতর সমাজশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের স্মৃতিগ্রন্থগুলি অধিকাংশই এই সময়ে সঙ্কলিত হয়। মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বরভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, আচার্য্যচূড়ামণি, প্রতাপরুদ্র ও রঘুনন্দন এই সময়েই আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া যান। রাজহীন হিন্দুগণ এই সকল বিধিব্যবস্থার বলেই আজও স্বধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হিন্দুদিগের নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার।—মুসলমানদিগের সময় হিন্দুদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর উপপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার আরম্ভ করেন। ইঁহারা সমাজে থাকিয়াই লোকসমূহকে বৈরাগ্যপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন; অনেক গৃহস্থ বৈরাগীর চেলা হইত। খৃঃ পূঃ পাঁচ ছয় শতাব্দীতে যেরূপ হইয়াছিল, খৃষ্টীয় চৌদ্দ, পনের ও ষোল শতাব্দীতেও তাহাই হইল। সেকালে যেরূপ বৌদ্ধ ও জৈনদিগের চেষ্টায় প্রাকৃত ও পালি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; একালেও সেইরূপ নানক, কবীর, চৈতন্য ও তুকারাম প্রভৃতির শিষ্যগণ পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রী ভাষার বহুল প্রচার করিয়া তুলিল।

হিন্দুদিগের শেষ গৌরব বিলুপ্ত।—প্রাদেশিক মুসলমানরাজ্যসমূহের দ্বারা হিন্দুদিগের স্বাধীনতার বিশেষ ক্ষতি

হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ সমতলভূমিগুলি বেশীর ভাগই পাঠানদের দখলে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গম মরুভূমি, নিবিড় কানন, দুস্তর জলরাশি, অগম্য পর্ব্বতমালা ও দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া বহুসংখ্যক হিন্দু নরপতি আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেগুলি একে একে তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। গুজরাটে জুনাগড় ও চম্পানগর; মালবে রায়সিন ও রণস্তম্ভপুর; বাঙ্গালায় কমতাপুর ও ত্রিপুরা; জৌনপুরে কাল্পী ও মিথিলা; খান্দেশে আসীরগড়, বেরারে গোয়ালগড়; তৈলঙ্গে কার্লি ও ওরঙ্গল; অন্ধ্রদেশে রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান, হিন্দুস্বাধীনতার শেষ গৌরব এই সময়েই বিলুপ্ত হয়। বিজয়নগর ধ্বংস হইলেও কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে মুসলমানের অধিকার বিস্তীর্ণ হয় নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিজয়নগর।

পাঠান রাজত্ব সময়ে চারিটি হিন্দুরাজ্যের উৎপত্তি।—দিল্লীর পাঠানসাম্রাজ্য লোপ পাইলে যেমন কয়েকটি মুসলমান রাজ্য স্বাধীন হইয়া উঠে, তেমনি কয়েকটি হিন্দুরাজ্যও প্রবল হয়। ইহাদের মধ্যে বিজয়নগর, মেওয়ার, উড়িষ্যা ও বাঘেলখণ্ড প্রধান। বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতবর্ষে, মেওয়ার ও বাঘেলখণ্ড মধ্যদেশে, এবং উড়িষ্যা পূর্ব্বভারতে। চারিটিরই উৎপত্তি পাঠানরাজত্বসময়ে এবং চারিটিই মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ।—ইহার মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান বিজয়নগর। আলাউদ্দীনের সেনাপতি কাফুর দ্বারসমুদ্রের বল্লালবংশীয় রাজগণকে ধ্বংস করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে পর, দক্ষিণভারতে হিন্দুরাজগণ কিছুদিন নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা আবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। তখন দক্ষিণভারতে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ, প্রাচীন রাজগণ, এবং নূতন নূতন রাজ্যলিপ্সু সেনাপতিগণ নিজেদের প্রাধান্যস্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। এই ঘোর অরাজকতার সময়ে বিজয়নগরের রাজবংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশের আদিপুরুষ বুক্ক। তাঁহার পৌত্র বীর বুক্ক রায়। ইহারা মহামণ্ডলেশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করেন। ইহারা যে কেবল নানাদেশ জয় করিয়া একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এমন নহে, ইহারা হিন্দুধর্ম্মেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া-ছিলেন। বীর বুক্করায়ের প্রধান অমাত্য মাধবাচার্য্য সমস্ত বেদের টীকা রচনা করেন ও বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়া যাহাতে হিন্দুগণ আবার বেদোক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করেন। মাধবাচার্য্য যে শুদ্ধ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এমন নহে, তিনি গোয়া-নগর হইতে মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিজয়নগরের সহিত মুসলমানগণের শত্রুতা বরাবরই সমান ছিল। খোরাসানের সুলতানের দূত আবদুল রজ্জখ্ বিজয়নগরের যেরূপ শোভা সমৃদ্ধি ও সভ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দেবরাজ বুক্কবংশের শেষ রাজা;—ইহার পরে মন্ত্রিগণ রাজার সমস্ত ক্ষমতা লোপ করিয়া এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠেন। পরে তাঁহাদেরই মধ্যে নরসিংহ নামক এক ব্যক্তি রাজা হইয়া অপর সকলের উচ্ছেদ সাধন

করেন। নরসিংহের স্থাপিত রাজবংশ বুক্কবংশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক পরাক্রমশালী হইয়াছিল। সমস্ত দক্ষিণভারত ইঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। নরসিংহের প্রপৌত্র সদাশিবের সময়ে তালিকোটের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এবং তাহাতেই এক প্রকার এই বংশ ধ্বংস হয়। এই বংশের জামাতা রামরাজা যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, তিনি বিজয়পুরের মুসলমান ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া আমেদনগরের রাজাকে বারংবার যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং শেষে আমেদনগর অবরোধ করেন। এই সময়ে তিনি মুসলমান বন্দিগণের উপর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া সমস্ত দক্ষিণদেশীয় মুসলমানরাজগণ সমবেত হইয়া বিজয়-নগর ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। তালিকোটের ঘোরতর যুদ্ধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই যুদ্ধে বিজয়নগর ধ্বংস হয় এবং সেখানকার রাজগণের প্রাধান্য লোপ পায়। এই যুদ্ধে রামরাজা নিহত হন। কিন্তু সদাশিব ইহার পরও ৩।৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিরুমল্ল বিজয়নগর রাজ্যের ভগ্নাবশেষ এক করিয়া দক্ষিণ ভারতে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজার রাজত্বকালে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা মাদ্রাজ-নগরে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিতে অনুমতি পান। বর্ত্তমান সময়ে হায়দ্রাবাদের সন্নিহিত আনেগুণ্ডির পেনসনভোগী রাজাই বিজয়নগরের নরসিংহ গোষ্ঠীর বংশধর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রেওয়া, মেওয়ার ও উড়িষ্যা।

রেওয়ার বাঘেলা রাজগণ।—গুজরাটের চালুক্য-বংশীয়গণ হীনপ্রভ হইয়া আসিলে তাঁহাদেরই জ্ঞাতি বাঘেলাগণ, তথায় প্রায় ১২০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বাঘেলাদিগের এক শাখা বিবাহসূত্রে বাঘেলখণ্ডে আসিয়া বাস করে এবং ক্রমে তথায় একটি বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের দলকেশ্বর ও মলকেশ্বর বুলবন বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা হীনবল হইলে ইহারা মুসলমানদিগের অধিকৃত দেশও অনেকটা দখল করিয়া লইয়াছিলেন। কয়েকটি মুসলমানের মসজীদ হিন্দুর দেবমন্দিরে পরিণত হইয়া এই ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে। জৌনপুরের সুলতানগণের সহিত কাল্পীর অধিকার লইয়া ইহাদিগের বার বার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। সেকেন্দর লোদী, বাবর ও আকবর সকলেই বাঘেলারাজগণকে সমাদর করিতেন। আকবরের প্রধান গায়ক মিঞা তানসেন প্রথম এই বংশের রামচন্দ্রদেবেরই গায়ক ছিলেন। পরে আকবর তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লন। ইহাদিগের প্রথম রাজধানী বান্দাগড়। উহা একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। পরে ঐ রাজধানী রেওয়া নগরে স্থাপিত হয়। এই বংশের রাজারা আজিও রাজত্ব করিতেছেন।

মেওয়ারের রাজপুতরাজগণ।—রাজপুতনার রাজ্যসমূহের মধ্যে মেওয়ার কখন মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই। মেওয়ারের রাজার মহিষী পদ্মিনী অতিশয় রূপবতী

ছিলেন। তাঁহার রূপরাশির প্রশংসা শুনিয়া সম্রাট আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। অনেক দিনে অবরোধের পর নগর শত্রুহস্তে পতিত হয়; কিন্তু পদ্মিনী জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া আপন সম্মান রক্ষা করেন। আলাউদ্দীন নগর লুঠ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যান। কিন্তু চিতোর শীঘ্রই তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। চিতোররাজবংশের হাম্বীর ঐ নগর পুনরায় অধিকার করিয়া লন। হাম্বীরের বংশে অনেক গুলি বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া রাজপুতনামের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রাণা সংগ্রামসিংহ প্রধান। মহারাণা কুম্ভের সময়ে গুজরাট ও মালবের মুসলমান রাজগণ সমবেত হইয়া মেওয়ার আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান। রাণা সংগ্রামসিংহ দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লোদীদিগের সহিত তাঁহার বরাবরই শত্রুতা ছিল; তিনি ১৬টি যুদ্ধে মুসলমান রাজগণকে পরাজিত করেন। এই সময়ে চন্দেরীর অধিপতি মেদিনীরায় মালব রাজের প্রধান সহায় হওয়ায় সেখানকার মুসলমানগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। মেদিনীরায় রাণা সংগ্রামসিংহের শরণাগত হন। তখন রাণা মালবদেশ আক্রমণ করিয়া মালবাধিপতিকে আহত ও বন্দী করেন, এবং অত্যন্ত উদারভাবে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তাঁহার নিজের শিবিরে পাঠাইয়া দেন। মালবের অনেক স্থান রাণা সংগ্রামসিংহের হস্তগত হয়। এই সময়ে রাণা সংগ্রামসিংহ মুসলমানদিগকে মধ্যদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের অনৈক্য ও লোদী সুলতানের দুর্ব্বলতা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইয়াছিল। কিন্তু বাবর যখন দিল্লী দখল করিয়া নূতন রাজবংশ স্থাপন করিলেন, তখন রাণা আর স্থির থাকিতে পরিলেন না। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে সংগ্রামসিংহ পরাজিত হন।

বাবর কাল বিলম্ব না করিয়া চন্দেরী দখল করিয়া রাজপুতগণের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে ভাঙ্গিয়া দেন।

রাণী কর্ণাবতী ও হুমায়ুন বাদসাহ।—মেদিনী রায় ও রাণা সংগ্রামসিংহ উভয়ের মৃত্যু হওয়ায় গুজরাটনিবাসী সুলতান বাহাদুর সাহ, খুব সহজেই মালবদেশ জয় করিয়া মেওয়ার আক্রমণ করেন। তখন মেওয়ারে ঘরোয়া বিবাদ চলিতেছিল। বাহাদুর এই সুযোগে রাণা বিক্রমজিৎকে পরাজয় করিয়া চিতোর নগর অবরোধ করেন। এই অবরোধে কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতি অল্পদিনে চিতোর শত্রুহস্তে পতিত হয়। বাহাদুর চিতোর লুঠ করেন। রাজপুত রমণীগণ আগুনে ঝাঁপ দিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করেন। এই সময়ে রাণী কর্ণাবতী বাদসাহ হুমায়ুনের নিকট প্রসিদ্ধ "রাখি" পাঠাইয়া দিলেন। যে যাহাকে "রাখি" দেয় সে তাহার ভাই বা ভগিনী হয়। যাহাকে "রাখি" দেওয়া যায় সে তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য, এইজন্য "রাখি" পাইয়াই বাদসাহ চিতোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তখন চিতোর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। হুমায়ুন বাহাদুরকে চিতোর হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। আকবরও দুইবার চিতোর অবরোধ করেন এবং অধিকার করেন। এইজন্য রাণাগণ আরাবলী পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য স্থানে উদয়পুরনগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী সরাইয়া লন। মোগলসেনা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ।—মহারাষ্ট্রদেশের দক্ষিণ অংশে বহুকালাবধি গঙ্গবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদিগের রাজ্য খুব বড় ছিল না। অনেক সময় ইঁহাদিগকে আশে পাশের পরাক্রান্ত রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে হইত। খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে এই বংশের

উড়িষ্যা।

এক শাখা কলিঙ্গ দেশে আসিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। এই বংশের রাজরাজ, দিগ্‌বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলদেবের কন্যা রাজ্য-সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজরাজের পুত্র চোড়গঙ্গদেব ১০৮১ হইতে ১১১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকলদেশ জয় করেন। তিনিই উৎকলে জয়কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় এই বংশের শ্রীনরসিংহদেব গৌড়নগর আক্রমণ করিয়া মুসলমানদিগকে অত্যন্ত প্রপীড়িত করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশের পর গজপতি বংশ উড়িষ্যার কর্ত্তা হন। এই বংশের রাজগণের মধ্যে প্রতাপরুদ্রদেব অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়া উড়িষ্যায় চৈতন্যধর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করেন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তৈলঙ্গবংশীয় মুকুন্দদেব গজপতিবংশ ধ্বংস করিয়া উড়িষ্যার রাজা হন। রাজ পরিবর্ত্তন হইলেই দেশে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় এই সকল গোলযোগের সময় উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন (১৫৬৭)।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পোর্ত্তুগীজগণের আগমন।

ইউরোপীয় জাতির ভারতাগমন।—এই পর্য্যন্ত যে কোন জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্থলপথে আসিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে

ইউরোপের পশ্চিমাংশবাসী জাতিগণ জলপথে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য বাণিজ্য, দ্বিতীয় দেশাধিকার। পোর্ত্তুগালের অধিবাসীরা, সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, ইঁহাদিগকে পোর্ত্তুগীজ কহিত। ইঁহারাই ফিরিঙ্গী নামে ভারতবর্ষে অভিহিত। ইঁহাদের পর হলণ্ডবাসীরা আগমন করেন। ইঁহাদিগকে হলণ্ডিজ্ বা ওলন্দাজ্ বলিত। ইঁহাদের পর ইংলণ্ডবাসীরা আগমন করিলেন। ইঁহারাই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধীশ্বর ইংরাজ জাতি। ইংরাজদিগের পর ফ্রান্স্‌বাসীরা ভারতে আগমন করেন। ইঁহারা ফরাসী নামে অভিহিত।

জলপথে পোর্ত্তুগীজদিগের ভারত আবিষ্কার ও আধিপত্য বিস্তার।—মকিদানের রাজা সেকেন্দর সাহের সময় হইতে ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বণিক্‌গণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। আরবেরা প্রবল হইয়া উঠিলে তাঁহারাই জলপথে বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষ ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে গমনাগমন করিতেন। ইঁহারা এই সকল স্থান হইতে রেশম ও তুলার কাপড়, রন্ধনের, মসলা ও পানের মসলা প্রভৃতি অনেক জিনিষ প্রচুরলাভে জেনোয়া ও ভিনিসবাসীদিগকে বিক্রয় করিতেন। ইঁহারাও আবার সেই সকল দ্রব্য চড়া দামে ইউরোপের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিক্রয় করিতেন। এই ব্যবসায় একচেটিয়া থাকায় ভিনিস ও জেনোয়াবাসিগণ যত ইচ্ছা দাম চড়াইতেন। এইজন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স্, পোর্ত্তুগাল ও অন্যান্যদেশের লোকের এই একচেটিয়া উঠাইয়া দিবার একান্ত বাসনা হয়; কিন্তু ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর ভিন্ন ভারতবর্ষে আসিবার অন্য পথ ছিল না। ভূমধ্যসাগরে জেনোয়া ও ভিনিসবাসিগণ অত্যন্ত প্রবল, লোহিতসাগর মুসলমানদিগের অধিকৃত, সুতরাং তাঁহাদিগকে অন্যপথের চেষ্টা

করিতে হইল। কেহ মনে করিলেন, পশ্চিমদিক দিয়া যাইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইব। এইরূপ করিতে গিয়া কলম্বস ১৪৯২ খৃঃ অব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তিনি যে দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার ধারণা, তাহাই ভারতবর্ষ। এইজন্য সেই সকল দেশের নাম নিউ ইণ্ডিয়া ও তত্রত্য তাম্রবর্ণ আদিম অধিবাসীদের নাম নিউ ইণ্ডিয়ান হইয়াছে। কেহ উত্তরদিকে রুসিয়া বেষ্টন করিয়া বরফাবৃত উত্তরসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহবা আফ্রিকার দক্ষিণাংশ বেষ্টন করিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টাই পরিণামে সফল হইয়াছিল। বাস্কো ডি গামা নামক পোর্ত্তুগালের একজন সুবিখ্যাত নাবিক ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া নির্ভীকচিত্তে ভারতমহাসাগর পার হইয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী কালিকট্ নগরে উপস্থিত হন। কালিকট্ তখন বিজয়নগরের অধীন একজন সামন্ত রাজার রাজধানী ছিল, রাজার উপাধি সমরিন্। পোর্ত্তুগীজ ইতিহাসে তিনি জামরিন্ নামে অভিহিত। পোর্ত্তুগীজেরা উপস্থিত হইলে আরব বণিকেরা তাঁহাদের সঙ্গে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। কোচিন, কানানুর এবং কুইলনের রাজারা পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর মধ্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পোর্ত্তুগীজদিগের ধারণা হইতে লাগিল, যে মুসলমান বণিক্‌দিগের উচ্ছেদসাধন করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের বাণিজ্যে তাহাদের লাভ হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা বহুসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে লাগিল। ১৫০৭ খৃঃ অব্দে জামরিনের চেষ্টায় ও মুসলমান বণিকগণের উত্তেজনায় বিজাপুর, গুজরাট এমন কি মিসরেরও রাজগণ মিলিত হইয়া পোর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে অনেকগুলি

রণতরী প্রেরণ করেন। পোর্ত্তুগীজেরা দুই একবার পরাজিত হইয়াও পরিশেষে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার দুই তিন বৎসরের মধ্যেই পোর্ত্তুগীজেরা বিজাপুররাজের অধীনস্থ গোয়ানগর অধিকার করিয়া লয়। বিজাপুরসেনানী এক বৎসরের মধ্যেই উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু উহারা পুনরায় গোয়ানগর অধিকার করে এবং সেই হইতে উহা ভারতবর্ষীয় পোর্ত্তুগীজ অধিকারের রাজধানী হইয়া রহিয়াছে। পোর্ত্তুগীজদিগের দুইজন প্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্তার নাম আল্মীদা ও আল্বুকার্ক। এই ঘটনার পর পোর্ত্তুগীজেরা পূর্ব্ব উপদ্বীপে ও ভারতবর্ষীয় দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের বাণিজ্য ও আধিপত্যস্থাপনে মনোযোগী হয়।

পঞ্চম খণ্ড।

-:*:-

প্রথম অধ্যায়।

বাবর।

বাবরের কাবুলে আগমন ও রাজত্ব লাভ।—বাবরের পিতা তৈমুরলঙ্গের বংশে ও মাতা জাঙ্গিস খাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি মধ্য এসিয়ার ফরগণানামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হন। অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর তিনি অতিকষ্টে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হন। কাবুলবাসীরা তাঁহাকে রাজা করে। এইসময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র।

পাণিপথের যুদ্ধ।—ইব্রাহিমলোদীর গর্ব্বিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদী বাবরকে আহ্বান করেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাবুল হইতে বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড তাঁহার অধিকৃত হয়। কিন্তু পাঠানেরা জৌনপুরে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। বাবর এই সংবাদ অবগত হইয়া সসৈন্যে সেই দিকে অগ্রসর হন এবং অবিলম্বে বারাণসী ও পাটনা অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ও অযোধ্যাপ্রদেশ বাদসাহের অধীনে আনয়ন করেন।

সংগ্রামসিংহের পরাজয়।—এই সময়ে মেওয়ারের মহারাণা সংগ্রামসিংহ একজন পাঠান সর্দ্দারের পক্ষ হইয়া বাবরের রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি দিল্লী আক্রমণ করিলে বাবর সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আগ্রার নিকটবর্ত্তী সিকরি নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই রণনিপুণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মুসলমানদিগেরই জয় হয়; রাজপুতদিগের উন্নতির আশাও একেবারে লোপ হয়।



বাবর।

চন্দেরী অধিকার ও মৃত্যু।—রাজপুতদিগের মধ্যে চন্দেরীর মেদিনীরায় অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য বাবর ফতেপুর সিকরির যুদ্ধের কিছুদিন পরেই চন্দেরীনগর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। ১৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যু হয়।

সিকরির ও পাণিপথের যুদ্ধের পরিণাম।—আর্য্যাবর্ত্তে এই সময়ে পাঠান ও রাজপুতগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। বাবর পাণিপথের যুদ্ধে পাঠানদিগকে ও সিকরির যুদ্ধে রাজপুতদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই উভয় জাতিই বহুকাল ধরিয়া তাঁহার বংশধরগণের প্রধান শত্রু ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হুমায়ুন।

বাবরের পুত্রগণ।—বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন, দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মধ্যম কামরান কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কামরানকে পঞ্জাবপ্রদেশ প্রদান করেন; এবং অন্যান্য ভ্রাতাকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশে শাসনকর্ত্তা করেন।

হুমায়ুনের গুজরাট অধিকার।—সংগ্রামসিংহের বিধবা পত্নী কর্ণাবতী বাহাদুরের হস্ত হইতে চিতোররক্ষা করিবার জন্য হুমায়ুনের নিকট "রাখি" প্রেরণ করেন। হুমায়ুন, বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই চিতোর শত্রুহস্তে পতিত হয়। হুমায়ুন মান্দুসরে আসিয়া দেখিলেন, বাহাদুর শিবিরের চারিদিকে গড়খাই করিয়া অনেকগুলি কামান পাতিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হুমায়ুন উপস্থিত হইয়াই বাহাদুরের শিবিরে রসদ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন বাহাদুর যুদ্ধে জয়লাভের

অন্য উপায় না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মান্দু তারপর কাম্বে ও শেষে দিউনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুনও কাম্বে পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন; পরে যখন দেখিলেন বাহাদুরকে আর পাওয়া যাইবে না, তখন তিনি গুজরাটরাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ চম্পানগর অধিকার করিবার সময় হুমায়ুন স্বহস্তে ইস্পাতের প্রেক পুঁতিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া-



হুমায়ুন।

ছিলেন। এই ঘটনার পর হুমায়ুন পূর্ব্বাঞ্চলে সেরসাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় বাহাদুর দিউ হইতে আসিয়া পুনরায় গুজরাটরাজ্য অধিকার করিয়া লন (১৫৩৬)।

সেরসাহের অভ্যুদয় ও হুমায়ুনের পলায়ন।—পূর্ব্বাঞ্চলে সেরসাহনামক সুরবংশীয় একজন পাঠান সর্দ্দার অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার বিহারের অন্তর্গত

সাসিরাম (সহস্রম্) প্রদেশে একটি জায়গীর ছিল। সের বাল্যকালে জৌনপুরে অধ্যয়ন করিয়া ইতিহাসও কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠেন। ইহার পর তিনি নানা লোকের অধীনে সৈনিককর্ম্মে নিযুক্ত হন। তিনি যখন যেখানে সুবিধা পাইতেন তখন সেইখানেই চাকরী করিতেন। তিনি মোগলের নিকটও চাকরী করিয়াছিলেন এবং বিরোধী পাঠান সর্দ্দারগণেরও অনেকের নিকট চাকরী করিয়াছিলেন। বাবর বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া জেলালউদ্দীন নামক একজন পাঠানসর্দ্দারের হস্তে ঐ প্রদেশের ভার প্রদান করেন। জেলাল নাবালক ছিলেন, তাঁহার মাতা দুদু তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। সেরসাহ দুদুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুতরাং সমস্ত বিহার সেরসাহের হস্তগত হইল; এবং তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চুনারের দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন; ইহার পরই তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। হোসেন সাহের বংশের শেষরাজা মামুদ রাজ্যচ্যুত হইয়া হুমায়ুনের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ুন গুজরাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াই বহুসংখ্যক সেনা সঙ্গে লইয়া সের সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। চুনারের দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সেরসাহ ইতিমধ্যে বাঙ্গালার রাজস্বসম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত শেষ করিয়া লইলেন। হুমায়ুন ক্রমে পাটনা অধিকার করিয়া নির্বিঘ্নে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সেরসাহ গৌড় হইতে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষা উপস্থিত হইল; সমস্ত বাঙ্গালাদেশ জলে ভাসিয়া গেল। হুমায়ুনের ফিরিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। সেরসাহ লুকান জায়গা হইতে বাহির হইয়া বিহার, বারাণসী, চুনার দখল করিয়া জৌনপুর ও কনোজ আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন বিষমবিপদে পড়িয়া বর্ষা শেষ

হইবামাত্র গৌড় হইতে বাহির হইয়া আগরার দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বক্সারের নিকট সৈরসাহের সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে গড়খাই করিয়া দুইমাস মুখোমুখী বসিয়া রহিলেন। পরে সেরসাহ শূন্য শিবিরাদি যথাস্থানে রাখিয়া পিছন দিক হইতে হুমায়ুনকে আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুনের সৈন্যেরা দুই দিক দিয়া শত্রুসৈন্য আসিতেছে মনে করিয়া, ভয়ে পলায়ন করিল। হুমায়ুন ঘোড়ায় চড়িয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। রণক্লান্ত অশ্ব জলমধ্যে প্রাণ-ত্যাগ করিল। এই সময়ে এক ভিস্তীওয়ালা ভিস্তী ফুলাইয়া গঙ্গাপার হইতেছিল; হুমায়ুন তাহার ভিস্তীতে ভর করিয়া গঙ্গাপার হইলেন; ক্রমে আগরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সেখানে দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি আসিবামাত্র সে সকল ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। সেরসাহ আবার বাঙ্গালা দখল করিয়া যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। হুমায়ুনও উদ্‌যোগের ত্রুটি করিলেন না। পরবৎসর কনোজের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সপরিবারে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কামরান পঞ্জাবপ্রদেশ সেরসাহের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। আবার ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সেরসাহ।

সেরসাহের রাজ্য বিস্তার ও মৃত্যু।—পঞ্জাব-প্রদেশ দখল করিয়াই সেরসাহ আফগানদিগের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার জন্য আফগানিস্থানের পথে বিতস্তা নদীর উপর রোটাস্ নামক প্রকাণ্ড সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরবৎসর তিনি মালবদেশ দখল করিয়া রায়সিন নামক হিন্দু দুর্গ অবরোধ করিলেন। নগরের লোক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস পাইয়া তাঁহার হাতে কেল্লা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু সেরসাহ দুর্গের সমস্তলোককে মারিয়া ফেলিলেন। ১৫৪৪ সালে তিনি মারবার আক্রমণ করেন। মারবারের রাজপুতগণ অত্যন্ত যোদ্ধা ছিলেন। উঁহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সেরসাহ মারবারশিবিরে ভেদ জন্মাইয়া দিবার জন্য কৌশলে রাজার নিকট কতকগুলি জাল চিঠি পাঠাইয়া দেন। তাহাতে একজন ঠাকুরের প্রতি রাজার অত্যন্ত সন্দেহ হয়। সেই ঠাকুর ১২০০ স্বজাতি সঙ্গে লইয়া আপন নির্দ্দোষিতা-প্রমাণ করিবার জন্য এরূপ বেগে সেরসাহকে আক্রমণ করিলেন যে, তাঁহার শিবির লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল এবং তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। ঠাকুরের সৈন্য ফিরিয়া গেলে সেরসাহ বলিয়াছিলেন যে, এক মুঠা ভুট্টার জন্য আমি এখনি হিন্দুস্থানের মুলুক হারাইতেছিলাম। পরবৎসর তিনি কালঞ্জরের দুর্গ অবরোধ করেন। চন্দ্রাদিত্যবংশের শেষ রাজা কীর্ত্তিসিংহ দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। সেরসাহ তাঁহাকে নানা প্রকার আশ্বাস দিতে লাগিলেন, কিন্তু রায়সিনের কথা মনে

করিয়া রাজা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না, তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে অনবরত গোলা ছুঁড়িতে লাগিলেন। একটি গোলা সেরসাহের বারুদখানায় গিয়া পড়িল, সেরসাহ নিকটে ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর পুড়িয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সেলিম কালঞ্জরদুর্গ দখল করিয়া সুবিখ্যাত চণ্ডেলবংশ ধ্বংস করেন।

সেরসাহ একজন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র। কিন্তু তাঁহার মনের খুব জোর ছিল তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বঙ্গ দেশ হইতে পঞ্জাবের রোটাস পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করেন ও উহার দুইপাশে গাছ পুতিয়া, কূয়া খুঁড়িয়া ও সরাই তৈয়ার করিয়া পথিকগণের বিশেষ উপকার করেন। তিনি ফসলের চার আনা রাজকর নির্দ্ধারিত করিয়া রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। তিনিই প্রথমে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সেরসাহের উত্তরাধিকারিগণ।

সেরসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল দুর্ব্বলচিত্ত ও অকর্ম্মণ্য হওয়ায় ওমরাহেরা তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র সেলিমকে রাজা করিলেন। সেলিম বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত নয় বৎসর পিতার বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন ও তাহার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁহার খুড়তুত ভাই

মহম্মদসাহ তাঁহার শিশুপুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিলেন। তিনি অত্যন্ত কুক্রিয়ান্বিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া আদিলি বলিত।

হিমু।—রাজপুতানায় ভার্গব নামে এক জাতীয় লোক আছেন, ইঁহারা আপনাদিগকে জামদগ্ন্যের বংশ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণও নহেন অথচ ক্ষত্রিয়ও নহেন। এই বংশে হেমচন্দ্র নামে এক অতি কদাকার ব্যক্তি দিল্লীতে দোকান করিয়া খাইত। সে আদিলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। আদিলি তাহার উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। লোকে হেমচন্দ্রকে হিমু বলিত। এই সময়ে চুনারে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় আদিলি ও হিমু সসৈন্যে সেই দিকে অগ্রসর হন। বিদ্রোহ ঠাণ্ডা হইল, কিন্তু ইব্রাহিমস্থরনামক আদিলির এক নিকট জ্ঞাতি দিল্লী ও আগরা এবং সেকেন্দর স্থর নামে আর একজন জ্ঞাতি, পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইল। সেকেন্দর আবার ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লীও অধিকার করিল। ইব্রাহিম সসৈন্যে রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে ধাবিত হইল। কিন্তু হিমু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ স্থর বিদ্রোহী হওয়ায় হিমু তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ সুশাসনের অধীন করিলেন।

হুমায়ুনের পুনরাগমন।—হিমু যখন পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপে ব্যস্ত আছেন, সেই সময়ে হুমায়ুন পাঠানরাজ্যের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া সুবিধা বুঝিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন, সেকেন্দরের শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন এবং সর্হিন্দ প্রদেশে ঘোরতর যুদ্ধে সেকেন্দরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগরা দখল করেন। কিন্তু হুমায়ুনের অদৃষ্টে দ্বিতীয়বার রাজ্যভোগ অধিক দিন ঘটিল না। ছয়

মাসের মধ্যে তিনি নিজ কেতাবখানার মাজা সিড়িতে পা ফস্কাইয়া পড়িয়া গিয়া মারা গেলেন।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।—হুমায়ুনের মৃত্যুতে সুযোগ বুঝিয়া হিমু ত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আগরা সহজেই তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি দিল্লীতে হুমায়ুনের নগররক্ষি-সৈন্যসমূহকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং স্বয়ং মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিলেন। দিল্লী অধিকারের পরই হিমু পঞ্জাবের দিকে গেলেন। তথায় হুমায়ুনের পুত্র বিখ্যাত আকবর সাহ বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে আকবরের বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। হিমুর আক্রমণের কথা শুনিয়া তিনি মন্ত্রসভা আহ্বান করিলেন। সকলেই কাবুলে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিল। বালক হইলেও এ পরামর্শ আকবরের মনঃপূত হইল না। আকবরের শিক্ষক, অভিভাবক ও তাঁহার পিতার পরমমিত্র বেহ্রাম খাঁও আকবরের মতে মত দিলেন। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। আকবরের সৈন্য সংখ্যা অল্প এবং হিমুর সৈন্য অনেক অধিক, তথাপি আকবর সাহসে ভর করিয়া পাণিপথনামক স্থানে হিমুর সৈন্য আক্রমণ করিলেন। হিমু যুদ্ধের নানারকম কৌশল দেখাইয়া সকল লোককে আশ্চর্য্য করিয়া দিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পাঠানদিগের দোষে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। হিমু পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। তাঁহাকে আকবরের কাছে লইয়া গেলে বেহ্রাম খাঁ খাপ হইতে তরবারি লইয়া আকবরের হাতে দিয়া বলিলেন, তুমি এই বিধর্ম্মীর মাথাটি কাটিয়া "গাজী" হও। আকবর তরবারির আগা দিয়া হিমুর মস্তক স্পর্শ করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বেহ্রাম খাঁ নিজের তরবারির আঘাতে হিমুর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কি যুদ্ধকার্য্যে, কি

রাজ্যশাসনে হিমু অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় আদিলি চুনারে ছিলেন। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

আকবর—বাল্যকাল।

কনোজের যুদ্ধে হারিয়া ও রাজ্য হারাইয়া হুমায়ুন বাকী অনুচর-বর্গের সহিত সিন্ধুদেশের অন্তঃপাতী অমরকোটের হিন্দু রাজা রাণাপ্রসাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সিন্ধুদেশে অবস্থান কালে তিনি হামীদা নামে এক খোরাসান সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরকোটে থাকার সময় হামীদা ১৫৪২ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবরে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। শুভ সংবাদে হুমায়ুন বন্ধুবর্গকে কিছু কিছু উপহার দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে একটী মৃগনাভি বই আর কিছুই ছিল না। তিনি উহাই ভাঙ্গিয়া বন্ধুবর্গকে উপহার দিলেন এবং বলিলেন, এই মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় আমার পুত্রের যশের সৌরভ যেন সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়। এই পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ আকবর সাহ। ইহারই কিছুদিন পরে রাণাপ্রসাদের সহিত বিবাদ হওয়ায় হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি পারস্য রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাইবার সময় আকবর ও তাঁহার মাতাকে হিণ্ডালের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। আকবর চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খুড়াদের কাছে থাকেন, পরে হুমায়ুন পারস্যরাজের সাহায্যে কান্দাহার

জয় করিলে, আকবরকে তাঁহার নিকট পাঠান হয়। কামরানের সহিত কাবুলের অধিকার লইয়া বিবাদ বিসংবাদ কালে আকবর দুইবার কামরানের হাতে গিয়া পড়েন, এবং একবার কামরান তাঁহাকে তোপে উড়াইয়া দিবার ভয় দেখান। পরে ১৫৫৩ খৃঃঅব্দে হুমায়ুন কাবুলরাজ্য সম্পূর্ণরূপে দখল করেন। এইসময় হইতেই হুমায়ুন আকবরকে রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। গজনী দখল কালে, যুদ্ধক্ষেত্রে, পিতার পাশে থাকিয়া, আকবর তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

আকবর ও বেহ্রাম খাঁ।—হুমায়ুনের মৃত্যুকালে আকবরের বয়স চৌদ্দবৎসর মাত্র। তিনি যেরূপে আদিলির প্রসিদ্ধ হিন্দু-সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া দিল্লী দখল করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পাণিপথের যুদ্ধের পর আকবর দিল্লী ও আগরা দখল করিলেন। এইবার মোগলরাজত্ব ভারতবর্ষে স্থায়ী হইল। বেহ্রাম খাঁ সকল বিষয়েই অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন। কি যুদ্ধকার্য্যে, কি রাজকার্য্যে, আক-বর সব সময়ে তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেন। চারিদিক বিপদে জড়িত হইলেও, বেহ্রামের চেষ্টাতেই, দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্য স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বেহ্রাম অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন এবং কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। যখন হিমু দিল্লী অধিকার করেন, তখন তারদিবেগ খাঁ মোগলদিগের পক্ষে দিল্লী রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হিমুর হস্তে নগর সমর্পণ করায় বেহ্রাম বিনাবিচারে তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। এইরূপে কয়েকজন লোকের প্রাণসংহার করিলে, আকবর দেখিলেন, বেহ্রামের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে না পারিলে, কোন মতে রক্ষা নাই। এই জন্য তিনি একদিন মাতার পীড়ার ভান করিয়া বেহ্রামের শিবির হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন (১৫৬০)। বেহ্রাম মক্কায় যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট

অংশ কাটাইবেন বলিয়া কাশ্মেনগরের দিকে প্রস্থান করেন। পথে একজন পাঠান তাঁহার প্রাণনাশ করে; ঐ পাঠানেরই পিতাকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার।

খৃষ্টীয় ১৫৬০ অব্দে আকবর সাহ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রাজ্য নামে বহুদূর বিস্তৃত হইলেও কাজে কাবুল, পঞ্জাব ও দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল প্রদেশেও তখন ঠিক শান্তি ছিল না।

আকবরের সহায়।—পাঠানরাজগণ আফগানিস্থান-বাসী ছিলেন। তাঁহাদের প্রয়োজন হইলে আফগানেরা তাঁহাদের সহায়তা করিত। কিন্তু বাবরের বংশ আফগানিস্থানে নূতন; সুতরাং তাঁহারা আফগানদিগের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না। হিন্দুস্থানের আফগানেরা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। সুতরাং আকবর যখন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি এক প্রকার নিঃসহায় বলিলেই হয়। তাতার ও তুরস্ক অঞ্চলের কতকগুলি যুদ্ধব্যবসায়ী লোক মাত্র তাঁহার সঙ্গী ছিল। ইহারা আপনাদের লাভালাভের প্রতি যতদূর দৃষ্টি রাখিত, আকবরের রাজত্ব থাকুক আর যাউক ইহাদের সেদিকে ততদূর দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু আকবরসাহ নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা ও দক্ষতা গুণে হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র রাজা হইতে

পারিয়াছিলেন এবং দক্ষিণেরও অনেকটা দখল করিতে পারিয়াছিলেন।

আকবরের বিদ্রোহদমন।—১৫৬০ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আকবর আপন সঙ্গীদিগের বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত ছিলেন। মালবরাজের সেনাপতি বাজবাহাদুর মালবরাজ্য দখল করিয়া লওয়ায়, আকবর আদম খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠান। আদম খাঁ মালবে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। আকবর তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অবিলম্বে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হন। আদম খাঁ আপনার দোষ স্বীকার করায় আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া অন্যত্র রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। আকবরের অধীনে আসবখাঁ নামক এক সেনাপতি গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতীকে পরাজয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। আকবর ঐ অর্থ চাহিয়া পাঠাইলে, আসবখাঁ বিদ্রোহী হন। এইরূপে আপনার পূর্ব্ববন্ধুগণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেও আকবর ভীত হইলেন না। তিনি দক্ষতার সহিত অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া একে একে সকলকেই দমন করিলেন। আকবরের একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল, যে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বা হাঁটিয়া বহুদূর গেলেও ক্লান্ত হইতেন না; নৌকা উপস্থিত না থাকিলে বড় বড় নদী সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিতেন। শত্রুগণকে তিনি মিলিত হইবার ও যুদ্ধকার্য্যে সুবন্দোবস্ত করিবার অবসর দিতেন না। তাহারা যখন মনে করিত, আকবর দিল্লীতে, তিনি হয়ত তখন তাহাদের শিবিরের কাছেই থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি দেখিয়া বেড়াইতেন।

আকবরের রাজ্যবৃদ্ধি।—আকবরের পঁচিশ বৎসর বয়স হইবার আগেই তিনি নিজের রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া পররাজ্যাধিকারের দিকে মন দিলেন। অম্বরের রাজা বিহারীমল্ল ও তাঁহার পুত্র

ভগবানদাস প্রথম হইতেই আকবরের মিত্র ছিলেন। আকবর বিহারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই দিল্লীতে সরকারী বড় চাকরী পাইয়াছিলেন। মারবারের রাজা কিছুদিন যুদ্ধ করিয়া আকবরের সহিত সন্ধি করেন। মেওয়ারের রাণা উদয় সিংহ আকবরের প্রথম আক্রমণেই চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। চিতোর শত্রুহস্তে পতিত হয় (১৫৬৮)। ইহার নয় বৎসর পরে উদয়-সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ মেওয়ার রাজ্যে দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে উদয়পুর নগর পত্তন করিয়া পৈতৃক রাজ্যের বেশীর ভাগই উদ্ধার করিয়াছিলেন। উদয়পুরের রাণারা কখনও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই ও কখনও দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। খৃষ্টীয় ১৫৭০ সালে কালঞ্জর ও রণস্তম্ভপুর আকবরের হস্তগত হয়। ১৫৭২ সালে তিনি গুজরাটরাজ্য অধিকার করেন।



রাণা প্রতাপ

আকবরের বঙ্গ বিজয়।—পাঠানেরা যতই হিন্দুস্থান হইতে তাড়িত হইতে লাগিল ততই তাহারা বাঙ্গালায় আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। বাঙ্গালার শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ উহাদের উপদ্রব নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন; কিন্তু পরে আবার গোলযোগ উপস্থিত করায় আকবর সৈন্য পাঠাইয়া

বাঙ্গালাদেশ দখল করেন (১৫৭২)। দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে পাঠানেরা তাঁহার সহিত যোগ দিল। এদিকে মোগল সেনাপতিরা পাঠানদিগের জায়গীরগুলি দখল করিয়া আপনারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল। মোগল ও পাঠান দুইজাতি বিরোধী হইলে আকবর রাজা মানসিংহ ও রাজা তোড়লমল্লকে বাঙ্গালাদেশে পাঠাইয়া ঐ দেশ শাসন করেন। পাঠানেরা রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও উড়িষ্যা অঞ্চলে অনেক দিন প্রবল ছিল।

কাশ্মীর অধিকার।—অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু-রাজগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু খৃঃ চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে শেষ হিন্দুরাজার মুসলমান মন্ত্রী তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে রাজা হন। এই মুসলমান সচিবের নাম সমসুদ্দীন। আকবরের রাজত্ব লাভের কিছুদিন পূর্ব্বে ভূটিয়ারা কাশ্মীর অধিকার করায় কাশ্মীরে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে গোলযোগ আর থামে না। আকবর এই সুযোগে কাশ্মীর দখল করিয়া আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন ও তথাকার রাজাকে বিহারে জায়গীর দেন।

সিন্ধুজয়।—এই সময় আকবর সিন্ধুরাজ্য দখল করেন এবং সিন্ধুরাজকে আপন সদস্য করিয়া লন। এইরূপে সমস্ত হিন্দুস্থান আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

কান্দাহার জয়।—হিন্দুস্থানের বাহিরে কাবুল প্রদেশ পূর্ব্বাবধিই মোগলরাজ্যভুক্ত ছিল। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন পারস্যরাজ উজবেগদিগের সহিত যুদ্ধে বড়ই ব্যতিব্যস্ত, সেই সময় আকবর কৌশলে কান্দাহার আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

সপ্তম অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার।

এইরূপে সমস্ত হিন্দুস্থান, কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া আকবর ক্রমে দাক্ষিণাত্যের দিকে মন দিলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার লইয়া আমেদনগরে গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে একদল আকবরের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু মোগলেরা আমেদনগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ চাঁদবিবি ইহাদিগকে দূর করিয়া আমেদ-নগরে স্বয়ং সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠেন। ইনি মোগলদিগের হাত হইতে আমেদনগর রক্ষা করিবার জন্য সকল পক্ষকেই সম্মিলিত হইতে বলেন এবং সকলে মিলিয়া আমেদনগর রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। মোগলেরা আমেদনগর অবরোধ করিয়া দখল করিতে পারে নাই। কিন্তু চাঁদবিবি তাহাদের হাত হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্য বেরার প্রদেশ আকবরকে দিয়া সন্ধি করেন। নগরবাসীরা অল্পদিনের মধ্যেই চাঁদবিবিকে হত্যা করায় মোগলেরা আমেদনগর দখল করিয়া লয় ও আমেদনগরের রাজাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আটকাইয়া রাখে। কিন্তু ইহাতেও আমেদনগর রাজ্য সবটা দখল হয় নাই। নিজামসাহী বংশ সেখানে আরও ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।

খান্দেশ, বেরার ও আমেদনগর দখল।— খান্দেশের রাজা সর্ব্বদাই আমেদনগরের রাজাকে ভয় করিতেন। সেই ভয়ে তিনি প্রথম হইতেই আকবরের শরণাপন্ন হন। কিন্তু আমেদনগর দখল হইবার পর, আকবর খান্দেশও দখল করিয়া লন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ, বেরার ও আমেদনগরে কতক

অংশ দখল হইলে আকবর আপন পুত্র দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্বাধীন রাজারাও দূত পাঠাইয়া আকবরের সহিত সন্ধি করেন।

সেলিমের বিদ্রোহ ও আকবরের মৃত্যু।— এই সময়ে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু তথাপি আকবর তাঁহাকে আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন এবং যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আকবর যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময় সেলিম বিদ্রোহী হইয়া এলাহাবাদ, বেহার ও অযোধ্যা প্রদেশ দখল করিয়া লন এবং রাজোপাধি ধারণ করেন। আকবর তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রদেশের শাসন ভার দিয়া তাঁহার মনোমালিন্য দূর করেন। ইহার অল্প দিন পরেই সেলিম আগ্রায় উপস্থিত হন। আকবরও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের পুত্র দানিয়ালের মৃত্যু হয় এই সময় হইতেই আকবরের শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। পর বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁহার উৎকট পীড়া হয়। অমনি কে উত্তরাধিকারী হইবে, এই কথা লইয়া ষড়যন্ত্র হইতে থাকে। আকবরের আর পুত্র ছিলনা, সুতরাং নিয়মমতে সেলিমই উত্তরাধিকারী। কিন্তু বিদ্রোহী হইয়া নিজের পিতার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ছিল না। সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু মানসিংহের ভাগিনেয় এবং আকবরের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি খানি আজিমের জামাতা। সুতরাং তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য অনেকের চেষ্টা হয়। সেলিম ভীত হইয়া রাজার মহলে যাতায়াত ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সেলিমের তৃতীয় পুত্র খুরম প্রতিজ্ঞা করেন যে

যতক্ষণ পিতামহ জীবিত থাকিবেন, আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিব না। আকবর ঐ সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সেলিমকে আপন শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ওমরাহদিগের সহিত যাহাতে তাঁহার প্রীতি থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

আকবরের চরিত্র।—আকবর অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জন্ম সংবাদে তাঁহার পিতা মৃগনাভি বিতরণকালে বলিয়াছিলেন এই মৃগনাভির সৌরভের ন্যায় আমার পুত্রের যশের সৌরভ যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার এই ভবিষ্যবাণী সফল হইয়াছিল। আকবরের ন্যায় যশস্বী রাজা আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি অকারণ কাহারও উপর অত্যাচার করিতেন না। হিমুর প্রাণবধে অনিচ্ছা প্রকাশই ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিয়া নানাদেশ জয় করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি যুদ্ধ ভালবাসিতেন না। যাহাতে যুদ্ধ উপস্থিত না হয়, তিনি সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজে তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং নিজে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকিতেন না। শেষ অবস্থায় সেনাপতিদিগের উপর ভার দিয়া নিজে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন ও অনেকদূর বেড়াইয়াও কাতর হইতেন না। এই জন্য তাঁহাকে কোন যুদ্ধেই দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতে হয় নাই।

তিনি প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। মুসলমানেরা হিন্দু প্রজার উপর জিজিয়া নামক যে কর বসাইয়াছিল, তিনি তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল নিষ্ঠুর প্রথা চলিত ছিল তাহাও তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সতীদাহ হইতে পারিত না। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সমান আস্থা ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমানধর্ম্মের



আকবর।

অধ্যাপকগণের তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যে কোন ধর্ম্ম হইতেই মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি নিজে এক নূতনমত প্রকাশ করেন, উহার নাম ইলাহি ধর্ম্ম। উহা এক প্রকার সূর্য্যোপাসনা বলিলেও চলে। আকবর একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু সূর্য্যকেই

পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিমা বলিয়া মনে করিতেন। মুসলমান রাজগণ হিন্দুযাত্রীদিগের উপর কর বসাইয়া বিস্তর টাকা জমা করিতেন। কিন্তু আকবর কোন ধর্ম্মকেই কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন না; সুতরাং তিনি ধর্ম্মের উপর এই কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আরবী ভাষার পঠন পাঠনে উৎসাহ দিতেন না এবং আরবী নামের পরিবর্ত্তে মুসলমান-দিগকে পারসী নাম রাখিতে বাধ্য করিতেন। তাঁহার সভায় সংস্কৃতের বিশেষ আদর ছিল। একজন মুসলমান ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন, যে সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীভাষায় অনুবাদ করিতে না পারিলে, আকবরের নিকট কোন মুসলমানই চাকরী পাইতেন না, পাইলেও উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎ-সাগর প্রভৃতি অনেক বই পারসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে উর্দ্দু ও হিন্দী কবিগণ যথেষ্ট উৎসাহ পাইতেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তিনি যেরূপে মিঞা তানসেনকে বাঘেলখণ্ডের রাজার নিকট হইতে দিল্লীতে আনান, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আকবর নিজে বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ ও রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহার লেখাপড়া হয় নাই। ফিজী ও আবুলফাজেল নামক দুই ভ্রাতা সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ফিজী সর্ব্বপ্রথম হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। দুই ভ্রাতাই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা খুব ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম্মেই তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না। অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিত। রাজকুমার সেলিম আবুল-ফাজেলকে এতই ঘৃণা করিতেন যে, তিনি একজন পার্ব্বত্যরাজাকে নানা উপহারে বাধ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা উঁহার প্রাণসংহার করান। আবুলফাজেলের মৃত্যু সংবাদে আকবর দুই তিন দিন অন্নজল ত্যাগ

করিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত রহস্যপ্রিয় ছিলেন। বীরবল তাঁহার নর্ম্মসচিব ছিলেন। খাইবারপাসের পার্ব্বত্যজাতিরা আকবরের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিলে, বীরবলকে তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠান হয় ও সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। বীরবলের মৃত্যুতেও আকবর অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

আকবর সমস্ত মোগলসাম্রাজ্যকে পোনেরটি সুবায় ভাগ করেন। প্রত্যেক সুবায় এক একজন সুবাদার থাকিতেন। ইঁহারা দেশের শান্তি রক্ষা করিতেন। প্রত্যেক সুবায় এক একজন দেওয়ান থাকিতেন। রাজস্বসংক্রান্ত সমুদায় ভার দেওয়ানের উপর ছিল। ইঁহারাই দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। আকবরের পূর্ব্বে সেরসাহ হিন্দুস্থানের ও মামুদ গাওয়ান দক্ষিণে রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান। সেরসাহ উৎপন্নের চারি আনা কর লইতেন। আকবর উৎপন্নের তিন ভাগের একভাগ রাজকর বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার সময় সমস্ত হিন্দুস্থান জরীপ হয় এবং উৎপন্নের তারতম্য অনুসারে ভূমির শ্রেণী বিভাগ হয়। রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যে রাজা তোড়লমল্ল তাঁহার বিশেষ সহায় ছিলেন।

আকবর সৈন্যদিগকে জায়গীর না দিয়া বেতন দিতেন। সেনাপতি-দিগের নাম মনসবদার ছিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত সৈন্যের ভার ওমরাহদিগের উপর দেওয়া হইত। বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে না পারিলে ইহা অপেক্ষা অধিক সৈন্যের ভার কাহাকেও দেওয়া হইত না। বারহাজারী মনসবদারী কেবল রাজপুত্রেরাই পাইতেন।

নবম অধ্যায়।

জাহাঙ্গীর ।

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম, জাহাঙ্গীর বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন সমস্ত হিন্দুস্থানে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। উদয়পুরের রাণার সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল বটে, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে সে অতি সামান্য ব্যাপার।



জাহাঙ্গীর।

জাহাঙ্গীর ও নূরজেহান।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমেদনগর দখল হইলেও নিজামসাহীরাজ্য ধ্বংস হয় নাই। মালিক

আম্বর আরঙ্গাবাদ নগরে রাজধানী করিয়া রাজস্বসম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত করেন। নিজরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে মালিকআম্বর তুই এক যুদ্ধে মোগলদিগকে হারাইয়া দিয়া অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন এবং আমেদনগর দখল করিয়া মালবদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজেহান তাঁহাকে পুনরায় সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নেসা নামে এক বিধবা রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া



নূরজেহান।

তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী নূরজেহান বা ভুবনজ্যোতিঃ উপাধি ধারণ করিয়া জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠেন। জাহাঙ্গীরের মুদ্রায় তাঁহার নাম খোদা থাকিত এবং তিনিই এক প্রকার জাহাঙ্গীরের রাজত্ব চালাইতেন। নূরজেহান আপন পূর্ব্বস্বামীর কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র সেহেরিয়ারের বিবাহ দিয়াছিলেন

এবং তিনি যাহাতে রাজা হন, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কারণেই জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষকালে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। জাহাঙ্গীরের প্রিয়পুত্র খুরম বা সাজেহান বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠেন। মহব্বৎ খাঁ নামক একজন সেনাপতি সিন্ধুতীরে আপন শিবিরে জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়া নুরজেহানের সমস্ত ক্ষমতা লোপ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যতদিন জাহাঙ্গীর জীবিত ছিলেন নুরজেহানের ক্ষমতা লোপ হয় নাই। তাঁহার ন্যায় চতুরা, বুদ্ধিমতী ও শ্রমশীলা রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আপন পিতা ও ভ্রাতাকে সাম্রাজ্যের প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে দিয়াই সাম্রাজ্য শাসন করিতেন।

মদ, আফিঙ ও তামাকু ব্যবহার নিষেধ।—প্রজারা যাহাতে মদ ও আফিঙ সেবন না করে সে বিষয়ে জাহাঙ্গীরের বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই পোর্ত্তুগীজ বণিকেরা আমেরিকার টোবেগোনামক দ্বীপ হইতে তামাকু আনাইয়া ভারতবর্ষে চালাইবার চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গীর প্রজাবর্গকে তামাকু সেবন করিতে নিষেধ করেন।

সার টমাস রো।—জাহাঙ্গীরের সময়ে ইংলণ্ডের অধীশ্বর প্রথম জেমসের দূত সার টমাস রো ভারতবর্ষে আসিয়া জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার পত্রাবলী হইতে ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক জানা যায়। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।



দশম অধ্যায়।

সাজেহান।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু ও তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র পার্ব্বিজের মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার তৃতীয় পুত্র খুরম "সাজেহান" অর্থাৎ ভুবনাধিপতি নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম অবস্থায় নুরজেহান সেহেরিয়ারকে সিংহাসন প্রদানের জন্য যত্ন করায় কারারুদ্ধ হন। এই সময় হইতে রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যে নূরজেহানের সমস্ত ক্ষমতা লোপ হয়।





সাজেহান ও তাজবিবি।

নিজামসাহী রাজ্য অধিকার।—সাজেহানের রাজত্বের প্রথমে খাঁজেহানলোদী নামক তাঁহার এক প্রধান সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া আমেদনগরের রাজার সহিত মিলিত হন। সুতরাং

এই বিদ্রোহ লইয়া আমেদনগরের সহিত পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দশবৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পর সমস্ত নিজামসাহী রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়া যায়। নিজামসাহীরাজ্যের শেষ অবস্থায় সাহজী ভোঁসলা নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ঐ রাজ্য রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু মোগলদিগের সহিত একাকী যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তিনি উহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি বিজাপুররাজ্যের সেনাপতি হন। ইনি মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রথম রাজা শিবাজীর পিতা।

সাজেহানের পীড়া।—আমেদনগররাজ্য ধ্বংস হইলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা অত্যন্ত ভীত হন। তাঁহারা প্রথমতঃ সন্ধি করিয়া দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সাজেহান আপন তৃতীয় পুত্র আরঙ্গীবকে দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। তাঁহার প্রতি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর প্রদেশ দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার আদেশ থাকে। এই সময়ে গোলকুণ্ডার রাজা আপন প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী মীরজুম্‌লার উপর অত্যাচার করায়, কিরূপে মীরজুম্‌লা দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সময়ে যদি সাজেহানের নিদারুণ পীড়া উপস্থিত না হইত এবং উত্তরাধিকার লইয়া দিল্লীর সাম্রাজ্যে বিষম গোলযোগ না ঘটিত, তাহা হইলে এই দুইটি রাজ্য শীঘ্রই লোপ পাইত। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সাজেহান অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, চিকিৎসকেরা প্রকাশ করিয়া দেন যে তাঁহার জীবনের আশা নাই। আরঙ্গীব এই সংবাদ পাইয়াই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজগণের সহিত সন্ধি করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন পাইবার জন্য নানা রকমে চেষ্টা করিতে থাকেন।

সাজেহানের পুত্রগণ।—সম্রাট সাজেহানের চারিটি পুত্র ছিল। প্রথমটির নাম দারাসিকো; ইনি আকবরের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ইনি ইলাহিধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেকগুলি উপনিষদ্‌ পারস্যভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি নানাজাতীয় পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেন। সাজেহান ইঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। ইনি পিতার নিকটে থাকিয়া রাজ্যের সকল কাজই দেখিতেন। দ্বিতীয় সাস্নজা; ইনি যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। তৃতীয় আরঙ্গীব অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। ইনি দক্ষিণের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। চতুর্থ মোরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

ভ্রাতৃবিরোধ।—মুসলমানেরা আকবরের নূতনধর্ম্মের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। সুতরাং আকবরের মতাবলম্বী দারাসিকোর উপর তাঁহাদের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। আরঙ্গীব এই সুযোগে আপনাকে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন এবং যাহাতে নাস্তিক দারা সিংহাসন না পান, এবিষয়ে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ মোরাদকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, আমি তোমায় বড় ভালবাসি; আমার নিতান্ত ইচ্ছা তুমি রাজা হও। নাস্তিক দারা রাজা হইলে মুসলমানধর্ম্ম লোপ হইবে। আমার প্রতি তুমি অবিশ্বাস করিও না, কারণ রাজ্যলাভে আমার ইচ্ছা নাই। তবে মুসলমানধর্ম্মের প্রধান শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমি মক্কায় গিয়া বাস করিব। মোরাদ এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আরঙ্গীবের সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয় ভ্রাতায় একত্র হইয়া মুসলমানধর্ম্মের শত্রুবিনাশ করিবার জন্য দিল্লীর দিকে যাত্রা করিলেন। দারাসিকো এই সময়ে বারাণসীর নিকট সাসুজাকে পরাজিত করিয়া

জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। রাজপুতগণ তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। যশোবন্তসিংহ দারার পক্ষ হইয়া উজ্জয়িনীর নিকট আরঙ্গীব ও মোরাদের সৈন্য আক্রমণ করেন, কিন্তু হারিয়া গিয়া স্বদেশে পলায়ন করেন।

আরঙ্গীবের দিল্লী অধিকার।—এই সময় সাজেহানের শরীর অনেক সুস্থ হইয়া উঠে। তিনি পুত্রগণকে গৃহবিবাদ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। আগরার অনতিদূরে দারা ও আরঙ্গীবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দারা পরাজিত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করেন। আগরা হস্তগত করিয়া আরঙ্গীব তাঁহার পিতার নিকট দূত পাঠান। কিন্তু সাজেহান দারাকে এতই ভালবাসিতেন যে তিনি কোনমতেই দারার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। তখন আরঙ্গীব বিশ্বাসী সৈন্যদ্বারা রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিয়া পিতাকে তথায় বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং মোরাদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আটক করিয়া স্বয়ং আলমগীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখনও পূর্ব্ব অঞ্চলে সাসুজা ও পশ্চিমে দারাসিকো যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আরঙ্গীব তাঁহার প্রধান মিত্র মীরজুম্লাকে সাসুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে যান। বারাণসীর নিকটে কাজোয়ানামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সুজা সম্পূর্ণরূপে হারিয়া গিয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করেন। মীরজুম্লা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা হইতে বাহির করিয়া দেয়। এদিকে দারা দিল্লীতে অধিকদিন থাকা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া লাহোরে পলায়ন করেন। পরে তিনি লাহোর হইতে মূলতান,

মূলতান হইতে বক্কর এবং তথা হইতে গুজরাটে গমন করেন। সমস্ত গুজরাট তাঁহার হস্তগত হয়। কিন্তু আরঙ্গীব কালবিলম্ব না করিয়া জয়পুরের নিকট তাঁহার শিবির আক্রমণ করেন এবং দারা পুনরায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। সিন্ধু দেশের অন্তর্গত জুনের রাজা তাঁহাকে আরঙ্গীবের কাছে ধরাইয়া দেন। আরঙ্গীব মোল্লাদিগকে একত্র করিয়া দারার নাস্তিকতা ও বিধর্ম্মিতার জন্য বিচার আরম্ভ করেন। বিচারে স্থির হয়, যে দারার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত; আরঙ্গীব তাঁহার প্রাণবিনাশের আজ্ঞা দেন। দারার মৃত্যুতে আরঙ্গীব নিষ্কণ্টক হইলেন। সাজেহানের কারামুক্তির সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল।

সাজেহানের সময় ভারতবর্ষের প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি খুব বাড়িয়াছিল। সাজেহান অত্যাচার করিতেন না, সুবিচারের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনিও পিতামহের মত হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করিতেন না। তিনি জাকজমক বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি দিল্লীতে যে ময়ূরাসন নির্ম্মাণ করেন তাহাতে ছয়কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে আগরানগরে তাঁহার প্রিয়-মহিষী মমতাজমহলের যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও পৃথিবীর মধ্যে একটি দেখিবার মত জিনিষ। এইরূপ নানা কার্য্যে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াও তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময় রাজ-কোষে চব্বিশকোটি টাকা মজুদ ছিল।

একাদশ অধ্যায়।

আরঙ্গীব।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে আরঙ্গীব দিল্লীর অধীশ্বর হন। কিন্তু একবৎসর তাঁহার অভিষেকও হয় নাই এবং তিনি দিল্লীর সম্রাট এই উপাধিও গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিষ্কণ্টক হইয়া দেখিলেন, যে সেনাপতি মীরজুম্‌লা অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি মীরজুম্‌লাকে দিল্লী হইতে দূরে রাখিবার জন্য তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। দুই বৎসর সুচারুরূপে বাঙ্গালা শাসন করিয়া মীরজুম্‌লা আসামদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মীরজুম্‌লার আকাঙ্ক্ষার আর পার ছিল না; তিনি মনে করিয়াছিলেন, আসাম অধিকার করিয়া চীনদেশ আক্রমণ করিব। তিনি অনেক সৈন্য লইয়া আসাম আক্রমণ করেন ও সামান্য চেষ্টায়ই উহার রাজধানী তাঁহার হস্তগত হয়। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য উদরাময় রোগে মারা যায়। মীরজুম্‌লা আসাম পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া যেমন গৌহাটী পরিত্যাগ করিলেন, অমনি আসামরাজ জয়ধ্বজসিংহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরাজিত ও অবমানিত হইয়া মীরজুম্‌লা কতিপয়মাত্র সৈন্য লইয়া ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তথায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা দূরে থাকুক, পরম শত্রু নিপাত হইলে যেরূপ হয়, আরঙ্গীব তদ্রূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

আরঙ্গীব ও শিবাজী।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমেদনগররাজ্যের শেষ অবস্থায় সাহজীনামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার

রাজ্যরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করেন। মীরজুম্‌লার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই শিবাজী মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া কোঙ্কন ও মহারাষ্ট্রদেশের মোগল শাসনকর্ত্তা-



আরঙ্গীব

দিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যের উৎপত্তি বিবরণ পরে লিখিত হইবে। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে আরঙ্গীব শিবাজীর সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করেন যে তিনি শিবাজীকে কয়েকটি সুবার চৌথ প্রদান করিবেন ও শিবাজীর পুত্রকে পাঁচহাজারী মনসবদারী দিবেন। এই সন্ধিতে আশ্বস্ত হইয়া শিবাজী আরঙ্গীবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার

জন্য দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হন। তথায় আরঙ্গীব তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের সহিত তাঁহাকে বসিবার স্থান দেন। ইহাতে অবমানিত হইয়া শিবাজী নিজের বাসায় ফিরিয়া আসেন। তথায় তাঁহাকে গুপ্ত-হত্যা করিবার জন্য আরঙ্গীব নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। কিন্তু চতুর শিবাজী তাঁহার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মণ-দিগকে মিষ্টান্ন প্রেরণের ছলে কতকগুলি বড় বড় ওড়া বাড়ী হইতে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন এবং সুযোগ মত, তাহারই একটিতে বসিয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন। তিনি একবৎসর কাল সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া নিজ রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হন। আরঙ্গীবের বিশ্বাসঘাতকায় মোগলদিগের প্রতি তাঁহার এতই বিদ্বেষ হইয়াছিল, যে তিনি মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প করেন। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সহিত আরঙ্গীবের যুদ্ধ বিবরণ পরবর্ত্তী খণ্ডে লিখিত হইবে।

হিন্দুর উপর অত্যাচার।—১৬৭১ খৃঃ অব্দে আরঙ্গীব আপনার হিন্দুপ্রজাবর্গের উপর ফের জিজিয়ানামক কর বসান। আকবর এই কর উঠাইয়া দিবার পর দিল্লীর সাম্রাজ্যে হিন্দুপ্রজাগণ পরম সুখে বাস করিতেন। আরঙ্গীব ঐ কর ফের বসানয় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। দিল্লীর হিন্দুপ্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া আরঙ্গীবের নিকট উহার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। আবেদনে কোন ফল হয় নাই। একদিন আরঙ্গীব হাতীতে চড়িয়া মস্‌জীদে যাইতে ছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দুপ্রজা দরখাস্ত লইয়া তাঁহার পথরোধ করিল। তিনি তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সেই ভয়ানক ভিড়ের মধ্য দিয়া হাতী চালাইয়া দিলেন। অনেক লোক হাতীর পায়ের নীচে পড়িয়া মারা গেল। আরঙ্গীবের রাজপুতসেনাপতিরা এই কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায়

বিদ্রোহী হইলেন। আরঞ্জীব অতি কষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন, কিন্তু উহাই তাঁহার সাম্রাজ্যধ্বংসের বীজ হইল। কারণ মুসলমান ওমরাহগণের অধিকাংশই বিদেশী লোক, আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। সকলেরই মনে মনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য সংকল্প থাকিত। রাজপুতগণের সহায়তায় আরঞ্জীবের পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাহগণ উহাদিগকে দমনে রাখিতে পারিতেন। রাজপুতগণের সহিত বাদসাহদিগের বিরোধ উপস্থিত হইলে মুসলমানেরাই বাদসাহের একমাত্র সহায় হইল এবং আরঞ্জীবের মৃত্যুর পরেই অনেকেই এক একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। বাদসাহের সহিত যুদ্ধে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ রাজপুতগণের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে এরূপ অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশবাৎসল্য দেখাইয়াছিলেন, যে তাহার বিবরণ পড়িয়া ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা চমৎকৃত হইয়াছেন। তিনি আরঞ্জীবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। কয়েক বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর আরঞ্জীব তাঁহার কথায় বাধ্য হইয়া তাঁহারই মনোমত সন্ধি স্থাপন করেন।

আরঞ্জীবের দাক্ষিণাত্য যাত্রা।—সাজেহানের রাজত্বকালে আরঞ্জীব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্ব্বদা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। সেই হইতে তাঁহার মনে মনে সংকল্প ছিল, যে তিনি এই দুইটি রাজ্য ধ্বংস করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত মোগলসাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন। কিন্তু রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে একান্ত ব্যস্ত থাকায় তিনি এ অভিপ্রায় সফল করিতে পারেন নাই। এই জন্য রাজপুতদিগের বিদ্রোহ কোনরূপে মিটিলে তিনি ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে ঐ দুইটি রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ বুর্হানপুরে ও পরে

আরঙ্গাবাদে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহার দিল্লীতে যাইবার পর দাক্ষিণাত্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ভিন্ন তথায় একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের প্রথম রাজা শিবাজী। শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও কোঙ্কন প্রদেশ



শিবাজী

দখল করিয়া দুইশত মাইল দীর্ঘে ও একশত মাইল প্রস্থে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পাহাড়-ঘেরা ও বহুসংখ্যক দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে সুরক্ষিত। শিবাজী দীর্ঘকাল ঐ রাজ্য ভোগ করিয়া ৫৩ বৎসর বয়সে ১৬৮০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।



দ্বাদশ অধ্যায়।

আরঙ্গীব ও শম্ভুজী।—আরঙ্গীব যখন দাক্ষিণাত্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে সময় শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভু মহারাষ্ট্রের রাজা। আরঙ্গীবের দুই তিন জন প্রধান সেনানী, এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সাহআলম শম্ভুজীর রাজ্যধ্বংসের জন্য নিরন্তর যুদ্ধ করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ যুদ্ধ করিত না, সাহআলম কোঙ্কনদেশ অধিকার করিতে আসিলে তাহারা পলায়ন করিল। তিনি দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিয়া সমস্ত কোঙ্কনদেশ বশে আনয়ন করিলেন। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ঘোড়া, উট ও গরু মরিয়া গেল। এমন কি তাঁহার শিবিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। শম্ভুজী সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া চারিদিক হইতে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। সাহআলম কতিপয়মাত্র নিরশ্ব অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। আরঙ্গীব আরঙ্গাবাদ হইতে শিবির উঠাইয়া আমেদনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিজাপুর আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময় শম্ভুজীর সেনাপতিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া লুঠ করিতে ও ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। বিজাপুররাজও যুদ্ধের যথেষ্ট আয়োজন করিলেন।

আরঙ্গীবের সেনাপতিরা অকৃতকার্য্য হইলে, তিনি স্বয়ং সোলাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শম্ভুজী গুজরাটে উপস্থিত হইয়া বরোচ নগর লুঠ করিলেন এবং গোলকুণ্ডারাজের সহিত মোগলদের বিরুদ্ধে সন্ধি করিলেন। আরঙ্গীব আপাততঃ শম্ভুজীর বিরুদ্ধে কিছু না করিয়া

গোলকুণ্ডারাজ্য আক্রমণ করিলেন। গোলকুণ্ডার শেষ রাজা আবুল হাসেন মদনপন্থ নামক একজন ব্রাহ্মণের হাতে রাজ্যের ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। মদনপন্থ রাজ্যের অশেষ প্রকার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। হিন্দুর উন্নতিতে মুসলমান সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন। মোগলেরা রাজ্য আক্রমণ করিবামাত্র ইব্রাহিম মোগলদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নগরবাসী মুসলমানেরা মদনপন্থকে মারিয়া ফেলিল। মোগলরাজপুত্র সাহআলম রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তিন দিন ধরিয়া নগর লুঠ হইল, রাজা পলায়ন করিয়া গোলকুণ্ডার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরঙ্গীব ঐ সুযোগে তাঁহার সহিত সুবিধামত সন্ধি করিলেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার।—ইহার পরই আরঙ্গীব স্বয়ং বিজাপুররাজধানী অবরোধ করিলেন; বিশাল নগর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া বিজাপুর রাজ্য লোপ করিয়া দিলেন। বিজাপুর ধ্বংস করিয়া তিনি সন্ধিসত্ত্বেও গোলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে গোলকুণ্ডাও তাঁহার হাতে আসিল (১৬৮৭)। এই দুই রাজ্য দখল হইলে আরঙ্গীব সৈন্য পাঠাইয়া কাবেরীর দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য গুলি দখল করিতে লাগিলেন। তাঞ্জোরে শিবাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র বেঙ্কজী রাজত্ব করিতেছিলেন; আরঙ্গীব তাঁহারও রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দুর্গ আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এইসময় ভাগ্যলক্ষ্মী আরঙ্গীবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার এক জন সেনাপতি সন্ধান পাইলেন যে শম্ভুজী কোঙ্কনপ্রদেশে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে নিশ্চিন্তভাবে আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেছেন; এই খবর পাইয়া তিনি হঠাৎ আক্রমণ করিয়া শম্ভুজীকে বন্দী

করিলেন। শম্ভুজীকে আরঙ্গীবের কাছে আনিলে আরঙ্গীব তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে শম্ভুজী আরঙ্গীবকে এরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন, যে আরঙ্গীব তৎক্ষণাৎ তাঁহার জিহ্বা ও চক্ষু উপড়াইয়া প্রাণবধের আজ্ঞা করেন (১৬৮৯)। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই আরঙ্গীব মহারাষ্ট্র রাজধানী রায়গড় অবরোধ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই রায়গড় দখল হইল ও নাবালক রাজা দ্বিতীয় শিবাজী বা সাহু দিল্লীর সম্রাটের হস্তে পতিত হইলেন। শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম পলাইয়া কর্ণাটে জিঞ্জীর দুর্গ আশ্রয় করেন। আরঙ্গীবও জিঞ্জী অবরোধ করিতে প্রধান সেনাপতি জুলফিকারকে প্রেরণ করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা চারিদিকে মোগল রাজ্য লুঠ করিতে লাগিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধপদ্ধতি।—আট বৎসর দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে জিঞ্জী মোগলদিগের হস্তগত হইল, কিন্তু রাজারাম পলায়ন করিলেন। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধে মোগলদিগের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধের কিছুই হইল না। সম্রাট নিজেই গিরিদুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। নিজে সামান্য সৈনিকের ন্যায় দিবানিশি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা কিছুতেই দমিল না। মোগলদিগের অল্প সৈন্য পাঠাইতেও যথেষ্ট খরচ করিতে হইত; সঙ্গে সঙ্গে রসদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইত; সব জায়গাই হাটবাজারের ব্যবস্থা করিতে হইত; একশত জন সৈন্য পাঠাইতে হইলে দুইশত বাজে লোক পাঠাইতে হইত। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের এ সকল কিছুই দরকার হইত না। তাহাদের ঘোড়ার পিঠে জিন পর্য্যন্ত দরকার হইত না; দুই সের ছোলা কাপড়ে বাঁধিয়া তাহারা দশদিন ভ্রমণ করিতে পারিত।

রাত্রিতে তাহাদের তাম্বুর প্রয়োজন হইত না, তাহারা গাছতলায় শুইয়াই রাত কাটাইয়া দিত। এইরূপ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা মোগলদের পক্ষে অসম্ভব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ যুদ্ধ করিত না, পিছনদিক হইতে রসদ লুঠ করিত। দেশলুঠ করিয়া রসদসংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিত। সময়ে সময়ে মোগল শিবির হইতে ভাল ভাল ঘোড়া ও উট চুরি করিয়া আনিত। মোগলসৈন্যের শিক্ষাও ভাল ছিল না। একজন সৈন্য মরিয়া গেলে তাহার স্থানে আর একজন লোক পাওয়া দুর্ঘট হইত। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে জানিত, যুদ্ধের জন্য তাহাদের কোন শিক্ষারই প্রয়োজন ছিল না। এজন্য মোগলসৈন্য যতই কমিতে লাগিল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ততই বাড়িতে লাগিল। তাহারা দাক্ষিণাত্য সমস্তই লুঠ করিয়াছিল, এখন মালব ও গুজরাটে লুঠ আরম্ভ করিল; মোগলসাম্রাজ্য যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরায় গিরিদুর্গগুলি অধিকার করিতে লাগিল।

আরঙ্গীবের মৃত্যু।—আরঙ্গীব হতাশ হইয়া আমেদনগরে ফিরিয়া আসিলেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ২১ ফেব্রুয়ারীতে ৮৯ বৎসর বয়সে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ৫০ বৎসর রাজ্যভোগের পর সম্রাট আরঙ্গীব দেহত্যাগ করিলেন।

আরঙ্গীবের চরিত্র।—আরঙ্গীব মোগলসাম্রাজ্যধ্বংসের বীজ বপন করেন। হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিই যে রাজ্যের মূলভিত্তি, হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধেই সেই রাজ্যধ্বংস হইল। আরঙ্গীব মুসলমানদিগের প্রিয় হইবার জন্য হিন্দুদিগের উপর যারপর নাই অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপুত, শিখ ও জাঠ সকলেই মুসলমানদের বিরোধী হইয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয়দিগের ত কথাই

নাই। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। প্রথম প্রথম কোন স্থানে সৈন্য পাঠাইতে হইলে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইতেন। পরে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ হইলে তিনি হিন্দুদিগকে বড়ই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন কোথায়ও সৈন্য পাঠাইতে হইলে একজন পাঠান বা মোগল সেনাপতি ও সেই সঙ্গে একজন মোগল রাজকুমার পাঠাইতেন। রাজকুমারদিগের কাহারও উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিলনা। তিনি সর্ব্বদাই ভয় করিতেন যে, তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে সাজেহানের অবস্থায় ফেলিবে। কোন রাজকুমারকে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে পাঠান হইলে চতুর হিন্দুরা তাঁহাকে সাম্রাজ্যের লোভ দেখাইয়া পত্র লিখিত। আরঙ্গীব সে পুত্রকে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। আকবর নামক তাঁহার এক পুত্র এইরূপে অবিশ্বাসভাজন হইয়া রাজপুত শিবির হইতে মহারাষ্ট্রীয় শিবির ও তথা হইতে পারস্য শিবিরে পলায়ন করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বাহাদুরসাহ।—গোলকুণ্ডা দখল করিবার সময় রাজকুমার সাহআলম আবুলহাসন কুতবসাহের সহিত পত্র লেখালিখি করিয়াছিলেন। তাহাতে আরঙ্গীব পুত্রের প্রতি বিশেষ সন্দেহ করেন এবং উহাকে কিছুদিন নজরবন্দী রাখিয়া, পরে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি কাবুলে সম্রাট

উপাধি ধারণ করেন ও বাহাদুরসাহ নাম গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আগরা অভিমুখে আগমন করেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা আজিম ও কামবক্‌স বিরোধী হইলে তিনি উভয়কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন। বাহাদুর সাহ দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া জুলফিকারখাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। জুলফিকার দায়ুদকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি রাখিয়া দিল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর আজিম রাজা সাহুকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দায়ুদ রাজা সাহুর সহিত সন্ধি করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সময়ে ঘরোয়াবিবাদে এরূপ ব্যস্ত ছিল, যে তাহারা অনেকদিন মোগলদিগের রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত করিতে পারে নাই।

রাজা সাহুর কারামুক্তি।

বাহাদুর সাহ রাজপুত রাজগণের সহিতও সন্ধি করিলেন; উদয়পুর, যোধপুর ও জয়পুর সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া উঠিল। এই সময়ে শিখেরাও অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। পনের শতকের শেষ দিকে বাবা নানক এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। তাঁহার মত এই ছিল, যে হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক, ভক্তিভাবে পূজা করিলে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন। নানকের শিষ্যগণকে শিষ্য বা শিখ কহিত। ইহারা বহুকাল শান্তভাবে লাহোর ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। মোল্লারা ইহাদিগের উপর বড়ই বিরক্ত ছিলেন। খসরুর বিদ্রোহে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া মোল্লাদিগের কথায় ১৬০৬ খৃঃ অব্দে ইহাদের গুরুর প্রাণবধ হয়। তাহাতে শিখেরা উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিদ্রোহী হয়। বিদ্রোহ শান্তির পর শিখদিগকে লাহোর হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পাহাড়িয়া প্রদেশ আশ্রয় করে।

নানক ও শিখধর্ম্ম।

কিন্তু মুসলমানদিগের প্রতি তাহাদের দারুণ বিদ্বেষ জন্মে। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে দশম গুরু গুরুগোবিন্দ উহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন এবং যাহাতে মুসলমানদিগের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইতে পারেন তাহার জন্য সম্পূর্ণ উদ্যোগ করেন। কিন্তু মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুর্গগুলি দখল করিয়া লয়, গুরুগোবিন্দের পরিবারের সমস্ত ব্যক্তির প্রাণসংহার করে এবং শিখদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার করে। গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন ও তথায় তাঁহার শত্রুপক্ষীয় কোন লোক তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। এই প্রকার নিষ্ঠুরতায় শিখেরা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং বন্দুনামক একজন বৈরাগীর অধীনে পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করিয়া মসজীদ ভাঙ্গিয়া দেয়, মোল্লাদের প্রাণসংহার করে এবং গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করিয়া দেয়। সর্হিন্দপ্রদেশে তাহাদের অত্যাচার অধিক হয়, তাহারা সাহারণপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। মোগলেরা তাহাদের দমন করিবার উদ্যোগ করিলে তাহারা পলায়ন করিয়া পর্ব্বত আশ্রয় করে। পরে বাহাদুর স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং বন্দুকে গিরিদুর্গমধ্যে অবরোধ করেন। গিরিদুর্গ হস্তগত হয়। কিন্তু বন্দু পলায়ন করেন।

গুরুগোবিন্দ।

বন্দুবৈরাগী।

জেহান্দার সা।—১৭১২ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারিমাসে লাহোরে থাকিতে বাহাদুরসাহের মৃত্যু হয়। কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জেহান্দারসা উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্রাট হন। ইনি ছয়মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাহাদুরসাহের দ্বিতীয়পুত্র আজিম ওসান বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু তিনি বাদসাহের নিকটেই থাকিতেন এবং তাঁহার পুত্র ফেরোকসের বাঙ্গালায় বাস করিতেন। জেহান্দারসাহের সহিত যুদ্ধে আজিম

ফেরোকসের।

ওসানের মৃত্যু হইলে ফেরোকসের নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া বেহারের গবর্ণর সায়দ হোসেন আলির শরণাগত হন। তখন হোসেনআলি ও তাঁহার ভ্রাতা, এলাহাবাদের গবর্ণর সায়দ আবদুল্লা, বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আক্রমণ করেন। জেহান্দার পরাজিত হন ও জুলফিকার খাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

হোসেন আলি ও আবদুল্লা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ফেরোকসের সম্রাট হইয়া আবদুল্লাকে উজীর ও হোসেন আলিকে সেনাপতি করেন। এই সময় হইতে সায়দেরাই প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। সায়দেরা দিল্লীতে বাদসাহকে বন্দীপ্রায় করিয়া আপনারাই তাঁহার নামে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

এই সময় দাক্ষিণাত্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য হোসেন আলিকে সেই দেশে যাইতে হইল। ফেরোকসেব অমনি গুজরাটের সুবাদার দায়ুদখাঁকে হোসেনআলির বিনাশসাধনের জন্য আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং এই যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হইলেন। হোসেনআলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহারা আরঙ্গজীবের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ যুদ্ধে হোসেনআলিকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। ওদিকে ফেরোকসের তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। হোসেন-

আলিও দিল্লী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি রাজা সাহুর সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, শিবাজী পূর্ব্বে যে সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, রাজা সাহু সে সমস্তই স্বরাজ্য বলিয়া পাইবেন এবং দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সরদেশমুখ পাইবেন। সাহু ইহার পরিবর্ত্তে দশলক্ষ টাকা কর দিবেন ও পোনের হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিবেন। এইরূপ সন্ধি করিয়া দশ হাজার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া হোসেনআলি দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ফেরোকসের অনেকগুলি ওমরাহের সহিত মিলিত হইয়া সায়দদিগের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহসও ছিল না, মৎলবেরও ঠিক ছিল না। এই জন্য বিরক্ত হইয়া ওমরাহেরা অনেকে আবদুল্লার দলে মিলিত হইলেন। হোসেনআলি দিল্লীতে উপস্থিত হইলে তিনি অনায়াসেই দিল্লীর রাজবাড়ী দখল করিয়া ফেরোকসেরের প্রাণসংহার করিলেন। ফেরোকসেরের মৃত্যুর পর সায়দেরা ছয়মাসের মধ্যে দুইজন আরঙ্গীব-বংশীয়কে রাজা করেন। দুইজনেই রাজযক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। পরে তাঁহারাই আবার মহম্মদসাহ নামক ঐ বংশের এক বালককে রাজা করিয়া তাঁহারই নামে আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন।

বাদসাহ মহম্মদসাহ।—সায়দআবদুল্লা নিজে অলস ও বিলাসী লোক ছিলেন। তিনি রতনচাঁদনামক একজন আগরওয়ালা বেণের উপর সমস্ত কার্য্য ভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। রতনচাঁদ অত্যন্ত প্রভুভক্ত ছিলেন এবং বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতেন। কিন্তু মুসলমান ওমরাহেরা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। সায়দেরাও বহুদিন রাজক্ষমতা উপভোগ করিয়া অত্যন্ত অসাবধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে চারিদিকে বিদ্রোহ সংঘটিত হইতে লাগিল। সায়দেরা বিদ্রোহীদিগের সহিত সন্ধি করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চিরশত্রু চিনক্লিচ খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। ইনি আরঙ্গীবের প্রিয় সেনাপতি গাজী খাঁর পুত্র। নিজেও আরঙ্গীবের একজন সেনাপতি হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। সায়দেরা ইঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনিয়া মুরাদাবাদের নবাবী দিয়াছিলেন। ফেরোকসের সায়দদিগের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলে ইনি তাহাতে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু ইনিই আবার সর্ব্বাগ্রে সম্রাটকে পরিত্যাগ করিয়া সায়দদিগের সহিত মিলিত হন। ইনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সায়দেরা ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী দিবেন। কিন্তু তাহা না দিয়া সায়দেরা তাঁহাকে মালবের সুবাদারী দিলেন। অসন্তুষ্ট হইয়া চিন্‌ক্লিচ বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথম আসীরগড়ের দুর্গ দখল করিয়া তথায় আপন আত্মীয়বান্ধবগণকে সংগ্রহ করিলেন। সায়দেরা উত্তর ও দক্ষিণ হইতে সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্‌ক্লিচ উভয় সৈন্যকেই পরাজিত করিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইলেন। এই অবধি দাক্ষিণাত্যে স্বতন্ত্র একটি মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

হায়দ্রাবাদের নিজাম।

চিন্‌ক্লিচ পরিণামে নিজাম উল মুলুক আসফজা উপাধি পান। এই জন্য তাঁহার বংশের লোকেরা হায়দ্রাবাদের নিজাম নামে আজিও বর্ত্তমান আছেন। নিজাম বলপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী গ্রহণ করায় সায়দেরা অত্যন্ত ভীত হইলেন। মহম্মদ সাহ গোপনে উঁহাদের বিনাশসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হোসেনআলি সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি যাইবার সময় সম্রাট মহম্মদ সাহকে সঙ্গে লইলেন। কিছুদূর গেলে পর একজন মোগলসিপাহী গুপ্তভাবে হোসেন-

আলিকে হত্যা করিল। হোসেন আলির মৃত্যুর পর আবদুল্লার বিনাশসাধন করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাদতআলি।—সম্রাট স্বাধীন হইয়া কিছুদিন পরে নিজামকেই উজীরি দিলেন। নিজাম দিল্লী আসিয়া দেখিলেন যে, দিল্লীর সাম্রাজ্য রক্ষার কোন উপায় নাই। এদিকে বাদসাহও গোপনে তাঁহার প্রাণসংহারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; তিনি উজীরি ছাড়িয়া দিয়া আপন নিজামীতে গেলেন। বাদসাহ কামার উদ্দীনকে উজীরি দিলেন ও সাদতআলিকে অযোধ্যা ও এলাহাবাদ প্রদেশের সুবাদার করিয়া দিলেন। ইহাতেই অযোধ্যার স্বতন্ত্রপ্রায় মুসলমান রাজবংশের সৃষ্টি হইল।

কয়েক বৎসর ঘোরতর অরাজকতার পর, একজন কোঙ্কন ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের পেশোয়া হইলেন। ইনি রাজসভার অন্যান্য সদস্যের ক্ষমতা হরণ করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্র রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিরূপে ইনি ও ইঁহার পুত্র নিজামকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, সে কথা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাসে বলা হইবে।

নাদিরসাহ।—এই সময়ে পারস্যদেশে বারংবার রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। ১৭২০ হইতে ১৭২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী কাজার জাতীয় একজন যোদ্ধা ইস্পাহান অধিকার করিয়া সাহ উপাধি গ্রহণ করেন; ইনিই সুপ্রসিদ্ধ নাদিরসাহ। ইনি

একদিকে রুসিয়া ও অপরদিকে খিলিজী ও আবদালীদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে বারংবার জয়লাভে সাহসী হইয়া ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। লুঠ করিয়া বহু অর্থসংগ্রহ করাই তাঁহার আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। দিল্লী হইতে একশত মাইল পশ্চিমে মহম্মদসাহের সেনাপতি সাদতখাঁ ও নিজামের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। মহম্মদসাহের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। নাদির দিল্লীর নিকটেই ছাউনি করিলেন। মহম্মদসাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মহম্মদের পাগড়িতে দীপ্যমান কোহিনুর হীরা বিরাজ করিতেছে, দেখিয়া নাদির লোভসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বাদসাহকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়াই বলিলেন, আমাদের দেশে বন্ধুতার প্রধান চিহ্ন পাগড়িবদল। মহম্মদসাহের কোহিনুর সমন্বিত পাগড়ি নাদিরের মস্তকে স্থাপিত হইল। বাদসাহ নাদিরের পাগড়ি মাথায় দিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। দিল্লীতে আসিয়া নাদির রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। তথাকার অধিবাসীরা কয়েকদিন অবধি তাঁহার সৈন্যদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে লাগিল, পরে তাহারা নাদিরসাহের উপরও উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া নাদির নগরলুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের হুকুম দিলেন। প্রাতঃকাল হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হাজারে হাজারে লোক মারা গেল। নগরের স্থানে স্থানে আগুন দেওয়া হইল। দিল্লী প্রেতপুরীর ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিল। মহম্মদ সাহ নাদিরের অনেক স্তবস্তুতি করিলে নাদির হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের শিক্ষা এমনই চমৎকার ছিল যে, হুকুম পাইবামাত্র সব ঠাণ্ডা হইয়া গেল। নাদির দিল্লীর রাজকোষের সমস্ত অর্থ, মণি-

নাদিরের হস্তে দিল্লীর অবস্থা।

মুক্তাদি ও ময়ূরাসন গ্রহণ করিলেন। নগরবাসী প্রত্যেক ধনীর গৃহ লুঠ করিলেন। সমস্ত সুবা হইতে কর আদায় করিলেন, পরে মহম্মদ-সাহকে সিংহাসনে বসাইয়া ভারতবর্ষীয় ওমরাহগণকে তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে বলিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

নাদিরের পর দিল্লীর অবস্থা।—নাদির প্রস্থান করিলে পর, দেখা গেল যে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত দক্ষিণদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে। মালব ও গুজরাট দিল্লীর হস্তচ্যুত হইয়াছে, শিখেরা সর্হিন্দ ও পঞ্জাবের পূর্ব্ব অঞ্চলে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে: বাঙ্গালা হইতে যদিও রাজকর আসিতেছে, কিন্তু তথায় বাদসাহের কিছুমাত্র আধিপত্য নাই. দিল্লীর পূর্ব্বাঞ্চলে সাদত খাঁ সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়াছেন, নিজ দিল্লী ও আগরা সুবার কিয়দংশে রোহিল্লা আফগানেরা স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে, কাবুল কান্দাহার এমন কি সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ পারস্যসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বাদসাহের রাজকোষ শূন্য ও সৈন্য সামন্ত হতাশ প্রায়। বাদশাহ নামেমাত্র ভারতের অধীশ্বর, কিন্তু দিল্লীর রাজবাটীর বাহিরে তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করে না। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া উৎপাত করিতে থাকে; বাঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দ্দি খাঁ এই সুযোগে দিল্লীতে করপ্রেরণ বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সময়ে রোহিলখণ্ডে রোহিল্লা আফগানেরা বড়ই

প্রবল হইতে লাগিল এবং তাহাদের স্বদেশে অর্থাৎ আফগানিস্থানে ভারতবর্ষের প্রধান শত্রুর আবির্ভাব হইল। ইহার নাম আমেদসা আবদালী বা দুরাণী। পারস্য-দেশের রাজবিপ্লবে দুরাণীরা বরাবরই বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই দুরাণীদিগের আমীর আমেদ সাহ নাদিরের একজন প্রিয় সেনাপতি ছিলেন। নাদিরের রাজত্ব ধ্বংস হওয়ার পর তিনি দুর্দ্দান্ত আফগানদিগকে বশে আনিয়া ক্রমে ক্রমে কান্দাহার, বাহ্লীক, সিন্ধু ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই লাহোর তাঁহার হস্তগত হইয়া গেল, কিন্তু তিনি শতদ্রু নদীর তীরে উপস্থিত হইবামাত্র মহম্মদ সাহের পুত্র আমেদসাহ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে উজীর কামালউদ্দীন মারা যান। এই ঘটনার একমাস পরে মহম্মদ-সাহও মারা যান (১৭৪৮)। ঐ বৎসর নিজামেরও দেহত্যাগ হয় এবং শিবাজীর পৌত্র মহারাষ্ট্ররাজ সাহুও মানবলীলা সম্বরণ করেন। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর যে কয়েকজন লোক ভারতের ভাগ্য পরিচালনা করিতেছিলেন, একই সময়ে সকলেরই মৃত্যু হইল।

আমেদসা আবদালী।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আমেদসা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অযোধ্যার সুবাদার সাদতখাঁর ভাই-পো সফদরজঙ্গকে উজীরি প্রদান করিলেন। নূতন উজীর অযোধ্যার প্রতিবাসী রোহিল্লা আফগানদিগকে দমন করিবার জন্য সংকল্প করিলেন। কিন্তু রোহিল্লারা দিল্লী ও অযোধ্যার সমবেত সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া উজীর মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিল্লাদিগকে দমন করিলেন। রোহিল্লারা প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বজাতীয় আমেদসাহকে ভারতবর্ষে আহ্বান করিলেন।

আমেদের দ্বিতীয় আক্রমণ।

তদনুসারে ১৭৫৩ সালে আমেদসাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন ও আবার ১৭৫৬ সালে দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া নগর লুঠ করিলেন। আমেদসাহের দুইবার ভারতবর্ষ আক্রমণের মধ্যে, দিল্লীর সেনাপতি গাজীউদ্দীন, সম্রাটের প্রাণসংহার করিয়া আরঞ্জীববংশীয় একজনকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি দিয়া বাদসাহ করিলেন ও স্বয়ং তাঁহার উজীর হইলেন। আমেদসাহ দুরাণী দিল্লী উপস্থিত হইলে আলমগীর তাঁহার শরণাগত হইলেন ও নজবউদ্দৌলা নামক একজন রোহিল্লা দিল্লীর সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। তখন গাজীউদ্দীন রোহিল্লা-দিগকে দমন করিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিলেন। পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘব গাজীউদ্দীনের সাহায্য করিতে দিল্লীতে আসিয়া নগর অধিকার করিলে বাদসাহের পুত্র আলিগোহর ও নজবউদ্দৌলা

পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এই সময়ে আমেদসাহের চিরশত্রু আদিনাবেগ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পঞ্জাব আক্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ করে। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে রাঘব সসৈন্যে পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া অনায়াসেই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয়কে পঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। আফগানেরা পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করিয়া আবার সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের কথা ভাবিতে লাগিল। বাস্তবিক এখন সমস্ত ভারত তাহাদের করতলে; ভারতবর্ষের মধ্যে এমন আর কেহই ছিল না, যে তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহির হইতে দুই প্রবলপরাক্রান্ত জাতি উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগের সমস্ত আশা ভরসা উচ্ছেদ করিল। এক জাতি দুরাণী, দ্বিতীয় ইংরাজ জাতি।

পঞ্জাবে রাঘব।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের পঞ্জাব অধিকারকালে আমেদসাহ স্বরাজ্যের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে দমন করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি ১৭৫৯ সালের সেপ্টেম্বরমাসের প্রথমেই পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে উহা অধিকার করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধবিগ্রহ কিছুই করিল না। তিনি একেবারে সাহারণপুরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে গাজীউদ্দীন আলমগীরের প্রাণ সংহার করিল। বাদসাহের পুত্র তখন বেহারে ছিলেন। তিনি তথায় সাহআলম উপাধি গ্রহণ করিলেন। আমেদসাহ সিন্ধিয়া ও হোলকারের সৈন্য পরাজিত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দেখিলেন, আমেদ-সাহকে দূর করিতে না পারিলে হিন্দুস্থানে তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে না। এই জন্য তাঁহারা সদাশিবরাও ভাওয়ের অধীনে বহুসংখ্যক

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৬১।

সৈন্য হিন্দুস্থানে পাঠাইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা কখনও সম্মুখযুদ্ধ করিত না। কিন্তু এবার তাহারা সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের প্রয়াসী হইল। ওদিকে সদাশিবরাও নিজের উদ্ধতস্বভাবের দোষে আপন সেনাপতিদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। আমেদসাহ ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার সুবাদার ও রোহিল্লারা তাঁহার সহিত যোগ দিল। উভয় পক্ষেই ঘোর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল। কিন্তু কেহই আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। উভয়েই আপন আপন শিবিরে গড়খাই করিয়া রহিলেন। আমেদসাহ রসদাদির রীতিমত দাম দিতে লাগিলেন। তাঁহার রসদ প্রাপ্তির কোন বিঘ্ন ঘটিল না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা লুঠপাট করিয়া রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। দেশের লোক তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের রসদ বন্ধ হইয়া আসিল।

সদাশিবরাও বিপন্ন হইয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলেই স্বীকৃত হইল, কেবল নজবউদ্দৌলা স্বীকার করিলেন না। তিনি মুসলমানদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে মুসলমানদিগের ভদ্রস্থতা নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৬ জানুয়ারী সদাশিবরাও কামান ছুড়িতে ছুড়িতে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুসলমান সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ গার্ডি ভীমবেগে স্বদেশীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন এবং রোহিল্লাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূর করিয়া দিলেন। উজীর অশ্বচ্যুত হইলেন, তাঁহার ভাই-পো তাঁহার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিল। জয়লক্ষ্মী মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই করকবলিতা হন, এমন সময় আমেদসাহ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন এবং পশ্চাদ্ভাগ হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভোজবাজীর ন্যায় সমস্ত দৃশ্য পরিবর্ত্তিত

হইয়া গেল; মহারাষ্ট্রীয়েরা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; আমেদসাহ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সদাশিব ও বিশ্বাসরাও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইব্রাহিমখাঁ গার্ডিকে ধরিয়া সাহের সম্মুখে লওয়া হইলে, উহার কারাবাস দণ্ডবিধান হইল। একদিনেই ভারতের ইতিহাস নূতন রূপ ধারণ করিল।

কোম্পানীর দেওয়ানী।—এদিকে ইংরাজেরা বাঙ্গালা ও বেহার অধিকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নবাবের নামে এই দেশ শাসন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু বাদসাহী সনন্দ তখন পর্য্যন্তও পান নাই। বাদসাহ পলাতক হইয়া তাঁহাদেরই সীমান্তে দীনভাবে বাস করিতেছিলেন। ক্লাইব সুযোগ পাইয়া বাদসাহকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর এবং কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশের অধিকার প্রদান করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লিখিয়া লইলেন (১৭৬৫)। বাদসাহ নিশ্চিন্তভাবে এলাহাবাদে বসিয়া ২৬ লক্ষ টাকা খাজনা উপভোগ করিতে লাগিলেন। দিল্লীতে মোগল, আফগান মহারাষ্ট্র ও অযোধ্যার নবাবের সৈন্যগণ ঘোর অরাজকতা আরম্ভ করিল। কুক্ষণে বাদসাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা শুনিয়া এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। ইংরাজেরা কর বন্ধ করিলেন; কোরা ও এলাহাবাদ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। দুর্ব্বৃত্ত উজীর গোলাম কাদের তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইল। সম্রাট দীনভাবে কারাগারে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বাদসাহীর শেষ।

দিল্লীতে কতই বিপ্লব হইতে লাগিল, তাঁহার অবস্থা কিন্তু যেমন তেমনই রহিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা দিল্লী দখল করিয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন ও তাঁহার বাৎসরিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার

পুত্র আকবরকে ইংরাজেরা দিল্লীর সম্রাট এই উপাধি দিলেন ও বৃত্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় আকবরের পুত্র দ্বিতীয় বাহাদুরসাহ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে মিউটিনিতে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষের বাহিরে রেঙ্গুনে আটকাইয়া রাখিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। দিল্লীর সম্রাট এই উপাধিও লোপ হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড।

—:-০-:—

হিন্দুগণের পুনরুত্থান।

দেশমুখ বলিতে কি বুঝায়।—খিলিজী সম্রাটদের সময় মুসলমান মহারাষ্ট্রদেশ দখল করিলেও সহ্যাদ্রিতে ও কোঙ্কনে অনেকগুলি ছোট ছোট হিন্দু রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। মামুদ গাওয়ান ঐ দুইটি প্রদেশ বামনীরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেও রাজস্ব আদায় করিবার কাজে হিন্দুরাই নিযুক্ত হইত। এক এক মহালের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর নাম দেশমুখ্য বা দেশমুখ। বামনীরাজ্য ধ্বংস হইলে হিন্দু দেশমুখগণ কতক নিজামসাহী, কতক আদিলসাহী রাজাদের অধীন হইলেন। ইঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, দুর্গ রক্ষা করিতেন এবং যুদ্ধকালে দলবল লইয়া মুসলমান সেনাপতির হুকুমমত কাজ করিতেন। রাজকার্য্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অনেকে বড় বড় জায়গীরও পাইতেন।

মালজী ও তাঁহার পুত্র সাহজী।—যে সকল দেশমুখ বড় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা মালজী ভোঁসলা একজন। নিজামসাহী রাজগণের অধীনে পুনায় ইঁহার জায়গীর ছিল। নিজামসাহী রাজ্য ধ্বংস হইলে দিল্লীর বাদসাহ পুনা ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশ বিজাপুররাজকে দেন; সেই সময় হইতে ভোঁসলার জায়গীর বিজাপুরের অধীন হয়। মালজী ভোঁসলার সাহজী নামে এক পুত্র ছিলেন। ইনি

মালিক আম্বরের অধীনে যুদ্ধে খুব যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন এবং মালিক আম্বর ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর, নিজামসাহী বংশের একটি বালককে রাজা করিয়া নিজে তাহার অভিভাবক হইয়া আমেদনগর রাজ্যটি আবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ রাজ্য মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া গেলে তিনি বিজাপুররাজের অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা তাঁহাকে কর্ণাটদেশ জয় করিতে পাঠান। তিনি কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের অনেক অংশ জয় করিয়া তাঞ্জোরনগরে সর্ব্বপ্রথম একটি মহারাষ্ট্র রাজ্য স্থাপন করেন।

তিনি যখন তাঞ্জোরে তখন তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র শিবাজী পুনায় থাকিতেন। তখন শিবাজীর বয়স দশ বার বৎসর মাত্র। সাহজী, দাদাজী কোণ্ডদেবনামক একজন সুদক্ষ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর উপর পুনার জায়গীরের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দাদাজীর অধীনে শিবাজী অল্পদিনের মধ্যেই ঘোড়সওয়ারীতে খুব পটু হইয়া উঠিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের ক্রিয়াকলাপে তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা জন্মিল; রামায়ণ মহাভারতের বীরত্ব-কাহিনীসমূহ মুখস্থ হইল। গোব্রাহ্মণরক্ষার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

শিবাজীর গিরিদুর্গ অধিকার।—দাদাজীর মৃত্যুর অল্প দিন পরেই শিবাজী পৈতৃক জায়গীরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। সাহজীর জায়গীরের মধ্যে একটিও গিরিদুর্গ ছিল না; এই জন্য শিবাজী ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে টোর্ণা নামক গিরিদুর্গ দখল করিয়া লন, রাজগড় নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং পুরন্দর নামক গিরিদুর্গের মালিক-দের ঝগড়া বাধিলে সালিশী করিতে গিয়া সে দুর্গটিও নিজে দখল করিয়া লন। এইরূপে কতকগুলি গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া শিবাজী এতই সাহসী হইয়া উঠিলেন, যে তিনি একদিন বিজাপুরের খাজানা

লুঠ করিয়া লইলেন। ঐ খাজানা কোঙ্কন হইতে কল্যাণনগরে যাইতেছিল।

শিবাজীর চাতুরী।—খাজানা লুঠ করায় বিজাপুররাজ এতই চটিয়া গেলেন যে তিনি তাঞ্জোর হইতে সাহজীকে রাজধানীতে আনাইয়া তাঁহাকে কারাগারে আটক করিলেন, এবং শিবাজী শান্ত না হইলে কারাগারের দুয়ার গাঁথিয়া দিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন।

শিবাজী ও সাজেহান।—শিবাজী দেখিলেন এ সময়ে নরম হইলে চারিদিকে সর্ব্বনাশ। এই জন্য তিনি চালাকী করিয়া সম্রাট সাজেহানের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। বিজাপুররাজ এই সংবাদ পাইয়া সাহজীকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু রাজধানীতে তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন।

শিবাজীর নিজমূর্ত্তি ধারণ ও বর্গীর সৈন্য।—অল্পদিন মধ্যেই কর্ণাট দেশে নানা গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় সাহজীকে আবার সেখানে পাঠান হইল। শিবাজীও নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি আরও কয়েকটি গিরিদুর্গ দখল করিয়া স্বরাজ্যের দক্ষিণসীমায় প্রতাপগড় নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন (১৬৫৭)। ঐ বৎসরেই শিবাজী সর্ব্বপ্রথম মোগলরাজ্য লুঠ করিয়া দুই শত ভাল ঘোড়া ও তিন লাখ টাকা পাইয়া যান। শিবাজীর অশ্বারোহী সৈন্যের এই সূত্রপাত। ইহারাই পরিণামে বর্গীর নামে সমস্ত ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি মুসলমানদিগকে আপন সেনামধ্যে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহাদের সাহায্যে সমস্ত কোঙ্কনদেশ দখল করিয়া লন। কোঙ্কনের মধ্যে ইংরাজদিগের অধিকৃত বোম্বাই,

পোর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত গোয়া এবং হাব্‌সীদিগের অধিকৃত জিঞ্জিরা এই তিনটি স্থান তিনি কখনও দখল করিতে পারেন নাই।

শিবাজী ও আবজুল খাঁ।—সমস্ত কোঙ্কনদেশ হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বিজাপুররাজ আবজুলখাঁ নামে একজন পাঠান সেনাপতিকে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আবজুল অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলেন। শিবাজী আবজুলের ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারী পন্থ গোপীনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, যে তিনি নিরস্ত্র হইয়া একজনমাত্র অনুচর লইয়া আবজুলের সহিত দেখা করিবেন। আবজুলও নিরস্ত্র থাকিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে এক-জনের বেশী লোক থাকিবে না। আবজুল এই প্রস্তাবে রাজী হইলে শিবাজী তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছু সময় কথাবার্ত্তার পর শিবাজী বুঝিতে পারিলেন, যে আবজুল বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন তিনি নিজের হাতের মধ্যে লুকান বাঘনখ অস্ত্র দিয়া উঁহার পেট চিরিয়া উঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন। সেনাপতির মৃত্যুর পর মুসলমান সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল (১৫৬৯)।

শিবাজী ও ঘোড়পুরে।—আবজুলের মৃত্যুতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিজাপুররাজ বাজী ঘোড়পুরে নামক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে কোঙ্কনে পাঠান। বাজী ঘোড়পুরে সাহজীকে কর্ণাট দেশ হইতে ধরিয়া বিজাপুরে আনিয়াছিলেন। এজন্য সাহজী ও শিবাজী উভয়েরই তাঁহার উপর খুবই রাগ ছিল। শিবাজী এই সময়ে এক দিন হঠাৎ ঘোড়পুরের রাজধানী দখল করিলেন ও তাঁহাকে সবংশে মারিয়া ফেলিয়া পিতার ক্রোধ উপশম করিলেন।

পিতা ও পুত্র।—ঘোড়পুরের নিধন সংবাদে খুসী হইয়া

সাহজী কর্ণাট হইতে পুত্রকে দেখিতে আসিলেন। পুত্র যে রাজা হইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং শিবাজীকে রায়গড় নামক দুর্ভেদ্য দুর্গে রাজধানী স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়া গেলেন।

শিবাজীর রাজোপাধি গ্রহণ।—১৬৬১ খৃঃ অব্দে আরঙ্গীব সায়েস্তা খাঁ নামক প্রসিদ্ধ মোগল সেনাপতিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। সায়েস্তা খাঁ অনেকগুলি গিরিদুর্গ দখল করিয়া পুনায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবাজী একদিন হঠাৎ তাঁহার বাসস্থান আক্রমণ করিয়া তাঁহার পুত্রের প্রাণ সংহার করেন। জানালা দিয়া পলাইবার সময় শিবাজীর তরোয়ালের চোটে সায়েস্তাখাঁর একটি আঙ্গুল কাটিয়া যায়। সায়েস্তা খাঁ পলাইয়া গেলে, শিবাজী সুরাটনগর লুঠ করিয়া বিস্তর টাকা জমা করেন। এই সময় তিনি তাঁহার জলসৈন্যের সাহায্যে বিজাপুর রাজ্যের বার্সিলোর নামক প্রধান বন্দর লুঠ করেন এবং অনেক টাকা লইয়া রায়গড়ে আসেন। সেখানে তিনি নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজ নামে টাকা চালাইতে থাকেন।

শিবাজীর দিল্লী গমন।—এই সকল ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া আরঙ্গীব, দিলীর খাঁ ও মির্জা রাজা জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্যে পাঠান। ইঁহারা শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শিবাজীও অত্যন্ত ভয় পান এবং সেই জন্য রাজা জয়সিংহের পরামর্শমত তিনি দিল্লী যাইতে রাজী হন। দিল্লীতে তাঁহার যেরূপ সমাদর হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শিবাজী ও মোগলসম্রাট।—নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া শিবাজী মোগলসেনাপতিদিগের সহিত মৌখিক সদ্ভাব

রাখিতেন এবং আরঙ্গীবের সহিতও পত্র লেখালিখি করিতেন। শিবাজীর উদ্দেশ্য মোগলদিগের সহিত আর না যুদ্ধ বাধে। আরঙ্গীবের উদ্দেশ্য শিবাজী আর একবার দিল্লী আসেন। আরঙ্গীব শিবাজীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে রাজা উপাধি দেন ও মোগলেরা তাঁহার রাজ্যের যে অংশ দখল করিয়াছিল তাহাও ফিরাইয়া দেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারাও চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। শিবাজীও নিশ্চিন্ত হইয়া স্বরাজ্যের সুবন্দোবস্ত করার দিকে মন দেন।

তাঁহার শাসন প্রণালী।—শিবাজী আপন সৈন্যদিগকে বেতন দিতেন, কখন তাহাদের বেতন বাকী পড়িত না। লুঠের টাকায় তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। সে সমস্ত রাজকোষে জমা হইত। তিনি প্রাচীন হিন্দুনিয়মানুসারে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, রাজস্ব বাকী পড়িতে দিতেন না। কিন্তু উপরি আদায়েও তাঁহার সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিতেন। কোন প্রধান কর্ম্মচারী বন্দী হইলে তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া বিনা নিষ্ক্রয়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেন। তাঁহার রাজসভায় ৮ জন প্রধান মন্ত্রী থাকিতেন। ইঁহাদের নাম প্রধান। পেশোয়া প্রধান দিগের মধ্যে মুখ্য ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে মুখ্যপ্রধান বলিত। সেনাপতিও প্রধানগণের মধ্যে আসন পাইতেন। নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন একজন পণ্ডিতও অষ্টপ্রধানের মধ্যে একজন প্রধান থাকিতেন। ইহার নাম ন্যায়দৃশ্।

মোগল সম্রাটের সহিত তাঁহার পুনর্বিরোধ।—রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে শিবাজীর প্রায় দুই বৎসর সময় লাগে। এই দুই বৎসরের পরই তাঁহাকে আবার মোগল-

দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হয়। আরঞ্জীব শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার পুত্র সাহআলম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ শিবাজীর নিকট হইতে অনেক টাকা ঘুষ লইতেছেন। এই সংবাদে বিরক্ত ও ভীত হইয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে পত্র লিখেন,' তুমি যত শীঘ্র পার শিবাজী ও তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ রাও গুজরকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠাও। সাহ্ আলম গোপনে শিবাজীকে এই সংবাদ দিলেন। শিবাজী বিলম্ব না করিয়া সিংহগড়ের দুর্গ ও কল্যাণ প্রদেশ দখল করিয়া লন এবং দ্বিতীয়বার স্থরাট লুঠ করিয়া মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করেন। স্থরাট হইতেই মুসলমানেরা মক্কা যাইতেন। প্রতাপরাও গুজরও খান্দেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করেন। আরঞ্জীব বারংবার সেনাপতি বদলাইতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল ও দূরের দেশ পর্য্যন্ত লুঠ করিতে লাগিল। এই সময়ে বিজাপুররাজও শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রতাপরাও বিজাপুরের দ্বার দেশ পর্য্যন্ত লুঠ করেন।

তাঁহার অভিষেক ও মৃত্যু।—১৬৭৩ খৃঃ অব্দে শিবাজী মহারাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া রায়গড়ে মহা সমারোহে সিংহাসন অধিরোহণ করেন। গাগাভট্ট নামে কাশীর একজন শাস্ত্রী হিন্দুশাস্ত্রমতে তাঁহার অভিষেক করেন। অভিষেকের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা দ্বিগুণ উৎসাহে মুসলমান রাজ্যগুলি লুঠ করিতে থাকে। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে শিবাজী রাজ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া পৈতৃক রাজ্য তাঞ্জোরে যান। সেখানে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজত্ব করিতে ছিলেন। শিবাজী পৈতৃক জায়গীরের অংশ ও মুসলমানদিগের অধিকৃত কতকগুলি স্থান দখল করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে মোগলেরা বিজাপুর অবরোধ করে। বিজাপুররাজ শিবাজীর সাহায্য

চাহিয়া পাঠান। শিবাজীও মোগলদিগের দখলকরা জায়গাগুলি লুঠ করিয়া মোগলদিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। ইহাতে বিজাপুররাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঞ্জোর ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

তাঁহার চরিত্র।—শিবাজী একজন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র। কিন্তু তিনি নিজের বুদ্ধিবলে ও রণকৌশলে যে কেবল একটি বড় হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের মনে অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় জন্মাইয়া দিয়া যান। যাহারা শান্ত-ভাবে ক্ষেতখামার করিয়া দিন কাটাইত, তাহাদিগকে তিনি যুদ্ধব্যবসায়ী করিয়া দিয়া যান। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যাহারা বড় বড় জায়গীর ভোগ করিত তাহাদের বেশীর ভাগ মুসলমানদিগেরই অনুগত ছিল, অতি অল্প কয়েকজন শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই মনে মনে শিবাজীর মঙ্গল কামনা করিত এবং নানারকমে তাঁহার সাহায্য করিত। মহারাষ্ট্রদেশের বাহিরেও এই সময়ে হিন্দুরা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডায় মদনপন্থ ও বিজাপুরে মুরারিপন্থ সুলতান-দিগের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানেরাও অনেক সময় হিন্দুসেনাপতিদিগের উপর নির্ভর করিতেন। কিন্তু এই সকল হিন্দু-দিগের মধ্যে কেহই নিজে রাজা হইবার চেষ্টা করেন নাই। সাহজী ও শিবাজী প্রথমে সেই চেষ্টা করেন, সাহজী সফল হইতে পারেন নাই, শিবাজী হইয়াছিলেন। শিবাজী মারা যাওয়ার পরেই তাঁহার রাজ্য এক প্রকার নষ্ট হইয়া যায় বলিলেও চলে। কিন্তু তিনি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন তাহারই বলে সমস্ত ভারতবর্ষ উলট পালট হইয়া গিয়াছিল ও তাহারই ফলে মোগল সাম্রাজ্য ও মুসলমান প্রাধান্য ধ্বংস হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ।

শম্ভুজী।—শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী ভারী খারাপ লোক ছিলেন। তিনি রাজা হন ইহা অনেকেরই ইচ্ছা ছিল না। অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করিয়াছিল। কিন্তু শম্ভুজী সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া রায়গড়ে আসিয়া পৈতৃক সিংহাসন দখল করেন। তাঁহার পিতা গোয়া ও জিঞ্জিরা দখল করিতে পারেন নাই; শম্ভুজী এইজন্য ক্রমাগত ঐ দুইটি সহর দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এদিকে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। শম্ভুজী তাহাদের রক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা করিলেন না। শম্ভুজীর রাজকার্য্যে ক্রমে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কর্ণাট হইতে খাজানা আসা বন্ধ হইয়া গেল। লুঠের টাকা আর রাজকোষে পৌঁছিত না। শিবাজীর জমা টাকা সব খরচ হইয়া গেল। শম্ভুজী রাজ্যের খাজানা বাড়াইয়া দিলেন। মারাঠীরা বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। আরঙ্গীব মুসলমানরাজ্য দুইটি ধ্বংস করিয়া সুযোগমত শিবাজীর গিরিদুর্গগুলি দখল করিতে লাগিলেন। কিরূপে শম্ভুজী ধরা পড়েন, কিরূপে তাঁহাকে আরঙ্গীবের কাছে লইয়া যাওয়া হয় ও কিরূপে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১৬৮৯)।

সাহুজী।—শম্ভুজীর মৃত্যুর পর কিছুদিন নানারূপ গোলমাল হয়। পরে শম্ভুজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাবালক শিবাজী রাজা হন এবং প্রথম শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম তাঁহার অভিভাবক হন। রাজারাম কখন এক স্থানে বেশী দিন থাকিতেন না; কিন্তু নাবালক

রাজা ও তাঁহার মাতা রায়গড়ে থাকিতেন। আরঙ্গীবের উজীর আসদখাঁর পুত্র জুলফিকার খাঁকে কোঙ্কন দেশ জয় করিবার জন্য পাঠান হইলে, একজন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার সহায় হইয়া অবিলম্বে রায়গড় দুর্গ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। মহারাষ্ট্ররাজ ও তাঁহার মাতা মোগলদিগের হাতে বন্দী হইলেন। আরঙ্গীব আপন রংমহলে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি শিবাজী ও শম্ভুজীকে চোর বলিতেন, এই জন্য শম্ভুজীর নাবালক পুত্রকে সাহু বা সাধু এই বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু এমনি বিধাতার বিড়ম্বনা, দ্বিতীয় শিবাজী "সাহু" নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। আরঙ্গীব সাহুকে বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি নিজের শিবিরে সাহুর দুইবার বিবাহ দিয়াছিলেন। সাহুর ভরণপোষণের জন্য অনেক জায়গীর দিয়াছিলেন। কিন্তু সাহুর রাজ্যটি ধ্বংস করিবার জন্যও খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একটি একটি করিয়া কোঙ্কনের অনেকগুলি গিরিদুর্গ দখল করিলেন। রাজারাম নিরুপায় হইয়া কর্ণাট দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজারাম জিঞ্জী দুর্গে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া নিজে রাজা হইলেন এবং মোগলরাজ্য লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজারামের অধীনে লুঠপাঠ করার জন্য শান্তজী ঘোড়পুরে, ও কুন্দরাও ধাবাড়ীর খুব নামডাক হইয়াছিল। ইহারা কোঙ্কনে খাজানা আদায় করিতেন ও বেরার, খান্দেশ, আমেদ নগর প্রভৃতি স্থান লুঠ করিতেন। এই সময়ে যে কেবল রাজারামের লোকই লুট করিত, এমন নহে, সকল মহারাষ্ট্রীয়েরাই লুঠ করিত। কোঙ্কন দখল শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুলফিকারখাঁকে জিঞ্জী অবরোধ করিবার জন্য পাঠান হইল। জিঞ্জীর অবরোধ কার্য্য চলিতে লাগিল। এতদিন মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগলদিগের অধিকৃত প্রদেশ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী নামে দুই প্রকার করই আদায় করিত। সরদেশমুখী

রাজার নিজপ্রাপ্য, চৌথ রাজকোষে জমা হইত। কিন্তু এই সময়ে লুণ্ঠনকারী সর্দ্দারদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য "ঘাসদানা" নামে নূতন একটা করের সৃষ্টি হইল।

রাজধানী পরিবর্ত্তন।—১৬৯৮ খৃঃ অব্দে জিঞ্জী মোগলদিগের হাতে গিয়া পড়িল। রাজারাম পলাইয়া পুনরায় কোঙ্কনে উপস্থিত হইলেন। সেতারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী হইল। কিন্তু রাজারাম কখনও একস্থানে অধিক দিন থাকিতেন না। এই সময়ে কুন্দরাও ধাবাড়ী গুজরাটে ও পার্শ্বজী ভোঁস্‌লা বেরারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য খাজনাগুলি আদায় করিতে যান। আরঙ্গীব দেখিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা ভারি কঠিন; তখন তিনি আপন সৈন্য দুইভাগ করিয়া নিজে একভাগ লইয়া কোঙ্কনের গিরিদুর্গগুলি দখল করিতে লাগিলেন ও আর এক ভাগ জুলফিকার খাঁর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত কর্ণাটের অনেক জায়গা মোগলের হস্তগত হইল। এ দিকে, আরঙ্গীব সেতারা দখল করিয়া লইলেন এবং ক্রমে অন্যান্য দুর্গ দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজারাম জালনা নামক প্রদেশ লুঠ করিতে গিয়াছিলেন। মুসলমানেরা খবর পাইয়া তাঁহাকে তাড়া করিল। রাজারাম মহাবেগে পলায়ন করিয়া সিংহগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়ায় তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭০০)। রাজারামের দুই পুত্র ছিল; শিবাজী ও শম্ভুজী। শিবাজীর মাতার নাম তারাবাই; শম্ভুজীর মাতার নাম রাজিস্‌বাই। তারাবাইয়ের পুত্র রাজা হইলেন। তারাবাই তাঁহার নাবালক পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজ্যের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলেন। তারাবাই অত্যন্ত

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং প্রাণপণে শত্রুর হাত হইতে দেশ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আদেশে বহু মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার লুঠপাঠ করিবার জন্য চারিদিকে বাহির হইয়া পড়িল।

রাজা সাহু ও তারাবাই।—আরঙ্গীবের মৃত্যুর পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা কতকগুলি গিরিদুর্গ ফের দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আরঙ্গীবের পুত্র আজিম সা মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ বাধাইবার জন্য সাহুকে ছাড়িয়া দিলেন। তারাবাই আপন পুত্রের রাজ্যরক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার সাহুর দিকে চলিয়া আসায় তিনি ১৭০৮ খৃঃ অব্দে সেতারার পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তারাবাই ও সাহুর পরস্পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তারাবাই এর পুত্রের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পক্ষের লোকেরা রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুজীকে রাজা করিলেন। এই ঘরোয়া বিবাদের সময়ে মোগলেরা কখন সাহু ও কখন শম্ভুজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের ঝগড়া বাড়াইয়া দিতেন। কিন্তু ১৭১৭ খৃঃ অব্দে সায়দ হোসেনআলি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া, সাহুকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে সাহুর পক্ষের জয় হইল। শম্ভুজীর পক্ষের লোকেরা কোলাপুরে রাজধানী পত্তন করিয়া সহ্য পর্ব্বতের অনেকখানি দখল করিয়া লইল। কোলাপুর ও সেতারায় বিবাদ চলিতে লাগিল।

বালাজী বিশ্বনাথ ও বাজীরাও পেশোয়া।—এই সকল গোলযোগের সময় বালাজী বিশ্বনাথভট্ট নামে একজন

কোঙ্কন ব্রাহ্মণ রাজস্ব আদায়ে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখানয় সাহু তাঁহাকে পেশোয়া করেন। ইঁহার দক্ষতায় সাহু শায়দ্ হোসেন আলির সহিত নিজের মন মত সন্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি দশ হাজার মহারাষ্ট্রীয় ঘোড়সওয়ার সৈন্য লইয়া হোসেন আলির সহিত দিল্লী গিয়া, দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে আরঙ্গাবাদ, বেরার, বিদর, বিজাপুর, হায়দরাবাদ ও খান্দেশ এই ছয় সুবার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের সনন্দ লইয়া আসেন। এই সনন্দে শিবাজী যে সকল প্রদেশ দখল করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিকে সাহুর স্বরাজ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেতারায় ফিরিয়া আসিয়া এই সকল নানাপ্রকারের রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করায় সাহু বালাজীর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭২০ খৃঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাও পেশোয়া হন। ইঁহারই সময় ১৭৩০ খৃঃ অব্দের সন্ধিতে কোলাপুর ও সেতারায় রাজগণের মধ্যে যে জ্ঞাতিবিবাদ ছিল তাহার নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এই সন্ধিতে কোলাপুর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হয়। বাজীরাও কুড়ি বৎসর পেশোয়া থাকিয়া মহারাজা সাহুকে সাক্ষীগোপাল করিয়া তুলেন। ১৭৪৮ সালে সাহুর মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বাজীরাওয়ের পুত্র, বালাজী বাজীরাও, শিবাজীর বংশের একটি বালককে সেতারার সিংহাসনে বসাইয়া মহারাষ্ট্রের সমস্ত রাজক্ষমতা আত্মসাৎ করেন। ঐ বালক নামে মাত্র রাজা ছিলেন। সেতারার দুর্গটিও পেশোয়ার লোকে রক্ষা করিত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে পেশোয়ার কর্ত্তৃত্বের শেষ করিয়া ইংরাজেরা সেতারার রাজাকে পুনরায় স্বাধীন করিয়া দেন। ১৮৪৮ সালে শেষ রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে সেতারা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। কোলাপুরে শিবাজীর বংশীয়গণ আজিও রাজত্ব করিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাজীরাও পেশোয়া।

পেশোয়াদের রাজত্ব।—বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট পেশোয়াবংশের আদিপুরুষ। সেই সময়ে রাজস্ব সংগ্রহে তাঁহার ন্যায় দক্ষ লোক আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তিনি যেরূপে পেশোয়া হন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই পদেও তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি পেশোয়াদিগকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত জাতি করিয়া গড়িয়া তুলেন, তাঁহার নাম বাজীরাও। তিনি বিশ্বনাথ ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি দেখিতে সুপুরুষ, নম্র, বিনয়ী এবং অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। ইনি অতি অল্পবয়সে যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন এই দুই কাজেই অত্যন্ত দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যেও ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া আবার হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপন করিব, বলিয়া ইঁহার মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পেশোয়াপদে বসিয়াই ইনি খান্দেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য কর আদায়ের জন্য গমন করেন এবং ক্রমে উত্তর মুখে যাইয়া হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। সেনাপতি ধাবাড়ী ও রাজপ্রতিনিধি শ্রীপতিরাও ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ধাবাড়ী, গুজরাট অঞ্চলে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রতিনিধি সেতারায় থাকিতেন। পাছে প্রতিনিধি রাজার মনে বাজীরাওয়ের প্রতি কোনও রূপ সন্দেহ জন্মাইয়া দেন, এই ভয়ে বাজীরাও প্রতি বৎসর সেতারায় ফিরিয়া আসিতেন। বাজীরাওয়ের অধীন

সেনানায়কগণের মধ্যে মল্লাররাও হোলকার, ও রণজী সিন্ধিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বরাজ্যে যেমন প্রতিনিধি ও সেনাপতি, মোগলরাজ্যেও তেমনি নিজাম, বাজীরাওএর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নিজাম দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী অধিকার করিয়া দেখিলেন, কোঙ্কনী ব্রাহ্মণেরাই মহারাষ্ট্রে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি উহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রতিনিধির পক্ষ অবলম্বন করিলেন, বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে কর আদায়ের জন্য যে সকল লোকজন নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে উঠাইয়া দিলেন এবং কোলাপুর ও সেতারার রাজদ্বয়কে আপন আপন স্বত্বসাব্যস্ত করিবার জন্য হায়দরাবাদে উপস্থিত হইতে বলিলেন। রাজা সাহু ইহাতে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং স্বয়ং নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন স্থির করিলেন; বাজীরাও বলিলেন, দিল্লীর সম্রাট নিজে আসিলে আপনার যুদ্ধ করিতে যাওয়া মানাইত। তাঁহার সেনানীর বিরুদ্ধে আমরাই যাইব। তিনি একটুও বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং আমেদনগর ও খান্দেশ লুঠ করিতে লাগিলেন। নিজামের তোপের নিকট না গিয়া দূর হইতে তাঁহার রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। নিজাম নিজ পক্ষের মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাঁহার রাজ্য লুঠপাট করিতে অনুরোধ করিলে, তাহারা, বাজীরাওয়ের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না, বলিয়া জবাব দিল। নিজাম ভীত হইয়া বাজীরাওয়ের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং বাকী-বকেয়া শুদ্ধ চৌথ সরদেশমুখীর সমস্ত টাকা শোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন (১৭২৮)। ইহার পরবৎসর গুজরাটের সুবাদার বাজীরাওকে গুজরাটের সরদেশমুখী ও চৌথ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সব ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার পরম শত্রু সেনাপতি ধাবাড়ী ৩৪,০০০

সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু বাজীরাও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্রকারিতা গুণে ডুবায় নামক স্থানের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন (১৭৩১)। এই যুদ্ধে বৃদ্ধ ধাবাড়ীর মৃত্যু হয়। বাজীরাও তাঁহার নাবালক পুত্রকে সেনাপতি করিয়া পিলোজী গাইকোয়াড়কে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করেন। ইনিই গাইকোয়াড় বংশের আদি পুরুষ।

নিজামের সহিত সন্ধি।—নিজাম এই যুদ্ধে সেনাপতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, শুনিয়া বাজীরাও তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য উদ্যোগ করেন। কিন্তু চতুর নিজাম বাজীরাওএর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন। দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই স্থির হয়, যে মহারাষ্ট্রে পেশোয়া যাহাতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হন, নিজাম তাহার চেষ্টা পাইবেন, আর নিজাম যাহাতে নিষ্কণ্টক হন, পেশোয়া সে চেষ্টা পাইবেন। এইরূপে উভয়েই "যা শত্রু পরে পরে" এই মহাবাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া আপন আপন স্বার্থ রক্ষা করিলেন।

মহম্মদ খাঁ বঙ্গাসের সহিত যুদ্ধ।—এদিকে বাজীরাও মালবে আসিয়া সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত মিলিত হইলেন; সেখানে সুবেদার মহম্মদ খাঁ বঙ্গাস বুন্দেলখণ্ডের রাজার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিলেন। রাজা বাজীরাওকে আপন রাজ্যের তিনভাগের একভাগ দিতে রাজী হইলে, বাজীরাও বঙ্গাসকে দূর করিয়া দিলেন। রাজা ঝান্সী প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বঙ্গাসের পর জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মালবের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া বাজীরাওকে সমস্ত মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিলেন (১৭৩৭)। এই সময়ে বেরারের কুনহোজী ভোঁসলা রাজার অবাধ্য হওয়ায় তাঁহাকে

সেতারার দুর্গে আটক করিয়া, রাজা সাহুর প্রিয়পাত্র রঘুজী ভোঁসলাকে বেরারে পাঠান হয়। ইনিই নাগপুরের রাজাগণের আদি পুরুষ। বাজীরাও এই সময়ে বাদসাহ মহম্মদ সাহকে, গুজরাট ও মালবের সুবেদারদিগের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা শেষ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান ও মালব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লুঠ করিতে থাকেন।

নিজাম ও বাজীরাও।—এদিকে বাদসাহ হিন্দুস্থান-রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া নিজামকে দক্ষিণ হইতে আসিয়া উজিরী লইবার জন্য আগ্রহের সহিত পত্র লিখিতে লাগিলেন। নিজামকে মালব ও গুজরাটের সুবাদারী দেওয়া হইল। সমস্ত করদরাজগণকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে বলা হইল। সাদত খাঁর উত্তরাধিকারী সফদর জঙ্গ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। নিজাম ভূপালের নিকট ছাউনি করিলেন। বাজীরাও ৮০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ছাউনি অবরোধ করিলেন। নিজাম না উত্তর দিকে আসিতে পারেন, না দক্ষিণ দিকে যাইতে পারেন। সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল যে একা বাজীরাও মোগল সাম্রাজ্যের সমবেত সৈন্যমণ্ডলীকে, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সমস্ত ওমরাহদিগকে, মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছেন। ক্রমে রসদ বন্ধ হইল, ঘোড়া উট লুঠ হইতে লাগিল। বাজীরাও, সেনাপতি ও রঘুজীকে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য বারংবার খবর দিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কেহই আসিল না। রাজা সাহু নিজহস্তে পত্র লিখিতে লাগিলেন। তথাপি তাহারা আসিল না। নিজামের সাহায্যের জন্য দক্ষিণে সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল। বাজীরাওএর ভ্রাতা রাজার সমস্ত রক্ষীসৈন্য লইয়া তাপ্তীতটে দক্ষিণী সৈন্যদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন।

শেষে নিজাম আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন। কেবলমাত্র কামানে তাঁহার সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিল। কামানের গোলা যতদূর যায়, তাহার বাহিরে থাকিয়া বাজীরাও তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজাম বাজীরাওকে মালবের সুবাদারী এবং নর্ম্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের রাজত্ব ও দিল্লীর রাজকোষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

বাজীরাওয়ের সহিত রঘুজীর চুক্তি ও বাজীর মৃত্যু।—ইহার পর যখন নাদির সাহ দিল্লী অধিকার করিয়া নগর লুঠ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে বাজীরাও এবং তাহার ভ্রাতা চিম্নাজী আপ্পা পোর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে সালসেট ও বাসীন নামে দুইটি দ্বীপ দখল করিয়া লন। নিজাম চুক্তিমত মালব প্রভৃতি দেশের শাসনভার ছাড়িয়া দিলে, বাজীরাও তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রঘুজী ভোঁসলাকে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিতে সঙ্কল্প করেন। রঘুজী এই সময়ে বিনা অনুমতিতে এলাহাবাদ আক্রমণ করিয়া সেখানকার সুবাদারের প্রাণবধ করেন। ইহাতে বাজীরাও তাহার প্রতি আরও বিরক্ত হন। কিন্তু রঘুজী বিবাদ না করিয়া বাজীরাওয়ের সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করেন, যে, রঘুজী কর্ণাট আক্রমণ ও লুঠ করিবেন; বাজীরাও দাক্ষিণাত্য অধিকার করিবেন। কিন্তু এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বাজীরাও মারা গেলেন (১৭৪০)।

তাঁহার চরিত্র।—তাঁহার মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বড়ই ক্ষতি হইয়াছিল। ঘরে ও বাহিরে বহু শত্রু থাকিলেও কেহই বাজীরাওয়ের কোনও কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই। রাজাও সকল সময়ে তাঁহার অনুকূল থাকিতেন না। তাঁহাকে অনেক কাজ নিজের

ব্যয়ে করিতে হইত। এই জন্য শেষ অবস্থায় তাঁহার বিস্তর দেনা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সেনাসামন্তের মধ্যে অনেকেই খুব বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখনও অনেকের বংশ বর্ত্তমান আছে।



চতুর্থ অধ্যায়।

বালাজী বাজীরাও।

রঘুজীর সহিত বিবাদ।—বাজীরাও অকালে মারা যাওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু রঘুজী কর্ণাটে লুণ্ঠন বিষয়ে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন এবং এখন যাহাতে বালাজী বাজীরাও পেশোয়া না হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না। বালাজী বাজীরাও বাজীরাওয়ের উপযুক্ত সন্তান। অল্প বয়স হইতে তিনি রাজকার্য্যে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বালাজীরাও আপন দেওয়ান মদজীপন্থ পুরন্দরীর সাহায্যে পিতার দেনা শোধ করিয়া ১৭৪০ সালের আগষ্ট মাসে পেশোয়াপদ লাভ করিলেন। মহারাজা সাহু ১৭৪২ সালে তাঁহাকে সালসেট, বাসীন প্রভৃতি প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলেন এবং গুজরাট ভিন্ন নর্ম্মদা নদীর উত্তরে সমস্ত প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় রাজকর আদায়ের ভার দিলেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর মালবের সুবাদারী তাঁহারই প্রাপ্য, কিন্তু বাদসাহ তাহা আর একজনকে দিলেন। সমস্ত মালবই সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের অধীন ছিল, সুতরাং বাদসাহের প্রেরিত সুবাদার নামেমাত্র সুবাদার হইলেন।

ইতিমধ্যে রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত রামগড়ের মধ্য দিয়া বেহার আক্রমণ করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁকে পরাজিত করেন এবং মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের কুঠী লুঠ করিয়া আড়াই কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ ভয় পাইয়া বাদসাহের নিকট সাহায্য চাওয়ায়, বাদসাহ বালাজী বাজীরাওকে বাঙ্গালাদেশ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। বালাজী রঘুজীকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দেন। এই কার্য্যে মহাসন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ বালাজী বাজীরাওকে মালবের সুবাদারী প্রদান করেন। বালাজীও উহা সিন্ধিয়া, হোলকার ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণকে ভাগ করিয়া দেন।

রঘুজীর সহিত সন্ধি ও বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা।—এদিকে রঘুজী পরাজিত ও অবমানিত হইয়া সেতারায় আসিয়া উপস্থিত হন। দমজী গাইকোয়াড়ও সেতারায় উপস্থিত হন। প্রতিনিধিও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। বালাজী দেখিলেন, ইহারা তাঁহারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। অতএব তিনি রাজা সাহুকে মধ্যস্থ মানিয়া সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া লইলেন। পেশোয়া পূর্ব্বে নর্ম্মদার উত্তরে সমস্ত প্রদেশের রাজকর আদায়ের ভার পাইয়াছিলেন। এখন তিনি উহা হইতে অযোধ্যা, বিহার ও বাঙ্গালা দেশে রাজকর আদায়ের ভার, রঘুজীকে ছাড়িয়া দিলেন। স্থির হইল দমজী যাহা লুঠ করিয়া পাইবেন, পেশোয়াকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। এইরূপে বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়া গেল; রঘুজী বাঙ্গালায় আপন আধিপত্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। দমজী গুজরাটে মোগলদিগের অধিকৃত দেশসমূহে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজকর আদায় করিতে লাগিলেন এবং পেশোয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করার দিকে মন দিলেন। রঘুজী ৫।৭ বৎসর বাঙ্গালা লুঠ করিলেন।

এই লুঠপাট বর্গীর-হাঙ্গামা নামে বিখ্যাত। আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৫২ খৃঃ অব্দে চৌথের পরিবর্ত্তে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যার কর্ত্তৃত্ব দিয়া বঙ্গদেশ রক্ষা করেন।

মহারাষ্ট্রের আটজন প্রধান।—এই সময়ে ১৭৪৮ সালে রাজা সাহুর মৃত্যু হয়। তারাবাই রাজারামের পৌত্র দ্বিতীয় শিবাজীর পুত্র রামকে লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন। সাহুর মৃত্যুর পর রাম মহারাষ্ট্র দেশের রাজা হইলেন। পেশোয়া তাঁহার রাজোচিত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজে পুনায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে পুনাই প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী হইল। বালাজী আটজন প্রধান নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জায়গীর কমাইয়া দিলেন। তাঁহারা নামে মাত্র প্রধান হইয়া সেতারায় বাস করিতে লাগিলেন। রঘুজী, দমজী, হোলকার, সিন্ধিয়া ও অন্যান্য সর্দ্দারের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহাই ঠিক থাকিল। রাজা রাম পেশোয়ার সকল কাজই মানিয়া লইবেন বলিয়া রাজী হইলে, বালাজী তাঁহাকে সেতারা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিবেন স্বীকার করিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার কথা রাখেন নাই।

আমেদাবাদ অধিকার।—তারাবাই কিন্তু এ সকল বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে সেতারার দুর্গে আটকাইয়া রাখিয়া আপনাকে মহারাষ্ট্রের কর্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং দমজীকে তাঁহার সাহায্য করিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দমজী সেতারায় উপস্থিত হইলে পেশোয়ার পক্ষের সমস্ত লোক একত্র হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল। প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে দমজী হারিয়া গেলেন ও বন্দী হইলেন। ৩।৪ বৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া দমজী পেশোয়াকে গুজরাটের বক্রী রাজস্বের দরুন ১৫ লক্ষ টাকা দিতে

রাজী হইলেন। দুইজনে এই বন্দোবস্ত হইল, যে, গুজরাটে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যাহা অধিকার আছে, বা যাহা পরে তাহাদিগের অধিকৃত হইবে দমজী তাহার অর্দ্ধেক পাইবেন এবং পেশোয়া অর্দ্ধেক পাইবেন। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে দমজী মুক্তিলাভ করিয়া গুজরাটে উপস্থিত হইলেন; এদিকে পেশোয়ার ভ্রাতা ও সেনানী রঘুনাথ রাও সসৈন্যে সেখানে গেলেন। তখন উভয়ে মিলিয়া গুজরাটের মোগলাধিকৃত অংশগুলি দখল করিতে লাগিলেন। গুজরাটের মোগল রাজধানী আমেদাবাদ তাঁহাদের হস্তগত হইল।

মোজাফর ও সালাবৎজঙ্গ।—১৭৪৮ খৃঃ অব্দে নিজাম উল মুলুকের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজীউদ্দিন তখন দিল্লীতে আমীর-উল-উমারা বা প্রধান সেনাপতি। সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসীরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী গ্রহণ করেন। তখন কর্ণাটে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় নাসীর নিজেই সেখানে যান। আম্বরের যুদ্ধে জয়লাভ করায় সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেলেও একজন বিদ্রোহী পাঠান নবাব গুলি করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন। তাঁহার ভাগিনেয় মোজাফরও কয়েকমাস রাজত্ব করিয়া গুপ্তঘাতকের হাতে মারা যান (১৭৫১)। মোজাফরের মৃত্যুতে নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইলেন। এই সময়ে কর্ণাটে যত কিছু গোলযোগ ঘটে ইংরাজ ও ফরাসীগণ তাহাতে জড়িত থাকিতেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ইংরাজেরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে সকল বিষয়েই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

বুসী।

সলাবৎ জঙ্গের সুবাদারী পাওয়া লইয়া ডুপ্লে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য সলাবৎ বুসী নামক একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে একদল ফরাসী সৈন্য লইয়া

হায়দরাবাদে রাখিয়া দেন। এই সৈন্তের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উত্তর সরকার প্রদেশ ফরাসীদিগকে দেওয়া হয়। বুসীই সলাবৎ জঙ্গের বিপদের সময়ে প্রধান অবলম্বন হইয়াছিলেন।

নিজামের সহিত বিবাদ।—এদিকে বালাজীরাও গাজীউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্যের কতকটা দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সলাবৎ ও বুসীর পরামর্শমতে তারাবাইও কোলাপুররাজের সহিত সন্ধি করিয়া পুনার দিকে ছুটিলেন। বালাজী বাজীরাওয়েরখুড়তুত ভাই ও দেওয়ান, সদাশিবরাও, তাঁহাদিগের সহিত বারংবার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের রসদ লুঠ করিতে লাগিলেন। ওদিকে রঘুজীও সুযোগ পাইয়া গোয়াইলগড়, নারনালা ও মাণিকদুর্গ দখল করিয়া লইলেন। কাজেই সলাবৎ জঙ্গ পুনা ছাড়িয়া দিয়া আমেদনগরে ছাউনি করিলেন। গাজীউদ্দীন দিল্লী হইতে দক্ষিণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন পেশোয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অনেক দক্ষিণী সৈন্য তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। প্রায় ১৫০,০০০ সৈন্য আরঙ্গবাদে উপস্থিত হইল। সলাবৎ জঙ্গ দেখিলেন, গাজীউদ্দীনই যথার্থ উত্তরাধিকারী। দিল্লীর সনন্দও তাঁহারই নামে বাহির হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিয়া কার্য্য করাই ভাল। পেশোয়া এই সুযোগে বেরারের পশ্চিমে সমস্ত দেশ দখল করিয়া লইলেন। গাজীউদ্দীন সুবাদার হইবেন, প্রায় স্থির হইয়া আসিল, এমন সময় গাজীউদ্দীনের কুবুদ্ধি, তিনি বিমাতার বাটীতে নিমন্ত্রণে গেলেন। বিমাতা খাবারের সহিত বিষ মিশাইয়া দিলেন। তাহা খাইয়া গাজী প্রাণ হারাইলেন। সলাবতের রাজ্য দৃঢ়তর হইল। পেশোয়া গাজীউদ্দীনের দেওয়া জায়গাগুলির সুবন্দোবস্ত করিয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন (১৭৫২)।

নিজামের সহিত সন্ধি।—এই ব্যাপারের পর নিজামের

রাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। মোগলেরা ফরাসীদিগকে তাড়াইবার নানারূপ চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। পরে ১৭৫৯ সালে ফরাসীরাই বুসীকে নিজামের দরবার হইতে উঠাইয়া পণ্ডীচেরী বা পটুঞ্চেরী লইয়া যায়। তখন সলাবৎ জঙ্গ আপন ভ্রাতা নিজাম আলিকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে থাকেন। ১৭৬০খৃঃ অব্দে অনেক টাকা ঘুষ লইয়া নিজামের একজন কর্ম্মচারী আমেদনগরের দুর্গটি সদাশিব রাওয়ের হস্তে সমর্পণ করে। ইহাতে সলাবৎ জঙ্গের সহিত পেশোয়ার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বুসীর শিক্ষিত সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ গার্ডি সদাশিবের অধীনে সেনানী নিযুক্ত হইয়া কামানের গোলায় মোগল অশ্বারোহিগণকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন। সলাবৎ যুদ্ধের বিশেষ উদ্যোগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হয়। এই সন্ধিতে মহারাষ্ট্রীয়েরা দৌলতাবাদ, আসীরগড় ও বিজাপুর প্রদেশ পান ও তাঁহাদের রাজস্ব ৬২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়।

রঘুনাথ রাওয়ের ফিরিয়া আসা।—এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয়গণ রঘুনাথরাওএর অধীনে পঞ্জাব দখল করিয়া তথায় একজন সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন ও তাঁহারা ভারতের এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়েই আবার ঘরোয়া বিবাদে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বনাশ হয়। রঘুনাথ আটক হইতে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু নগদ টাকা বা লুঠের কিছুই আনিলেন না; ৮০ লক্ষ টাকা দেনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে সদাশিব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে রঘুনাথ বলিলেন, এবার না হয়, তুমিইহিন্দুস্থানে যাইও। বালাজী, রঘুনাথকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন ও সদাশিবকে সেনাপতি করিয়া আমেদসাহ আবদালীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন।

বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যু।—পাণিপথের যুদ্ধের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বালাজী বহু সৈন্য লইয়া সদাশিবের সাহায্যের জন্য নর্ম্মদা পার হইয়া উত্তর দিকে আসিতেছিলেন; এমন সময় পাণিপথের যুদ্ধের সংবাদ পঁহুছিল। পেশোয়ার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হইল। মহারাষ্ট্রদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। দুইলক্ষ লোক মারা গেল। পেশোয়া ধীরে ধীরে পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে জুন মাসে মনের ক্ষোভে, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। বালাজী বাজীরাওএর সময়েই পেশোয়াদিগের ও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময়। সদাশিব ও রঘুনাথ এই উন্নতির মূল।

—:০:—

পঞ্চম অধ্যায়।

মাধবরাও।

ঘরোয়া বিবাদ।—খৃঃ অঃ ১৭৬১ সেপ্টেম্বর মাসে বালাজী বাজীরাওএর পুত্র মাধবরাও পেশোয়া হইলেন তাঁহার বয়স তখন ১৭ বৎসর মাত্র। সুতরাং তাঁহার খুড়া রঘুনাথরাও তাঁহার অভিভাবক-হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই খুড়া-ভাইপোর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। নিজামআলি এই বিবাদে রঘুনাথরাওএর সহায় হইলেন। নাগপুররাজ জনজী ভোঁসলা উহার পৃষ্ঠপূরক হইলেন। মাধবরাও নাবালক হইলেও দেখিলেন, ঘরোয়া বিবাদে ভারতবর্ষের একমাত্র হিন্দুরাজ্য ছারখার যায়। দেখিয়া তিনি একদিন খুড়ার ছাউনিতে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার বন্দী হইলেন। খুড়া-ভাইপোয় বিবাদ মিটিয়া গেল।

হায়দরের সহিত যুদ্ধ।—এই সময়ে ইংরেজেরা নিজাম আলির সহিত মিলিত হওয়ায় উত্তর সরকার প্রদেশের অধিকার পাইয়াছিলেন এবং নিজামআলি ইংরেজদের সহায়তায় মহারাষ্ট্রীয়দের প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হায়দরআলি নিজামের সহিত মিলিত হইলে বিষম বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া মাধবরাও সর্ব্ব প্রথমে হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং ৩২,০০,০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময়ে রঘুনাথ হিন্দুস্থান জয় করিতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন। কিন্তু মল্লাররাও হোলকারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে হিন্দুস্থানজয়ের আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। তিনি দেশে ফিরিয়া ভাইপোর সহিত মহারাষ্ট্র রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার চেষ্টা করায় মাধবরাও তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুনায় লইয়া আসেন।

সাহ আলমকে আশ্রয় দান ও মাধব রাওয়ের মৃত্যু।—খুড়াকে বন্দী করিয়াই মাধবরাও নিজে রাজা হইলেন। এই ঘটনার পর তিনি আর তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে তিনি জনজীভোঁসলা ও হায়দরকে অনেক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপনার রাজ্যসীমা অনেক বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রধান সেনাপতি বিশ্বজীকৃষ্ণকে হিন্দুস্থানে পাঠান। বিশ্বজী সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত মিলিত হইয়া রাজপুতরাজগণের নিকট কর আদায় করেন। ভরত্পুরের জাঠ রাজাও কর দিতে বাধ্য হন। উঁহারা সমস্ত রোহিলখণ্ড লুঠ করিয়া, রোহিল্লারা পাণিপথের যুদ্ধে যে বিপক্ষতা করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লন ও পরে সম্রাট সাহ আলমকে ইংরেজদিগের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আসিতে অনুরোধ করেন। ১৭৭১ সালে মহারাষ্ট্রসৈন্য

পরিবেষ্টিত হইয়া সাহ্আলম দিল্লী প্রবেশ করেন ও তথায় তাঁহার অভিষেক হয়। বিশ্বজীকৃষ্ণ দিল্লীতে থাকিতেই রাজযক্ষ্মারোগে মাধবরাওএর প্রাণত্যাগ হয়। তাঁহার পত্নী রমাবাই সহমৃতা হন। মাধবরাওএর ভ্রাতা নারায়ণরাও বিশ্বজীকে দক্ষিণে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা দেন।

মাধবরাওয়ের চরিত্র।—মাধবরাওএর ন্যায় শাসন-কর্ত্তা মহারাষ্ট্রদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বিচক্ষণ ও সদ্বিবেচক ছিলেন। ঘরে তাঁহার খুড়া, বাহিরে নিজামআলি, হায়দর, জনজী ও গাইকোয়াড় তাঁহার শত্রু ছিলেন। কিন্তু তিনি আপন দক্ষতাবলে এই সমস্ত শত্রুকে দমনে রাখিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে সকল লোক বাঁছিয়া রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় উপযুক্ত লোক আর কখনও মহারাষ্ট্রদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন নাই। ইঁহাদের একজনের নাম রামশাস্ত্রী ও আর এক জনের নাম নানা ফাড়নবীস। মাধবরাওএর বয়স অল্প হইলেও সাহস অসীম ছিল। একবার মহাদেবজী সিন্ধিয়া তাঁহার কথা না শুনিয়া চারিটি দিন পুনায় ছিলেন। এই জন্য তিনি মহাদেবজীকে কাছে ডাকিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করেন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তাঁহার নিজের যেমন অকুতোভয় সাহস ছিল তেমনি তিনি কর্ম্মচারিগণের সাহস দেখিলেও অত্যন্ত প্রীত হইতেন। এক সময়ে তিনি কয়েক দিন জপ ও তপে ব্যস্ত থাকিয়া, রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইয়াছিলেন। ইহাতে রাম-শাস্ত্রী বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন, "কেন, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছি।" তাহাতে রামশাস্ত্রী কহিলেন, "তপঃ ও জপ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম বটে, কিন্তু রাজ্য করা ব্রাহ্মণের

কার্য্য নহে। আপনি অগ্রে মস্‌নদ পরিত্যাগ করুন, পরে ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিবেন।” এই তীব্র তিরস্কারে মাধবরাও অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন এবং আর কখনও ধ্যানধারণার জন্য রাজকার্য্যে অবহেলা করেন নাই। তৎকালে সকল প্রধান ব্যক্তিই দরিদ্র প্রজাগণের নিকট হইতে বেগার আদায় করিতেন, মাধবরাও এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেন। তাঁহার সময়ে রামশাস্ত্রীর তীব্রদৃষ্টিতে দেওয়ানী আদালতে ঘুষ লইবার প্রথা একেবারে উঠিয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাধবরাও নারায়ণ।

রামশাস্ত্রীর পদত্যাগ।—মাধবরাও মৃত্যুকালে তাঁহার খুড়াকে বিছানার কাছে আনাইয়া তাঁহার হাতে আপনার ছোট ভাই নারায়ণ রাওকে সমর্পণ করিয়া যাহাতে ঘরোয়া বিবাদে মহারাষ্ট্র রাজ্য উৎসন্ন না যায় তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই রঘুনাথ, নারায়ণ রাওকে মারিয়া ফেলিয়া, নিজে পেশোয়া হন। পাছে এই ব্যাপার লইয়া মহারাষ্ট্রদেশে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য রঘুনাথ নিজাম-আলির সহিত যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রামশাস্ত্রী এক দিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন “আপনি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন তুষানল ভিন্ন তাহার আর

প্রায়শ্চিত্ত নাই। আপনার বা আপনার বংশের উন্নতি হইবে না। আপনি যত দিন এ রাজ্যের কর্ত্তা থাকিবেন ততদিন আমি এ পাপ রাজধানীতে প্রবেশ করিব না, অথবা রাজকার্য্য গ্রহণ করিব না।”

রঘুনাথের পতন ও পুরন্দরের সন্ধি।—রামশাস্ত্রী পদত্যাগ করিয়া গেলেও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা রঘুনাথ রাওএর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু রঘুনাথ কোন প্রাচীন দক্ষ কর্ম্মচারীকে বিশ্বাস করিতেন না। যাহা হউক নিজাম আলির সহিত যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছিলেন। কিন্তু চতুর নিজাম তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আপন মোহরটি রঘুনাথের হাতে দিয়া বলিলেন, “আমার রাজ্যের যে কোন অংশ আপনি লইতে পারেন।” রঘুনাথ রাও মোহরটি ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, “আমি কিছুই লইব না।” নিজাম অতিশয় প্রীত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সুখরাম বাপু, নানা ফাড়নবীস (ফাড়—ফর্দ্দ, নবীস= কর্ম্মচারী; ফাড়নবীস মানে যিনি ফর্দ্দরাখেন) ও অন্যান্য প্রাচীন কর্ম্মচারীরা এক এক করিয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। মৃত পেশোয়া নারায়ণ রাওএর মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার সদ্যোজাত শিশুকে পেশোয়া করিয়া মন্ত্রিগণ তাঁহারই নামে মহারাষ্ট্ররাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই শিশুরই নাম মাধবরাও নারায়ণ। রঘুনাথরাও মন্ত্রীদিগের এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া হায়দরকে কর্ণাটদেশে মহারাষ্ট্রীয়দের অধিকৃত তিনটি প্রদেশ দান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। তাঁহার অত্যন্ত অর্থের অনটন হইয়াছিল; হায়দর তাঁহাকে কয়েক লক্ষ টাকা দিলেন ও বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা কর দিব বলিয়া স্বীকার করিলেন। রঘুনাথের দল ক্রমেই কমিতে লাগিল।

তিনি পুনার দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থের অনটন হওয়ায় তিনি পুনায় না গিয়া বুর্হানপুর প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রিবর্গের সেনা-পতি হরিপন্থ ফাড়্‌কে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

রঘুনাথ তখন বোম্বাইএর ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে সুরাটে তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি হয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনেক সৈন্য সামন্ত দিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে থাকেন। রঘুনাথ তাঁহাদের সাহায্যে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভও করেন। কিন্তু কলিকাতার সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথের সহিত যখন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সন্ধি করেন, তখন তাহারা জানিতেন না, যে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে প্রধান করিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজকে তাহার অধীন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া তাঁহারা বড়ই অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ নিজে পুনায় দূত পাঠাইয়া মন্ত্রিগণের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির নাম পুর-ন্দরের সন্ধি। ইহাতে স্থির হইল, ইংরেজেরা রঘুনাথকে কোন সাহায্য করিবেন না। কিন্তু রঘুনাথ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে গুজ-রাট অঞ্চলে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইংরেজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম যুদ্ধের অবসান হয়।

মোরাবা ও নানা ফাড়্‌নবীস।—পুরন্দরের সন্ধির পর পুনাতে দুইটি দল হইয়াছিল। নানা ও তাঁহার খুড়া মোরাবা দুইজন দুই দলের নেতা ছিলেন। নানার প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, দেখিয়া মোরাবা রঘুনাথরাওকে পেশোয়া করিতে মনস্থ করেন। হোলকার তাঁহাদের সহায় হন। মোরাবা বোম্বাই গবর্ণ-মেণ্টকে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য চিঠি লেখেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মোরাবাকে সাহায্য।—এই সময়ে নানা ফাড়নবীস ফরাসীদিগের এক জন দূতকে পুনায় স্থান দেওয়ায় কলিকাতার সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে মোরাবার পক্ষ সমর্থন করিতে অনুমতি করেন এবং ফরাসীদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য বাঙ্গালা হইতে একদল সৈন্য পাঠান। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াই বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথরাওএর সহিত এই বন্দোবস্ত হইল, যে যুদ্ধে জয়ী হইলে তিনি নাবালক পেশোয়ার অভিভাবক হইবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা তাঁহার পিতৃব্য ও সেই দলের প্রধান প্রধান লোককে বন্দী করেন। সুতরাং ইংরেজেরা মোরাবার নিকট হইতে কোন সাহায্যই পান নাই। ইংরেজেরা পশ্চিম ঘাট পার হইয়া গেলেন, নানা চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ১৭৭৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য তুলিগ্রাম নামক স্থানে উপস্থিত হইল। তুলিগ্রাম পুনা হইতে ১৮ মাইল। নানা ফাড়নবীস ঐ নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি এখন ভয় দেখাইতে লাগিলেন; ইংরেজেরা অগ্রসর হইলে, এই ২৮ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম আছে সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিবেন। এমন কি পুনানগরও দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং ইংরেজেরা তুলিগ্রাম হইতে বোম্বাইর দিকে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদের পিছু লইল। ইংরেজসৈন্য বরগ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর বোম্বাইয়ের দিকে যাওয়া অসম্ভব। তখন তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বরগ্রামে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা সুবিধাজনক নয় দেখিয়া সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট সে সন্ধি বাতিল করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে বোম্বাই অঞ্চলে সৈন্য পাঠান। পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল; মধ্যভারতে ইংরেজেরা

গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। গুজরাটে আমেদাবাদ দুর্গ অধিকৃত হইল। গুজরাট ও কোঙ্কনের অনেক স্থান ইংরেজেরা দখল করিলেন। বেসীনের দুর্গ, অনেককাল অবরোধের পর, ইংরেজের হাতে গিয়া পড়িল। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজেরা শুনিতে পাইলেন, যে গাইকোয়াড় ভিন্ন আর সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা, নিজাম ও হায়দরআলির সহিত যোগ দিয়া, ইংরেজদিগকে সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহাদের কথা শুনিল না। এদিকে কাপ্তেন গডার্ড ক্রমে কোঙ্কন প্রদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোলাপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করে ও তাঁহাদের উট ঘোড়া ইত্যাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ফিরিবার সময় মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বোম্বাই অঞ্চলে যেরূপ যুদ্ধ হইতেছিল, তাহাতে সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা দেখিলেন, সিন্ধিয়া নানা ফাড়নবীসের প্রধান সহায়। এজন্য তাঁহারা হিন্দুস্থান হইতে সৈন্য পাঠাইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং অতর্কিতভাবে তাঁহার ছাউনিতে পড়িয়া অনেক সৈন্যের প্রাণবধ করিলেন। সিন্ধিয়া ভয় পাইয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৮১ অক্টোবর মাস)। তিনিই মধ্যবর্ত্তী হইয়া ১৭৮২ সালের মে মাসে সালবাই নামক স্থানে পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিয়া দিলেন। পুরন্দরের সন্ধির পর ইংরেজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের যত স্থান দখল করিয়াছিলেন, সব ফিরাইয়া দিলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরেজদিগের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শেষ হয়। সালবাইয়ের সন্ধির পর রঘুনাথরাও মাসিক ২৫০০০ হাজার

টাকা বৃত্তি লইয়া গোদাবরীতীরে কোপরগ্রামে বাস করেন। তথায় এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সিন্ধিয়ার দিল্লী অধিকার।—নারায়ণরাও পেশোয়া ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে বিশ্বজীকৃষ্ণকে দিল্লী হইতে পুনায় ফিরাইয়া আনিলে হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভাব লোপ হইয়াছিল। তথায় অযোধ্যার নবাব, রোহিল্লাগণ ও অন্যান্য মুসলমানেরা ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছিল। সম্রাট্ সাহআলম, যতদিন তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি নজীবখাঁ জীবিত ছিল, ততদিন সমস্ত আগরা ও দিল্লী আপন অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৮২ খৃঃ অঃ নজীবখাঁর মৃত্যুর পর সিন্ধিয়া অনায়াসে দিল্লী অধিকার করিয়া লইলেন। সম্রাট তাঁহার কথা মত পেশোয়াকে উকীল-ই-মুতালক এই উপাধি দিলেন। সিন্ধিয়া পেশোয়ার নায়েব হইয়া দিল্লীতে রহিলেন দিল্লীশ্বর তাঁহাকে নিজের সেনাপতি করিলেন এবং দিল্লী ও আগরার ভার তাঁহার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন।

টিপুর সহিত যুদ্ধ।—১৭৯০ খৃঃ অঃ টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কোর আক্রমণ করায় এবং নানাপ্রকারে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইংরেজগণ নিজাম ও পেশোয়ার সহিত মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সেনাপতি পরশুরামভাও ও হরিপন্থ ফাড়কে ইংরেজদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে টিপু সুলতান সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য ফিরাইয়া দেন এবং অপরার্দ্ধ নিজামও পেশোয়ার সহিত ভাগ করিয়া লন। এই যুদ্ধের পর নানা ফাড়নবীসের প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে।

নানা ও সিন্ধিয়ার বিবাদ।—এই প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্যই সিন্ধিয়া হিন্দুস্থান হইতে পুনা নগরে উপস্থিত হন। তিনি

প্রকাশ করিয়া দেন, যে দিল্লীর বাদসাহ পেশোয়াকে যে উকীল-ই-মুতালক উপাধি ও খেলাত দিয়াছেন, তাহাই পেশোয়াকে দিবার জন্য তিনি আসিতেছেন। মহাসমাদরে মহাসমারোহে প্রকাণ্ড দরবার করিয়া পেশোয়া দিল্লীশ্বরের দত্ত এই সকল সম্মান গ্রহণ করিলেন। সিন্ধিয়া প্রতিপদেই নাবালক পেশোয়ার তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকও বালক পেশোয়া নানা ফাড়নবীসের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নানা তাঁহাকে আমোদ আহ্লাদ করিতে দিতেন না। কেবল রাজকার্য্য শিখিবার জন্য ব্যস্ত রাখিতেন। সিন্ধিয়া পেশোয়াকে লইয়া শিকার খেলিতে যাইতেন ও তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সিন্ধিয়া ক্রমেই পুনায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। নানাফাড়নবীস পেশোয়াকে সিন্ধিয়ার সহিত মিলিতে বারণ করিলেন। কিন্তু নানাকে বেশীদিন এ কষ্ট পাইতে হইল না। ১৭৯৪ খৃঃ অঃ মহাদেবজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার ভাইপো দৌলতরাও সিন্ধিয়া খুড়ার সমস্ত সম্পত্তির অধিপতি হইলেন।

করদালার যুদ্ধ।—মহাদেবজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুতে নানাফাড়নবীসের আর প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। তখন তিনি মনে করিলেন, এই সুযোগে নিজামের নিকট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখীর বাকী টাকা আদায় করিয়া লওয়া যাউক। নিজামের নিকট মহারাষ্ট্রীয়দের অনেক টাকা পাওনা ছিল। নানা দেখিলেন, সিন্ধিয়ার সৈন্য এই সময় পুনায় উপস্থিত। বাহিরে কাহারও সহিত যুদ্ধাদি নাই। নাগপুরের রাজা পুনায় আসিতেছেন। গাইকোয়াড়েরও সৈন্য পুনায় উপস্থিত আছে। নানা এমন সুযোগ ছাড়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া নিজামআলিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দাবী শোধ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন।

নানার দূত হায়দরাবাদে উপস্থিত হইলে, নিজামের উজীর বলিলেন "নানাকে নিজে আসিতে বল।" দূত কহিলেন "নানা বড় ব্যস্ত, এখন আসিতে পারিবেন না।" উজীর আবার বলিলেন, "আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া আসিব।" সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। নিজাম ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। তাঁহার সেনাপতিরা বলিয়া পাঠাইলেন "এবার পেশোয়াকে কৌপীন পরাইয়া বারাণসী পাঠাইয়া দিব।" করদালা নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তখন নিজামের বেগমেরা গোলাগুলির শব্দ শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নিজাম যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া করদালার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। নিজামের সৈন্যই তাঁহার শিবির লুঠ করিল মহারাষ্ট্রীয়েরা বিনা আয়াসেই জয় লাভ করিলেন। নিজাম উজীরকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তিন কোটী টাকা দিতে স্বীকার করিলেন এবং তাপ্তী হইতে পুরিন্দা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য উহাদিগকে ছড়িয়া দিলেন। এই ব্যাপারে নানা ফাঁড়নবীস মহারাষ্ট্র দেশে এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন।

মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যু।—তিনি পেশোয়াকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহা পেশোয়ার মনঃপূত হয় নাই। পেশোয়াকে অনেক সময়ে দরবারে থাকিতে হইত, নানার পক্ষের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। তিনি হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইতেন না। রঘুনাথরাওয়ের পুত্র বাজীরাও, পেশোয়ার একবয়সী ছিলেন। বাজীরাও দেখিতে সুপুরুষ, অতি ধীর ও নম্র প্রকৃতির লোক, যে কেহ তাঁহার নিকটে যাইত, সেই তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি ঘোড়া ছুটাইতে পটু ছিলেন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে

তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পেশোয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। কিন্তু নানা বলিতেন, আহম্মক রঘুনাথ রাওয়ের ঔরসে ও ক্রুর স্বভাবা আনন্দী বাইয়ের গর্ভে, যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাঁহা হইতেই মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্ব্বনাশ হইবে। বাজীরাও নানার একজন কর্ম্মচারীকে ঘুষ দিয়া পেশোয়ার সহিত পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন। নানা ঐ সকল পত্র ধরিয়া ফেলিলেন এবং মাধবরাওকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। দুঃখে ও ক্ষোভে মাধবরাও ১৭৯৫ খৃঃ অঃ ২৫শে অক্টোবর ছাদ হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই ব্যাপারে নানা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কারণ মাধবরাওএর পরই বাজীরাও পেশোয়াপদের উত্তরাধিকারী।

সপ্তম অধ্যায়।

বাজীরাও ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতন।

বাজীরাও যাহাতে পেশোয়া হইতে না পারেন, নানা ফাড়নবীস প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানার শত্রুরা বাজীরাওয়ের ভ্রাতাকে পেশোয়া করায় তিনি বাজীরাওয়ের সহিত মিলিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার অসীম প্রভাব ছিল সুতরাং বাজীরাওই পেশোয়া হইলেন।

ওয়েলেস্‌লির সন্ধি নীতি।—১৭৯৮ খৃঃ অঃ গবর্ণর-জেনারেল্ মারকুইস অব ওয়েলেস্‌লি নূতন রাজনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রভাব বাড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা যেমন বলিত চৌথ ও সরদেশমুখী দাও, আমরা আর তোমাদের রাজ্য লুঠ করিব না এবং আর কাহাকেও লুঠ করিতে দিব না, ইংরেজ তেমনি বলিতে লাগিলেন, তোমার রাজ্যরক্ষার সমস্ত ভার আমরা লইতেছি, আমাদের একদল সৈন্য তোমাদের রাজ্যে উপস্থিত থাকিবে ও একজন রেসিডেণ্ট তোমাদের দরবারে থাকিবে। সৈন্যের খরচা বাবদ হয় তোমরা টাকা দাও, না হয় রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দাও। তোমাদের সৈন্য সুশিক্ষিত করিতে হয় আমরা করিব। কোন ইউরোপীয় তোমাদের সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। করদালার যুদ্ধের পর নিজামআলি এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের স্বাধীনতা হারাইলেন। কিন্তু এইরূপে ইংরেজদিগের অধীনতা স্বীকার করাতেই তাঁহার বংশাবলী আজিও ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেছেন। নিজামের সহিত এইরূপ সন্ধি করিয়াই ইংরেজেরা পেশোয়াকে তাঁহাদের সহিত এইরূপ সন্ধি করিতে বলিলেন। কিন্তু পেশোয়া নানার পরামর্শমতে ইংরেজের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। ওদিকে ইংরেজেরা নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপু সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন; টিপু সুলতান নিহত হইলেন।

নানার মৃত্যু ও তাঁহার চরিত্র।—টিপুর রাজ্য এইরূপে ধ্বংস হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তলে তলে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৮০০ খৃঃ অঃ প্রথমেই নানা ফাড়নবীসের মৃত্যু হইল। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে বিরল। তিনি ঘোর বিপ্লবের সময়ও ৩০ বৎসর ধরিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত মহারাষ্ট্ররাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার লোক চিনিবার

ক্ষমতা অসীম ছিল। তিনি বাজীরাওকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল, বাজীরাও পেশোয়া হইলে মহারাষ্ট্ররাজ্য টিকিবে না। এই জন্য তিনি বাজীরাওয়ের পেশোয়া পদ প্রাপ্তির বিরোধী ছিলেন। মহাদেবজী সিন্ধিয়া প্রথম হইতেই তাঁহার পৃষ্ঠপূরক ছিলেন। উভয়ের বিলক্ষণ সদ্ভাবও ছিল। কিন্তু মহাদেবজী যখন হিন্দুস্থানে যাইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলেন, যখন মহারাষ্ট্রীয়যুদ্ধপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া ডি বয়েন ও পেরন প্রভৃতি ইউরোপীয় সেনাপতির অধীনে রেজিমেণ্ট প্রস্তত করিতে লাগিলেন, তখন সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার আর সদ্ভাব রহিল না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, ইংরেজের গুলি বন্দুক লইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে নিশ্চয়ই প্রমাদ ঘটিবে।

গৃহবিবাদ ও বেসিন সন্ধি।—নানা ফাড়নবীসের মৃত্যুর পর তাঁহার সঞ্চিত অর্থ লইয়া সিন্ধিয়া ও পেশোয়ার বিবাদ বাধিয়া উঠিল। এই বিবাদে সিন্ধিয়াই প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং পেশোয়া এক প্রকার তাঁহার বন্দী হইলেন। কিন্তু এই সময়েই হিন্দুস্থানে সিন্ধিয়ার এক প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। যশোবন্তরাও হোলকার প্রবল হইয়া সিন্ধিয়ার আশ্রিত কাশীরাও হোলকারকে দূর করিয়া দিলেন। তিনি সিন্ধিয়ার রাজ্য লুঠ করিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া আর পুনায় থাকিতে পারিলেন না। মালবের দিকে যাত্রা করিলেন যশোবন্তরাও তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার রাজধানী লুঠ করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন। সিন্ধিয়া ইন্দোর লুঠ করিয়া ইহার প্রতিশোধ দিলেন। সিন্ধিয়া মালবে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া হোলকার দাক্ষিণাত্যে গিয়া পুনার নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় সিন্ধিয়া ও হোলকার সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ

হইল এবং এই যুদ্ধে যশোবন্তরাও জয়ী হইলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার যখন যুদ্ধে ব্যস্ত তখন বাজীরাও যশোবন্ত রাওয়ের ভ্রাতা বিত্তজী হোলকারের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে হোলকার জয়ী হইয়া পাছে ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লন, এই ভাবিয়া বাজীরাও পলায়ন করিয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় বেসীন নগরে ইংরেজদিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবেন। ওদিকে হোলকার রঘুনাথরাওয়ের দত্তক পুত্র অমৃতরাওকে পেশোয়া করিয়া পুনা ও অন্যান্য স্থান লুঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা বাজীরাওয়ের সহিত পুনায় উপস্থিত হইলে, অমৃতরাও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা পেন্‌সন্ লইয়া কাশীবাস করিতে সম্মত হইলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত পুত্র না হওয়াতে রঘুনাথরাও অমৃতরাওকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজের সহিত যুদ্ধের আয়োজন।—বাজীরাও ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, বটে, কিন্তু গোপনে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, কি করিব, তোমরা কেহ নিকটে ছিলে না, হোলকার পুনা অধিকার করিয়া লইল; আমি অন্য উপায় না পাইয়া ইংরেজদিগের শরণাগত হইলাম। এখন তোমরা আমায় উদ্ধার কর। এইরূপ উত্তেজনায় সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা একত্র হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধের বিবরণ ও তাহার ফল পরবর্ত্তী খণ্ডে লিখিত হইবে।

হোলকারের অসম্ভব দাবী।—যুদ্ধের সময় সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা বারংবার আহ্বান করিলেও যশোবন্তরাও হোলকার তাঁহাদের সহিত যোগ দেন নাই। যশোবন্তরাও মহারাষ্ট্রীয় রীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিতেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে হোলকার কি

করিবেন অবগত হওয়া আবশ্যক হইল। লর্ড লেক বারংবার দূত পাঠাইতে লাগিলেন। হোলকার অসম্ভব দাবী করিতে লাগিলেন। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধেরও বিবরণ ও তাহার ফলের কথা পরবর্ত্তী খণ্ডে লিখিত হইবে।

পিণ্ডারীর উপদ্রব।—এই সময়ে পিণ্ডারীরা মধ্য ভারতবর্ষে অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। পিণ্ডারীরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের শিবিরে থাকিয়া লুঠপাট কার্য্যে তাহাদের সহায়তা করিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা যতই রেজিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে লাগিলেন ও লুঠ ব্যবসা ত্যাগ করিতে লাগিলেন, ইহাদের দৌরাত্ম্য ততই বাড়িতে লাগিল। ইহাদের জাতি-বিচার ছিল না। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই পিণ্ডারী হইত। বিগত যুদ্ধের পর সিন্ধিয়া হোলকার এবং মধ্য ভারতের সমস্ত রাজগণই পিণ্ডারীদিগের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উহারা দেশী রাজাদিগের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব দেখিয়া ক্রমে ইংরেজরাজ্য লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইংরেজেরা উহাদের দমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন (১৮১৭)।

বাজীরাওয়ের চক্রান্ত।—এদিকে বাজীরাও ইংরেজদিগের সহায়তায় পেশোয়া হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যসামন্ত অধিক রাখিতে হয় না। তখন তিনি বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিনিধির জায়গীর অধিকার করিয়া লইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় জায়গীরদারগণের মধ্যে অনেকেরই সর্ব্বনাশ করিলেন। যে সকল লোক তাঁহার বা তাঁহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন ও কিসে ইংরেজদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেন। নিজাম ও গাই-

কোয়াড়ের নিকট পেশোয়ার অনেক টাকা পাওনা ছিল। এক্ষণে সকলেই ইংরেজের আশ্রিত হওয়ায় ইংরেজেরা উহাদের সহিত হিসাব নিকাশ করিতে বলিলে বাজীরাও ছল করিয়া বিলম্ব করিতেন। এক সময়ে গাইকোয়াড়ের প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই সকল হিসাব চুকাইবার জন্য পুনায় যান। ইংরেজেরা গঙ্গাধর শাস্ত্রীর প্রাণের উপর কোন আঘাত হইবে না বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু গঙ্গাধর শাস্ত্রীর প্রাণ নষ্ট হয়। ইংরেজেরা ইহাতে বাজীরাওয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন যে, পেশোয়ার মন্ত্রী ত্র্যম্বকজী গঙ্গাধর শাস্ত্রীর খুনে লিপ্ত ছিলেন। পেশোয়া ত্র্যম্বকজীকে ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করেন। ত্র্যম্বকজী পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী হন এবং পেশোয়ার রাজ্যের সীমান্তে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। পেশোয়া গোপনে তাঁহাকে অর্থ দিতে থাকেন ও তাঁহার সহিত পত্র লেখালিখি করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি আপনার সৈন্যসংখ্যাও বাড়াইতেছিলেন। তাঁহার নূতন মন্ত্রী বাপু গোক্লা তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, যদি ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্যে করাই ভাল। আরও অনেকের সেই মত হওয়ায় বাজীরাও গোক্লার উপর যুদ্ধের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিলেন।

তাঁহার মর্ম্মপীড়া।—বাজীরাওয়ের ব্যবহারে ইংরেজেরা বিরক্ত ও ভীত হইয়া তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তাঁহার সহিত এই মর্ম্মে এক নূতন সন্ধি করিলেন, যে তিনি নিজের রাজ্যের বাহিরে দূত প্রেরণ করিতে পারিবেন না ও কাহারও দূতকে নিজের দরবারে রাখিতে পারিবেন না; অর্থাৎ এই অবধি তিনি আর যেন আপনাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া মনে না করেন। এই সন্ধিতে বাজীরাও অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং কিসে

আপনার পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পিণ্ডারী দমন।—এদিকে ইংরেজেরা পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে তিন দল সৈন্য আসিয়া পিণ্ডারীদিগকে তাড়াইয়া একত্র করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই পিণ্ডারীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। যাহারা বাকী ছিল তাহারা বাজীরাওয়ের দলে মিলিত হইল।

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ।—বাজীরাও মনে করিয়াছিলেন ধূর্ত্ততায় ইংরেজদিগকে পরাজিত করিবেন, কিন্তু বাপু গোক্লা প্রকৃত বীরের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। বাজীরাও, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলা, সকলকেই মহারাষ্ট্রাদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সকলেই পেশোয়ার নেতৃত্বে যুদ্ধ করিবেন, স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইংরেজেরা কৌশলে হঠাৎ সিন্ধিয়ার শিবিরের নিকটে সৈন্য পাঠানয় সিন্ধিয়া যোগ দিতে পারিলেন না। হোলকারের সভায় পাঠানেরাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা পিণ্ডারীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল এবং বাজীরাওয়ের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ইংরেজদিগের সহিত মাহিদপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়। সুতরাং হোলকাররাজের নিকটও বাজীরাও বিশেষ সাহায্য পান নাই। নাবালক নাগপুররাজের অভিভাবক আপ্পাসাহেবই পেশোয়ার প্রকৃত সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ও পেশোয়া প্রায় এক সময়েই আপন আপন রাজধানীতে ইংরেজের রেসিডেন্সি আক্রমণ করেন। ছয় সাত মাস যুদ্ধের পর নাগপুররাজ সন্ধি করেন এবং যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী আপ্পাসাহেব পলাইয়া যোধপুরের মহামন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজেরা

রাজ্যরক্ষার ভার লইয়া নাবালক রাজার নামে নিজেরাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

রাজ্য অধিকার ও বাজীরাওয়ের পেন্‌সন্‌।—গবর্ণর জেনারেলের আদেশ ছিল, যে বাজীরাওয়ের সহিত কোন সন্ধি করা না হয়। সুতরাং বাপু গোক্লা যুদ্ধে নিহত হইবার পর যখন বাজীরাওয়ের সৈন্যসমূহ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, তখন তিনি বারংবার চেষ্টা করিয়াও সন্ধি করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। ইংরেজেরা তাঁহার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহারা আট লক্ষ টাকা পেনসন্ দিয়া তাঁহাকে কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরনামক স্থানে বাস করিতে দিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণরূপে অধঃপতন হইল। কেবল ইংরেজেরা সেতারার রাজা প্রতাপশিবকে কয়েকটী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন। তাঁহারও স্বরাজ্যের বাহিরে কাহারও সহিত কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখিবার ক্ষমতা রহিল না। প্রতাপ-শিব তারাবাইয়ের পৌত্র রামরাজার দত্তক পুত্রের পুত্র। ১৮৪৮ খৃঃ অঃ সেতারারাজ নিঃসন্তান পরলোক গমন করায় ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৮৫৩ খৃঃ অঃ নাগপুররাজ নিঃসন্তান পরলোক গমন করায় সে রাজ্যও ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। গাইকোয়াড় বরাবরই বোম্বাইপ্রেসিডেন্সির ইংরেজগণের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন এবং বাজীরাওয়ের পূর্ব্বেই ইংরেজ-দিগকে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বজায় আছে। মাহিদপুরের যুদ্ধের পর হোলকারও ইংরেজদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দেন।

১৮১৮ খৃঃ অঃ বাজীরাওয়ের রাজ্য ধ্বংস হইলেও সিন্ধিয়া ইংরেজ-

দিগকে আপনার রাজ্যরক্ষার ভার দেন নাই। কিন্তু ১৮৪৩ খৃঃ অঃ তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহার পর তিনিও ইংরেজদিগকে রাজ্যরক্ষার ভার দিতে বাধ্য হন।

অষ্টম অধ্যায়।

শিখরাজ্য।

শিখ মিশল ও তাহাদের মিশলদার।—পঞ্চম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শিখদিগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সম্রাট বাহাদুরসাহের মৃত্যুর পর বন্দ বৈরাগী পুনরায় প্রবল হইয়া শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে দারুণ উৎপাত করে। কিন্তু শেষে ধরা পড়িয়া দিল্লীতে আসে। তথায় বন্দু ও তাহার শিষ্যদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার করা হয় ও নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া তাহাদের প্রাণবধ করা হয়। মুসলমানেরা এই সময়ে শিখদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। শিখেরা এক এক দল বাধিয়া পঞ্জাবের এক এক প্রদেশ লুঠ করিতে থাকে। এক একটি দলের নাম এক এক মিশল। শিখদিগের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী মিশল ছিল। মিশলের কর্ত্তারা প্রায়ই শিখধর্ম্মাবলম্বী জাঠ। মিশলধারিগণ পঞ্জাবের নানাস্থান লুঠ করিয়া নিজ নিজ দুর্গ মধ্যে আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। এক এক মিশলে ৫।৬।৭ জন করিয়া প্রধান যোদ্ধা থাকিতেন। তাঁহাদের অধীনে ১০।১২ হাজার শিখ সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত। মুসলমানদিগের সহিত ইহারা সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে

ব্যাপৃত থাকিত এবং সময়ে সময়ে আপনা-আপনিও যুদ্ধবিগ্রহ করিত। সুপ্রসিদ্ধ আদিনাবেগ এক মিশলের কতকগুলি শিখকে মুসলমান সৈন্য ভুক্ত করিয়া অপর মিশলের শিখদিগকে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এগারটি মিশলের মধ্যে ফুলকিয়া মিশল শতদ্রু নদীর পূর্ব্বদিকে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মহারাজা পাতিয়ালা এবং ঝিন্দ ও নাভার রাজগণ এই মিশলের অন্তর্গত। পাতিয়ালারাজ আলা সিংহ আমেদসাহ আবদালির নানা প্রকার উপকার করায়, আমেদসাহ তাঁহাকে রাজা উপাধি দেন ও নানাপ্রকারে তাঁহার সম্মান ও ক্ষমতা বাড়াইয়া দেন। কাপূরথালার মহারাজা আহলুওয়ালা মিশলের নেতা। রণজিৎসিংহের পিতামহ ছত্রসিংহ স্থকরচকিয়া মিশলের অধিপতি ছিলেন। অবশিষ্ট মিশলগুলি এক এক করিয়া মহারাজা রণজিৎ সিংহের হাতে ধ্বংস হয়। এজন্য তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল না।

গুরু হত্যার প্রতিশোধ।—পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমেদসাহ আবদালি স্বদেশে ফিরিয়া গেলে শিখেরা সমস্ত পঞ্জাব দখল করিয়া লয় এবং অনেক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের অধিকার দৃঢ় করে। শিখদিগের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া আমেদসাহ ১৭৬২ খৃঃ অঃ আপন প্রধান সেনাপতিকে পঞ্জাবে পাঠান। কিন্তু শিখেরা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করে। আমেদসাহ লাহোরে যে সুবাদার রাখিয়া গিয়াছিলেন, শিখেরা তাহাকে পরাস্ত করিয়া লাহোর দখল করিয়া লয়। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য আমেদসাহ আরও ২।৩ বার পঞ্জাবে আসেন। তিনি নিজে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে শিখেরা দুর্গের মধ্যে পলাইয়া যাইত এবং তিনি ফিরিয়া গেলে উহারা আবার সমস্ত পঞ্জাব দখল করিয়া লইত ও নানারূপ দৌরাত্ম্য

করিত। এই সকল যুদ্ধে মুসলমান ও শিখেরা যে সকল ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সর্হিন্দ নগরে আরঙ্গীবের অধিকার কালে দশম গুরু গোবিন্দের দুই পুত্রের প্রাণ বিনাশ হয়। এই জন্য ১৭৬৩ খৃঃ অঃ শিখেরা ঐ নগর অধিকার করিয়া সমস্ত মুসলমান অধিবাসীকে মারিয়া ফেলিয়া ঐ নগর ধ্বংস করে। আজিও যে শিখ সর্হিন্দ নগরের একখানি ইট লইয়া শতদ্রুজলে নিক্ষেপ করিতে পারে, সে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। ১৭৬৮ সালে আমেদসাহ শেষ বার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তখন মিশলগুলিই প্রকৃতপক্ষে পঞ্জাবে রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ১৭৬৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৯২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরের শিখদিগের ইতিহাস নানারূপ গোলযোগে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে স্থকরচকিয়া মিশলের অধিপতি ছত্রসিংহ ও তাঁহার পুত্র মহাসিংহ আপনাদিগের ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলেন। জম্বু শিখদিগের অধিকৃত হয়। পঞ্জাবে মুসলমানদিগের সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং একাদশ মিশলের অধিপতিগণ পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন।

রণজিৎ সিংহ।—১৭৯২ খৃঃ অঃ মহাসিংহের মৃত্যুর পর রণজিৎসিংহ স্থকরচকিয়া মিশলের অধিপতি হইয়া এক এক করিয়া শতদ্রু নদীর পশ্চিমপারের সমস্ত মিশলগুলি ধ্বংস করেন ও আফগানেরা পঞ্জাব আক্রমণ করিলে তাহাদের হস্ত হইতে পঞ্জাব রক্ষা করেন। তিনি লাহোর অধিকার করিয়া তথায় আপন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৮০১ খৃঃ অঃ তিনি মহারাজা উপাধি ধারণ করেন, এবং আপন নামে টাকা চালান। এইরূপে রণজিৎসিংহ প্রবল হইলে মুসলমানেরা বার বার তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু তিনি

সমস্ত বাধা ও বিঘ্ন কাটাইয়া কাশ্মীর, জম্বু, কাঙ্গড়া, পেশোয়ার, মূলতান, বন্নু, দেরাগাজী খাঁ, দেরাইস্‌মাইল খাঁ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। তখন শতদ্রুর পূর্ব্বপারবর্ত্তী শিখ রাজ্যগুলি দখল করিবার জন্য তাঁহার বাসনা হয়। সর্হিন্দ প্রদেশের শিখ অধিপতিগণ ইংরেজের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করেন (১৮০৯ খৃঃ অঃ)। এই জন্যই রণজিৎ ঐ রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। যদিও রণজিতের রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে; উহারা আজিও বর্ত্তমান আছে ও শিখদিগের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

নবম অধ্যায়।

নেপালে গোরখা রাজ্য।—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ ঢালুতে অনেকগুলি চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা দেশ আছে। তাহার মধ্যে নেপাল একটি। মুসলমানেরা কখনই এই সকল দেশ দখল করিবার চেষ্টা করে নাই। হিন্দুরা মগধ ও কোশল হইতে দুইবার নেপাল দখল করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা প্রধানতঃ এদেশে বাস করিত এবং ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কাটামুণ্ডু, ললিতপত্তন ও ভাতগাঁও রাজ্যই প্রধান। খৃষ্টীয় আঠার শতকের প্রথমভাগে গোরখা নামক শৈব ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ নেপালের সীমান্ত দেশে প্রবল হইয়া উঠে। উহাদের রাজা পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৬৮ খৃঃ অঃ কাটামুণ্ডু, ভাতগাঁও এবং ললিতপত্তন দখল করিয়া সমস্ত নেপাল আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লন এবং

কাটামুণ্ডু রাজধানী করেন। নেপালের রাজ্যগুলি চীনসাম্রাজ্যভুক্ত না হইলেও চীনের অধীন ছিল এবং মধ্যে মধ্যে চীন সম্রাটকে কিছু কিছু উপহার দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিত। নেপালে গোরখা রাজ্য স্থাপিত হইলে চীনেরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করে (১৭৯২)। কিন্তু গোরখারাজ রণ বাহাদুর সাহ পাঁচ বৎসর অন্তর চীনে উপঢৌকন সহ দূত পাঠাইতে স্বীকার করিয়া চীনযুদ্ধ হইতে পরিত্রাণ পান।

নেপালরাজ্য।—নেপালে নিষ্কণ্টক হইয়া গোরখারা কুমায়ুন, গড়োয়াল, শিরমোর প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি দখল করিয়া লয় এবং সর্ব্বশেষে কাঙ্গড়া রাজ্যে উপস্থিত হয়। কাঙ্গড়ার রাজা সংসারচাঁদ রণজিতের শরণাগত হইলে গোরখারা কাঙ্গড়া হইতে ফিরিয়া আসে। ইহার অল্পদিন পরেই ইংরেজদিগের সহিত নেপাল দরবারের যুদ্ধ হয়।

দশম অধ্যায়।

মোগল আমলে হিন্দুদিগের অবস্থা।—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুরা অনেক বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাহুবলে মোগলরাজ্য ধ্বংস হয় এবং শিখেরা পঞ্জাব প্রদেশ হইতে আফগানদিগকে তাড়াইয়া দেয়। দুইটিমাত্র মুসলমান-রাজ্য বর্ত্তমান থাকে; অযোধ্যা ও হায়দরাবাদ। ইংরেজদিগের আশ্রয় লইয়াই ইহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই দুই প্রদেশেও অনেক সময় হিন্দুরা অতি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত; এমন কি কাবুলেও ঠাকুরদাস নামে একজন হিন্দু আমেদসাহের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। ইংরেজাধিকৃত প্রদেশেও হিন্দুরাই ইংরেজদিগের প্রধান

সহায় ছিলেন। বাঙ্গালায় মহারাজা নবকৃষ্ণ ও কান্ত বাবু ইংরেজের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অতুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন ও অতুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই শতাব্দীতে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ইংরেজের অনুরোধে সমস্ত স্মৃতির সার সংগ্রহ করিয়া দিয়া যান। মহারাষ্ট্রদেশে রামশাস্ত্রীর নাম সকলেই অবগত আছেন। জয়পুররাজ জয়সিংহ গণিতশাস্ত্রে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। অপ্পয়দীক্ষিত সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার, ও গদাধর ভট্টাচার্য্য এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেশীয় ভাষারও যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অনেক দেশেই এই সময়ে উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ লিখিত হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়েও ভারতবর্ষীয়দিগের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রদেশে অনেক প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা ও বাণিজ্য।—মুসলমানেরা যদিও বাহুবলে পরাজিত এবং নিস্তেজ প্রায় হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে লেখাপড়ার বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। এই সময়ে অনেকগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস পারস্য-ভাষায় লিখিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের যে কিছু বাণিজ্য ছিল তাঁহা মুসলমানদিগের হস্তেই ছিল।

সপ্তম খণ্ড।

ভারতে ইংরেজ অধিকার।

প্রথম অধ্যায়।

ইংরেজ ও ওলন্দাজের আগমন।

ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের চেষ্টা।—এতদিন ইংলণ্ড উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব দিয়া ভারতবর্ষে আসিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ক্রমে তাহা অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। তখন ইংলণ্ডের নাবিক ড্রেক সাহেব দক্ষিণ পশ্চিম দিয়া সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। দেখা গেল এ পথেও বাণিজ্যের সুবিধা হয় না। তখন ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ মহারাণী এলিজাবেথ্ প্রকাশ করিলেন যে সমুদ্র কাহারও একার নহে। যে কেহ সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে পারে। অনেক বাণিজ্য জাহাজ তখন আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ।—১৫৯৯ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মহারাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের এক বণিকসম্প্রদায়কে এই মর্ম্মে সনন্দ প্রদান করেন যে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিবার অধিকারী হইবে। ইহার পর ঐ বণিক্ সম্প্রদায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। সনন্দপ্রাপ্তির পর হইতে উঁহারা ৩।৪ বার

বাণিজ্য জাহাজ পাঠাইয়া দেখেন, ভারতবর্ষের বাণিজ্যে কি পরিমাণ লাভ হইতে পারে। প্রতি বারেই দেখা যায় শতকরা ১০০ টাকারও অধিক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু পোর্ত্তুগীজেরা নানা উপায়ে তাঁহাদের বাণিজ্যে বাধা বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহারা দেশীয় রাজার সহিত মিলিত হইয়া উঁহাদিগকে বিক্রয় করিতে দেয় না, ক্রয় করিতেও দেয়



সার ফ্রান্সিস্ ড্রেক

না; সময়ে সময়ে কয়েদ করিবার চেষ্টাও করে। মহারাণী এলিজাবেথ্ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তিনি উঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষক হইতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর যিনি ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন কোম্পানীর বাণিজ্যে তাঁহার বড় উৎসাহ ছিল না। বরং তিনি আর এক কোম্পানীকে সনন্দ দিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম প্রথম বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ওলন্দাজ কোম্পানী।—ইংরেজ কোম্পানীর সনন্দ পাওয়ার দুই বৎসর পরে, হলাণ্ডের লোক এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে এবং প্রথম হইতেই তাহারা অদম্য উৎসাহে কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। তাহারা প্রথম উদ্যমেই জাবা, সুমাত্রা, বর্ণিও ও মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের একাধিপত্য করিয়া লয়। পূর্ব্বাঞ্চলে বাণ্টাম ও ব্যাটেভিয়া তাহাদের রাজধানী হইয়া উঠে। তাহারাও নানারূপে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত শত্রুতা করিতে থাকে; এমন কি ১৬২৩ সালে আম্বুয়ানা নামক স্থানে সামান্য কারণে অনেকগুলি ইংরেজের প্রাণবধ করে। ক্রমে পোর্ত্তুগীজদিগকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেখানকার মসলার বাণিজ্যও ওলন্দাজেরা একচেটিয়া করিয়া লয়। ভারতবর্ষেও তাহাদের প্রতিপত্তি কম ছিল না। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর তাহাদিগকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হইয়াই সাজেহান নূতন সনন্দ দিয়া তাহাদের পুরাণ অধিকার স্থায়ী করিয়া দেন। তাহারাও ক্রমে নাগাপটন, পোর্টোনবো, মাহী, কারিকল, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থান দখল করে এবং সুরাট, বরোচ, আগ্রা, দিল্লী, পাটনা, কাশিমবাজার, ঢাকা, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আপনাদিগের কুঠী নির্ম্মাণ করে ও অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে।



সার টমাস রো।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস।—ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম প্রথম অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেও তাঁহাদের



সুরাট।

উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহারা অধ্যবসায়ের সহিত বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের রাজা আর এক কোম্পানীকে সনন্দ দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। সে আপত্তি যদিও গ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু নূতন কোম্পানী এরূপ ভাবে কাজ করিতে লাগিল যে শীঘ্রই উহা ভাঙ্গিয়া গেল। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা সার্ টমাস রোকে দূত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ইনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট যাহাতে বাণিজ্যের সুবিধা হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যান। কোম্পানীর লোকও দুই তিন স্থানে জলযুদ্ধে পোর্ত্তুগীজদিগকে হারাইয়া দেয়। তাহাতে ইংরেজ কোম্পানীর প্রভাব বাড়িয়া উঠে।

সুরাটে কুঠী।—ইংরেজেরা সুরাটে কুঠী তৈয়ার করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিতে থাকেন।



মছলীপত্তম।

মছলীপত্তনে কুঠী।—সেই সময় ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে মছলিবন্দর প্রধান বাণিজ্যের স্থান ছিল। উহা গোলকুণ্ডার কুতবসাহী রাজাদিগের অধীন ছিল; তাঁহার একজন কর্ম্মচারী সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিত। ইংরেজেরা এই কর্ম্মচারীর অনুমতি লইয়া সেখানে

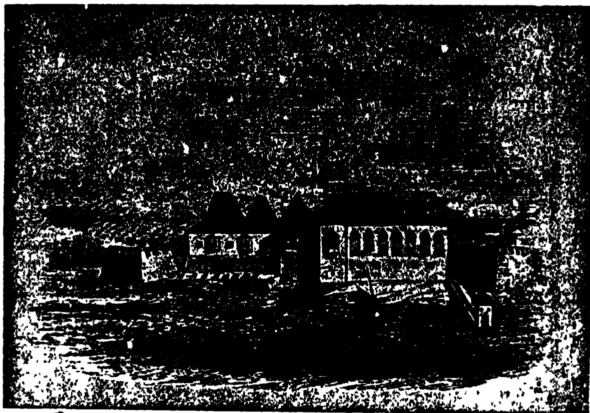
কুঠী তৈয়ার করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই পোর্ত্তুগীজদিগের কুমন্ত্রণায় তিনি ইংরেজদিগের কুঠী উঠাইয়া দিলেন। ইংরেজেরা আর্ম্মেগা নামক একটি স্থান দখল করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তখন ঐ কর্ম্মচারী আবার ইংরেজদিগকে মছলিবন্দরে বাণিজ্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ইংরেজেরা দিল্লীর সাম্রাজ্যেও অনেক নূতন অধিকার লাভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশেও তাঁহাদের বাণিজ্য বিস্তার হইতে লাগিল।

মান্দ্রাজের দুর্গ নির্ম্মাণ।—১৬৩৯ খৃঃ অঃ তাঁহারা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট মান্দ্রাজ নগরটি কিনিয়া লইয়া সেখানে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে তাঁহাদের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়।

এতদিন তাঁহারা দেশীয় রাজাদিগের অধীনে বাণিজ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের জমাজমি কিছুই ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিলে তাঁহাদের দাড়াইবার স্থান ছিল না। এখন তাঁহাদের নিজের একটি দুর্গ হইল। ক্রমে পোর্ত্তুগীজেরা তাঁহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই সময়ে আবার ইংলণ্ডের সাধারণ লোকে তাহাদের রাজা প্রথম চার্লসের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। রাজায় প্রজায় অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর রাজা পরাজিত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন পার্লিয়ামেণ্টই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠে; কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার ক্রমওয়েল নামক একজন বীর "প্রোটেক্টর" উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। নানা কারণে ওলন্দাজদিগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় ইংলণ্ড ও হলাণ্ডে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

এই যুদ্ধে ক্রমওয়েল সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন এবং আম্বয়নায়

ইংরেজ হত্যা করিয়াছিল বলিয়া ওলন্দাজের নিকট বিস্তর টাকা আদায় করিয়া লন। এই অবধি ইংরেজ ও ওলন্দাজে সন্ধি হয় এবং ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বাঞ্চলে উঁহারা পরস্পর বন্ধুভাবে বাণিজ্য করিতে থাকেন।



ইংরেজদিগের বোম্বাই দুর্গ, ১৬৬৯ খৃঃ অঃ।

বোম্বাই প্রাপ্তি।—১৬৬০ খৃঃ অঃ প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডে পৈতৃক রাজ্য ফিরিয়া পান এবং তাহার অল্পদিন পরেই পোর্তুগালের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাই দ্বীপ এই বিবাহের যৌতুক পান। কিন্তু উহা দখল করিতে আসিলে পোর্তুগীজদের সহিত ইংরেজের মতের অনৈক্য হয়। ইংরেজেরা যৌতুকের বলে যতটা জায়গা চাহেন পোর্তুগীজেরা বলে,



বোম্বাই টাকা, ১৬৭৮।

ততটা জায়গা যৌতুক দেওয়া হয় নাই। এইরূপে বোম্বাইদ্বীপ দখল করিতে অনেক সময় লাগে ও অনেক ব্যয় হয়। তখন ইংলণ্ডের রাজা ঐ দ্বীপ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করেন। কোম্পানী তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রথম প্রথম উহাকে সুরাটের কুঠীর অধীন রাখেন, পরে সুরাটের কুঠী বোম্বাইয়ের অধীন হইয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফরাসীদিগের আগমন।

ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।—১৬৬৪ খৃঃ অঃ দুইটি ঘটনা উপস্থিত হয়, একটী ভারতবর্ষে ও একটি ইউরোপে; দুইয়েরই সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ সংস্রব আছে। ভারত-বর্ষীয় ঘটনাটি এই যে, এ বৎসর শিবাজী সুরাট আক্রমণ ও লুঠ করেন। কিন্তু লুঠের সময় ইংরেজেরা ও ওলন্দাজেরা এরূপ সতর্কতা, ধীরতা ও বীরত্বের সহিত আপনাদের কুঠীগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন, যে তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা বরাবর তাঁহাদিগকে ভয় করিত এবং বাদসাহ উহাতে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি তাহাদের এক বৎসরের বাণিজ্য শুল্ক রেহাই দিয়াছিলেন। ইউরোপের ঘটনাটী এই যে, ঐ বৎসর ফ্রান্সদেশে এক বণিক্ সম্প্রদায় ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালায় ফরাসডাঙ্গা, করমণ্ডল উপকূলে পণ্ডীচেরী ও মালাবার উপকূলে মাহী ও কারিকাল দখল করিয়া আপনাদের বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে।

বরাবরই মোগল সুবাদারেরা নানা কারণে ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের নিকট নানারূপ অবৈধ উপায়ে টাকা আদায় করিতেন। এই জন্য উহাদিগকে বারংবার বাদসাহের নিকট সনন্দ প্রার্থনা করিতে হইত। বাদসাহ একই মর্ম্মে অনেক বার সনন্দ দিতে বাধ্য হইতেন। ক্রমে সুবাদার ও ফৌজদারদিগের অত্যাচার এতই বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে ইংরেজেরা আর সে অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না।

ইংরেজ ও মোগলে যুদ্ধ।—১৬৮৭ খৃঃ অব্দে তাঁহারা হুগলি নগরের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া উহার কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া দেন এবং বোম্বাই অঞ্চলে মুসলমান তীর্থযাত্রীদের জাহাজ লুঠ করেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট ইংরেজদিগকে মোগল সাম্রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার আজ্ঞা করেন এবং সর্ব্বত্র ইংরেজদিগের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অল্পকাল পরে সম্রাট এই আদেশ প্রত্যাহার করেন।

কলিকাতা ক্রয় ও তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ।—হুগলীতে অনেক অসুবিধা হয় দেখিয়া ইংরেজেরা ১৬৯২ সালে হুগলীর বার ক্রোশ দক্ষিণে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম ক্রয় করেন ও তথায় আপনাদের কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বাঙ্গালার সুবাদার যদিও গ্রামক্রয়ের অনুমতি দিয়াছিলেন, তথাপি কিছুতেই দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন নাই। কিন্তু ছয় বৎসর পরে এমন একটা ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল যে; ইংরেজেরা আপনারাই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন। শোভাসিংহ নামে বাঙ্গালার এক জমিদার উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিয়া লইল এবং হুগলীর অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিল।

তখন ইংরেজ ও ওলন্দাজ উভয়েই সুবাদারের নিকট প্রার্থনা করিল যে, আপনি আমাদিগের প্রাণ ও ধন রক্ষার উপায় বিধান করুন। সুবাদার বলিলেন, যে তোমরা যেরূপে পার আত্মরক্ষা কর। তখন উভয়েই আপন আপন অধিকারে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন। ইংরেজেরা কলিকাতায় যে দুর্গটি নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইংরেজ ও ফরাসী।

ইংরেজ ও ফরাসী।—এইরূপে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হস্তগত করিয়া ইংরেজেরা এই তিনটি স্থানে আপনাদিগের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া প্রত্যেক নগরে এক একজন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন। এইজন্য এই তিনটি স্থানকে অদ্যাপি প্রেসিডেন্সি বলা হয়। প্রেসিডেণ্টরা ইংরেজী আইন অনুসারে ইংরেজদিগকে ও দেশীয় আইন অনুসারে দেশীয়দিগকে শাসন করিতেন এবং সেই সেই প্রদেশে অবস্থিত সমস্ত কুঠীগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন।

মহারাষ্ট্র খাত।—১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ আক্রমণ করিলে কলিকাতার অধিবাসিগণ কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্বসীমায় একটি খাত খনন করান। উহা মহারাষ্ট্র খাত নামে বহুদিন প্রসিদ্ধ ছিল।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজেরা নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ অব্দে ফরাসীদিগের সহিত ইউরোপে ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয় এবং ফরাসীরা লাবোর্ডনে নামক একজন নৌসেনাপতির অধীনে কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ পণ্ডীচেরীতে প্রেরণ করেন।



লাবোর্ডনে।

ফরাসী যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয়।—ইহাদের সহিত জলে ও স্থলে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরেজেরা পরাজিত হন। তাঁহাদের প্রধান নগর মান্দ্রাজ ফরাসীদিগের হস্তগত হয়। কর্ণাটের নবাব ইংরেজের পক্ষ হইয়া সালিশী করিতে আসিলে ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে তাঁহাকে পরাজিত করেন ও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাতে তিনি ইংরেজদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু

এই সময়ে মেজর লরেন্স এবং ইংরেজ রণতরীসকল উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজেরা পণ্ডীচেরী অবরোধ করেন; ১৭৪৮ অব্দে ইউরোপে উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ায়, ভারতবর্ষেও উহাদের সন্ধি হয় এবং ইংরেজেরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পান।



ডুপ্লে।

ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা।— এই যুদ্ধে ডুপ্লে দেখিয়াছিলেন অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্যে বহু-সংখ্যক দেশীয় সৈন্য জয় করিতে পারে, সুতরাং তিনি দেশীয় রাজাদিগের পরস্পর বিবাদ বিসংবাদে যোগ দিয়া দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদিগের আধিপত্য স্থাপন করিবেন বাঞ্ছা করিয়াছিলেন এবং

অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। ১৭৪৮ খৃঃ অঃ নিজাম উল মুলকের মৃত্যু হইল তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নসীরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যে সুবাদার হন। কিন্তু নিজামের দৌহিত্র মোজাফরজঙ্গ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নিজে সুবাদার হইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে আর্কটের নবাবী পদ লইয়া আনোয়ারুদ্দিনের সহিত পূর্ব্ব নবাবের জামাতা



প্রথম নিজাম।

চাঁদ সাহেবের বিবাদ হয়। ইংরেজেরা নসীরজঙ্গ ও আনোয়ারুদ্দিনের, ও ফরাসীরা মোজাফরজঙ্গ ও চাঁদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। প্রথম যুদ্ধেই আনোয়ারুদ্দিনের মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র মহম্মদআলি ইংরেজদিগের শরণাগত হন।

দক্ষিণে ফরাসীদের প্রভাব বৃদ্ধি।—কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর মোজাফরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী ও চাঁদ সাহেব আর্কটের নবাবী প্রাপ্ত হন। ইহাতে ফরাসীদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। ডুপ্লে কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই সময়ে হঠাৎ গুপ্তঘাতকের হস্তে মোজাফরজঙ্গের মৃত্যু



কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলি

হওয়ায় ফরাসী সেনাপতি বুসী তৎক্ষণাৎ নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবত-জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করিয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রাধান্য বজায় রাখেন।

ক্লাইব সাহেব।—এদিকে মহম্মদ আলি পৈতৃক নবাবী হইতে বঞ্চিত হইয়া ত্রিচিনপল্লীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চাঁদ সাহেব সমস্ত কর্ণাট অধিকার করিয়া ঐ দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে ক্লাইব নামে কোম্পানীর একজন কেরাণী, কেরাণীগিরি ত্যাগ করিয়া সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্টকে পরামর্শ দিলেন যে, মহম্মদ আলির সাহায্য করিতে হইলে ত্রিচিনপল্লীতে না গিয়া চাঁদ সাহেবের রাজধানী আর্কট আক্রমণ করা উচিত।



লর্ড ক্লাইব

আর্কট দুর্গ অধিকার।—প্রেসিডেণ্ট এই কথায় সম্মত হইলে ক্লাইব অল্পসংখ্যক ইংরেজ ও সিপাহী সৈন্য লইয়া আর্কটের দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইলেন। চাঁদ সাহেব রাজধানী রক্ষার্থ বহু সৈন্য ত্রিচিনপল্লী হইতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা আসিয়া আর্কট দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। বরং ইংরেজেরা লরেন্স ও

ক্লাইবের অধীনে ত্রিচিনপল্লীতে সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ হইলেন। চাঁদ সাহেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। বিদ্রোহ অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ব্যাপারে ফরাসীরা বিলক্ষণ অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। ডুপ্লের প্রভুরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। ইংরেজ ও ফরাসীদিগের বিবাদ মিটিয়া গেল। বুসী সলাবতজঙ্গের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হায়দরাবাদে



আডমিরাল ওয়াটসন

বাস করিতে লাগিলেন। চাঁদ সাহেবের মৃত্যুর পরই ক্লাইব স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আবার ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তিনি আবার এদেশে ফিরিয়া আসেন।

ইংরেজ প্রভুত্ব।—আডমিরাল ওয়াটসনও কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া ভারতবর্ষে আসিতে থাকেন। তাঁহারা বোম্বাইয়ের উপকূলে পৌঁছিলে বোম্বাইয়ের গবর্ণর পেশোয়ার সহিত মিলিত হইয়া

আঙ্গ্রিয়া নামক জলদস্যুকে দমন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আঙ্গ্রিয়া মহারাষ্ট্ররাজ্যের অধীন জলসৈন্যের কর্ত্তা ছিলেন। বিজয়দুর্গ বা গিরিয়া তাঁহার প্রধান দুর্গ ছিল। তিনি পেশোয়াকে মানিতেন না, এই জন্য পেশোয়া ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া আঙ্গ্রিয়াকে আক্রমণ করেন। আঙ্গ্রিয়ার রণতরী সমূহ ওয়াটসনের হস্তে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। ক্লাইব্ জলপথে তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লন। এইরূপে আসিবার কালে পথিমধ্যে জয়লাভ করিয়া ক্লাইব মান্দ্রাজে আসিয়া শুনিলেন, বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দয়োলা কলিকাতা অধিকার করিয়া সমস্ত ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন। তখন ক্লাইব ও ওয়াটসন বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালায় ইংরেজের অধিকার ও দেওয়ানী প্রাপ্তি।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দয়োলা।—১৭৫৬ খৃঃ অঃ বাঙ্গালার বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দয়োলা সুবাদার হন। তিনি সুবাদার হইয়া দেখিলেন ইংরেজেরা ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিতেছেন। তিনি ইংরেজদিগকে দুর্গ সংস্কারের কার্য্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। ইংরেজেরা তাঁহার কথা অমান্য করিলে তিনি সসৈন্যে কলিকাতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ঐ নগর অধিকার করিয়া লন।

নবাবের কলিকাতা অধিকার।—তাঁহার একজন সেনাপতি একরাত্রের জন্য ১৪৬ জন ইংরেজবন্দীকে একটী ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে আবদ্ধ রাখায় ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারের নাম অন্ধকূপহত্যা। ইহাতে নবাবের কোন দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি অপরাধী সেনাপতিকে শাসন করেন নাই। কলিকাতার এই ভয়ানক সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিলে মান্দ্রাজের গবর্ণর কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল



আলিবর্দ্দী খাঁ।



সিরাজউদ্দৌলা।

ওয়াটসনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা অনায়াসেই কলিকাতা অধিকার করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান ওমরাহেরা মিলিত হইয়া সিরাজকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়।—ইংরেজেরা তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সসৈন্যে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পলাশী নামক স্থানে যুদ্ধ হয় ও সেই যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়লাভ

করেন। সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন ও মারা যান। তখন ইংরেজেরা সিরাজের বকসী মীরজাফরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মীরজাফর ইংরেজদিগকে যত টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, সমস্ত পরিশোধ করিতে না পারায় তিনি উহাদিগকে কলিকাতার দক্ষিণস্থ সমস্ত ভূভাগের রাজস্ব ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ঋণ পরিশোধ হয় নাই। মীরজাফর রাজকার্য্য পরিচালনার অযোগ্য ছিলেন। ইংরেজেরা সৈন্য দিয়া সাহায্য না করিলে তিনি কিছুতেই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। কারণ তাঁহার অধীনে ফৌজদারেরা অনেকেই বিদ্রোহী হন এবং বাদশাহের পুত্র বাঙ্গালা আক্রমণ করেন।



মীরজাফর ও মীরণ

মীরকাশেম বাঙ্গালার নবাব।—১৭৬০ খৃঃ অঃ ক্লাইব ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশেমকে সুবাদার করিয়া দেন। তিনি ইংরেজদিগকে অনেক টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকোষে সমস্ত টাকা না থাকায় তিনি বর্দ্ধমান চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের রাজস্ব ইংরেজদিগকে দান করেন। মীরকাশেম মুরশিদাবাদ হইতে রাজধানী উঠাইয়া মুঙ্গেরে লইয়া যান এবং তথায় গোপনে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন।

কিন্তু মনোমত যুদ্ধের আয়োজন হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠিল। উদয়নালা ও গিরিয়ায় ইংরেজদিগের সহিত নবাবের সৈন্যের যুদ্ধ হয়। এই দুই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব



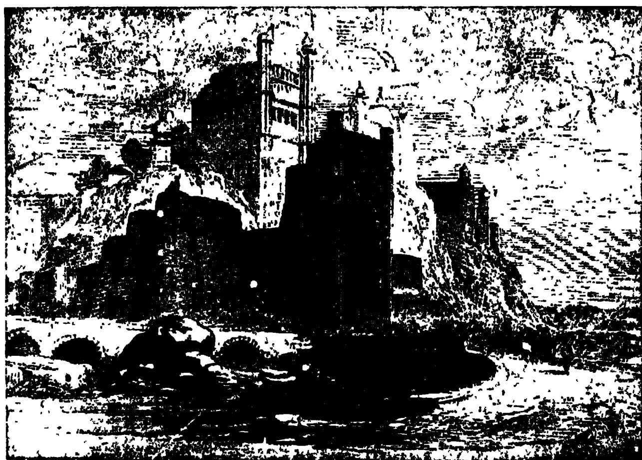
মীরকাশেম।

অযোধ্যায় পলায়ন করেন। যাইবার সময় পাটনায় ইংরেজবন্দীদিগের প্রাণসংহার করিয়া যান। অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম মীরকাশেমের সহিত মিলিত হইয়া বেহার প্রদেশ আক্রমণ করেন।

বক্সারে ইংরেজের জয়।—বক্সারে ইংরেজদিগের সহিত মিলিত মুসলমান সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও ইংরেজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌয়ালা নিজ

রাজধানীতে ফিরিয়া গেলে বাদসাহ অতি দীনভাবে বেহারের সীমায় বাস করিতে থাকেন।

ক্লাইবের পুনরাগমন।—এদিকে বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়াই ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা ক্লাইবকে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান। ক্লাইব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কৌন্সিলের মেম্বরেরা ফের মীরজাফরকে সুবাদার করিয়াছেন। নবাবের লোকেই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইংরেজদিগকে



মুঙ্গের দুর্গ।

তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে বিস্তর অসুবিধা হয় দেখিয়া তিনি বাঙ্গালার সুবাদারের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন, যে ইংরেজেরা দেশ রক্ষা করিবেন, নবাব ৫৩ লক্ষ টাকা লইয়া দেশ শাসন করিবেন। রাজস্ব আদায়ের ভার দেশীয় কর্ম্মচারীর উপর দেওয়া

হইবে, কিন্তু ইংরেজেরা এই বিভাগের তত্ত্বাবধান করিবেন। অতঃপর তিনি বেহারে উপস্থিত হইয়া বাদসাহের নিকট বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রার্থনা করেন।

কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি।—বাদসাহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মোগল বাদসাহেরা প্রত্যেক সুবায় দুইজন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। একজন নাজিম বা কর্ত্তা, ইহাকেই নবাব বলিত। আর একজন দেওয়ান, ইনি রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা ছিলেন। ইহারা কেহ কাহারও অধীন ছিলেন না দুইজনেই বাদসাহের অধীন। তবে নাজিম পত্র লিখিয়া দেওয়ানের নিকট টাকা লইতে পারিতেন এবং দেওয়ান দিতে বাধ্য ছিলেন। ইংরেজেরা দেওয়ান হওয়ায় রাজস্ব আদায় টাকা কড়ি রাখার ভার তাঁহাদের উপর পড়িল। নবাবের সহিত দেশ শাসনের বন্দোবস্ত ত পূর্ব্বেই ছিল, সুতরাং এই সময় হইতে তাঁহারা এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। দেওয়ানী পাওয়ার জন্য কোম্পানী বাদসাহকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর ও সুজাউদ্দয়োলা প্রদত্ত এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশের আধিপত্য দান করেন। বাদসাহ উত্তর সরকার প্রদেশ ইংরেজদিগকে দান করেন।



সাহ আলম।

এইরূপে দেওয়ানী প্রাপ্তিদ্বারা ইংরেজদিগের অধিকার স্থায়ী করিয়া



ইংরেজের দেওয়ানী প্রাপ্তি।

ক্লাইব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্বেই

কোম্পানীর ইউরোপীয় সৈন্যগণ মিউটিনি করে। ক্লাইব বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে সেই মিউটিনি দমন করেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত অল্প বেতন পাইতেন। সুতরাং তাঁহারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ইহাতে নানারূপ অত্যাচার ঘটিত। ক্লাইব তাহা নিবারণের জন্য লবণের একচেটিয়া হইতে কোম্পানীর যে লাভ হইত, তাহা কর্ম্মচারীগণের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ইংলণ্ডীয় প্রভুরা এ প্রথা অনুমোদন করেন নাই।

ইংরেজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা শাসনের বন্দোবস্ত ও তৎকালে বাঙ্গালার অবস্থা।—পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজেরা নবাবের নিকট হইতে রাজ্য রক্ষার ভার লইয়াছিলেন। এখন দেওয়ানী পাইয়া তাঁহারা অনায়াসেই সমস্ত রাজকার্য্যের ভার নিজেরাই লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকগণের সহিত গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা সুবাদারের নামে রাজ্য চালান সুবিধা মনে করিলেন। নামে রাজা হইলেন নবাব, কাজে রাজা হইলেন ইংরেজ। উড়িষ্যা তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত। সুতরাং ইংরেজেরা বাঙ্গালা ও বেহারে দুইজন নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন; বাঙ্গালায় মহম্মদ রেজা খাঁ ও বেহারে রাজা সীতাব রায়। মহম্মদ রেজা খাঁ নবাবের নায়েব অর্থাৎ নায়েব নাজিমও নিযুক্ত হইলেন, কারণ নবাব তখন নাবালক। সুতরাং দেশের মধ্যে মহম্মদ রেজা খাঁই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা প্রজার উপর অত্যন্ত পীড়ন করিত। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও নিজের নামে বাণিজ্য করিতে গিয়া দেশের অনেক অনিষ্ট করিতেন।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তর।—১৭৭০ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ সালে বাঙ্গালায় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহাকেই বাঙ্গালার লোক ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলে। কেহ কেহ বলেন নায়েব দেওয়ানের কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারেই এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে ইংরেজ বণিকেরা চাউল একচেটিয়া করায় দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুইয়ের কোন কথাই সম্পূর্ণরূপে ঠিক নহে। কারণ দুর্ভিক্ষের দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অজন্মা হইয়াছিল এবং দুর্ভিক্ষের বৎসর অতি সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার তিনভাগের একভাগ লোক মরিয়া গিয়াছিল এবং পেটের জ্বালায় অনেকে ছেলে, মেয়ে, পরিবার, এমন কি আপনাকেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরেজদিগের রাজস্বও বিস্তর বাকী পড়িয়াছিল। তাহাতে কোম্পানীর অংশীদারেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে বাঙ্গালার গবর্ণর করিয়া পাঠান। তিনি আসিয়াই নিকাসের দায়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সীতার রায়কে কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত দুইটি আদালতই মুর্শিদাবাদ হইতে উঠাইয়া কলিকাতায় আনেন। গবর্ণর নিজে এবং তাঁহার কাউন্সিল সদর দেওয়ানীর কর্ত্তা হইলেন। নিজামতের কার্য্য কাউন্সিলের মেম্বরেরা পালা করিয়া করিতেন। বাঙ্গালা ও বিহারে রাজস্ব আদায়ের জন্য মুরশিদাবাদ ও পাটনায় দুইটি প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল নিযুক্ত হয়। এবং স্থানে স্থানে কোম্পানীর ব্যবসায়ের জন্য যাঁহারা এজেণ্ট ছিলেন তাঁহাদেরই উপর সেই সেই স্থানের রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়, ইঁহারাই পরিণামে কালেক্টর হইয়া দাঁড়ান। কালেক্টরের অধীনে একজন দেশীয় লোক দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। এই অবধি ইংরেজেরা প্রকাশ্য-ভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ও সীতাব

রায় উভয়েই নিকাস দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহারই কিছুদিন পরে নবাব সাবালক হইলে হেষ্টিংস নিজামতের কার্য্যভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন ও মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার অধীনে নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন। সদর নিজামত আদালত আবার মুরশিদাবাদে উঠিয়া যায়। লর্ড কর্ণ-ওয়ালিস্ নায়েব নাজিমের পদ উঠাইয়া দেন এবং নিজামত আদালত আবার কলিকাতায় আনয়ন করেন। মোগল সাম্রাজ্যে জমিদারেরা প্রজার নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আদায়ী টাকার এগার ভাগের একভাগ আপনি লইয়া বাকী টাকা সরকারের খাজনাখানায় জমা করিয়া দিতেন। ইংরেজেরা দেওয়ান হইয়া সেই বন্দোবস্তই বজায় রাখিলেন। কিন্তু অনেকে যথাসময়ে খাজনা দিতে পারিত না, তাহাতে কোম্পানীর অনেক অসুবিধা হইত। সেই জন্য কোম্পানী প্রথমে বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করেন। পুরাণ জমিদারেরা বন্দোবস্ত লইতে স্বীকার করিলে অন্য কাহারও সহিত বন্দোবস্ত করা হইত না। যাঁহারা টাকা আদায় করিতে সক্ষম হইবেন না বিবেচনা করিতেন, তাঁহারা বন্দোবস্ত লইতেন না ; এগার ভাগের একভাগ মালিক আনা লইয়া সরিয়া পড়িতেন। তাঁহার জায়গায় অন্য লোকের সহিত বন্দোবস্ত করা হইত। নূতন লোক বন্দোবস্ত লইত, প্রজা পীড়ন করিয়া খাজনা আদায় করিত, কখন সরকারে খাজনা দিত, কখন বা দিত না, পলাইয়া যাইত। ক্রমে অনেক জমিদারই বুঝিলেন মালিক আনা লইয়া সরিয়া যাওয়াই সুবিধা, সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই নূতন জমিদার হইত ও প্রজার উপর অত্যন্ত পীড়ন হইত ; গবর্ণমেণ্টেরও কাজ ভাল চলিত না। একবার ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু তাহাতেও কাজ ভাল না হওয়ায় আবার বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষে আসেন। তিনি

যে জাহাজে আসেন সার জন শোর সেই জাহাজে ছিলেন। সার জন শোর রাজস্ব বিষয়ে দক্ষবৃহস্পতি ছিলেন। তিনি প্রথম হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে পাকা বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অতি সাবধান লোক ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ১৭৮৬ সালে দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করেন। পরে ঐ বন্দোবস্তই ১৭৯৩ সালে পাকা হইয়া যায় (৯৮ পৃষ্ঠা দেখ)।



ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্।

১৭৭২ খৃঃ অঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই বাদসাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া দিল্লী প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা বাদসাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। রোহিলখণ্ড অযোধ্যার নবাবের রাজ্যের নিকট বলিয়া তিনি উহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন। এদিকে মহা-রাষ্ট্রীয়েরাও ঐ রাজ্য আক্রমণ করিল। তখন রোহিল্লারা নিরুপায় হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিদায় দিবার জন্য নবাবের হস্তে ৪০ লক্ষ টাকা দান করেন। কিন্তু ১৭৭২ খৃঃ অঃ নারায়ণরাও পেশোয়া হইয়াই সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দাক্ষিণাত্যে ফিরাইয়া লইবার হুকুম করায় নবাব ঐ টাকা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেন নাই।

রোহিল্লা যুদ্ধ।—রোহিল্লারা ঐ ৪০ লক্ষ টাকা ফেরত চাহিলে তাহাদের সহিত নবাবের মনান্তর হয়। নবাব হেষ্টিংসকে ঐ ৪০ লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে একদল সৈন্য চাহিয়া লন এবং এই সৈন্যের সহায়তায় সমস্ত রোহিল্লাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এইরূপে যে দ্বার দিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিতে পারিত তাহা বন্ধ করিয়া হেষ্টিংস বিশেষ রাজনীতি-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্।

ইংরেজ ফরাসীর যুদ্ধ।—১৭৫৬ খৃঃ অঃ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং ফরাসীরা লালী নামক একজন সেনাপতির অধীনে বহু সৈন্য পণ্ডীচেরীতে পাঠান। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই করমণ্ডল উপকূলে ফোর্ট্ সেণ্ট্ ডেভিড্ নামক ইংরেজদিগের দুর্গটি গুড়া করিয়া দেন। পরে মান্দ্রাজ অবরোধ করেন। তিনি বুসীকে হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডীচেরীতে আসিতে আজ্ঞা দেন। বুসী হায়দরাবাদ হইতে চলিয়া আসায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের প্রভাব নষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সুবাদার সলাবতজঙ্গ প্রথমে সুবাদারী ও পরে প্রাণ হারান।



লালী।

ফরাসী প্রভাব লোপ।—ওদিকে কতকগুলি ইংরেজ রণতরী মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত হওয়ায় লালী পণ্ডীচেরী গমন করেন। ইংরেজ সেনাপতি সার আয়ার কূট বন্দীবাস নামক স্থানে লালীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া ইংরেজেরা পণ্ডীচেরী অবরোধ করেন ও ১৭৬১ খৃঃ অঃ পণ্ডীচেরী তাঁহাদের হস্তগত হয়। ফরাসীরা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের যে বাসনা করিয়াছিলেন

তাহা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া যায়। ফরাসীরা যদিও পণ্ডিচেরী ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রভাব আর নাই।

বাঙ্গালার ন্যায় মান্দ্রাজেও ইংরেজেরা এই সময় হইতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। কর্ণাটের নবাব মহম্মদআলি তাঁহাদের আশ্রিত। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা সর্ব্বত্র হীনপ্রভ। নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজারা সকলেই পরস্পর বিবাদ বিসংবাদে ব্যাপৃত। সুতরাং তাঁহাদিগকে বাধা দিবার আর লোক রহিল না।



সার আয়ার কূট।

ইংরেজেরা বহুদিন অবধি উত্তরসরকার প্রদেশ পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু নিজাম ঐ প্রদেশে বুসীর সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ফরাসীদের দান করেন। সেই হইতে ফরাসীরাই উহা অধিকার করিয়াছিলেন। ক্লাইব দেওয়ানী পাইবার সময় ঐ প্রদেশটিও বাদসাহের

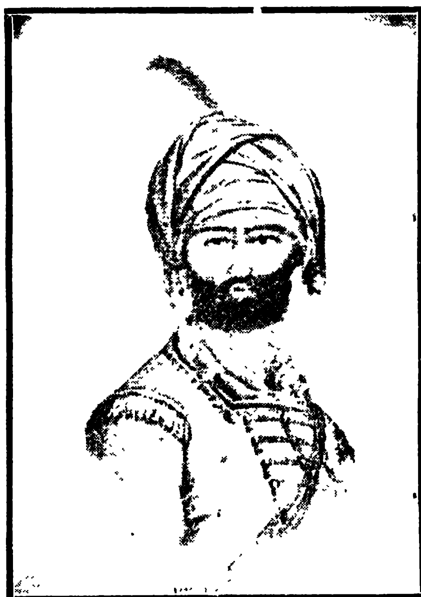
নিকট লিখাইয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদের নিজাম নিজামআলি ইংরেজদিগকে উহা দিতে অস্বীকার করায়, ইংরেজেরা বার্ষিক কর দিতে ও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্য দিয়া তাঁহার আনুকূল্য করিতে স্বীকার করিয়া ঐ দেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সূত্রে ইংরেজদিগের সহিত হায়দরআলির বিবাদ বাধিয়া উঠে।



ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ মান্দ্রাজ।

মহীশূর রাজ্য।—মহীশূরের শেষ স্বাধীন রাজা কৃষ্ণরায় অলস ও বিলাসী ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী নন্দরাজ মহীশূরে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। এ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা মহীশূরে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। নন্দরাজ হায়দর আলি নামক একজন মুসলমানকে সৈনিক পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু হায়দর নিজের দক্ষতাগুণে মহীশূরের প্রধান সেনাপতি ও স্বাধীন রাজা হন। ১৭৬১ খৃঃ অঃ তিনি মহীশূরের রাজা হইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করিলেন। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠিল। এই বিবাদে হায়দরকে অনেক টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা দেশে ফিরিয়া গেলে, হায়দর

বেদনোরের রাণাকে পরাজিত করেন ও তাঁহার রাজধানী লুঠ করিয়া ১২ কোটী টাকা পাইয়া যান। এই টাকাই হায়দরের ভবিষ্যৎ পরাক্রমের মূল। হায়দর ক্রমে নিজামের রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে, নিজাম তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। উত্তরসরকার গ্রহণকালে ইংরেজদিগের



হায়দর আলি।

সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার নিয়ম অনুসারে নিজাম ইংরেজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন; কিন্তু শীঘ্রই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হায়দরের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তখন হায়দরের ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। হায়দর কর্ণাটদেশে ইংরেজদিগকে বার বার

ব্যতিব্যস্ত করিয়া ১৭৬৯ খৃঃ অঃ একেবারে মান্দ্রাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মান্দ্রাজস্থ ইংরেজেরা মহাভীত হইয়া হায়দরের কথা মত তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। পরস্পর যে সকল দেশ দখল করা হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল ও স্থির হইল একের বিপদ হইলে, অপরে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রেগুলেটিং এক্ট।—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করিতে করিতে ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছেন। রাজ্য সম্বন্ধে



ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউস।

তাঁহাদের নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। অনেক সময় বিলাতী অংশীদারেরা আপনাদের লভ্য পাইতেন না, অথচ তাঁহাদের ভারতীয়

কর্ম্মচারীরা অল্পদিন চাকরী করিয়া বিস্তর টাকা লইয়া ফিরিয়া যাইতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পড়ে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৭৭৩ খৃঃ অঃ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করেন। যথা—

বাঙ্গালার গবর্ণর সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইলেন। তাঁহার মন্ত্রীসভায় চারিজন সদস্য থাকিবেন এবং ইংরেজদিগের বিচারের জন্য কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট নামে একটী প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইবে। ইহারই নাম রেগুলেটিং এক্ট।


সার ইলাইজা ইম্পে।

এই নিয়ম অনুসারে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল হইলেন। মন্সন, ক্লেবারিং ফ্রান্সিস ও বারওয়েল নামক চারিজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি গবর্ণর জেনারেলের সভাসদ্ হইলেন। ইহাদের মধ্যে তিন জন পূর্ব্বে কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই। সার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীমকোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ হইয়া আসিলেন।

মন্ত্রীসভায় হেষ্টিংসের প্রভাব লোপ।—নূতন মন্ত্রিসভা স্থাপিত হওয়ার পরই ক্লেবারিং, মন্সন, ফ্রান্সিস একদিকে, হেষ্টিংস্ এবং বারওয়েল আর একদিকে হইলেন। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কার্য্য হইবার কথা, তাহাই হইতে লাগিল। সুতরাং হেষ্টিংসের আর কিছুমাত্র ক্ষমতা রহিল না, হেষ্টিংস পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন ইঁহারা সে সকল উল্টাইয়া দিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস যে

অত্যন্ত দুরাচার ও অত্যাচারী ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস হইল। তাঁহারা রোহিল্লা যুদ্ধে সৈন্য পাঠান অন্যায় হইয়াছে স্থির করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া বারাণসী প্রদেশ হস্তগত



সার ফিলিপ ফ্রান্সিস।

করিলেন। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ ইংরেজদিগের অধীন হইলেন। হেষ্টিংসকে অপদস্থ করা অধিকাংশ সভ্যের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অনেকে তাঁহার নামে নালিশ করিতে লাগিলেন।

নন্দকুমারের ফাঁসি।—যাঁহারা নালিশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নন্দকুমার প্রধান। পার্লিয়ামেণ্ট যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে ডালি লওয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত দোষের বলিয়া স্থির হয়। হেষ্টিংস্ যে সকল ডালি লইয়াছিলেন নন্দকুমার সেই সকল কথা মেম্বর-

দিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাব সরকারে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সময় হেষ্টিংস অনেক টাকা ঘুষ লইয়াছেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা হেষ্টিংসকে ঐ টাকা রাজকোষে জমা দিতে বলিলেন। হেষ্টিংস এই অভিযোগ একেবারে উড়াইয়া দিলেন। নন্দকুমার অনেকদিন অবধি নবাব সরকারে বড় বড় চাকরী করিয়া আসিতেছিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিলে মীরজাফর যখন কলিকাতায় আসেন, তখন নন্দকুমার তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। নন্দকুমার তদবধি কলিকাতায় থাকিতেন। নন্দকুমার সর্ব্বদা নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া ইংরেজেরা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের নামে জাল করা অপরাধে নালিশ করিল। সার ইলাইজা ইম্পের নিকট মোকদ্দমা হয়; নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হন। বিলাতে তখন জাল করিলে ফাঁসি হইত এবং কলিকাতায় বিলাতী আইন চলিত, সুতরাং নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ১৭৭৫ খৃঃ অঃ তাঁহার ফাঁসি হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ।—নানা কারণে হায়দর আলি ইংরেজদিগের উপর বড়ই চটিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংরেজেরা এক এক করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া মাহীনগরে সৈন্য প্রেরণ করেন। মাহী হায়দরের রাজ্যমধ্যে অবস্থিত। হায়দরের

আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজেরা ঐ স্থান অধিকার করিয়া লইলে হায়দর যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে থাকেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া এক লক্ষ সৈন্য ও ১০০ কামান লইয়া একেবারে মান্দ্রাজ অভিমুখে ধাবিত হন। বেলি সাহেব তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। হায়দর বহুসংখ্যক লোকের প্রাণবিনাশ করেন। মন্‌রো সাহেবও অগ্রসর হইতেছিলেন, তিনিও হটিয়া যান। তখন



মহাদেবজী সিন্ধিয়া।

হেষ্টিংস্ সাহেব বাঙ্গালা হইতে সার আয়ার কূট্ নামক প্রাচীন সেনাপতিকে হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কূট্ বন্দীবাস দুর্গের উদ্ধার সাধন করিয়া কডালোর নামক স্থানে হায়দরের সৈন্যসমূহকে

পরাজিত করেন। ফরাসীরা এই সময়ে ভারতসমুদ্রে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করায় ইংরেজদিগের অত্যন্ত ভয় হয়।

হায়দর আলির মৃত্যু।—কিন্তু ১৭৮২ সালে হায়দরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহারা অনেকটা নির্ভয় হন। এদিকে আবার তাঁহাদেরও



টিপু সুলতান।

প্রাচীন সেনানী কূটের এই সময়ে মৃত্যু হওয়ায় হায়দরের মৃত্যুতে তাঁহারা যে পরিমাণে লাভবান্ হইবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারেন নাই। টিপু সুলতান পিতার মৃত্যুর পর বোম্বাই হইতে প্রেরিত ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মালয়বর উপকূলে গমন করেন।

এই সময়ে হেষ্টিংস চারিদিক হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া টিপুকে পরাজিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু মান্দ্রাজের কৌন্সিল মাঙ্গালোরে টিপুর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধি করেন। পরস্পর পরস্পরের যে সকল ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পিত হয়।

মহারাষ্ট্রের ও মহীশূরের যুদ্ধে কোম্পানীর বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

চৈৎ সিংহ।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কৌন্সিলের মেম্বরেরা আসফউদ্দয়োলার সহিত সন্ধি করিয়া বারাণসী প্রদেশের অধিকার পাইয়াছিলেন। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ তদবধি ইংরেজের করদ রাজা হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ উঁহার নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। রাজা দিতে না চাওয়ায় হেষ্টিংস্ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য বারাণসী যাত্রা করেন। ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে রাজা বার বার পরাজিত হইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করেন। তিনি প্রচুর অর্থ সঙ্গে লইয়া যান। রাজার একটি দুর্গে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু সৈনিকেরা ঐ টাকা ভাগ করিয়া লওয়ায় হেষ্টিংসের কিছুমাত্র লাভ হয় নাই।

অযোধ্যার বেগম।—আসফউদ্দয়োলা অযোধ্যার নবাব হইবার সময় নানা কারণে তাঁহার নিকট কোম্পানীর প্রায় ২ কোটী টাকা পাওনা থাকে। তাঁহার পিতা সুজাউদ্দয়োলা তাঁহার বিমাতা-দিগকে যে প্রচুর সম্পত্তি দিয়াছিলেন, নবাব তাহাই অপহরণ করিয়া ইংরেজদিগকে দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বরেরা ঐ সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোম্পানীকে প্রতিভূ নিযুক্ত করায় নবাব অপহরণ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে টাকার টানাটানি হওয়ায় হেষ্টিংস্ নবাবকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নবাবও বিমাতাদিগের নিকট হইতে টাকা লইতে পরামর্শ দিলেন। বেগমেরা

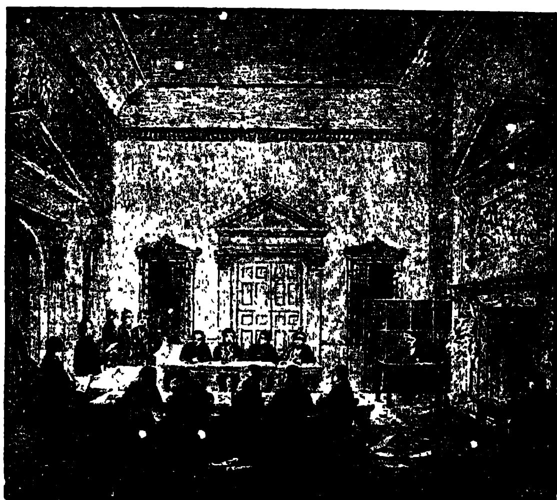
চৈৎসিংহের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া হেষ্টিংস্ তাঁহাদের বাড়ী ঘর লুঠ করেন। ইহাতে তাঁহার ৭৫ লক্ষ টাকা লাভ হয়।

হেষ্টিংসের শাসন প্রণালী।—রাজ্যশাসনসংক্রান্ত কার্য্যে হেষ্টিংস অত্যন্ত দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জমিদার-দিগের সহিত ৫ বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সুপ্রীমকোর্ট সমস্ত প্রদেশের উপর আপনা-দের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে, তিনি দেশীয়দিগের বিচারের জন্য সদর দেওয়ানী নামক একটী নূতন আপীল আদালত খুলিয়া সার ইলাইজা ইম্পেকে উহার প্রধান বিচারপতি করেন। ইম্পে সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি। তিনি কোম্পানীর অধীন নহেন, ইংলণ্ডের রাজার অধীন। তিনি আবার কোম্পানীর অধীনে চাকরী স্বীকার করায় ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে বলেন ও আপীল আদালত উঠিয়া যায়।

হেষ্টিংসের পদত্যাগ।—এই সকল কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অসন্তোষ প্রকাশ করায় ১৭৮৩ সালে হেষ্টিংস্ পদত্যাগ করিয়া বিলাতে পত্র লিখেন এবং ১৭৮৫ সালের প্রথমেই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র তখনও মঞ্জুর হয় নাই। কেন এত বিলম্ব হইল, বুঝিতে হইলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, জানা আবশ্যক। অংশীদারদের লইয়া কোম্পানীর যে সভা ছিল তাহার নাম "হাউস অব প্রোপ্রাইয়েটারস্"। ইঁহারা আপনাদের ভিতর হইতে কয়েকজনকে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতেন, ইঁহাদের নাম "ডিরেক্টর।"

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগের নূতন বন্দো-বস্ত।—ডিরেক্টরদিগের যে সভা ছিল তাহার নাম "কোর্ট অব্

ডিরেক্টরস্”। প্রথম প্রথম ডিরেক্টরেরা এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে নানাদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন, তখন দেখা গেল এরূপ অল্পদিনের জন্য ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলে চলিবে না, কারণ কোম্পানীর কার্য্য বুঝিতে



কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্।

না বুঝিতেই তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। অতএব ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে নিয়ম হইল ডিরেক্টরেরা চরি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং প্রতি বৎসর এক চতুর্থাংশমাত্র নির্ব্বাচিত হইবে। ইহাদ্বারা বোর্ডে কয়েকজন করিয়া অভিজ্ঞ লোক সকল সময়েই থাকিতেন। দশ বার বৎসরের পর দেখা গেল ইহাতেও কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ফক্স সাহেব প্রস্তাব করিলেন, সাত জন

কমিশনারের হাতে ভারতবর্ষের শাসনভার দেওয়া হউক, কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া থাকুক। কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না।

পিট সাহেবের ইণ্ডিয়া বিল।—তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট্ সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে এক নূতন বিল উত্থাপন



উইলিয়ম পিট্

করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট হইতে ছয় জন লোক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারাই সমস্ত ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিবেন। ইহাতে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার দুই জন বড় মন্ত্রী থাকিবেন।

কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই অবসর পাইতেন না। সুতরাং অপর চারিজন মেম্বরের হাতেই সভার ভার থাকিত। এই সভার নাম "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল।" কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা যেমন শাসন কার্য্য চালাইতেছিলেন, তেমনই চালাইবেন, তাঁহারা ভাল করিতেছেন কি মন্দ করিতেছেন, ইঁহারা তাহাই দেখিবেন। কিন্তু কাজে শাসন কার্য্যের সমস্ত ভার বোর্ডেরই হাতে পড়িয়া গেল। কেন না কোর্ট বোর্ডকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজই করিতে পারিতেন না, করিলেও বোর্ড উল্টাইয়া দিতে পারিতেন। কোর্টে লোক অনেক, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য চালাইতে গেলে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই জন্য কোর্ট হইতে তিনজন লোক বাছিয়া একটি গুপ্ত (সিক্রেট) কমিটী করা হইল, ইঁহারাই বোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য চালাইবেন, সকল ডিরেক্টরেরা শাসনসম্বন্ধে সকল কথা জানিতেও পারিতেন না। পিট্ সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় ও বহুদিন ধরিয়া সেই মত কার্য্য হইয়া আসে।

এই সকল ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় কোর্ট হইতে হেষ্টিংসের পদত্যাগ পত্রের মঞ্জুরী আসিতে বিলম্ব হয়। কিন্তু হেষ্টিংস আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া সুপ্রীম কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের উপর ভারতবর্ষ শাসনের ভার দিয়া বিলাত যাত্রা করেন।

হেষ্টিংসের বিচার।—তাঁহার ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাঁহার বিশেষ আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার শত্রুরা পালিয়ামেণ্টে তাঁহার শাসনকার্য্যে দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বিচারে জন্য হাউস্ অব্ লর্ডসের হস্তে সমর্পণ করেন। সাত বৎসর ক্রমাগত বিচারের পর হাউস্ অব্ লর্ডস্ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া

ছাড়িয়া দেন। কিন্তু এই বিচারে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। তখন কোম্পানী তাঁহাকে প্রচুর বৃত্তি দান করেন। তিনি ১৮১৮ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চীফ্-জষ্টিস্ ইম্পে সাহেব ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে সার উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব চীফ্-জষ্টিস্ হইয়া আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন হিন্দুদিগের সকল আইনই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কোন ইংরেজই সংস্কৃত জানেন না। সুতরাং হিন্দু আইনের বিচার করা অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে ভাল করিয়া সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত শিখিয়াই তিনি দেখিলেন যে সংস্কৃত ভাষা একটি অক্ষয় ভাণ্ডার। উহাতে যে সকল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ আছে উহা অন্যান্য ভাষার গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক অধিক। ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। যাঁহারা এই দেশ শাসন করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই দেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সকল ব্যাপারই জানা আবশ্যক এবং সেইজন্য অনেকে মিলিয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। এই জন্য তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটী নামক একটি সভা স্থাপন করেন।



স্যর উইলিয়ম জোন্স

এসিয়াটিক্ সোসাইটী।—এই সভার উদ্দেশ্য এসিয়া-খণ্ডের মধ্যে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে এবং প্রকৃতি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা। সুপ্রীমকোর্টে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবই ইহার প্রথম অভিভাবক।

পরিণামে এই সভা হইতে জগতের বিস্তর উপকার হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাহা কিছু বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়াছে, ইঁহারাই তাহার সূত্রপাত করেন। ইঁহারা কোন কার্য্যে কতক দূর সফল হইলে গবর্ণমেণ্ট সেই কার্য্যের ভার লন। এইরূপে "মীটীয়রলজিকাল," "জিওলজিকাল," "আর্কিয়লজিকাল" প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক বিভাগ এইখান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যাদুঘর প্রথমে ইঁহারাই স্থাপন করেন। এজন্য ইঁহাদের বাড়ী অদ্যাপি 'পুরাণ যাদুঘর' বলিয়া বিখ্যাত। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এক নূতন যাদুঘর করিয়াছেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ নিজে পারস্য ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একবার বিলাতে গিয়া পারসী শিক্ষার উন্নতির জন্য বিলাতের তৎকালীন প্রধান পণ্ডিত স্যামুয়েল জন্সনের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন।

হিন্দু আইন।—পারস্য ভাষা তখন এদেশের আদালতের ভাষা ছিল। এজন্য হেষ্টিংস্ অনেক ইংরেজকে পারস্য ভাষা শিখিতে উৎসাহ দিতেন। তিনি ১৭৭২ খৃঃ অব্দে গবর্ণর হইয়া আসিয়া দেখিলেন, কোম্পানী দেওয়ান হওয়ায় দেওয়ানী আদালত কোম্পানীর হাতে পড়িয়াছে। হিন্দুদিগেরও দেওয়ানী বিচার কোম্পানীকে করিতে হয়। তিনি এগার জন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সংস্কৃতে এক আইনের পুস্তক লিখিয়া লন। পণ্ডিত ও মৌলবীর সাহায্যে উহা পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হয়। পরে হেলহেড সাহেব পারস্য হইতে ঐ গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। উহার নাম "হেলহেডস্ জেণ্টু ল।"

কলিকাতায় মাদ্রাসা কলেজ।—পারস্য ভাষার বিশেষ উন্নতির জন্য হেষ্টিংস্ সাহেব ১৭৮১ খৃঃ অব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ স্থাপন করেন এবং উহার খরচের জন্য ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার

টাকার এক জায়গীর প্রদান করেন। আদালতের কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সাধিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। হেষ্টিংসের সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ইহারই অনুকরণে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে হিন্দুদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তখনও গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করেন।

হেষ্টিংসের পদত্যাগ কালে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব।—১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ যখন পদত্যাগ করিয়া যান তখন বাঙ্গালা ও বিহার সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া গিয়াছে। উত্তর সরকার ইংরেজের অধিকৃত; কর্ণাটের নবাবের অধীন সমস্ত করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা; নামে একজন নবাব আছেন বটে, কতক কতক ক্ষমতাও আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরেজেরাই দেশের কর্ত্তা। সাহজীর বংশধর, তাঞ্জোরের রাজা, ইংরেজের হস্তে অনেক রাজকার্য্যের ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারাণসী প্রদেশ ইংরেজের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। গোরকপুর, এলাহাবাদ, রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যা, অযোধ্যার নবাবের অধীন, তিনিও ইংরেজের হস্তে রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া ইংরেজের একরূপ করদ হইয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ইংরেজের অধিকৃত। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সালবাইর সন্ধিপত্রে তাঁহারা সালসিতি ও বেসিন নামক দুইটি দ্বীপও পাইয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

সার জন ম্যাক্‌ফারসন, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ও সার জন শোর।

হেষ্টিংস ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে সার জন ম্যাক্‌ফারসন সাহেব কিছুদিনের জন্য গবর্ণর জেনারেল হন। তিনি ২০ মাস এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকালে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তাঁহার আসার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন হয়। পিট্ নামে নূতন প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাব মত কোম্পানীর ক্ষমতা সমস্তই অপহৃত হয়, মাত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। পিট্ বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামক সভার হস্তে কোম্পানীর সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। কোম্পানীর অংশীদারদিগের যে সভা ছিল তাহার ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ সভারও ক্ষমতা খর্ব্ব করা হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া শাসনকার্য্যে অনেকগুলি সুনিয়ম স্থাপন করেন। তিনি কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের স্বতন্ত্র বাণিজ্য করা ও কণ্ট্রাক্ট লওয়া বন্ধ করিয়া দেন। ঘুষ লওয়া প্রভৃতি যে সকল মহাদোষ ছিল তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্য সৈনিক ব্যয়ের টাকা সত্তর লক্ষ হইতে কমাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ করিয়া আনেন। এইরূপে নির্ব্বিবাদে তিন বৎসর কাটিয়া যায়।

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ।—মাঙ্গালোরের সন্ধির পর হইতে টিপু আপন ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাংশে হিন্দুরা বিদ্রোহী হয় দেখিয়া, তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করেন; ইহা দেখিয়া ২০০০ ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা



লর্ড কর্ণওয়ালিস্।

করিয়া আপন ধর্ম্ম বজায় রাখে। মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রী নানা ফাড়নবীস ইহাতে ভীত হইয়া নিজামের সহিত মিলিত হন এবং টিপুর সহিত যুদ্ধ করেন। ১৭৮৯ সালের শেষ ভাগে টিপু ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ ইংরেজের আশ্রিত ছিলেন। সুতরাং ইংরেজদিগকে পুটির

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইংরেজেরা এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও নিজামের সাহায্য পান। তিন পক্ষ হইতেই মহীশূর আক্রমণ করা হয়। তিন বৎসর ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আরিকের নামক স্থানে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ টিপুকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। মহীশূরের অনেকগুলি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ ইংরেজেরা দখল করিয়া লন। সিমোগানামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরেজের সহায়তায় টিপুর বহু সৈন্যকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত করেন। তৃতীয় বৎসরে চারিদিক হইতে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করা হইলে, টিপু ভীত হইয়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইংরেজদিগকে তিন কোটি টাকা দেন এবং মিলিত রাজমণ্ডলীকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দান করেন। উহা তিন সমান ভাগ হয়। ইংরেজ এক ভাগ, নিজাম এক ভাগ ও মহারাষ্ট্রীয়েরা এক ভাগ পান। পাছে টিপু পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত করেন, এই ভয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ টিপুর দুইটি পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ কলিকাতায় লইয়া আসেন। টিপু এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন আশা করিয়াছিলেন, তাহা জন্মের মত লোপ হয়।

কর্ণওয়ালিসের রাজ্যশাসন।—মহীশূরের যুদ্ধকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তথায় তিনি আবার রাজ্যের সুশৃঙ্খলায় মনোযোগ করেন। আকবরের সময় সমস্ত জমী জরীপ করিয়া বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, প্রজারা জমীর উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ রাজাকে দিবে। দশ বৎসরের শস্যের মূল্য ধরিয়া যে গড় পড়তা হয়, সেই মত টাকা খাজনাখানায় জমা দিতে হইবে। খাজনা শস্যে না দিয়া টাকায় দিতে হইবে। খাজনা আদায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া আকবর পরগণায় পরগণায় এক এক পরগণাওয়ালা জমীদার নিযুক্ত করেন। তাহাদিগকে বাদসাহী

সনন্দ দেওয়া হয়। কেন কাহাকে সনন্দ দেওয়া হয়, তাহারও কারণ সনন্দে উল্লেখ থাকে। মুরসিদকুলি খাঁ, আলিবর্দী ও মীরকাশেম জমিদারদিগের নিকট নানা কারণে কিছু কিছু উপরি আদায়ও করিতেন, উহার নাম আবওয়াব। জমীদারেরা ১১০ টাকা আদায় করিয়া ১৲ টাকা নিজে রাখিতেন ও বাকী খাজনাখানায় জমা দিতেন। কালক্রমে আকবরের বন্দোবস্তের অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও প্রধানতঃ সেই মতই খাজনা আদায় হইত। ইংরেজেরা দেওয়ানীলাভ করিয়া অবধি কোন নূতন নিয়ম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল যাহাতে সুচারুরূপে খাজনাটি আদায় হয় তাহারই চেষ্টা করিতেন। কখন পাঁচ বৎসর মিয়াদে ইজারা দিতেন, কখন বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত করিতেন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা তালুকদারদিগের সহিত দশ বৎসর মিয়াদে বন্দোবস্ত করিতে বলেন এবং আশা দেন, যদি ইহাতে কার্য্য ভাল হয়, তাহা হইলে উহাই চিরস্থায়ী হইবে।

দশসালা বন্দোবস্ত।—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ইহা অপেক্ষাও সুবন্দোবস্ত করিলেন তিনি জমিদারদিগকে ভূমির স্বত্ব দিয়া চিরদিনের মত তাহাদের দেয় আবওয়াব ও খাজনার মোট বাঁধিয়া দিলেন। প্রজাদিগের স্বত্বরক্ষাহেতু এই বন্দোবস্ত হইল যে জমিদারেরা তাহাদিগকে পাট্টা দিবেন। ১৭৯৩ সালে ২২শে মার্চ্চ এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালার বিস্তর উপকার হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধনাঢ্য জমিদারকুলের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু পাট্টা দেওয়া না হওয়ায় প্রজার স্বত্বরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বারংবার নূতন নূতন আইন করিতে হইতেছে।

বিচার বিভাগ।—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কালেক্টরদিগের হাত হইতে বিচার-ভার উঠাইয়া লইয়া জজেদের হস্তে সমর্পণ করেন।

জজেরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ বিচারই করিতেন; জজেদের নিকট হইতে শেষ আপীল গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইত। এ সকল কোর্টে কেবল দেশীয়দিগের বিচার হইত এবং আইন বুঝাইবার জন্য দেশীয় পণ্ডিত ও কাজিগণের পরামর্শ লওয়া হইত। এই সময় হইতেই দেশীয়েরা সমস্ত উচ্চতর রাজকার্য্য হইতে সম্পুর্ণরূপে বঞ্চিত হন। ফৌজদারী বিভাগে দারোগা ও দেওয়ানীতে মুন্সেফের পদ দেশীয়গণের জন্য রাখা হয়। দারোগাদিগের বেতন ২৫৲ টাকা, মুন্সেফেরা কমিশন পাইতেন। ১৭৯৩ সালে অক্টোবর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মান্দ্রাজ হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে ভারত বর্ষের রাজগণের মধ্যে কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন।

১৭৯৩ সালের সনন্দ।—১৭৯৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানী নূতন চার্টার পান। ইহাতে ইংলণ্ডের অন্যান্য বণিকেরাও ভারতবর্ষে কিছু কিছু বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান।

সার জন শোর গবর্ণর জেনারেল।—রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তকার্য্যে যিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রধান সহায় ছিলেন, সেই সার জন শোর তাঁহার পর গবর্ণর জেনারেলের পদ পান। তিনি বহুকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারত শাসনকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি টিপু সুলতানের পুত্রদ্বয়কে তাহাদের পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। অনেকে মনে করেন, ইহাই মহীশূরের সহিত চতুর্থ যুদ্ধের কারণ। উহারা ইংরেজাধীনে থাকিলে টিপু যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার সময় মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজামকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বরাবরই দেশীয় রাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করার বিপক্ষ। সার জন তাঁহাদের প্রদর্শিত নীতি

অনুসারেই এইরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে আসফউদ্দয়োলার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা সাদত আলি অযোধ্যার নবাব হন। সার জন তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া এলাহাবাদ দুর্গ গ্রহণ করেন। নবাব সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চুয়াত্তর লক্ষ টাকা দিবেন স্থির হয়।

ইংরেজ সৈন্যের মিউটিনি।—তাঁহার সময়ে বোর্ড অব কণ্ট্রোল কোম্পানীর সেনা ও রাজার সেনা এক করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে কোম্পানীর সেনাগণ মিউটিনি করে। সার জন অনেক কষ্টে এই মিউটিনি দমন করেন। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়াই ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে থাকিতে তিনি লর্ড টিনমৌথ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

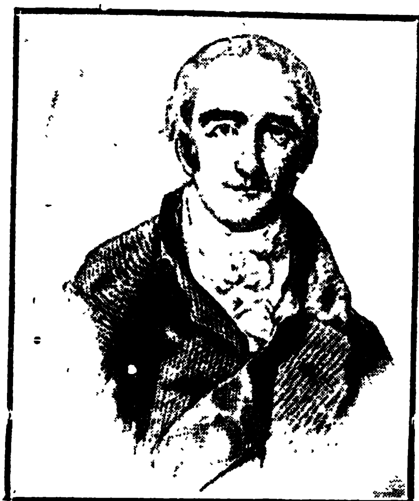
নবম অধ্যায়।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি।

লর্ড মর্ণিংটন সার জন শোরের পর গবর্ণর জেনারেল হন। ইনি লর্ড ওয়েলেস্‌লি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের মেম্বর ছিলেন। ইনি যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন কার্কপেট্রিক সাহেব তাঁহার সহিত এক জাহাজে আসেন। কার্কপেট্রিক সাহেব পূর্ব্বে নিজাম ও সিন্ধিয়ার রাজসভায় থাকিয়া ভারতবর্ষীয় রাজগণের চরিত্র ও ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ওয়েলেস্‌লি এই সকল সংবাদ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে দেশীয় রাজগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে চলিবে না।

মহীশূরের শেষ যুদ্ধ।—তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, টিপু সুলতান, মহারাষ্ট্রীয়গণ, নিজাম ও আফগানের সহিত

মিলিত হইয়া ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। নিজামের অধীনে সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী রেমণ্ড নামক ফরাসী সাহেব ১৫০০০ শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক। সিন্ধিয়াও ফরাসী সেনাপতির অধীনে অনেক সৈন্য শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। ওয়েলেস্‌লি একেবারেই মান্দ্রাজের সেনাপতি হেরিসকে টিপু স্থলতানের



লর্ড ওয়েলেসলি।

রাজধানী আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন এবং নিজামের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন, যে ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবেন, কিন্তু তিনি ইংরেজের অনুমতি ছাড়া কোন রাজার সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারিবেন না এবং কোন ইউরোপীয়কে আপনার অধীনে চাকরী দিতে পারিবেন না।

নিজাম ইংরেজের অধীন হইলেন।—নিজাম বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি যদি ইংরেজের ন্যায় প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ না করেন তাহা হইলে এক দিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা, অন্যদিকে টিপু সুলতান তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সুতরাং তিনি আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া পুত্রপৌত্রাদির জন্য ৪ কোটি মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

সাব সিডিয়ারি এলায়েন্স।—ইংরেজের সহিত নিজাম যেরূপ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলেন উহার নাম "সাবসিডিয়ারি এলায়েন্স।" উহাতে সাধারণতঃ এই কয়েকটি সর্ত্ত থাকে :—(১)—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সন্ধিকারী রাজার চিরমিত্রতা থাকিবে। (২) ইংরেজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সন্ধিকারী রাজার রাজত্ব রক্ষা করিবেন। (৩) রক্ষিসৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সন্ধিকারী রাজাকে নির্দ্দিষ্ট টাকা অথবা সেই টাকা আয়ের ভূমি দিতে হইবে। (৪) সন্ধিকারী রাজার দরবারে ইংরেজের একজন রেসিডেণ্ট থাকিবেন। (৫) ইংরেজের অনুমতি ব্যতীত রাজা কোন ইউরোপীয় লোককে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিবেন না। (৬) সন্ধিকারী রাজা রাজনীতি সম্বন্ধে অন্য কোন রাজার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না। নিজামই সর্ব্ব প্রথমে ইংরেজের সহিত এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; পরে ভারতবর্ষীয় সকল রাজাই ইংরেজের সহিত এই নিয়মে সন্ধি করেন।

এই সময়ে কাবুলাধিপতি জমান সাহ সিন্ধুনদী পার হইয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিপ্রায় লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে পত্র লেখেন। ইহাতে গবর্ণর জেনারেলের আরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইল।

টিপু সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যু।—ওয়েলেস্‌লি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২১০০০ ব্রিটিশ সৈন্য এবং ১০০০০ নিজামের সৈন্য বেল্লোর হইতে শ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে ধাবিত হইল। পশ্চিম উপকূল হইতে সৈন্য আসিতে লাগিল। কুর্গরাজ্যের প্রান্তভাগে সদাশীর নামক স্থানে টিপুর সৈন্যগণ পরাজিত হইল। টিপু নিজে মালবল্লী নামক স্থানে পরাজিত হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই যুদ্ধে লর্ড হেরিস সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি টিপুর ভাবগতিক দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে টিপু ভয় পাইয়াছেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিলেন। ঐ নগর কাবেরীর মধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপে অবস্থিত। কাবেরীর জল বৃদ্ধি হইলে অবরোধ কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ভাবিয়া লর্ড হেরিস্ অতি সত্বর দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর প্রবেশের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। টিপুর সৈন্যগণ মহাবিক্রম সহকারে আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, নগর অধিকৃত হইল। টিপুর মৃতদেহ একটা গেটের মধ্যে পাওয়া গেল। ইংরেজেরা মুসলমানরীতি অনুসারে উহার গোর দিলেন।

টিপুর রাজ্য ভাগ।—লর্ড ওয়েলেস্‌লি টিপু সুলতানের ও হায়দরবংশের রাজ্য শেষ হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। টিপুর রাজ্যের খানিকটা ইংরেজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লইলেন। বাকী অংশ অর্থাৎ প্রাচীন মহীশূর রাজ্য প্রাচীন হিন্দুরাজার বংশধরকে দিয়া দিলেন। রাজবংশ ১৭৬০ সাল হইতে কারাগারে বাস করিতেছিলেন। তথায় ৫ বৎসরের একটি শিশুমাত্র জীবিত ছিল। ইংরেজেরা ইহাকে রাজা করিয়া ইহারই নামে মহীশূর রাজ্য শাসন করিতে

লাগিলেন। টিপুর রাজস্ব মন্ত্রী পূর্ণিয়া এ রাজ্যের ও রাজস্ব মন্ত্রী হইলেন। টিপুর পুত্রপৌত্রগণ বেল্লোরে গিয়া ইংরেজদত্ত পেন্সন অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

নিজাম ইংরেজরাজের নিকট মহীশূর রাজ্যের যে অংশটুকু পাইয়াছিলেন তাহা ইংরেজদিগকে ফিরাইয়া দিয়া নূতন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং হায়দরাবাদে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইংরেজ সৈন্য থাকিবে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহীশূর রাজ্যর এক অংশ পেশোয়ার জন্যও রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পেশোয়া নিজামের ন্যায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায় এ অংশও নিজাম ও ইংরেজরাজ ভাগ করিয়া লইলেন। এই সকল ঘটনার দুই বৎসর পরেই পেশোয়া বাজীরাও ইংরেজের শরণাগত হইয়া বেসীনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

তাঞ্জোরের রাজা ও আর্কটের নবাব।—টিপু স্থলতানের সহিত যুদ্ধকালে লর্ড ওয়েলেস্‌লি মান্দ্রাজে ছিলেন। মান্দ্রাজ হইতে ফিরিবার সময় তিনি তাঞ্জোররাজকে বৃত্তি দিয়া তাঁহার রাজ্যের সমস্ত ভার ইংরেজকর্ম্মচারীর উপর সমর্পণ করেন। কর্ণাটের নবাব এই সময়ে টিপু স্থলতানের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন। তিনিও বৃত্তি লইয়া রাজ্যভার ইংরেজের হাতে দিতে বাধ্য হইলেন।

পারস্যে দূত প্রেরণ।—কাবুলাধিপতি জমান সাহ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমসীমাস্থিত পারস্যরাজের সহিত সন্ধিবন্ধন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লি মালকম সাহেবকে পারস্যরাজের নিকট প্রেরণ করেন। মালকম সাহেবের ব্যবহারে পারস্যরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি ও নানা-দেশ লাভ।—অযোধ্যার নবাব ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যে টাকা প্রতিবৎসর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা কখনই সময় মত দিতে পারিতেন না। তিনি আমোদ প্রমোদেই মত্ত থাকিতেন। প্রজার রক্ষণকার্য্যে তিনি অক্ষম ছিলেন। এই জন্য লর্ড ওয়েলেস্‌লি নবাবের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন, যে নবাব নগদ টাকার পরিবর্ত্তে কোরা, রোহিলখণ্ড, এলাহাবাদ, আজিমগড় ও গোরক্ষপুর ইংরেজদিগকে দিবেন। ইহাতে দুই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, ইংরেজেরা টাকা ঠিক ঠিক পাইতে লাগিলেন এবং নবাবের চারিপার্শ্বেই ইংরেজাধিকার হওয়ায় তাঁহার রাজ্যরক্ষার জন্য ইংরেজ-দিগকে আর বড় চিন্তা করিতে হইল না।

ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ বরাবরই দেশীয়রাজগণের কাজে হাত দেওয়ার বিরোধী। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না যে তাঁহাদের রাজ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি যে নীতি অবলম্বন করিলেন তাহাতে ৩৪ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের রাজ্য প্রায় দ্বিগুণ হইল। এজন্য তাঁহারা ওয়েলেস্‌লির প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ওয়েলেস্‌লির পদত্যাগ।—তিনিও পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু আর এক বৎসর থাকিতে স্বীকার করিলেন। এই সময়ে, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল।

মহারাষ্ট্র যুদ্ধ।—বেসীনের সন্ধিপত্র দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের কর্ত্তা ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন শুনিয়া সিন্ধিয়া ও নাগপুর-রাজ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এদিকে ইংরেজেরা সিন্ধিয়াকে, পেশোয়ার ন্যায় রাজ্যরক্ষার

ভার ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সিন্ধিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বেরাররাজের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। হোলকার তখন পুনায় ছিলেন; কিন্তু তিনি সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজের সহিত মিলিত হইলেন না। ওদিকে গবর্ণর জেনারেল মহীশূর ও হায়দরাবাদ হইতে সৈন্য পাঠাইয়া পেশোয়াকে তাঁহার স্বপদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন।

সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজ মুখে মিত্রভাব প্রদর্শন করিতেছেন, অথচ তলে তলে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন, জানিতে পারিয়া, গবর্ণর জেনারেল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে যদি আপনাদিগের অভিপ্রায় ভাল হয়, আপনারা আপন সৈন্যসমূহ স্ব স্ব রাজ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাউন। আমরাও আমাদের সৈন্যসমূহ ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এ কথায় রাজগণ সম্মত হইলেন না। নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষণা হইল।

আর্থার ওয়েলেস্‌লি ও লর্ড লেক।—গবর্ণর জেনারেলের ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেস্‌লি দক্ষিণের সৈন্য লইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, জেনারেল লেক কানপুর হইতে দশ হাজার সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থানে অগ্রসর হইলেন। আমেদনগরের দুর্গ প্রথমেই ইংরেজের হস্তে পতিত হইল। তখন সিন্ধিয়া ওয়েলেস্‌লির সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া নিজামের রাজ্য লুঠ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি তাঁহার পথরোধ করিলেন।

আসাইয়ের যুদ্ধ।—তখন আসাই নামক স্থানে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সিন্ধিয়ার সেনাপতি ডি বয়েনের রেজিমেণ্ট কামান রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই মহারাষ্ট্রীয়-সেনা যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিল না। সার আর্থার ওয়েলেস্‌লি সম্পূর্ণরূপে

জয়লাভ করিলেন। ইনিই পরে ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ডিউক অব্ ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আসাইয়ের যুদ্ধে ইনি প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়ার ১২০০০ সৈন্য মারা যায় এবং ইংরেজ সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ নিহত হয়। এই যুদ্ধের পর কর্ণেল ষ্টীবেন্‌সন্ ওয়েলেস্‌লির সহিত মিলিত হন। ওয়েলেস্‌লি তাঁহাকে সিন্ধিয়ার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে আদেশ দেন। ইনি সিন্ধিয়ায় পিছন দিকে গিয়া আসীরগড় দুর্গ ও বুর্হানপুর নগর অধিকার করিয়া লন।

লর্ড লেক কানপুর হইতে অগ্রসর হইয়া কোয়েলের দুর্গ অধিকার করেন এবং আলিগড় নগর গ্রহণ করেন। তথা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাইবার সময় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত লর্ড লেকের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও ইংরেজেরা জয় লাভ করেন। দিল্লী তাঁহাদের দখলে আসে। অন্ধ বাদসাহ সাহ আলম ত্রিশ বৎসরের পর আবার ইংরেজগণের আশ্রয়ে কিছু শান্তিলাভ করেন। দিল্লীর পর আগরা ইংরেজের দখলে আসে।

লাসোয়ারীর যুদ্ধ।—১লা নবেম্বর (১৮০৬) লাসোয়ারী নামক স্থানে সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনাপতি বোরকুইন্ ও দুদ্রেনেকের সহিত লর্ড লেকের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সিন্ধিয়ার শিক্ষিত সৈন্যগণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক সৈন্য মারা গেলেও ইংরেজেরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই ইংরেজেরা উড়িষ্যা ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন।

এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকেই পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন। ওয়েলেস্‌লি বলিলেন, যদি সিন্ধিয়ার সৈন্য পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করে তাহা হইলে তিনি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সিন্ধিয়া তাহা করিলেন না। তাঁহার প্রসিদ্ধ তোপখানা লইয়া

বহুসংখ্যক সৈন্য নাগপুররাজের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া আরগাঁও নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল।

আরগাঁওএর যুদ্ধ।—ওয়েলেস্‌লি তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাজিত করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই গোয়াইলগড় ও নারনালার দুর্গ ইংরেজের হস্তে আসিয়া পড়িল।

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সহিত সন্ধি ও নানা দেশ লাভ।—তখন রঘুজী ভোঁসলা ভয় পাইয়া দেবগ্রামে এক সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিতে কটক ও বেরারের পশ্চিম ভাগ ইংরেজদিগকে দেওয়া হইল। আরও স্থির হইল যে রঘুজী নিজামের উপর কোনরূপ দাবীদাওয়া করিতে পারিবেন না। অল্পদিনের মধ্যে সির্জি অঞ্জন গাঁও নামক স্থানে সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি হইল। সিন্ধিয়া হিন্দুস্থান ও খান্দেশস্থিত তাঁহার অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ ইংরেজদিগকে দিয়া দিলেন এবং স্বীকার করিলেন যে তিনি নিজাম, পেশোয়া ও গাইকোয়াড়ের উপর কোন দাবীদাওয়া রাখিবেন না।

আসীরগড় অধিকার হইতে গোয়াইলগড় অধিকার পর্য্যন্ত চারি মাস কাল মাত্র সময় লাগিয়াছিল; এই চারি মাসের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য নষ্ট হইয়া গেল। দৌলতরাও ও রঘুজী আপন আপন রাজ্যের অর্দ্ধেক হারাইয়া হীনবীর্য্য ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন। ইংরেজ প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন (১৮০৩)।

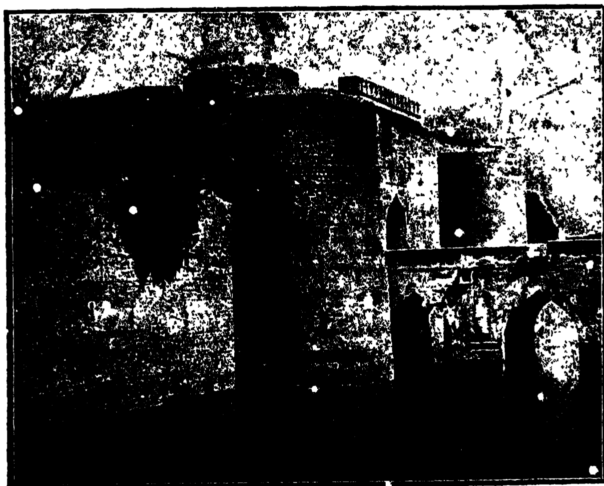
এই সময়ে বৃদ্ধ নিজাম নিজামআলির মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সেকেন্দার সা নিজাম হন। ইংরেজেরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। উত্তরাধিকার লইয়া কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই; মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে নিজামের সৈন্য ইংরেজের আনুকূল্য করিয়াছে; সুতরাং ইংরেজেরা

বেরারের যে অংশ রঘুজীর নিকট পাইয়াছিলেন তাহা নিজামকে প্রদান করিলেন। গবর্ণর জেনারেল অনেক রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। ভরতপুরের জাঠরাজা ও রাজপুতরাজগণ সিন্ধিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। গোহাদের জাঠরাজা ইংরেজের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গোহাদ সিন্ধিয়ার রাজধানীর অতি নিকট এজন্য গোহাদরাজকে ঢোলপুর প্রদেশ দিয়া গোহাদ সিন্ধিয়াকে দেওয়া হইল। গাইকোয়াড় বহুপূর্ব্বেই ইংরেজের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন।

হোলকারের সহিত যুদ্ধ।—হোলকার এতদিন চুপ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধিয়া ও রঘুজীর সহিত মিলিত হন নাই। তিনি ইতিমধ্যে সিন্ধিয়ার রাজ্য লুঠ করিয়া তাঁহার অনেক ক্ষতিও করিয়াছিলেন। যেখানে যত সৈন্য পদচ্যুত হইতে লাগিল, সকলেই উঁহার দলে মিলিত হইতে লাগিল। ১৮০৪ খৃঃ অব্দের প্রথমেই তিনি ইংরেজদিগের নিকট কয়েকটি প্রদেশের চৌথ দাবী করিয়া লর্ড লেকের নিকট পত্র পাঠান। ইংরেজেরা তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিলেন। গবর্ণর জেনারেল হোলকারের ভাব গতিক দেখিয়া তাঁহাকে দমন করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইল। গুজরাট হইতে কর্ণেল মরে ও হিন্দুস্থান হইতে লর্ড লেক হোলকরের রাজ্য আক্রমণ করেন। বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইংরেজ সেনা বারিক আশ্রয় করে।

কর্ণেল মন্‌সন্‌।—কর্ণেল মন্‌সন্‌ বর্ষার পূর্ব্বেই মরে সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত হোলকারের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করেন, ওদিকে মরে সাহেব পূর্ব্বেই বারিক আশ্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে হোলকার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া মন্‌সনের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার উপর উৎপাত করিতে লাগিলেন। প্রায়

দুই মাস অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া মন্‌সন্‌ হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আগরায় উপস্থিত হইলেন। হোলকার বিজয় লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে বড়ই গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মথুরায় আসিলেন; ইংরেজগণ হটিয়া গেলেন। তিনি দিল্লী অবরোধ করিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। লর্ড লেক ক্রমে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে হোলকার তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া ভরতপুররাজ্যে প্রবেশ করিলেন। জাঠরাজ



ভরতপুরের দুর্গ।

ইংরেজের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া হোলকারের সহিত মিলিত হইলেন। ফ্রেজর ও মন্‌সন্‌ সাহেব দীঘনগরের নিকট তাঁহাদের সমবেত সৈন্যমণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। লের্ড লেক ফরাক্কাবাদের নিকট হোলকারের অশ্বারোহী সৈন্য পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন, হোলকার পলায়ন করিলেন। লর্ড লেক ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু এই দুর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ও সুরক্ষিত ছিল, তাঁহারা বার বার আক্রমণ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে পরিলেন না। এদিকে ভরতপুররাজ হোলকারের নিকট হইতে কোন সাহায্যে-রই ভরসা নাই দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। লর্ড লেক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দেশশুদ্ধ লোক জানিল, ইংরেজেরা ভরত-পুরের দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি যে কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই ব্যস্ত থাকিতেন এরূপ নহে; তিনি অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে সন্তান না হইলে অনেকে মানত করিত যে প্রথম সন্তান হইলে তাহাকে গঙ্গাসাগরে সমর্পণ করিবে। এইরূপে প্রতি বৎসর অনেকগুলি করিয়া শিশুহত্যা হইত। লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই প্রথা উঠাইয়া দেন।

গবর্ণর জেনারেলের কৌন্সিলই দেশীয়দিগের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল সর্ব্বদা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আপীল শুনায় বড়ই বিলম্ব হইত, এইজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আপীল শুনার ভার কয়েকজন সুদক্ষ জজের হস্তে সমর্পণ করিলেন; ইহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সৃষ্টি হয়।

তিনি ইংরেজকর্ম্মচারিগণকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন।

দশম অধ্যায়।

সার জর্জ্জ বার্লো।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন ও মৃত্যু।—মনসন্ সাহেবের হোলকারের হাতে লাঞ্ছনা হওয়ায় লর্ড ওয়েলেস্‌লির ইংলণ্ডীয় শত্রুগণ তাঁহার কার্য্যাবলীই সকল বিপদের মূল বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতি আদেশ রহিল, যে তিনি ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণের পরদেশ-বিজয়-দুরাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন করিবেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দের বর্ষাকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া লর্ড লেককে সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিতে আদেশ করিলেন। হোলকার ১৫,০০০ সৈন্য লইয়া শিখগণের সাহায্য পাইবার আশায় পঞ্জাবে গিয়াছিলেন; কিন্তু তথায় সাহায্য না পাইয়া অগত্যা সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবার সময় গাজীপুরে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

সার জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনারেল।—তাঁহার মৃত্যুতে কৌন্সিলের সিনিয়র মেম্বর সার জর্জ্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনারেল হন। সার জর্জ্জ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা আদেশ করেন যে, দেশীয় রাজগণ যতক্ষণ ইংরেজের রাজ্য আক্রমণ না করেন ততক্ষণ

ইংরেজসৈন্য দেশীয় রাজগণের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্যই করিতে পারিবেন না।

অসম্পর্ক রাজনীতি।—দেশীয়গণের পরস্পর বিবাদে ইংরেজ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এই নীতি অবলম্বন করায় দেশীয়রাজগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া মধ্য ভারতে শান্তি স্থাপনের ঘোরতর বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। জয়পুররাজের সহিত ইংরেজেরা যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করায় হোলকার জয়পুররাজের নিকট ১৮ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লন এবং ইংরেজের পরমসুহৃদ্ বুন্দীরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। হোলকার আপনার ভাইদের মারিয়া ফেলেন এবং ১৮১১ খৃঃ অব্দে উন্মাদ রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

বেল্লোরের মিউটিনি।—এই সময়ে টিপু সুলতানের পুত্রপৌত্রগণ মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেল্লোর নগরে বাস করিতেছিলেন। ঐ নগরে তাঁহাদের পাহারায় দুই রেজিমেণ্ট সিপাহী ও কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য থাকিত। সিপাহীদিগের উপর এই সময়ে নূতন প্রকারের টুপি ও পাগড়ি পরিবার আদেশ হয়। তাহাতে ইহারা অসন্তুষ্ট হয় এবং বোধ হয় টিপুর বংশধরেরা তাহাদিগকে উত্তেজিত করেন, তাহাতেই ১৮০৬ খৃঃ অব্দের ১০ জুলাই সিপাহীরা মিউটিনি করে এবং তাহাদের ইংরেজ অফিসারগণের প্রাণসংহার করে। কিন্তু জিলেসপী সাহেব আর্কট হইতে ইংরেজ রেজিমেণ্ট লইয়া উপস্থিত হইলে মিউটিনি শেষ হইয়া যায়। টিপুর বংশধরগণকে কলিকাতায় আনা হয়। লর্ড 'মিণ্টো' গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে সার জর্জ্জ বার্লো সাহেব মান্দ্রাজে গবর্ণর হইয়া যান।

একাদশ অধ্যায়।

লর্ড মিণ্টো—১৮০৭-১৮১৩

বুন্দেলখণ্ডে শান্তিস্থাপন।—লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশ মত ভারতীয় রাজগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না. কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ করিয়া অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত করায় তিনি জেনারেল মার্টিণ্ডেলকে তথায় পাঠাইয়া শান্তি স্থাপন করেন। এই উদ্যমেই সুপ্রসিদ্ধ কালঞ্জর দুর্গ ইংরেজের হস্তগত হয়। এই সময়ে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ফ্রান্স দেশের সম্রাট্ হইয়া সমস্ত ইউরোপে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। সমস্ত পৃথিবী জয় করা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইংরেজেরাই তাঁহার পরম শত্রু ছিলেন।

পারস্য, কাবুল ও লাহোরে দূত প্রেরণ।—বোনাপার্টি এই সময়ে পারস্য দেশে দূত পাঠানয় লর্ড মিণ্টো পারস্য, আফগানিস্থান ও পঞ্জাবে দূত পাঠাইয়া এই সকল দেশীয় রাজগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী শিখরাজ্যগুলি রণজিতের ভয়ে ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে লর্ড মিণ্টো তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন (১৮০৮)।

হোলকারের রাজ্যের অবস্থা।—যশোবন্ত রাও হোলকারের উন্মাদাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যে দুইটি দল হয়। একদল মহারাষ্ট্রীয় ও আর একদল পাঠান। আমীর খাঁ পাঠান দলের নেতা ছিলেন। তিনিই হোলকারের রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান

হইয়া উঠেন এবং অন্যান্য দুর্ব্বল রাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যও স্থাপন করেন। তিনি এক্ষণে প্রবল হইয়া জয়পুররাজকে আক্রমণ করায় লর্ড মিণ্টো সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ স্মরণ করিয়া আমীর খাঁকে একেবারে দমন করিতে পারেন নাই।

কোলাপুর ও সাবন্তবাড়ীর জলদস্যুতা নিবারণ।—কোলাপুর ও সাবন্তবাড়ীর মহারাষ্ট্রীয় রাজগণ বহুকাল অবধি ভারতমহাসাগরে জলদস্যুবৃত্তি করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করিতেন। ইহাতে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইত। লর্ড মিণ্টো বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইহাদের জলদস্যুতা নিবারণ করেন। এই সময়ে পোর্ত্তুগাল ও হলাণ্ড নেপোলিয়ানের ফরাসী সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়। এজন্য এসিয়ায় পোর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজগণের অধিকৃত যত স্থান ছিল তাহা নেপোলিয়ানের অধীন হয়।

এসিয়ার ইউরোপাধিকৃত দেশ অধিকার।—কিন্তু লর্ড মিণ্টো দেখিলেন, প্রবল শত্রুর হস্তে এই সকল স্থান থাকিলে ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষীয় রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। এই জন্য, তিনি এক এক করিয়া পোর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত গোয়া, দিউ, দামন প্রভৃতি, ওলন্দাজাধিকৃত চুচুঁড়া, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান এবং ফরাসীদিগের অধিকৃত পণ্ডীচেরী, মরীচদ্বীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়া রাখেন।

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সকল ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়াও লর্ড মিণ্টো রাজকার্য্যে কখন অমনোযোগ করেন নাই। বাঙ্গালাদেশে তখন ডাকাইতের ভয় বড়ই অধিক ছিল। তিনি উহা দমনের চেষ্টা করেন।

১৮১৩ অব্দের সনন্দ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতের একচেটিয়া লোপ।—১৭৭৩ খৃঃ অব্দে রেগুলেটীং এক্ট পাশ হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ও পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিবার কোম্পানীর যে স্বত্ব ছিল তাহাও বজায় থাকে। ১৭৮৪ সালে পিটের ইণ্ডিয়া বিল পাশ হয়, তাহাতে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানীর ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। সেই জন্য ১৭৯৩ সালে চার্টার পাইতে কোম্পানীর বিশেষ কষ্ট হয় নাই। কিন্তু ১৮১৩ সালে ইংলণ্ডের অন্য বণিকেরা ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে এবং যাহাতে কোম্পানীকে আর চার্টার না দেওয়া হয়, এইজন্য আন্দোলন করে। ঐ অব্দে কোম্পানীর ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য উঠিয়া যায়। কিন্তু চীনের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার স্বত্ব বজায় থাকে। কোম্পানী আর ২০ বৎসরের জন্য ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা পান। এই চার্টারে কোম্পানী ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিতে পারিবেন, এই কথা বলিয়া দেওয়া হয়। ঐ টাকা হইতে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ ও মফঃস্বলে কয়েকটি কলেজ খোলা হয়। এই চার্টারেই কোম্পানী গীর্জ্জা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কোম্পানী সকল ইংরেজকে ভারতবর্ষে আসিতে দিতেন না। কিন্তু এই চার্টারে তাঁহারা উহাদিগকে ভারতবর্ষে আসিতে অনুমতি দেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

লর্ড ময়রা [মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস]।

নেপাল ও ইংরেজ।—মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, নেপালের গোরখারাজ ইংরেজরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। গোরখারা হিমালয় প্রদেশীয় প্রায় সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণর জেনারেল পুলিসসৈন্য পাঠাইয়া ইংরেজরাজ্যে গোরখাদিগের অধিকৃত ভুটওয়াল ও শিবরাজ নামক স্থান ফের দখল করিয়া লইলেন। নেপালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি দুই দল ইংরেজসৈন্য নেপালে পাঠাইয়া দিলেন।

১৮১৪ সালের যুদ্ধ।—জেনারেল অক্টারলোনি সাহেব পশ্চিম হইতে এবং জিলেস্পী সাহেব পূর্ব্বদিক হইতে নেপাল আক্রমণ করিলেন (১৮১৪)। জিলেস্পী সাহেবের সহিত ৩৫০০ সৈন্য থাকিলেও প্রথম যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। বুন্দেলখণ্ডবিজয়ী জেনারেল মার্টিণ্ডেল সাহেব জিথুক নামক দুর্গের নিকট প্রাণত্যাগ করেন, জেনারেল অক্টারলোনিও বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন নাই। নেপালের প্রসিদ্ধ সেনানী অমরসিংহ থাপ্পা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

১৮১৫ সালের যুদ্ধ।—১৮১৫ খৃঃ অব্দের প্রথমেই অক্টারলোনি মালৌন দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। আলমোড়া ইংরেজ হস্তে পতিত হইল। রাজ্যের এক অংশ ইংরেজ হস্তে পতিত

দেখিয়া গোরখা দরবার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। কিন্তু এমন সময়ে মালৌন দুর্গরক্ষক অমরসিংহ ও তাঁহার পুত্রগণ কাটামুণ্ডু উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে দিলেন না। জেনারেল অক্টারলোনি গোরখাযুদ্ধের নেতা হইলেন। তাঁহার অধীনে



সার ডেভিড অক্টারলোনি।

১৭,০০০ সৈন্য নিযুক্ত হইল। বেহার অঞ্চল হইতে তিনি একেবারে কাটামুণ্ডু দখল করিতে মনস্থ করিলেন। প্রকাশ্য পথটি সুরক্ষিত দেখিয়া তিনি একটি গোপন পথে নেপালে প্রবেশ করিলেন এবং মুকবনপুরের দুর্গ অবরোধ করিলেন।

১৮১৬ সালের সন্ধি। মুকবনপুরের দুর্গ অধিকৃত হইলে নেপাল দরবার যুদ্ধ করা বৃথা দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

ইংরেজেরা কুমায়ুন ও গড়োয়াল নামক দুইটি পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিকার লাভ করিলেন। নেপালীরা যে, কোন ভারতবর্ষীয় রাজার সহিত মিলিত হইয়া কোনরূপ গোলযোগ করিবেন তাহার আর উপায় রহিল না।

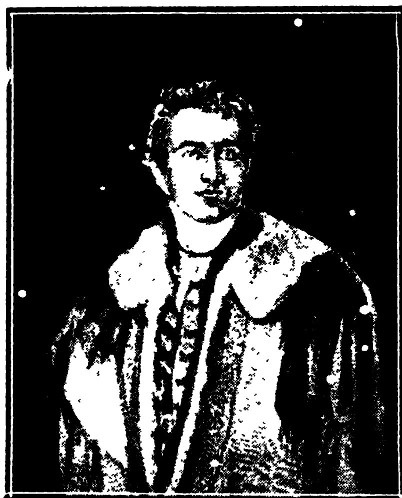
ত্রয়োদশ অধ্যায়।

লর্ড আমহার্ষ্ট।

১৮২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর আদাম সাহেব কয়েক মাসের জন্য গবর্ণর জেনারেল হন। কিন্তু এই কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত অযশোভাজন হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ম্মায় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলহোম্প্রা পরাক্রান্ত হইয়া পেগু, রেঙ্গুন, আরাকান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আসামের আহোম রাজারা কখনও মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আলহোম্প্রাবংশীয়দিগের সহিত তাঁহারা পারিয়া উঠিলেন না। রাজ্য হারাইয়া দীনভাবে বাঙ্গালায় বাস করিতে লাগিলেন। বর্ম্মার রাজারা রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। বিশেষ তাঁহাদের সেনাপতি মহাবান্দালা পগার কাটিয়া ও তাহার উপর বেড়া দিয়া যুদ্ধ করিতেন। সে যুদ্ধে কেহ তাঁহাকে পারিয়া উঠিত না।

বর্ম্মারাজ্য ও ইংরেজ।—লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াই দেখিলেন বর্ম্মার রাজা আসাম অধিকার করিয়া সমস্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা দাবী করিয়া বসিয়া আছেন এবং বলপূর্ব্বক সাপুরনামক দ্বীপটি দখল করিয়া লইয়াছেন। সাপুর অল্পেই ফের দখল হইল। কিন্তু বর্ম্মারাজ তাঁহার প্রধান সেনাপতি



লর্ড আমহার্ষ্ট

মহাবান্দালাকে এক জোড়া সোণার শিকলী দিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, গবর্ণর জেনারেলকে ইহাতে করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিও। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত স্বচ্ছল অবস্থা। লর্ড হেষ্টিংস দশ কোটি টাকা জমাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা রাজকোষে জমা হইত।

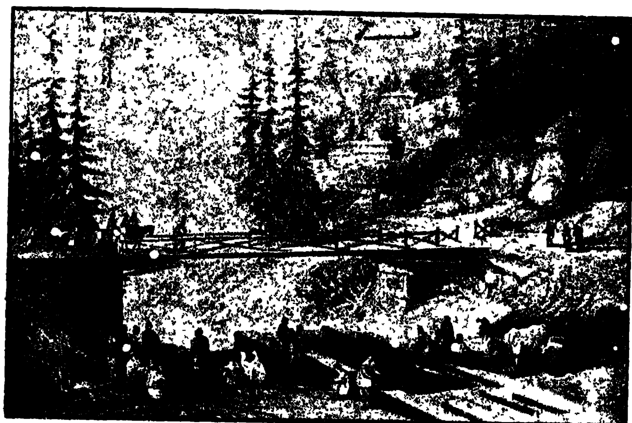
প্রথম বর্ম্মাযুদ্ধ।—কিন্তু বর্ম্মাযুদ্ধ এক হিসাবে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। বর্ম্মা যাইতে হইলে নিবিড় অস্বাস্থ্যকর জঙ্গল, দুর্গম অজ্ঞাত পর্ব্বত ও নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এজন্য জাহাজে ইরাবতীর মুখস্থিত রেঙ্গুন নগর দখল করিয়া নদী বাহিয়া উত্তর মুখে যাওয়া স্থির হইল। ইহাতেও বড় গোল। রেঙ্গুনে ভাল খাবার মিলে না এবং ঘোরতর বর্ষায় সমস্ত দেশ ভাসিয়া যায়। যাহা হউক সার অর্চ্চিবল্ড ক্যাম্বেল সাহেব মান্দ্রাজ হইতে যাইয়া সহজেই রেঙ্গুন ও মার্টাবান দখল করিলেন। সেনাপতি রিচার্ড সাহেব আসাম অধিকার করিলেন। বর্ম্মার সেনাপতি মহাবান্দালা আসাম হইতে ফিরিয়া রেঙ্গুনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং খুব জোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডোনাবিউ নামক স্থানে তাঁহার সৈন্য পরাজিত হইল এবং তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়ে সন্ধির কথা হইল। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া বর্ম্মার রাজা সন্ধি করিলেন না।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইংরেজদিগের অনেক অর্থ ব্যয় হইল এবং পীড়ায় ও অনাহারে অনেক ইংরেজসৈন্য মরিয়া গেল। সিপাহীরা বর্ম্মার যুদ্ধের নাম শুনিলে ভয় পাইত। এই সময়ে তিনটি সিপাহী রেজিমেণ্ট বর্ম্মায় যাইতে অস্বীকার করায় মিউটিনি হয়। ইংরেজরাজের ক্ষিপ্রকারিতাগুণে মিউটিনি ঠাণ্ডা হয়।

জান্দাবুর সন্ধি।—বর্ম্মাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে সার অর্চ্চিবল্ড ইরাবতী বহিয়া জান্দাবু নগরে উপস্থিত হন। তখন ভীত হইয়া বর্ম্মাধিপতি সন্ধি করিতে চান। এই সন্ধিতে ইংরেজ আসাম আরাকান ও তেনাসরিম এই তিনটি প্রদেশ পান এবং যুদ্ধের খরচ বাবদ এক কোটি টাকা লাভ করেন (১৮২৬)।

ভরতপুরে দুর্গ অধিকার।—লোকের সংস্কার ছিল,

ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য, তাই ভরতপুরের নাবালক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার খুড়তুত ভাই দুর্জ্জনশাল আপনি রাজা হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে সংকল্প করিলেন। দেশীয় রাজগণ গোপনে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়ার তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। অন্য উপায়ে ভরতপুরের দুর্গ অধিকার করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি বারুদে দুর্গের এক অংশ উড়াইয়া দিলেন



শিমলা শৈল।

এবং সেই ভগ্ন অংশ দিয়া দুর্গ প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। নাবালক রাজা আবার সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন এবং দুর্জ্জনশাল বন্দীভাবে কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন (১৮২৬)।

শিমলা শৈল।—এই সময়ে লর্ড আমহার্ষ্টের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। তিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া সিমলায়

উপস্থিত হন (১৮২৬)। এই সময় হইতেই শিমলা গ্রীষ্মকালে গবর্ণর জেনারেলের আবাসস্থান হইয়া উঠে। এই বৎসর ভ্রমণ কালে লর্ড আমহার্ষ্ট দিল্লীর বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেন যে, ইংরেজেরাই দেশের প্রকৃত রাজা। তিনি উহাদের বৃত্তিভোগী মাত্র।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট দেশে ফিরিয়া গেলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তিনি সাত বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে দুইটি ক্ষুদ্র দেশ ইংরেজরাজ্যভুক্ত করিতে হয়। একটির নাম কাছাড়, অপরটির নাম কুর্গ।

কাছাড় ও কুর্গ অধিকার।—কাছাড়ের প্রজারা ইংরেজদিগকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলে এবং কুর্গের রাজা অনেকগুলি খুন করায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা প্রয়োজন হয়। মহীশূরের রাজা ১৮১১ খৃঃ অব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাকে পেন্সন দিয়া আবার তাঁহার রাজত্ব ইংরেজ কমিশনারগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। এই কয়েকটি ব্যাপার

ভিন্ন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক দেশীয়রাজগণের কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভূপাল, জয়পুর ও গোয়ালিয়রে নাবালক রাজগণের অভিভাবকতা লইয়া অনেক গোলযোগ ঘটে, কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাহাতে



লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করিত; কোন বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই। তিনিও অতি শান্ত ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রজাগণের মঙ্গলচিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন।

সতীদাহ নিবারণ।—স্বামীর মৃত্যু হইলে অনেক রমণী তাঁহার জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা উঠাইয়া দেন। রাজপুতগণ কন্যার বিবাহের উপযুক্ত

পাত্র পাইতেন না বলিয়া, কন্যা জন্মিবামাত্র লবণ খাওয়াইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতেন। এই জঘন্য প্রথাও লর্ড বেণ্টিঙ্ক উঠাইয়া দেন। উহা ইংরেজ রাজত্বে আর হইতে পারে না।



সতীদাহ।

খোন্দদিগের নরহত্যা নিবারণ।—উত্তর সরকার প্রদেশে খোন্দগণ পৃথিবীদেবীর তৃপ্তির জন্য কতকগুলি নরহত্যা করিয়া তাহাদের রক্তদ্বারা তাঁহার পূজা করিত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা উঠাইয়া দেন, কিন্তু খোন্দেরা তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হয়। অনেক কষ্টে তাহাদের বিদ্রোহ দমন হয়। অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে সুশিক্ষা দিয়া সুনিয়মে শাসন করিয়া সভ্য করার জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজমীরের নিকটবর্ত্তী মাইরোয়ারার মাইরগণ, কোল ও খোন্দগণ তাঁহার সুশাসনে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন।—দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সময়ে বিশেষ আন্দোলন হয়। অনেকে বলেন উহাদিগকে সংস্কৃত, আরবী ও পারসী শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেকে আবার বলেন, উহাদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দেও। অনেকে আবার এ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় ভাষায় তাহাদের শিক্ষা দিতে



লর্ড মেকলে।

পরামর্শ দেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ইঁহাদের সকলেরই যুক্তি-তর্ক শুনিয়া ইংরেজী শিক্ষা দেওয়াই আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং তাহারই জন্য বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহার শাসনকালে যে সুশিক্ষার বীজ রোপণ হয় আমরা এখন তাহারই ফলভোগ করিতেছি। লর্ড মেকলে ও রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

ঠগী নিবারণ বিভাগের সৃষ্টি।—তাঁহারই সময়ে কর্ণেল শ্লীমান ঠগীদিগের দৌরাত্মের কথা সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্টকে জানান এবং তাহাদের দমন করিতে ঠগী ও ডাকাইতি বিভাগ স্থাপিত হয়। ঠগীরা পথিকদিগকে ভুলাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিত ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইত। বাঙ্গালার ডাকাইতের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কই ঠগী ও ডাকাইতি নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।



রাজা রামমোহন রায়।

লাখেরাজ জমীর বন্দোবস্ত।—১৭৯৩ খৃঃ অব্দে যে সকল লাখেরাজ ভূমির দলিল দস্তাবেজ ছিল না তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হয়। যাহারা বাদসাহী বা অন্যরূপ সনন্দ দেখাইতে পারিল তাহাদের

লাখেরাজ অক্ষুণ্ণ রহিল ; যাহারা পারিল না তাহাদের সঙ্গে প্রচলিত হারে বন্দোবস্ত হইল।

দেশীয়গণের রাজকার্য্য প্রাপ্তি।—লর্ড কর্ণওয়া-লিসের সময় দেশীয় লোকের জন্য রাজসরকারে কেবল দারোগাগিরি ও মুন্সেফী মাত্র চাকরী নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহাতে সমস্ত দেশী লোকেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ উচ্চ বেতনের ইংরেজ কর্ম্মচারী দিয়া কাজ খুব ভাল হইত না। কাজ বেশী ; কিন্তু লোক অল্প ছিল এজন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক দেশীয়দিগের বড় বড় চাকরী পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া যান। ডিরেক্টরেরাও তাঁহার এ কার্য্যের অনুমোদন করেন। এ পর্য্যন্ত দেশীয় আদালত সমূহে পারসী ভাষাতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক পারসীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার সময়েই মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় এবং হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত করা হয়।

১৮৩৩ অব্দের সনন্দ ও চীনের এক-চেটিয়া লোপ।—১৮১৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানী যে চার্টার পান তাহাতে ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচেটিয়া ব্যবসাও উঠিয়া যায় ; ১৮৩৩ খৃঃ অঃ চার্টারে চীনের সহিত একচেটিয়া ব্যবসাও উঠিয়া যায়। ঐ অব্দে তাঁহারা আর ২০ বৎসরের জন্য চার্টার পান। উঁহারা আর কুড়ি বৎসরের জন্য দেশশাসক মাত্র নিযুক্ত হন। ইউরোপীয়েরা এদেশে ভূসম্পত্তি উপার্জ্জনের ক্ষমতা পান। দেশীয়েরা সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যেই প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এই চার্টারের দ্বারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ করা হয়।

গবর্ণর জেনারেলের আইন করিবার

ক্ষমতা ও ল কমিশন।—এই চার্টারের দ্বারা 'গবর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলে' একজন 'ল মেম্বর' নিযুক্ত হন। তিনি শুধু আইন প্রস্তুত করিবার সময়ে সভায় বসিতে ও ভোট দিতে পারিবেন, অন্য কোন রাজকার্য্যের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব থাকিবে না। এইরূপে আইন করিবার ক্ষমতা পাওয়ায় এই সময় হইতে 'গবর্ণর



সার চার্লস্ মেট্‌কাফ।

জেনারেল ইন কাউন্সিলে' যে সকল আইন পাশ হয় তাহাকে এক্ট বা বিধি বলে, পূর্ব্বে ঐগুলিকে রেগুলেশন বা নিয়ম বিধান বলিত। আইন করিতে গেলেই দেশের লোকের আচার ব্যবহার ও সেই সময়ে প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্পূর্ণরূপে জানা আবশ্যক। এইজন্য "ল কমিশন" নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। উহাদের উপর ভার দেওয়া হয় যে, "তোমরা সমস্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া কিরূপ আইন

করিলে সর্ব্বসাধারণকে বাধ্য করা যায়, সেই সম্বন্ধে পরামর্শ দাও।" এই চার্টারে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতিকে 'গবর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলে' অতিরিক্ত মেম্বর করিবার ভার ডিরেক্টরদিগকে দেওয়া হয়। তিনি মেম্বর হইলে তাঁহার সম্মান গবর্ণর জেনারেলের নীচেই হইবে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ে দেখা যায় যে কাউন্সিলের অধিকাংশ মেম্বরেরা বিরুদ্ধ হইলে রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। এই জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসকে নিযুক্ত করিবার সময় তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দেওয়া হয় যে সঙ্কটস্থলে যদি অধিকাংশ সভ্যের মত আপনার বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে আপনি আপনার নিজের মতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। এই চার্টারে ঐ নিয়মটি বিধিবদ্ধ করা হয়। এই চার্টারে মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ে এক একজন বিশপ নিযুক্ত হন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।—১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি স্বদেশে চলিয়া যান এবং সার চার্লস মেটকাফ কিছুদিনের জন্য গবর্ণর জেনারেল হন। তাঁহারই শাসনকালে ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। কি দেশীয়, কি ইউরোপীয়, সমস্ত ভারতবাসীই এই ব্যাপারে তাঁহাকে সুখ্যাতি করে। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কলিকাতায় চাঁদা করিয়া সাধারণের পাঠার্থ একটি পুস্তকালয় স্থাপন করা হয়। সার চার্লস মেটকাফের নাম অনুসারে উহার নাম হয় মেটকাফ্ হল। ঐ পুস্তকালয়ের দেখাদেখি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। মেটকাফ্ হল এখন আর নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড।

ব্ল্যাক এক্ট।—১৮৩৬ খৃঃ অব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড গবর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি প্রথমে আসিয়াই একটি নূতন



লর্ড অকল্যাণ্ড।

আইন পাশ করেন। তাহাতে ইউরোপীয়দিগেরও দেওয়ানী মোকদ্দমা দেশীয় বিচারকের নিকট রুজু করিতে হইবে এই নিয়ম হয়। ইহাতে ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এই আইনকে তাঁহারা "ব্ল্যাক এক্ট" নাম দেন।

রণজিৎ সিংহ।—১৮৩২ খৃঃ অব্দে রণজিৎ সিংহ আফগান-পতি দোস্ত মহম্মদের হাত হইতে পেশোয়ার অধিকার করিয়া লন। দোস্ত মহম্মদ বারংবার চেষ্টা করিয়াও পেশোয়ার ফের দখল করিতে পারেন নাই। তিনি গবর্ণর জেনারেলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও



রণজিৎ সিংহ।

সফল হন নাই। রণজিৎ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিতে আসিলে ইংরেজেরা তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন।

দোস্ত মহম্মদের কোপ।—দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ার হারাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইংরেজের সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহার ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে লর্ড অকল্যাণ্ড

বাণিজ্য সম্বন্ধে সন্ধি করিবার জন্য কাবুলে দূত পাঠানয় দোস্ত মহম্মদ মনে করিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার সাহায্য করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু দূত যখন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কোন কথা কহিতে তাঁহার অধিকার নাই, তখন দোস্ত মহম্মদ কাউণ্ট



দোস্ত মহাম্মদ খাঁ।

বিকোবিচ নামক রুসীয় দূতের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

বার্ণস সাহেবের পরামর্শ।—ইহাতে ইংরেজদূত বার্ণস সাহেবও গবর্ণর জেনারেলকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, যে মধ্য এসিয়ায় রুস যাহাতে পসার করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। লর্ড অকল্যাণ্ডও তদনুসারে রণজিৎ সিংহ ও সাহসুজার সহিত সন্ধি করিলেন।

সাহসুজা আমেদসাহ আবদালীর বংশধর ও কাবুলরাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। দোস্ত মহম্মদ তাঁহাকে কাবুল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইংরেজ ও শিখেরা সমবেত হইয়া আবার সাহসুজাকে কাবুল সিংহাসন প্রদান করিবেন স্থির করিলেন।

কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।—১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সিমলা হইতে কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়। লর্ড অকল্যাণ্ড



রণজিৎ সিংহের স্বর্ণ সিংহাসন।

রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফিরোজপুরে ইংরেজ সৈন্য সুসজ্জিত হয়। সার উইলোবি কটন সাহেব সেনাপতি নিযুক্ত হন। বাঙ্গালা ও বোম্বাই হইতে সৈন্য পাঠান হয়। বোম্বায়ের সৈন্য যাহাতে সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া না যাইতে পারে, দুই একজন আমীর সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিফল হইয়া ইংরেজের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া সন্ধি করিতে

বাধ্য হন। বক্করদুর্গ ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পিত হয়। সমবেত ইংরেজ সেনা বোলানপাসের ভিতর দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করে।

কান্দাহারে প্রবেশ ও সাহসুজার অভিষেক।—১৮৩৯ সালের মে মাসে সাহসুজা কান্দাহারে প্রবেশ করেন ও তথায় তাঁহার অভিষেক হয়। জুনমাসের শেষভাগে ইংরেজ সৈন্য কান্দাহার হইতে কাবুল অভিমুখে প্রস্থান করে। পথে গজনী। ইংরেজেরা গজনী অবরোধ করিয়া দখল করিয়া লন। সেখানে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া ইংরেজসেনা কাবুলের দিকে যাইতে থাকে। ওদিকে কর্ণেল ওয়েড ইংরেজ ও শিখ সৈন্য সঙ্গে লইয়া খাইবার পাশের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন। দোস্ত মহম্মদ ভীত হইয়া ইংরেজ শিবিরে দূত পাঠাইয়া সাহসুজাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিবার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়; দোস্ত কাবুল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

কাবুল অধিকার ও যুদ্ধ শেষ।—সাহসুজা কাবুলে প্রবেশ করিয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। কিন্তু দেশে শান্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই সৈন্যেরা ফিরিয়া আসিবার আদেশ পায়। ফিরিয়া যাইবার সময় উহারা খেলাত অধিকার করে।

রণজিতের মৃত্যু।—১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ২৭শে জুন রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের সন্ধির পর তিনি ইংরেজদিগের সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। দুইজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে তিনি প্রায় ৮০,০০০ সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীর ও লাদাক অধিকার করিয়াছিলেন, এবং ইংরেজেরা প্রতিবাদী না হইলে তিনি সিন্ধুদেশ ও চীনের অনেক অংশ অধিকার করিয়া লইতে পারিতেন। যাহা হউক তাঁহার মৃত্যুর সময় পঞ্জাব একটি সুগঠিত রাজ্য ছিল।

তাহার উত্তরাধিকারিগণ।—তাঁহার উত্তরাধিকারী-দিগের মধ্যে একটিও উপযুক্ত লোক হয় নাই। হইলেও ৩।৪ বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল বড়লোকগুলিই গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। তাহাতে শিখরাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ১৮৪০ খৃঃ অব্দ হইতেই শিখেরা কখন কি করে এই বিষয় লইয়া ইংরেজদিগের বড়ই উৎকণ্ঠা হয়।

বোম্বায়ের সৈন্য চলিয়া গেলে বঙ্গীয় সৈন্যের কিয়দংশও আফগানি-স্থান পরিত্যাগ করে। সার উইলিয়ম ম্যাক্‌নটন সাহেব কাবুলে ইংরেজের দূতস্বরূপ অবস্থান করেন। সাহসুজা বালাহিসারে রাজপ্রাসাদ



বালাহিসার ও কাবুল।

স্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় ইংরেজেরা ঐ স্থান হইতে অবতরণ করিয়া নিম্ন সমতলভূমিতে শিবির স্থাপন করেন, নগর-বাসীদিগের সহিতও অমনই গোলযোগ হইতে আরম্ভ হয়।

কাবুলে গোলযোগ।—দোস্ত মহম্মদ কাবুল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন এবং পরিশেষে ইংরেজের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাকে সসম্মানে ভারতবর্ষে আনিয়া তাঁহার ভরণপোষণের জন্য প্রচুর বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু দোস্ত মহম্মদের নির্ব্বাসনে আফগানিস্থানের গোলযোগ বাড়িল বই কমিল না, নানা-স্থানে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। সাঁহ সুজাকে আফগানিস্থানের লোকে দেখিতে পারিত না। ইংরেজেরা তাঁহার সহায়, সুতরাং ইংরেজেরাও ইহাদের বিষনয়নে পড়িল। সার আলেকজান্দার বার্ণসের উপর তাহাদের রাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। ১৮৪১ সালে ১লা নবেম্বর আফগান সর্দ্দারেরা গোপনে কাবুলে সভা করিয়া বার্ণসের বাটী আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করে ও তাহা কার্য্যে পরিণত হয়।

বার্ণসের প্রাণনাশ।—বার্ণসের প্রাণনাশ হয়। এই অত্যাচারের শাস্তিবিধান হইল না। বরফ পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, জেনারেল নট কান্দাহার হইতে কাবুলে আসিতে পারিলেন না। সার রবার্ট সেল জেলালাবাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কাবুলে বিদ্রোহীদের দলপুষ্টি হইতে লাগিল।

আকবরের বিশ্বাসঘাতকতা।—ইংরেজশিবিরে রসদের অভাব হইয়া উঠিল। দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী-দিগের নেতা হইলেন। সার উইলিয়ম ম্যাক্‌নটন সাহেব আকবরের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে দোস্ত মহম্মদ ফিরিয়া আসিয়া কাবুলের আমীর হইবেন, আর ইংরেজ ও সাহ সুজা নির্ব্বিঘ্নে হিন্দুস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন। আকবর নিজে উহাদিগকে আফগানিস্থানের সীমা পার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। তখনও ১৫,০০০ ইংরেজ সৈন্য কাবুলে ছিল, তাহারা অনায়াসেই দুরাত্মাদিগের শাস্তিবিধান করিতে

পারিত ; কিন্তু তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া ইংরেজপ্রধানগণ বিদ্রোহীদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। সমস্ত টাকা কড়ি ও কামানগুলি উহাদিগকে প্রদান করিলেন। ১৮৪২ সালের ৬ই জানুয়ারী ইংরেজসৈন্য ভারতাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে বরফ পড়িয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিল। আফগানেরা চারিদিক হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতেও অনেকে মারা গেল। যাঁহারা প্রতিভূস্বরূপ আকবরের শিবিরে ছিলেন, তাঁহারাই কেবল বাঁচিয়া গেলেন। অবশিষ্ট সকলেই মরিয়া গেল। কেবল এক জন মাত্র ইংরেজ এই দারুণ দুর্ঘটনার সংবাদ লইয়া জেলালাবাদে পৌঁছিয়াছিলেন।

নট সাহেব ও সেল সাহেব।—কাবুলস্থ ইংরেজসৈন্য ইংরেজ রাজপুরুষদিগের বুদ্ধির দোষে এইরূপে ধ্বংস হইলেও কান্দাহারে নট সাহেব ও জেলালাবাদে সেল সাহেব বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

লর্ড এলেন্‌বরা।

কাবুলে সৈন্য প্রেরণ।—লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই ১৮৪২ সালের প্রথমেই, জেনারেল পলককে কাবুলাভিমুখে পাঠাইলেন। আফগানিস্থানের ইংরেজদিগকে উদ্ধার করিয়া,

বিদ্রোহীদিগকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া, আফগানিস্থানে ইংরেজের শৌর্য্য-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া, ভারতবর্ষে ফিরিতে হইবে, তাঁহার প্রতি এই আদেশ রহিল। তিনি ত্বরিতগতিতে খাইবারপাসের মধ্য দিয়া যাইয়া প্রথমেই আলি মস্‌জিদ অধিকার করিয়া লইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে জেলালাবাদে উপস্থিত হইয়া সেল সাহেবকে অবরোধ হইতে উদ্ধার



গজনী।

করিলেন, তখন উভয়ে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী দুর্গগুলি ভূমিসাৎ করিয়া দেশের কতক অংশ আপনার বশে আনিলেন।

কাবুল অধিকার।—জেনারেল ইংলণ্ড সাহেবও বোলান-পাসের মধ্য দিয়া অনেক যুদ্ধবিগ্রহাদির পর কান্দাহারে উপস্থিত হইয়া হইয়া জেনারেল নটের সাহায্য করিলেন। তখন জেলালাবাদ হইতে পলক ও সেল এবং কান্দাহার হইতে নট ও ইংলণ্ড কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিয়া অল্পদিনের মধ্যে কাবুল অধিকার করিয়া লইলেন। বিদ্রোহীরা

ইতিপূর্ব্বে সাহ সুজার প্রাণবধ করিয়াছিল। আকবর খাঁ এক্ষণে কাবুলের সর্ব্বময় কর্ত্তা। কাবুলে উপস্থিত হইয়াও ইংরেজ বন্দীদিগকে উদ্ধার করিতে ইংরেজসেনাপতিগণের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।



বোলান পাস।

যাহা হউক উহারাও ক্রমে আসিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। ইংরেজেরা কাবুলের বাজার ধ্বংস করিয়া গজনীর দুর্গ গুঁড়া করিয়া এবং বিদ্রোহীদিগের শাস্তিবিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইংরেজের প্রতাপ অক্ষুন্ন রহিল। দোস্ত মহম্মদ কাবুলে ফিরিয়া গেলেন।

সিন্ধুদেশ অধিকার।—কাবুলযুদ্ধের সময় সিন্ধুর আমীরেরা ইংরেজদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজদিগের সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধোপকরণাদি পাঠাইবার সময় কোন বাধা বা বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। সিন্ধুর আমীরদিগের সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন এলাকা ছিল। কেবল একজনের মাথায় পাগড়ী থাকিত, তিনিই তাঁহাদের প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন। যুদ্ধের পর রেসিডেণ্ট মেজর আউটরাম দুই একজন আমীরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরা এই রিপোর্ট তদন্তের ভার সার চার্লস নেপিয়রের হস্তে প্রদান করেন। নেপিয়র একেবারে সমস্ত আমীরগণকে দোষী স্থির করেন। তিনি বলেন, তাঁহারা সকলে ইংরেজের বিরুদ্ধে পত্র লেখালেখি করিয়াছেন। আমীরগণকে প্রায় তিন ভাগের দুইভাগ জমি ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে হয়। সার চার্লস তাঁহাদের সহিত নানারূপে অসদ্ব্যবহার করেন। আমীরেরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও সমস্ত সহ্য করেন। কিন্তু বেলুচ প্রজারা আমীরদিগের অবমাননা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বিদ্রোহী হয় এবং রেসিডেণ্টের বাড়ী আক্রমণ করে। রেসিডেণ্ট ষ্টীমারে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। বেলুচদিগের সহিত সার চার্লসের মিয়ানি নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ৫০০০ বেলুচ নিহত হয়। তাহারা সম্মুখসমরে প্রাণ দিয়াছিল। প্রাণভিক্ষা চাহে নাই; দিতে চাহিলেও গ্রহণ করে নাই। মিয়ানির যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সার চার্লস হায়দরাবাদ অধিকার করেন। ডুব্বানামক স্থানে বেলুচগণের সহিত আবার যুদ্ধ হয়; এ যুদ্ধেও ইংরেজদিগের জয় হয় (১৮৪৩)। গবর্ণর জেনারেল সিন্ধুদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজের সিপাহীরা সিন্ধুদেশে যাইতে স্বীকার করিল না। বোম্বায়ের

সিপাহীরা ঐ দেশ রক্ষা করিল। অনেকে বলেন, সিপাহীযুদ্ধের এই-খানেই সূত্রপাত হয়।

গোয়ালিয়রের যুদ্ধ (১৮৪৩)।—১৮২৭ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার মহিষী জনকজী নামে একটি বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ সালে জনকজী মারা যান। ইংরেজেরা তাঁহার মহিষীকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুরোধ করেন। পোষ্যপুত্র লওয়া হইলে, তাঁহার অভিভাবকতা লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ বাধিয়া উঠে। মামাসাহেব ও দাদাসাহেব দুই জনে দুই দলের নেতা হইয়া উঠেন। ইংরেজেরা মামার পক্ষ অবলম্বন করেন। রাণী তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দাদাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। ইংরেজেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন দাদাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; নহিলে রেসিডেণ্ট একেবারে গোয়ালিয়র ত্যাগ করিয়া আসিবেন। রেসিডেণ্ট গোয়ালিয়র ত্যাগ করিলেন, দাদা সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, সিন্ধিয়ার রেজিমেণ্টগুলি তাঁহার বশ হইল। ইংরেজেরা দেখিলেন, এরূপ লোকের হাতে রাজকার্য্যের ভার থাকিলে ইংরেজের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাঁহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। গবর্ণর জেনারেল নিজে আগরা হইতে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। রাণী তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যেরা তাঁহাকে আসিতে দিল না। মহারাজপুর ও পান্নেয়ার নামক দুইস্থানে ইংরেজের সহিত সিন্ধিয়ার সেনাদিগের যুদ্ধ হয়। প্রত্যেক যুদ্ধেই সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ হারিয়া যায়। যুদ্ধাবসানে রাণী ও নাবালক রাজা গবর্ণর জেনারেলের শিবিরে উপস্থিত হন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার সহিত যে সন্ধি হয় তদনুসারে এ পর্য্যন্ত কার্য্য হয় নাই। গবর্ণর জেনারেল রাজ্যরক্ষার ভার লইয়া সেইমত কার্য্য

করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাণী ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সিন্ধিয়ার সৈন্য সংখ্যা কমিয়া গেল, ৩২টি মাত্র কামান তাঁহার রহিল। ইংরেজেরা ১০,০০০ সৈন্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন।



লর্ড হার্ডিঞ্জ

নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় ডিরেক্টরেরা লর্ড এলেনবরার পরিবর্ত্তে লর্ড হার্ডিঞ্জকে গবর্ণর জেনারেল করিয়া ভারতবর্ষে পাঠান।

সপ্তদশ অধ্যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া মন দিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইল। শিখদিগের খাল্‌সা সৈন্য ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে হইল। কেন খাল্‌সা সৈন্য হিন্দুস্থান আক্রমণ করিল, জানিতে হইলে রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর হইতে শিখদিগের ইতিহাস জানা আবশ্যক।

দলিপসিংহ ও তাঁহার মাতা রাণী ঝিন্দন।— রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গসিংহ, পৌত্র নেওনেহাল সিংহ ও দ্বিতীয় পুত্র সের সিংহ পব পর লাহোরে রাজা হন। কিন্তু ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই ইঁহারা সকলেই নিহত হন। এই সময় হইতে খাল্‌সা সৈন্য উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে। রাজ-পরিবারের মধ্যে এমন কি শিখসর্দ্দারদিগের মধ্যে এমন কেহই ছিল না যে তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারে। খাল্‌সা সৈন্যগণ রণ-জিতের তৃতীয় পুত্র দলিপকে রাজা করিয়া তাঁহার মাতা মহারাণী ঝিন্দনকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করে। কেহই প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার না করায় রাণী আপনার প্রিয়পাত্র লালসিংহকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

খাল্‌সা সৈন্য।—তখন রাণী ও লালসিংহ উভয়ে মিলিয়া খাল্‌সা সৈন্যগণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, উহাদিগকে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করা হইবে। যদি উহারা হিন্দুস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে রাণী স্বরাজ্যের কর্ত্তা থাকিবেন। যদি না পারে, ইংরেজের তোপে যদি উৎসন্ন হয়, তাহা হইলেও তিনি নিরাপদ হইবেন।



শিখ সৈনিক।

এই মৎলবে মহারাণী ও লালসিংহ খাল্‌সা সৈন্যগণকে শতদ্রু পার হইয়া ইংরেজরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। তাহারা সত্বর ফিরোজপুরের নিকটে আসিয়া ছাউনি করিল। ফিরোজপুরে তখন ইংরেজদিগের ১০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। প্রধান সেনাপতি তখন আম্বালায় ছিলেন।

মুদকীর যুদ্ধ।—যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি সমস্ত সৈন্য

লইয়া ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৫০ মাইল ছয়দিনে গমন করিয়া মুদকী নামক স্থানে শিখ সৈন্যের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ইংরেজ সৈন্য অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শিখদিগের ১০টি কামান ইংরেজের হাতে আসিয়া পড়িল ও শিখেরা হটিয়া পড়িল।

ফিরোজ সহরে যুদ্ধ।—শিখদিগের অধিকাংশ সৈন্য ফিরোজ সহর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ ও গড়খাই করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রধান সেনাপতি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রাত্রিতে কোথাও ইংরেজেরা অগ্রসর হইয়া শিখদিগের মধ্যে পড়িয়াছে, কোথাও শিখেরা অগ্রসর হইয়া ইংরেজদিগের মধ্যে পড়িয়াছে। উভয় পক্ষেই সমস্ত রাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হইল, তাহাতে আবার ইংরেজ সৈনিকেরা অনেকে জলটুকু পর্য্যন্ত পায় নাই। রাত্রে বরফ পড়িতে লাগিল। কষ্টের একশেষ হইল। প্রাতে গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং ও সার হিউ গফ প্রধান সেনাপতি সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিয়া শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন।

তেজসিংহ।—এই সময়ে তেজসিংহ ২০,০০০ অশ্বারোহী শিখ সৈন্য লইয়া শতদ্রু নদী হইতে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ শিবিরের কাছে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ না করিয়াই প্রস্থান করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজদিগের বিস্তর লোক মরিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ অপেক্ষা শিখ অনেক বেশী মারা যায়। শিখদিগের মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। খাল্সা সৈন্য অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া লালসিংহের শিবির লুঠ করিয়া লইয়া যায়।

আলিওয়ালের যুদ্ধ।—ইংরেজদিগের কামান ও অন্যান্য

যুদ্ধোপকরণ দিল্লী হইতে আসিয়া না পৌছায় ইংরেজেরা জয়লাভ করিয়াও শিখসৈন্যের পাছে ছুটিতে পারিলেন না। ইংরেজেরা ভয় পাইয়াছে মনে করিয়া অনেক শিখ শতদ্রু পার হইয়া যোদ্ধবর্গের সহিত মিলিত হইল, যুদ্ধোপকরণ আসিয়া পৌছিলে ইংরেজেরাও আলিওয়াল নামক স্থানে শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া হারাইয়া দিলেন। অনেক শিখ পলায়ন করিয়া শতদ্রু নদী পার হইয়া গেল।



গোলাব সিংহ।

গোলাব সিংহ।—এই সময়ে গোলাব সিংহ লাহোরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণর জেনারেলের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিলেন, খাল্‌সা সৈন্য কর্ম্মচ্যুত না হইলে সন্ধি হইবে না। গোলাব সিংহ দেখিলেন তাহা অসম্ভব। সুতরাং আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সোব্রাওনের যুদ্ধ।—শতদ্রুর পূর্ব্বতীরে সোব্রাওন নামক স্থানে, শিখসৈন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, পশ্চাতে একটি দীর্ঘ নৌসেতু তাহাদের পলাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল। ইংরেজের কামানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল, শিখেরা পলায়ন করিল, ইংরেজের গোলাগুলিতে ১০,০০০ শিখসৈন্য ২ ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস হইল।

লাহোরের সন্ধি।—ইংরেজেরা অবিলম্বে শতদ্রু পার হইয়া লাহোরেব নিকট মিয়াম্মীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। রাজা গোলাব সিংহ সন্ধির প্রস্তাব করিলে ইংরেজেরা শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দেড় কোটি টাকা লইলেন। সমস্ত টাকা উপস্থিত না থাকায় পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহ গোলাবসিংহকে বিক্রয় করিয়া এক কোটি টাকা জমা করা হইল।

কাশ্মীর রাজ্যের সূত্রপাত।—বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্যের এই সূত্রপাত। যে সকল সৈন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল। খাল্সা সেনা ২০,০০০০ পদাতি ও ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত হইল। প্রকাশ্য দরবারে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল। অমৃতসরে গোলাবসিংহের সহিতও সন্ধি হইল। এক বৎসরের জন্য ইংরেজ সৈন্য লাহোরে থাকিয়া, লাহোর রাজ্য পুনর্গঠনে সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু এক বৎসর পার হইয়া গেলেও শিখ সর্দ্দারগণের প্রার্থনায় একদল ইংরেজ সৈন্য লাহোরে রহিল। তাহাদের খরচ কুলাইবার জন্য বার্ষিক ২২ লক্ষ টাকা লাহোর দরবারকে দিতে হইত। ইংরেজের পরামর্শমত কুমারের অভিভাবকবর্গের এক সমিতি গঠিত হইল। রেসিডেন্ট তাহার সভাপতি হইলেন। কুমার যতদিন

বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, ততদিন এই বন্দোবস্তে কার্য্য চলিবে, স্থির হইল। তিন বৎসর ভারত শাসন করিয়া ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

লর্ড ডালহাউসি।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দের প্রথমেই লর্ড ডালহাউসি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর মাত্র।



লর্ড ডালহাউসি।

কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ও অধ্যবসায় অসাধারণ ছিল। তিনি ভারতবর্ষের কোন সংবাদই রাখিতেন না, কিন্তু অতি অল্প সময়ের

মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের কার্য্য বুঝিয়া লইলেন। তিনি ভরসা করিয়াছিলেন, তাঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু তাঁহার আগমনের চারিমাস পরেই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ।—মুলরাজ মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি লাহোর দরবারকে ১,৮০,০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া পৈতৃক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম শিখযুদ্ধের গোলযোগে সে টাকা দেন নাই। ইংরেজেরা লাহোর দরবারের কর্ত্তা হইয়া ঐ টাকা চাহিয়া পাঠান। মূলরাজ কার্য্য ত্যাগ করেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট অন্য একজনকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দুইজন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাকে মূল-তানে পাঠাইয়া দেন। ইঁহাদের নাম আগ্নিউ ও আণ্ডারসন। ইঁহারা মূলতানে পৌঁছিলে মূলরাজ দুর্গ ইঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তিনি তলে তলে বিদ্রোহী হইবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁহার অধীন সৈন্যেরা আগ্নিউ ও আণ্ডারসনের প্রাণবধ করিল। লাহোর হইতে সৈন্য পাঠাইতে বিস্তর বিলম্ব হইল। বিদ্রোহীর সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

মূলতানের ব্যাপার।—এই সময়ে এডওয়ার্ডিস নামক একজন ইংরেজ দেরাজাত বিভাগে জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আগ্নিউ বিপদগ্রস্ত শুনিয়া তিনি কতকগুলি সৈন্য লইয়া দুই তিনবার মূলরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মূলরাজ মূলতানের দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। বহাবলপুরের নবাব ঐই সময়ে এডওয়ার্ডিসের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক লাহোর হইতে সৈন্য ও কামান প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ উপস্থিত হইলে মূলতান অবরোধ করা হইল।

ঠিক সেই সময়েই মূলতানের ইংরাজপক্ষীয় শিখ সেনাপতি সেরসিংহ বিদ্রোহী হওয়ায় অবরোধ কার্য্য স্থগিত রহিল। সেরসিংহ উত্তরাভিমুখে যাইয়া তাঁহার পিতা ছত্রসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। ছত্রসিংহ পূর্ব্বেই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে কতকগুলি সৈন্য মূলতানে উপস্থিত হইলে অবরোধ কার্য্য আবার আরম্ভ হইল। মূলরাজ মূলতানকে দ্বিতীয় ভরতপুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের বাহুবল ও ইংরেজের বিজ্ঞানের নিকট তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। দৈবও তাঁহার বিরোধী হইলেন। হঠাৎ বারুদখানায় আগুন লাগিয়া তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হইল। ক্রমে বাহিরের পরে ভিতরের দুর্গও অধিকৃত হইল। মূলরাজ ধরা পড়িলেন। তাঁহার বিচার হইল। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ছত্রসিংহ।—ছত্রসিংহ দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে এই মর্ম্মে সন্ধি করিয়াছিলেন, যে ইংরেজদিগকে লাহোর হইতে দূর করিতে পারিলে, দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ারের রাজত্ব পাইবেন। তিনি এই লোভে পড়িয়া চিরশত্রু ছত্রসিংহের সহিত সন্ধি করেন এবং সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য করেন। ছত্রসিংহের পুত্র সেরসিংহও মূলতান হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

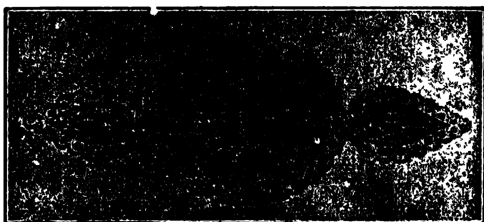
চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ।—সেরসিংহ চিলিয়ানওয়ালা-নামক স্থানে ছাউনি করিয়া ইংরেজদিগের আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে নিবিড় জঙ্গল। লর্ড গফ না জানিয়া জঙ্গলের নিকটে ছাউনি করিলে শিখেরা তাঁহার উপর অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরাজ-দিগের অনেক লোক মারা যায় এবং তাঁহাদের অনেক ক্ষতি হয়,

তথাপি তাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। সেরসিংহ এই যুদ্ধের পর লাহোরের দিকে যাত্রা করিলেন। যদি তিনি সতেজে লাহোর পর্য্যন্ত গিয়া উঠিতে পারিতেন, তাঁহার বড়ই বাহাদুরী হইত। কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না। লাভের মধ্যে চন্দ্রভাগার তীরস্থ দুর্গগুলি তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। লর্ড গফ যুদ্ধে কামান ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। শিখেরা বলিত কামান ব্যবহার না করিলে ইংরেজেরা তাহাদের কিছুতেই হারাইতে পারিবে না। এই জন্য সকলেই লর্ড গফকে কামান ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন। বহুসংখ্যক কামান তাঁহার শিবিরে প্রেরিত হইল। সেরসিংহ, ছত্রসিংহ ও আফগান সেনাপতি প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া গুজরাট নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

গুজরাটের যুদ্ধ।—লর্ড গফ তথায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমেই কামানসমূহ ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে শিখদিগের কামানগুলি বন্ধ হইয়া গেল। তখন ইংরেজের পদাতিক সৈন্য আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কয়েক ঘণ্টার ঘোরতর যুদ্ধের পর যখন ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য ভীমবেগে আক্রমণ করিল, তখন শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ইংরেজেরা উহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিলে, সকলে অস্ত্র ত্যাগ করিল। তাহারা সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। বীরের ন্যায় পরাজয় স্বীকার করিয়া নূতন রাজার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। এক-দিনের জন্যও তখন তাহারা অবিশ্বাসী হয় নাই।

পঞ্জাব অধিকার।—১৮৪৯ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের ঘোষণা-পত্রের দ্বারা লাহোর দরবারের অধীন সমস্ত দেশ ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। দলিপ সিংহকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইল;

দলিপ সিংহ প্রসিদ্ধ হীরক কোহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপহার দিলেন। তিনি পরে খৃষ্টান হইয়া ইংলণ্ডে বাস করেন। নানারূপ দশাবিপর্য্যয়ের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায় লর্ড ডালহাউসি মারকুইস উপাধি পান এবং অনেকে অনেকরূপ পুরস্কার লাভ করেন।



কোহিনুর।

সেতারা অধিকার।—এই সময়ে কেরোলী ও সেতারার রাজার মৃত্যু হয়। দুই জনই দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজরাজ বলিলেন, সেতারা রাজ্য আমাদের। আমরা যাঁহাকে দিয়াছিলাম তাঁহার ঔরসজাত সন্তান থাকিলে তাহাকে দিতাম। কিন্তু দত্তকপুত্রকে দিব না। কেরোলী প্রাচীন রাজ্য, আমাদের দেওয়া নহে, অতএব ওখানে আমরা প্রাচীন প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিব না। বোর্ড অব্ ডিরেক্টর, বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল ও গবর্ণর জেনারেল সকলে একমত হওয়ায় সেতারা ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু কেরোলী হইল না।

দ্বিতীয় বর্ম্মা যুদ্ধ।—১৮২৬ সালের সন্ধির পর বর্ম্মার সহিত ইংরেজদিগের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হয় নাই। বর্ম্মার রাজা ইংরেজ

রেসিডেণ্টকে অগ্রাহ্য করায় রেসিডেণ্ট চলিয়া আসেন। ইংরেজ-বণিক্‌দিগকে বর্ম্মায় বড়ই শঙ্কিত থাকিতে হইত। ১৮৫১ সালে ইহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল! একজন রেসিডেণ্ট না থাকিলে আর চলিল না। গবর্ণর জেনারেল আবার রেসিডেণ্ট পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। রেঙ্গুনের শাসনকর্ত্তা ইংরেজদিগের প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার করায় লর্ড ডালহাউসি তথায় কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ পাঠাইয়া দেন। নূতন গবর্ণর আরও উদ্ধত প্রকৃতির লোক। তিনি ইংরেজের সঙ্গে দেখাই করিতেন না। যুদ্ধজাহাজের অধ্যক্ষ ল্যাম্বার্ট সাহেব রেঙ্গুনে জাহাজ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজার একখানি জাহাজ দখল করিয়া লইলেন। শাসনকর্ত্তা দুর্গ হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং মার্টাবান অল্পকাল মধ্যেই ইংরেজদের দখলে আসিল।

রেঙ্গুন অধিকার।—রেঙ্গুনও অধিকৃত হইল। বেসীন ও প্রোম ইংরেজহস্তে পতিত হইল। পেগু দীর্ঘ অবরোধের পর ইংরেজদিগকে দুয়ার খুলিয়া দিল। সমস্ত দেশবাসিগণ আক্রমণকারী-দিগকে বর্ম্মাদেশীয় দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ইংরেজেরা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। এই সকল ব্যাপারের পর ইংরেজেরা দেখিলেন রাজসৈন্য কেহই যুদ্ধ করিতেছে না। সুতরাং তাঁহারাও যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যে সকল দেশ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের বাহিরে রাজ্য বিস্তার হইলে, ইংরেজেরা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন, বিশেষ বর্ম্মায় তাঁহাদের লাভ হইবে না। কিন্তু এ সকলই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১৮৫২ খৃঃ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসনের গুণে বর্ম্মার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিজাম ও ইংরেজ।—বহুকাল অবধি হায়দারাবাদের নিজাম অপরিমিত ব্যয় করিয়া আপনার রাজকোষ শূন্য করিতেছিলেন। ইংরেজের যে সকল সৈন্য তাঁহার দেশ রক্ষা করিত, তাহারা সকল সময় বেতন পাইত না। যাহারা নিজামকে টাকা ধার দিত তাহাদিগকেই প্রদেশীয় রাজস্ব আদায় করিয়া শোধ লইবার ভার দেওয়া হইত। ইহাতে দেশের মধ্যে নানা প্রকার অত্যাচার ও অবিচার হইত। ক্রমে নিজামের নিকট ইংরেজের ৮০,০০,০০০ টাকা পাওনা হইল। ডিরেক্টরেরা ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য লর্ড ডালহাউসির উপরে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

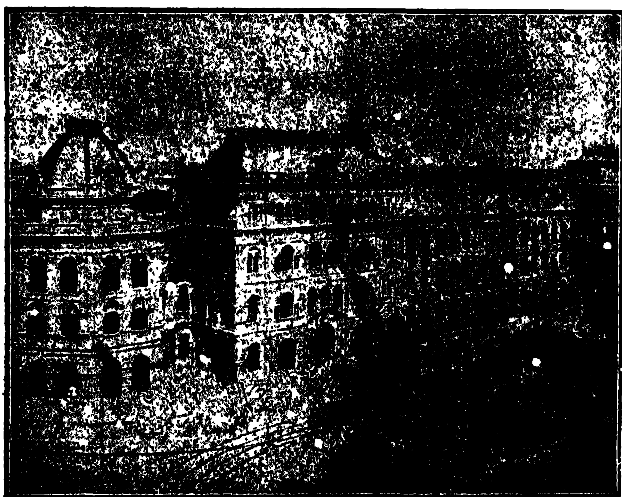
নলদুর্গ, রাইচর-দোয়াব ও বেরার।—অনেক লেখালেখি ও বাদানুবাদের পর নিজাম ইংরেজসৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বেরার, নলদুর্গ ও রাইচর-দোয়াব ছাড়িয়া দিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় নিজাম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা করায় নলদুর্গ ও রাইচর-দোয়াব নিজামকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বেরার ইংরেজের হাতেই আছে।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে বাজীরাও পেশোয়ার মৃত্যু হওয়ায় ইংরেজেরা তাঁহার দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে আর বৃত্তি দিলেন না। নানা অনেক চেষ্টা করিলেন, বিলাত পর্য্যন্ত লোক পাঠাইলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হওয়ায় নবাবী উঠাইয়া দেওয়া হইল। দিল্লীর বাদসাহ বাহাদুর সাহ মরিলে তাঁহার পুত্র-পৌত্রদিগকে প্রাসাদ হইতে অন্যত্র বাসস্থান দিবার বন্দোবস্তের কথা হইতে লাগিল।

ঝান্সী ও নাগপুর অধিকার।—ঝান্সীর ও নাগপুরের রাজারা মারা যাওয়ায় তাঁহাদের রাজ্য দুইটি ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। দত্তকপুত্রগণকে রাজ্যের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হইল না। নাগপুররাজের নিজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। যদিও ঐ বিক্রয়লব্ধ টাকার সুদ হইতে রাজপরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হইল বটে, কিন্তু দেশের লোকে রাজার নিজ সম্পত্তি গ্রহণ করায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল।

অযোধ্যা অধিকার।—অযোধ্যার নবাবেরা বরাবরই ইংরেজদিগের আশ্রিত ছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কখনই ভাল করিয়া দেশ শাসন করিতে পারেন নাই। শেষ রাজা ওয়াজিদ আলি সাহ আমোদ-প্রমোদেই ব্যস্ত থাকিতেন; কখনও রাজকার্য্যে মনোযোগ করিতেন না। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁহাকে সুশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পত্র লিখিয়া যান। লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, যে দুই বৎসরের মধ্যে যদি সুশাসনের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে রাজ্য থাকা ভার হইবে। কিন্তু তাহাতেও রাজার চৈতন্য হইল না। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ডিরেক্টরেরা আজ্ঞা দিলেন অযোধ্যা ইংরেজরাজ্যভুক্ত হউক। লর্ড ডালহাউসি রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা পালন করিলেন। অযোধ্যা ইংরেজসাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়া গেল। রাজার নিজের আসবাবও বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করা হইল। লোকে আরও অসন্তুষ্ট হইল। ওয়াজিদ আলি সাহ কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহাকে ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইল। এই সকল রাজ্য গ্রহণ করায় দেশের লোকের মনে একটা ত্রাস জন্মিল।

ভারতবর্ষের উন্নতি।—লর্ড ডালহাউসির কার্য্য করিবার ক্ষমতা অসীম ছিল। তাঁহার শাসনকালের সাত বৎসর যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহার উপরও তিনি এদেশের উপকারের বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যমে এদেশে রেলওয়ে বিস্তার



লাট সাহেবের দপ্তর, কলিকাতা।

আরম্ভ হয়; তাঁহারই উদ্যমে টেলিগ্রাফের তারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। তাঁহারই উদ্যমে বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ হয়। তাঁহারই উদ্যমে দুই পয়সার টিকিটে সমস্ত ভারতবর্ষে চিঠি বিলি হইতেছে। তাঁহারই উদ্যমে বড় বড় খাল কাটা আরম্ভ হয়। তিনিই এদেশে বিধবাবিবাহের সূত্রপাত করিয়া যান। এই সাত বৎসর গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার

শরীর ও মন এতই খারাপ হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডে গিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৫৩ সালের সনন্দ।—১৮৫৩ খৃঃ অব্দে নূতন ইণ্ডিয়া বিল পাস হয়; তাহাতে বাঙ্গালা একটি স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরীতে পরিণত হয়। হ্যালিডে সাহেব বাঙ্গালায় প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে কোম্পানীর ২৪ জন ডিরেক্টর থাকিতেন, এক্ষণে নিয়ম হইল যে ১৮ জন মাত্র ডিরেক্টর থাকিবেন, তাহার মধ্যে আবার ছয় জনকে ইংলণ্ডের রাজা স্বয়ং নিযুক্ত করিবেন। সিবিল সার্ভিসে ও মেডিকেল সার্ভিসে ডিরেক্টরদিগের যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহাও উঠাইয়া দেওয়া হয়। অন্যবারের ন্যায় এবার ২০ বৎসরের জন্য চার্টার দেওয়া হয় নাই; বলিয়া দেওয়া হয়, যে যতদিন পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিবেন ততদিন কোম্পানীর হস্তে ভারতের শাসনভার রাখিতে পারিবেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড ক্যানিং, লর্ড ডালহাউসির নিকট হইতে গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কিছুতেই যে সে শান্তি ভঙ্গ হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। লর্ড ক্যানিং মনে করিয়াছিলেন,

লর্ড ডালহাউসি, ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ বিস্তার প্রভৃতি যে সকল দেশহিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়া যাইতেছেন আমাকে তাহাই সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু অভূতপূর্ব্ব বিপদ আসিয়া সে শান্তির আশা ভাঙ্গিয়া দিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা চীন ও পারস্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, উভয় দেশেই ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য প্রেরিত হয় এবং উভয় স্থানেই ইংরেজেরা জয়লাভ করেন।

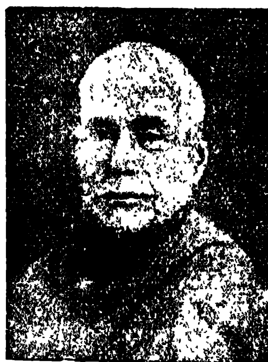


লর্ড ক্যানিং।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ।—কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালের প্রধান ঘটনা সিপাহীবিদ্রোহ। বোম্বাইএর সিপাহীরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে যাইতে স্বীকার করিত। তাহারা রেজিমেণ্টে চাকরের কার্য্য করিত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সিপাহীরা ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে স্বীকার করিত না এবং আপনারা উচ্চবংশজাত বলিয়া

গৌরব করিত ও চাকরের কার্য্য করিতে চাহিত না। সিন্ধুপ্রদেশে যুদ্ধের সময় বোম্বাই ও বাঙ্গালা হইতে সিপাহী উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে এই দুই প্রদেশের সিপাহীদিগের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল।

সার্ চার্লস্ নেপিয়ারের আশঙ্কা।—সার্ চার্লস্ নেপিয়ার বাঙ্গালার সিপাহীদিগের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কার হইয়াছিল যে ইহারা শীঘ্রই মিউটিনি করিবে। এই



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জন্য ১৮৫০ খৃঃ অব্দে তিনি যখন প্রধান সেনাপতি হইয়া ভারতবর্ষে আসেন, সেই সময়ে উহারা যাহাতে মিউটিনি করিতে না পারে, তাহার উপায় অবধারণ করিতে থাকেন। ইহাতে লর্ড ডালহাউসির সহিত তাঁহার বিবাদ হয় এবং তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া যান। লর্ড ডালহাউসি সিপাহীদিগকে অবিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং অবিশ্বাসের কথা আর উঠিল না। কিন্তু যখন চারিদিকে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ বিস্তার হইতে লাগিল, চারিদিকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে

লাগিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন কৌন্সিলে পাশ হইয়া গেল, তখন লোকে মনে করিতে লাগিল, ইংরেজেরা কি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবে? লক্ষ লক্ষ লোকের ধারণা হইল, ইংরেজেরা সমস্ত দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টান করিয়া তুলিবে।

অনেকগুলি করদ ও মিত্ররাজ্য ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত করায় লোকের মনে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৫৭।৫৮ খৃঃ অব্দে যখন গণৎকারেরা বৎসরের প্রথম দিন পাঁজী শুনাইতে আসিতে লাগিল, তখন তাহারা নূতন বৎসরের ফলাফলের মধ্যে এ কথাও বলিতে লাগিল, যে পলাশীর যুদ্ধ হইতে এইবার এক শত বৎসর হইয়া গেল; কোম্পানীর রাজত্ব আর থাকিবে না। এই সময়ে বেরারের সীমাপ্রদেশ হইতে সমস্ত হিন্দুস্থানে এক প্রকার চাপাটী চালান হইত। চাপাটী চালানটা অনেকে মনে করেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার ঘোষণাপত্র। যাহা হউক প্রজালোক অথবা দেশীয়রাজগণ কেহই বিদ্রোহের উদ্যোগী হন নাই। প্রথম গোলযোগ সিপাহীরাই বাধাইয়া তুলে।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের প্রথমেই এন্‌ফিল্‌ড রাইফল নামক এক প্রকার বন্দুক সিপাহীদিগের ব্যবহারের জন্য ইংলণ্ড হইতে আনা হয়। উহার টোটা দাঁত দিয়া কাটিতে হইত। সিপাহীদের মনে সংস্কার হইল, এই টোটায় গরু ও শূয়ারের চর্ব্বি দেওয়া আছে। তাহারা এই কথা লইয়া, গোলযোগ করায় লর্ড ক্যানিং এই টোটা রসায়ন শাস্ত্রবেত্তাদিগকে দিয়া পরীক্ষা করান এবং তাঁহারা উহাতে চর্ব্বি নাই বলিয়া প্রকাশ করেন। লর্ড ক্যানিং এ বিষয়ে এত সাবধান হইবার চেষ্টা করায় সিপাহীদিগের আরও ভয় হয়। তাহারা রাত্রে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে থাকে।

মিউটিনি আরম্ভ।—কলিকাতার নিকটে বারাকপুরের সিপাহীরাই প্রথমে অসন্তুষ্ট হয়। বহরমপুরের ও রাণীগঞ্জের সিপাহী-দিগকেও তাহারা অসন্তুষ্ট করিয়া তুলে। মোগল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী সেনাপতির কথা না শুনিয়া দুইজন ইংরেজসেনানায়ককে আঘাত করে এবং আপনার রেজিমেণ্টের লোকজনকে তাহার সহিত যোগ দিতে বলে। কিন্তু বিচারে তাহার ফাঁসী হয়। তাহার সাহায্যকারীরা পদচ্যুত হয় এবং দেশে যাইবার সময় নানারূপ গুজব তুলিয়া দেয়।

বারাকপুরের সিপাহীদিগের কার্য্য বিবরণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পৌছিলে সেখানকার সিপাহীরাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে সাহেবদিগের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিত। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে ধরিতে পারিত না।

মীরট ও দিল্লীতে মিউটিনি।—মীরটে টোটা কাটিতে অস্বীকার করায় ৮৫ জন সিপাহীকে ফাঁসী দেওয়ার হুকুম হয়। সিপাহীরা ইহাতে একেবারে ক্ষেপিয়া যায়। এবং মিউটিনি করিয়া আপনাদিগের ইংরেজসেনাপতিগণকে সংহার করিয়া জেলখানা ভাঙ্গিয়া দেয়। জেলের কয়েদীগণকে সঙ্গে লইয়া তাহারা এক রাত্রে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দিল্লীর বাদসাহকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়। মীরটওয়ালাদিগের দেখাদেখি দিল্লীর সিপাহীরাও মিউটিনি করিল এবং ইংরেজ সেনাপতিদিগকে মারিয়া ফেলিল। দিল্লীর অধিবাসিগণ তাহাদিগের সহিত যোগ দিল। কয়েকজন মাত্র ইংরেজ অতুলপরাক্রমে বারুদখানা ও যুদ্ধোপকরণ সমস্ত রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন আর রক্ষা করা যায় না তখন বারুদ খানায় আগুন দিয়া সমস্ত পুড়াইয়া দিলেন।

বিশেষ অনুসন্ধানে ইংরেজেরা পরে অবগত হইয়াছেন যে সিপাহীরা

৩০শে মে বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ করিয়াছিল ঐ দিন পেশোয়ার হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টেশনের সিপাহীরা মিউটিনি করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মীরটওয়ালারা ২০ দিন আগে বিদ্রোহী হওয়ায় উহাদিগের কুমন্ত্রণা সফল হয় নাই।

উত্তর-পশ্চিমে মিউটিনি।—ফিরোজপুরে ইংরেজদিগের বারুদখানা ছিল, সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল, অনেক ক্ষতি করিল ও দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। লাহোর, অমৃতসর, পেশোয়ার জলন্দর, ফিলৌর ও মর্দ্দন প্রভৃতি পঞ্জাব প্রদেশের সেনানিবাসে শিখ ও ইংরেজসৈন্য সিপাহীদিগকে দমনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ২।১ স্থলে উহারা বিদ্রোহী হইলেও উহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌএ একটি মাত্র রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হয়। রোহিলখণ্ডে মোরদাবাদ, বেরিলী, সাহারাণপুর, সাজিহানপুর বাদাওয়ান ও আলমোরা, হিন্দুস্থানে আলিগড়, মৈণপুরী, ফতেগড়, রাজপুতানায় নসীরাবাদ ও নিমচের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল; নিজ নিজ ষ্টেশনের ইংরজেদিগকে বধ করিল, খাজানাখানা লুঠ করিল ও দিল্লীতে গিয়া বাদসাহকে সম্রাট্ বলিয়া সেলাম করিল।

বেরিলীর নবাব।—বেরিলীর মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া খাঁ বাহাদুর খাঁকে নবাব করিল। কানপুরের সিপাহীরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় খাজানাখানা লুঠ করিয়া দিল্লীর দিকে যাইতে আরম্ভ করিল।

নানাসাহেব।—নানাসাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। তিনি এতদিন ইংরেজদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া বহু নিরপরাধ ইংরেজের প্রাণবিনাশের কারণ হইলেন। তিনি সাহেবদিগকে স্বচ্ছন্দে নৌকা করিয়া এলাহাবাদে যাইতে দিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে

নৌকায় চড়াইয়া গুলি করিয়া প্রায় ২০০ জনের প্রাণনাশ করেন। কেবল ৪ জন মাত্র দৈবগতিকে নানা বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছিল।

সিন্ধিয়ার সাহায্য।—আগরার সিপাহীরা পাছে বিদ্রোহী হইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর কলবিনের জীবন সংশয় করিয়া তুলে, এই ভয়ে সিন্ধিয়া আপন সৈন্যের এক অংশ তথায় প্রেরণ করেন, কিন্তু উহারাও মিউটিনি করে।

ঝান্সীর রাণী।—ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই সেখানকার বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত যোগ দিয়া আপন রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং ৭০ জন ইংরেজের প্রাণসংহার করেন। ঝান্সীর ইংরেজ একটিও রক্ষা পায় নাই; বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে নওগাঁ, বাঁদা, ফতেপুর, ছত্রপুর, হামীরপুর ও জালোনের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় এবং দিল্লী আসিয়া বাদসাহের সহিত মিলিত হয়।

ইংরেজের বাহাদুরী।—ইংরেজেরা যেরূপ দক্ষতা, ক্ষিপ্র-কারিতা ও আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে এক বৎসরের মধ্যে এরূপ ভীষণ গোলযোগ নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজের প্রতাপ বা ইক্‌বাল দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক এক করিয়া সমস্ত প্রদেশের যুদ্ধ বর্ণনা করা দুরূহ। সেজন্য প্রধান প্রধান ঘটনা মাত্র উল্লিখিত হইবে।

১০ই মে মীরটের মিউটিনির কথা সিমলায় পৌঁছিবামাত্র প্রধান সেনাপতি আন্‌সন্‌ সাহেব ৩টি ইংরেজ রেজিমেণ্ট লইয়া আম্বালায় আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে দিল্লীর দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কর্ণালে পৌঁছিয়াই ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। সার হেনরী বর্ণার্ড তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়া ৪ঠা জুন দিল্লী পৌঁছিলেন।

সিপাহীদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ হইল, প্রত্যেক যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হইল। দিল্লীর উত্তর পশ্চিমে একটি ছোট পাহাড় আছে। ইংরেজেরা তাহা অধিকার করিয়া লইলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে পাহাড় হইতে তাড়াইবার জন্য সিপাহীরা বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

দিল্লী অধিকার।—৪ঠা জুলাই সার হেনরী বর্ণার্ড ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ১০ই আগষ্ট লাহোর হইতে বহু ইংরেজসৈন্য যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইল। ৬ই সেপ্টেম্বর বড় বড় কামান আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭ই দুর্গ আক্রমণ করা হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বর দুর্গ প্রাকারের একস্থান ভগ্ন হইল। ইংরেজগণ ভগ্ন-দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া ৬।৭ দিনের মধ্যে নগর অধিকার কবিয়া লইলেন। বাদসাহ বন্দী হইলেন। ইংরেজহত্যা অপরাধে তাঁহার বিচার হইল। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। এই দণ্ডাজ্ঞা গবর্ণর জেনারেল চিরনির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞায় পরিণত করিলেন। বাদসাহ রেঙ্গুন প্রদেশে তুঙ্গু নামক স্থানে নীত হইলেন।

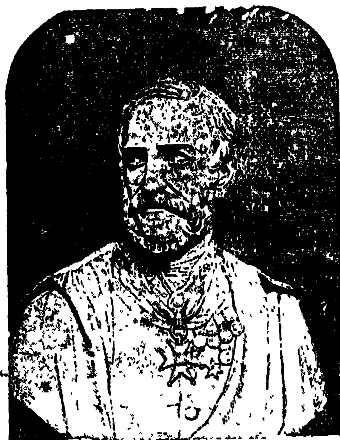
কাণপুর উদ্ধার।—কানপুরের হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতায় পৌছিলে ইংরেজেরা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প করিলেন। তখন নীলসাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কানপুরাভিমুখে ধাবিত হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। তিনি রেলপথে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া স্থলপথে এলাহাবাদে পৌছিলেন। বিদ্রোহীরা এলাহাবাদ অবরোধ করিয়াছিল। নীল এলাহাবাদ নিরাপদ করিয়া হাবলকের সহিত মিলিত হইলেন এবং কানপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ফতেগড়ের নিকট প্রথম যুদ্ধে সিপাহীরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ১৫ই জুলাই

পাণ্ডুনদীর সেতু লইয়া যুদ্ধ হইল। নানাসাহেব নিজে সিপাহীদিগের নেতা ছিলেন। যুদ্ধে ইংরেজেরাই জয়ী হইলেন। নানা কানপুরে গিয়াই ইংরজেবন্দিগণকে বধ করিলেন; ২০০ জন স্ত্রীলোক ও পীড়িত ইংরেজের মৃতদেহে একটি কূপ পরিপূর্ণ করিলেন; এই ঘটনার দুই এক দিনের মধ্যেই ইংরেজেরা কানপুরে হত্যাস্থানে উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহারা কানপুর অধিকার করিয়া বিঠুরে উপস্থিত হইলেন। নানা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা সেই কূপের উপর এক শান্তিময় ইঞ্জিলের মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

লক্ষ্ণৌএ মিউটিনি।—মিউটিনির প্রথমাবস্থায় লক্ষ্ণৌএ একটি রেজিমেণ্ট নিরস্ত্র করা হয়। কিন্তু তাহার পর লক্ষ্ণৌএর অবস্থা শোচনীয় হইতে আরম্ভ হয়। সীতাপুর, ফয়জাবাদ, ফতেগড়, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মিউটিনি হইতে লাগিল। সার হেনরী লরেন্স খুব সাবধানে রহিলেন। লক্ষ্ণৌএর তিনটি রেজিমেণ্ট মিউটিনি করিল। কিন্তু ৮ঠা জুলাই সার হেনরী বিদ্রোহীদিগের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌএর রেসিডেন্সি আক্রমণ করিতে লাগিল। ইংরেজেরা অতি সাবধানে ও দক্ষতার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কানপুর অধিকারের পর হাবলক দুইবার লক্ষ্ণৌএর সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু দুইবারই পথ হইতে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। সেপ্টেম্বর মাসে হাবলক, নীল ও আউট্রাম লক্ষ্ণৌ অভিমুখে গমন করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর নীল নগরমধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে দুই মাইল সঙ্কীর্ণ পথে যাইতে হইল। তিনি রেসিডেন্সির নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এমন সময় একটি বাড়ী হইতে একটি গুলি লাগায় তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। কিন্তু ইংরেজসৈন্য রেসিডেন্সিতে পৌছিল। দুই

দলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। লক্ষ্ণৌএর কতক উদ্ধার হইল। কাজে কিন্তু লক্ষ্ণৌএর বন্দীসংখ্যা বাড়িল মাত্র। নবেম্বর মাসে প্রধান সেনাপতি সার কলিন কাম্পবেল এমনি কৌশলে রেসিডেন্সি হইতে ইংরেজদিগকে সরাইয়া দিলেন যে বিদ্রোহীরা তাহা টেরও পাইল না। তিনি এই সকল লোকের কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থা



জেনারল হাবলক।

করিয়া দিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী দিলখুসা নামক স্থানে আউটরামকে ১০০০ সৈন্যের সহিত রাখিয়া কানপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; পথে দূরে কামানের ভীষণ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

তাঁতিয়াতোপী।—তিনি দ্রুতপদে কানপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সিন্ধিয়ার সৈন্যসমূহ তাঁতিয়াতোপীর অধীনে বিদ্রোহী হইয়া কানপুরের সেনাপতি উইণ্ডহাম সাহেবকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মার্চ্চ মাসে গবর্ণর জেনারেল এলাহাবাদে গেলেন। সার্ কলিন ২৫,০০০ সৈন্য লইয়া লক্ষ্ণৌএ প্রস্থান করিলেন। ৬ই মার্চ্চ আউটরাম সাহেব গোমতী পার হইয়া দুই পাশের দুইটি সেতু অধিকার করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইয়া গেল। এইরূপে প্রথমে কানপুর, পরে দিল্লীও তৎপরে লক্ষ্ণৌএ বিদ্রোহ নিবারণ হইল।



লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি।

কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইল মাত্র। পূর্ব্ব হইতেই উহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণকারী সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে লাগিল ও যেখানে বিদ্রোহীরা মিলিত হইতেছে, শুনিতে পাইল, সেইখানে গিয়াই তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিল।

বেরিলীতে শান্তিস্থাপন।—বেরিলী এক্ষণে বিদ্রোহী-দিগের প্রধান আড্ডা হইল। দিল্লীর সাহাজাদা ফিরোজ, অযোধ্যার বেগম, নানাসাহেব প্রভৃতি সকলেই তথায় সমবেত হইলেন। প্রধান সেনাপতি লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিয়া তিনদল সৈন্য তিনপথে বেরিলীতে

পাঠাইয়াছিলেন। নগর সহজেই অধিকৃত হইল। কিন্তু দলপতিগণ সকলেই পলায়ন করিল। তখন সার্ কলিন, ডগলস সাহেবকে বিহারের দিকে পাঠাইলেন। তথায় কুমারসিং অত্যন্ত উৎপাত করিতেছিল। ডগলাসের দল বিহার ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশে শান্তি-স্থাপন করিলেন। কুমারসিংহ নিহত হইল। এই সময়ে নেপালের প্রধান মন্ত্রী সার্ জঙ্গবাহাদুর বহু সৈন্য লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমনে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন গোর্খারা শান্তিস্থাপন বিষয়ে অনেক উপকার করিয়াছিল।

সার্ হিউ রোজ।—হিন্দুস্থানের ঘটনা বলা হইল; কিন্তু মধ্যভারতে ও বুন্দেলখণ্ডে ইংরেজদিগকে বিস্তর চেষ্টা করিয়া শান্তি-স্থাপন করিতে হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের সেনাপতি সার্ হিউ রোজ জানুয়ারী মাসে সাগর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সহিত হায়দরাবাদের সহকারী সৈন্য ছিল। তাঁহাকে অনেক পাহাড় পর্ব্বত পার হইতে হইয়াছিল। মোগল সম্রাটেরা যে দেশ কখন অধিকার করিতে পারেন নাই, সার্ হিউ তাহা তিন চারি মাসে অধিকার করিয়া লইলেন। সাগর অধিকার করিয়া সার হিউ ঝান্সী যাত্রা করিলেন। তথায় রাণী লক্ষ্মীবাই মিউটিনির প্রথম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৭।৮ মাস নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিলেন। সার হিউ ১৭ই মার্চ্চ চন্দোরী অধিকার করিয়া, ২৩শে ঝান্সী অবরোধ করিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই বানপুরের রাজা ও তাঁতিয়া তোপী ২০,০০০ সৈন্য লইয়া ঝান্সীর সাহায্যার্থ বেতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সার হিউ অমনি রাত্রের মধ্যেই বেতোয়া হইতে ঝান্সীর পথে ১,২০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই ১২০০ লোকেই পরদিন প্রাতে বিদ্রোহী-দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। রাণী সাহায্যের

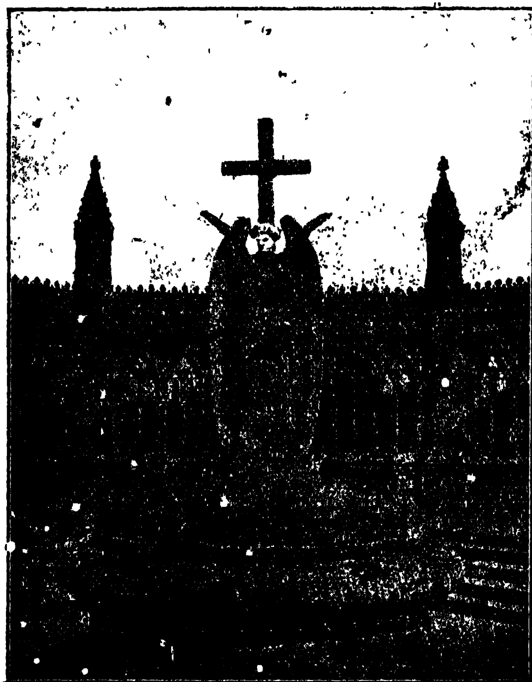
আশায় বঞ্চিত হইলেন। ৩রা এপ্রিল ঝান্সী অধিকৃত হইল। রাণী কতকগুলি অশ্বসৈন্যের সহিত পলায়ন করিলেন। সার হিউ রোজ সৈন্যগণকে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে দিলেন।

সিন্ধিয়ার সৈন্যের মধ্যে প্রথম হইতেই গোলযোগ চলিতেছিল। সিন্ধিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নবেম্বর মাসে তাহারা তাঁতিয়া তোপী (রায়) নামক মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণের অধীনে বিদ্রোহী হয় ও কানপুরে নানাসাহেব ও বালাসাহেবের সহিত মিলিত হয়। ইহারা উইণ্ডহাম সাহেবকে কি প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সার কলিন দ্রুতপদে কানপুরে আসিয়া ৬ই ডিসেম্বর তাঁতিয়াকে ঘোরতর যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া তাহাকে অনেক দূর তাড়াইয়া দেন। বিঠুর পুনরধিকৃত হয়। সার্ কলিন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁতিয়া ঝান্সীর রাণীর সহিত যোগ দিবার জন্য আসিয়া বেতোয়ায় পরাজিত হইলেন। ঝান্সী হারাইয়া রাণী তাঁতিয়ার সহিত মিলিত হইলেন।

সিন্ধিয়ার পলায়ন।—রাণীর সহিত তাঁতিয়া গোপনে গোয়ালিয়র গমন করেন এবং তথায় বিদ্রোহীরা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়। মহারাজা ও তাঁহার মন্ত্রী দিনকর রাও প্রথমে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পান, এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়ায় ক্রমে সাহস পাইয়া, ইংরেজপক্ষ হইতে সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদিগকে বড়গাঁয়ে আক্রমণ করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া আগরায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

গোয়ালিয়র অধিকার।—গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া বিদ্রোহীদের বিলক্ষণ দলপুষ্টি হইল। তাহারা নানাসাহেবকে

পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। গোয়ালিয়রের তোপখানা উঁহাদের হস্তগত হইল। এই সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সার হিউ দ্রুত-পদে গোয়ালিয়রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আগরা হইতে



কানপুরের কূপের উপর স্মৃতিস্তম্ভ।

একদল সৈন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইল। মোরার নামক স্থানে যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল; গোয়ালিয়র অধিকার করিবার জন্য যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহারই একটিতে ঝান্সীর রাণীর মৃত্যু হয়। ১৮ই

জুন গোয়ালিয়র দখল হইল। বিদ্রোহীরা হটিয়া গেল। সিন্ধিয়া আবার আসিয়া আপন রাজধানী অধিকার করিলেন।

১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে তাঁতিয়ার একজন কর্ম্মচারী মানসিংহ তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। নানাসাহেব, বালাসাহেব প্রভৃতির আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

মিউটিনি শেষ হইয়া গেল। ভারতবর্ষে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। যে সকল যুদ্ধব্যবসায়ী লোকে চিরদিন ভারতবর্ষে অশান্তি উৎপাদন করিত, তাহাদের সমূলে বিনাশ হইল। ইংরেজেরা সমস্ত প্রজাগণকে রক্ষা করিলেন। কেবল যাহারা ইংরেজ হত্যা করিয়াছিল, তাহারা নিস্তার পাইল না। যাঁহারা মিউটিনি দমনে সাহায্য করিয়াছিলেন ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। কাহাকেও উপাধি দিলেন, কাহাকেও জায়গীর দিলেন, কাহাকেও বৃত্তি দিলেন। মিউটিনি শেষ হওয়ার পর লর্ড ক্যানিংএর বেশীর ভাগ সময়ই পুরস্কার প্রদানে অতিবাহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যুদ্ধে নিহত ইংরেজগণের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কানপুরের কূপের উপর এক শান্তিসূচক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়।

বিংশ অধ্যায়।

ইংলণ্ডে আন্দোলন।—কানপুরের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে তথায় ঘোবতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিরূপে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর শত্রুকুলের হস্ত হইতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজদিগকে রক্ষা করা যায়, তজ্জন্য সমস্ত ইংলণ্ডবাসী একান্ত ব্যগ্র

হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন দিল্লী ও কানপুর অধিকারের সংবাদ পৌছিল, তখন সকলে কেন এরূপ দুর্ঘটনা হইল এবং কিসে এরূপ দুর্ঘটনা আর না হইতে পারে সেই সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে লাগিল।

মহারাণীর স্বহস্তে ভারতবর্ষের ভার গ্রহণ।—এই আন্দোলনের ফল হইল এই যে মহারাণী স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কোম্পানীর অধিকার শেষ



মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

হইয়া গেল। লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষে কোম্পানীর গবর্ণর জেনারেল ছিলেন; এক্ষণে তিনি মহারাণীর প্রতিনিধিও হইলেন। বোর্ড অব ডিরেক্টর, বোর্ড অব কণ্ট্রোল উঠিয়া গেল। একজন সেক্রেটারী অব ষ্টেট ভারতশাসনের জন্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাণীর এবং পার্লিয়ামেন্টের নিকট ভারতশাসনের জন্য দায়ী হই-

লেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য ভারতপ্রত্যাগত পনর জন প্রধান কর্ম্মচারী লইয়া ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক একটি সভা স্থাপিত হইল। রাজপ্রতিনিধি এই সভা ও সেক্রেটারী অব ষ্টেটের নিকট ভারত-শাসনের জন্য দায়ী হইলেন (১৮৫৮)।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র।—ভারতবর্ষে মহারাণী এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই ঘোষণাপত্রে প্রজাপুঞ্জকে নানা বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হইল। এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ৩ জন দেশীয় মেম্বর গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। ১৮৫৮ অব্দে প্রথম রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদ নগরে দরবার করিয়া নিম্ন লিখিত ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড যুক্তরাজ্যের এবং ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে ঐ রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ ও অধীন দেশ আছে সে সকলের অধীশ্বরী ও ও ধর্ম্মরক্ষিকা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করিতেছেন :—

"পার্লিয়ামেণ্ট সহাসভায় সমবেত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও রাজ্যসম্বন্ধীয় প্রধান পুরুষবর্গের এবং সাধারণ লোকের প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে ও নানা গুরুতর কারণ বশতঃ এতদিন মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে আমাদের ভারতবর্ষীয় অধিকৃত দেশ সমূহের যে শাসনভার ন্যস্ত রাখিয়াছিলাম, তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

অতএব আমরা এক্ষণে এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতেছি ও ঘোষণা করিতেছি যে পূর্ব্বোক্তরূপ পরামর্শ এবং সম্মতি অনুসারে

আমরা ঐ সকল দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম, এবং ঐ সকল দেশস্থিত প্রজাবর্গকে আদেশ করিতেছি যে তাহারা আমাদের, আমাদের পুত্রপৌত্রাদি ও উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করে এবং আপনাদিগকে আমাদের যথার্থ রাজভক্ত প্রজা বলিয়া স্বীকার করে এবং আমরা ইহার পর সময়ে সময়ে যাঁহাদিগকে আমাদের নামে এবং আমাদের পক্ষে উক্ত দেশ সকলের শাসনভার অর্পণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করি, শাসন বিষয়ে তাঁহাদের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে।

আমাদের বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্র, পরমাত্মীয় সুযোগ্য চার্লস জন ভাইকাউণ্ট ক্যানিংয়ের যোগ্যতা, দক্ষতা, বিচারশক্তি এবং রাজ-ভক্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকায় আমরা উক্ত ভাইকাউণ্ট ক্যানিংকে এতদ্দ্বারা আমাদের নামে উক্ত দেশ সমুহের শাসনকার্য্য পরিচালনার্থ প্রথম রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করিলাম। তিনিই আমাদের নামে ও আমাদের পক্ষে উক্ত দেশ-সমূহের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। আমাদের যে কয়জন প্রধান সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ আছেন তাঁহাদের একজনের নিকট হইতে সময়ে সময়ে আমাদের যে সকল আজ্ঞা ও নিয়মাবলী প্রাপ্ত হইবেন তাহার অধীন হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে।

মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজকার্য্যে, শাসন ও সৈনিক-বিভাগে যে সকল লোকে এক্ষণে কার্য্য করিতেছেন, এতদ্দ্বারা আমরা তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে স্থিরতর রাখিলাম। ভবিষ্যতে আমাদের যেরূপ ইচ্ছা হইবে এবং অতঃপর আমরা যে সকল আইন ও নিয়মাবলী প্রচলন করিব, তাঁহাদিগকে উহার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

এতদ্দ্বারা আমরা দেশীয় রাজগণের নিকট প্রচার করিতেছি যে

মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও নিয়মপত্র হইয়াছে, আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইলাম এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তাহা বজায় রাখিব এবং আমরা প্রত্যাশা করি যে তাঁহাদের পক্ষ হইতে তাঁহারাও সেইগুলি সেইরূপ বজায় রাখিবেন।

আমরা রাজ্যবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না এবং আমাদের অধিকৃত দেশ অন্যে আক্রমণ করিলে অথবা অন্যে আমাদের স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহার প্রতিবিধান করিব, কিন্তু অন্যের দেশ অথবা অন্যের স্বত্ব আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিব না।

আমরা যেমন নিজে পদমর্য্যাদা এবং স্বত্ব রক্ষা করিয়া থাকি, দেশীয় রাজাদিগেরও সেইরূপ করিব। আমাদের অভিপ্রায় এই যে দেশীয় রাজগণ এবং আমাদের নিজের প্রজাসমূহ সুখ, সমৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতি লাভ করেন; কিন্তু এই সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুশাসন ভিন্ন হইতেই পারে না।

আমাদের অন্য দেশীয় প্রজাবর্গের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য প্রতি-পালনে আমরা বাধ্য, আমাদের ভারতবর্ষবাসী প্রজাগণের প্রতিও সেই সকল কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য বলিয়া স্বীকার করি এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা ধর্ম্মানুসারে বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ সকল কর্ত্তব্য পালন করিব।

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের সত্যতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া এবং ধর্ম্মে যে সান্ত্বনা প্রদান করে কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহা স্বীকার করিয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের ধর্ম্মমত প্রজাদের উপর প্রবর্ত্তন করিতে আমাদের অধিকারও নাই, ইচ্ছাও নাই। আমরা প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের অভিপ্রায় ও আমাদের ইচ্ছা যে ধর্ম্মমত ও

ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কাহাকেও কোনরূপে অনুগ্রহ, নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা না হয়। সকলেই যেন সমান ও পক্ষপাতরহিতভাবে আইন দ্বারা রক্ষিত হয়। যে কেহ আমাদের অধীনে কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাদের আমরা বিশেষরূপে আদেশ করিতেছি যে তাহারা যেন আমাদের প্রজাবর্গের ধর্ম্মমত ও পূজাদি বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে ;— করিলে আমরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইব।

আমাদের আরও অভিপ্রায় এই যে, আমাদের প্রজারা যে কোন জাতিই হউক, অথবা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, যদি তাহারা শিক্ষা, দক্ষতা ও সাধুতার প্রভাবে কোন রাজকার্য্যের সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতি-পালনে সমর্থ হয় তাহা হইলে যতদূর সম্ভব অপক্ষপাতে আমাদের অধীনে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে যে সকল ভূমি প্রাপ্ত হয়, সে ভূমির উপর তাহাদের অত্যন্ত মমতা, ইহা আমরা জানি। এই মমতা ভাল বলিয়া মনে করা আমাদের অভিপ্রায়। ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের যে কিছু স্বত্ব আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হয়, কেবল রাজ্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই তাহারা প্রদান করিতে থাকে। আমাদের আরও অভিপ্রায় যে আইন প্রণয়নে ও আইন-পরিচালনে ভারতবর্ষীয় অধিবাসিগণের প্রাচীন স্বত্ব, ব্যবহার ও রীতি নীতির উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

দুরাকাঙ্ক্ষ লোকে মিথ্যা রটনা করিয়া তাহাদের দেশীয় লোক-দিগকে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করায় ভারতবর্ষে যে দুঃখ ও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার জন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। বিদ্রোহ দমন হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের কিরূপ প্রভাব তাহা প্রকাশ হইয়াছে। যাহারা কুপথে

চালিত হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে কর্ত্তব্য পথে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করা এক্ষণে আমাদের অভিপ্রায়।

ইহারই মধ্যে একটি প্রদেশে আমাদের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল আর রক্তপাত না হয় এবং শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয়, এই অভিপ্রায়ে যাহারা বিগত অসুখকর অশান্তির সময় আমাদের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানারূপ অপরাধ করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশ লোককে কয়েকটি নিয়ম করিয়া, ক্ষমা করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন এবং যাহাদের অপরাধ এত গুরুতর যে ক্ষমা করা যায় না, তাহাদের কিরূপ শাস্তি বিধান করিবেন তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেলের উক্ত কার্য্য আমরা অনুমোদন করিতেছি যে—

যাহারা বৃটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বা হইবে তাহারা ভিন্ন অন্য সকল অপরাধীর প্রতি আমাদের করুণা বিতরিত হইবে; কিন্তু যাহারা লিপ্ত ছিল, ন্যায় বিচার করিতে গেলে তাহাদের উপর করুণা বিতরণ অন্যায়।

যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া হত্যাকারীদিগকে অথবা বিদ্রোহের নেতা ও উত্তেজকদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের জীবন রক্ষা মাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু এই সকল লোকের শাস্তি বিধান সময়ে এবং শাস্তির তারতম্য সম্বন্ধে কিরূপ অবস্থায় তাহা-দিগকে গবর্ণমেণ্টের অবাধ্য হইতে হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা হইবে। যাহারা দুষ্টলোক কর্ত্তৃক প্রচারিত মিথ্যা রটনায় শীঘ্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া অপরাধী হইয়াছে তাহাদের বিষয় বিচার সময়ে অনেকটা ক্ষমাঘৃণা করা হইবে।

আর যাহারা আমাদের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল তাহারা যদি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে নিজের কাজ কর্ম্ম করে, তবে তাহাদিগকে, কোন নিয়মে বাধ্য না করিয়া ক্ষমা করিব, শাস্তি দিব না, এবং আমাদের পদ ও আমাদের রাজমর্য্যাদার বিরুদ্ধে তাহারা যে কিছু অপরাধ করিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইব স্বীকার করিতেছি।

"আমাদের রাজকীয় অভিপ্রায় এই যে, যাহারা আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবে, তাঁহাদের প্রতি ক্ষমা ও করুণা বিতারিত হইবে।

জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে যখন অভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃস্থাপিত হইবে, আমাদের অভিপ্রায় এই যে, তখন আমরা শান্তিময় শিল্পের উন্নতি করিব; সাধারণের উপকারকর কার্য্যসকল সম্পাদন করিব এবং ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের উপকারার্থ শাসনকার্য্য পরিচালিত করিব। তাহাদের সমৃদ্ধিতেই আমাদের বল, তাহাদের সন্তুষ্টিই আমাদের শান্তি ও তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের উৎকৃষ্টতম পুরস্কার। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি প্রজাবর্গের উন্নতির জন্য আমরা এই যে সকল অভিপ্রায় করিয়াছি, তিনি আমাদিগকে ও আমাদিগের অধীনে যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বল ও সামর্থ্য প্রদান করুন।"

নূতন বন্দোবস্ত।—এই সময় হইতেই দেশীয়গণের মতামত লইয়া আইন করার বন্দোবস্ত করা হইল। দেশীয় গণৎকারেরা যে বলিয়াছিল, পলাশীর যুদ্ধের এক শত বৎসরের পর আর কোম্পানীর রাজত্ব থাকিবে না; তাহাদের সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়া গেল। পুরাতন সুপ্রীমকোর্ট, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইল। ১৮১৩ সালের চার্টারে মাত্র এক লক্ষ টাকা

শিক্ষা বিভাগে খরচ করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার পর ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। লর্ড ক্যানিং কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং গবর্ণমেণ্টের অধীনে আদর্শ স্বরূপ তিনটি প্রেসিডেন্সি কলেজ করেন। ইহা দ্বারা দেশের বিস্তর উপকার হইয়াছে। দেশের শান্তি ও উন্নতি



কলিকাতা হাইকোর্ট।

বিধানের জন্য এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরচেতা ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ভিন্ন এই ভীষণ গোলযোগের সময় আর কেহ ভারতসাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া উঠিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

লর্ড এলগিন ১৮৬২। লর্ড লরেন্স ১৮৬৪-১৮৬৯।

লর্ড ক্যানিংএর পর লর্ড এলগিন ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই পঞ্জাব অঞ্চলে ধর্ম্মশালা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে মান্দ্রাজের গবর্ণর সার্ উইলিয়ম ডেনিসন কিছুদিনের জন্য রাজপ্রতিনিধি হন। তাহার পরে সার্ জন লরেন্স স্থায়িরূপে গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। ইনিই মিউটিনির সময় পঞ্জাবে শাসনকর্ত্তা থাকিয়া তথায় শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্জাব ও তৎপ্রদেশের অবস্থা তিনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন।



লর্ড লরেন্স।

সিতানার যুদ্ধ।—ইহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইবার উদ্দেশ্য এই যে এই সময়ে পঞ্জাবসীমান্তে সিতানা নামক স্থানের মুসলমানেরা

অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল ও অনেক ভারতবর্ষীয় মুসলমান উহাদের সাহায্য করিতেছিল; তিনিই সহজে উহাদিগকে দমন করিতে পারিবেন। ইনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই সিতানার পার্ব্বতীয়দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করেন। ইঁহার আদেশক্রমে প্রধান সেনাপতি সার হিউ রোজ সিতানার পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দমন করেন। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি ও লোকনাশ হইয়াছিল।

ভুটান যুদ্ধ।—১৭৭২ খৃঃ অব্দে ভূটানের সহিত ইংরেজদিগের প্রথম সন্ধি হয়; তাহার পর ভূটানে অনেক রাজপরিবর্ত্তন ঘটে। ধর্ম্মরাজ ভূটানের রাজা। তিনি ধর্ম্ম ও শাসন সকল কার্য্যেরই কর্ত্তা। কিন্তু তিনি শাসনকার্য্যের জন্য এক একজন দেওয়ান নিযুক্ত করেন; ইঁহার নাম দেবরাজ। একজন ধর্ম্মরাজ মরিলে কতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত একটি বালককে ধর্ম্মরাজ বলিয়া অভিষেক করা হয়। দেবরাজও এইরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তখন টঙ্গো পেন্‌লো নামক একজন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ইংরেজের অত্যন্ত বিরোধী হইয়াছিলেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ধর্ম্মরাজ ও দেবরাজ নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারই উত্তেজনায় ভূটানীরা উৎপাত করিত, ইংরেজরাজ্যে লুঠ করিত ও লোকজন ধরিয়া লইয়া যাইত এই জন্য ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে সার আসলি ইডেন সাহেবকে তাসিস্থদনে দূত পাঠান হয়। টঙ্গো পেন্‌লো তাঁহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত করেন। সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। এই যুদ্ধে দেওয়ানগিরি ও ডালিমকোট নামক দুর্গ ইংরেজেরা দখল করিয়া লইলেন।[১] কিন্তু দেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ইংরেজেরা ভূটানদের সঙ্গে সন্ধি করেন। সেই হইতে ভূটানীরা আর দৌরাত্ম্য করে নাই।

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯—১৮৭২।

সের আলি।—১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৬৩ অব্দে আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কাবুলে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। সের আলি কাবুলে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স এই



লড মেয়ো।

গৃহ বিবাদে একেবারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। লর্ড মেয়োও কাবুলের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু তিনি আমীর সের আলিকে ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন, আমীরের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া, তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় শান্তি স্থাপন করিলেন।

মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা।—লর্ড মেয়োর শাসনকালে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জের অদৃষ্টে বহুকাল রাজদর্শন ঘটে নাই। ইংরেজের রাজত্ব হইয়া অবধি

তাহারা রাজা দেখিতে পায় নাই। সুতরাং রাজদর্শনে তাহারা অত্যন্ত সুখী হইয়াছিল এবং রাজপুত্রের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের জন্য নানাপ্রকার আয়োজন করিয়াছিল। এতদিন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজস্ব ভারত-গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইত, ভারতগবর্ণমেণ্ট হাতে তুলিয়া প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে যাহা দিতেন, তাঁহারা তাহাই পাইতেন ও তাহা লইয়াই তাঁহাদিগকে দেশের শাসন ও দেশের উন্নতি করিতে হইত। লর্ড মেয়ো এই প্রথা কতক পরিমাণে নিবারণ করেন, তাঁহাদিগের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেন এবং রাজস্বের অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশে তাঁহাদের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং রাজস্ব অধিক আদায় হইলে তাঁহাদেরও আয় অধিক হইবে জানিতে পারিয়া তাঁহারা রাজস্বের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রদেশীয় উন্নতির জন্য তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশে কর-স্থাপন করিবার অনুমতি পান। সকল প্রদেশেই মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে লর্ড মেয়ো আণ্ডামান দ্বীপ পরিদর্শন করিতে গিয়া একজন মুসলমান কয়েদীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুতে মান্দ্রাজের গবর্ণর নেপিয়ার সাহেব কিছু দিনের জন্য গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২—১৮৭৬।

লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। এই সময়ে সার জর্জ্জ কাম্বেল বাঙ্গালার ছোটলাট ছিলেন। তিনি নিজের চক্ষে সকল বিষয় দেখিয়া কাজ করিতেন এবং তাঁহার কাজ করিবার শক্তিও অসীম ছিল। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগে হস্তক্ষেপ করায় ও একেবারে গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য বোর্ড করিবার চেষ্টা করায় দেশের লোকের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন।

তাঁহার সময়ে বেহার প্রদেশে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়। মধ্য প্রদেশের সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা সার রিচার্ড টেম্পলের উপর এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভার দেওয়া হয়। তিনি দক্ষতার সহিত এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়াছিলেন। ইহার পর সার রিচার্ড বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর হন।

মল্লার রাও গাইকোয়াড়।—লর্ড নর্থব্রুকের সময় বরোদার গাইকোয়াড় পানীয় দ্রব্যের সহিত হীরকচূর্ণ মিশাইয়া দিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া



লর্ড নর্থব্রুক।

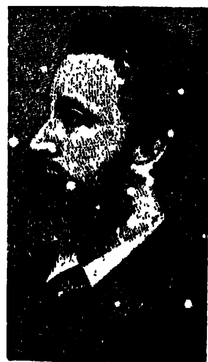
অভিযুক্ত হন। লর্ড নর্থব্রুক এই অভিযোগের বিচার করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। উহাতে তিনজন দেশীয় রাজা ও তিনজন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করা হয় ও ঐ বংশের আর একজনকে গাইকোয়াড় নিযুক্ত করা হয়।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স।—ইহার শাসনকালে, ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাণীর প্রথম পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি দেখানর জন্য যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল সেইরূপ ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই।

লর্ড লিটন ১৮৭৬—১৮৮০।

দিল্লীর দরবার ১৮৭৭।—১৮৭৬ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটন রাজপ্রতিনিধি হন। ইনি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ লেখকের পুত্র এবং নিজেও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক।

মহারাণী রাজরাজেশ্বরী হইলেন।—১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া এম্প্রেস অব্‌ ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী এই উপাধি গ্রহণ করেন। এতদিন তিনি ক্ষমতায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইলেও পদমর্য্যাদায় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজগণের সমান ছিলেন। উঁহারা তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ ছিলেন। সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করায় তিনি যে সর্ব্বেশ্বরী এইটি প্রকাশ্যরূপে জ্ঞাপন করা হইল।



লর্ড লিটন।

দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধ।—লর্ড লিটনের সময় কাবুলের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়। কাবুলরাজ সের আলি রুশিয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত ছিলেন। ইংরেজেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কাবুলে দূত পাঠানর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের দূত সার নেবিল চেম্বারলেন সাহেবকে আলি মসজিদের গবর্ণর অপমান করেন। ইহাই

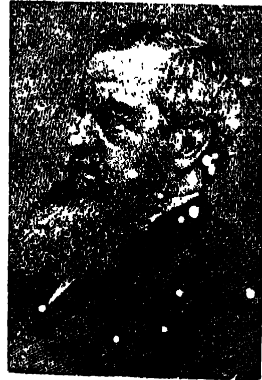
যুদ্ধের কারণ। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সের আলি কাবুল ত্যাগ করিয়া মাদারিসরিফ নামক স্থানে পলাইয়া যান ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরেজেরা দোস্ত মহম্মদের অপর পুত্র ইয়াকুব খাঁকে কাবুলের আমীর করিয়া দেন। ইয়াকুব বহুকাল ইংরেজের অতিথিরূপে মসুরীতে বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আমীর হইয়া সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের বশীভূত রহিলেন। কিন্তু দেশের লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত না। ইংরেজ সৈন্য কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিলে সার লুই কাভাগনারি তথায় ইংরেজের দূতরূপে বাস করিতেছিলেন। কাবুলীরা ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া সার লুইএর প্রাণনাশ করে। ইয়াকুব অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেন ও ইংরেজেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষে স্থান দেন, তৃতীয়বার কাবুলের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই যুদ্ধে আইয়ুব খাঁ নামক দোস্ত মহম্মদের একজন বংশধর মেইমানা নামক স্থানে ইংরেজের বহুসংখ্যক লোকের প্রাণবিনাশ করেন কিন্তু সেনাপতি রবার্টস্ সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতাগুণে কান্দাহারের নিকট পরাজিত হইয়া আইয়ুব পারস্য দেশে পলায়ন করেন। ইংরেজেরা কাবুল পুনরধিকার করিয়া তথায় আবদুর রহমানকে আমীর করিয়া দেন। আবদুর রহমান বহুকাল রুসিয়া শিবিরে ছিলেন। কিন্তু ইনি দেশের লোকের অত্যন্ত প্রিয় হওয়ায় ও ইংরেজের স্বত্বাদি বজায় রাখিব প্রতিজ্ঞা করায়, ইংরেজেরা ইহাকেই আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কাবুল যুদ্ধ লইয়া পাছে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, এই জন্য লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণ করেন এবং ইহা লইয়া ভারতে ও ইংলণ্ডে দারুণ আন্দোলন হয়।

লর্ড রিপন।

কাবুলযুদ্ধ শেষ।—তৃতীয় কাবুল যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই লর্ড লিটন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। তাঁহার পর সুপ্রসিদ্ধ লর্ড রিপণ গবর্ণর জেনারেল হন। তিনিই কাবুলের শেষ বন্দোবস্ত করিয়া যুদ্ধ সমাধা করিয়া দেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পর তাঁহার ন্যায় সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ গবর্ণর আর ভারতবর্ষে আসেন নাই। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণ তাহার প্রতিবিধান করেন।

সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট।—তিনি ভারতবর্ষের স্থানীয় কার্য্য সমূহের ভার স্থানীয় সভার উপর সমর্পণ করিয়া দেশের লোক যাহাতে দেশ শাসন করিতে ও পাঁচ জনে মিলিয়া কার্য্য কারিতে শিখে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। লর্ড মেয়োর সময়ে যে সকল মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড স্থাপিত হয়, গবর্ণমেণ্টই তাহাদের মেম্বর নিয়োগ করিতেন; লর্ড রিপণ নিয়ম করেন যে ঐ সকল মেম্বরের তিনভাগের দুই ভাগ দেশের লোকে বাছিয়া লইবে। তিনি আরও বলিযা দেন যে গবর্ণমেণ্ট



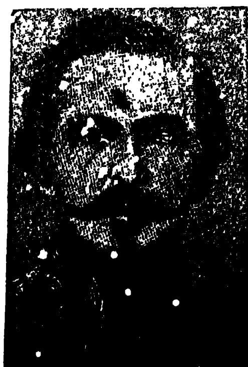
লর্ড রিপণ।

দেখিবেন তাহারা কেমন কার্য্য করিতেছে, কিন্তু বিশেষ দোষ না পাইলে তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণের হস্তে ইয়ুরোপীয় অপরাধিগণের বিচারের ভার অর্পণ

করিবার চেষ্টা করায়, ইয়ুরোপীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সময় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়। প্রজা ও জমীদার উভয়েরই মঙ্গল হয়, আইনের এই অভিপ্রায়। ইনি ভারতবর্ষবাসিগণের অত্যন্ত ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার শাসনকাল শেষ হইয়া যায় ও লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসেন।

লর্ড ডফরিণ।

ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াই রাওলপিণ্ডী নামক স্থানে মহা দরবার করিয়া কাবুলের আমীরকে অভ্যর্থনা করেন। কাবুলরাজের সহিত ইহাতে ইংরেজের সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে আফগানদিগের সহিত রুসের সীমানা লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় ইংলণ্ড হইতে সার পিটর লমস্‌-ডেনকে এই সীমানা ঠিক করার জন্য পাঠান হয়। কিন্তু কয়েকজন রুসিয়ান সৈনিকের দোষে রুসের সহিত ইংরেজের মনোমালিন্য বৃদ্ধি হয়। রুসের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই সময়ে দেশীয় রাজগণ সকলেই যথাযোগ্য ইংরেজ-রাজপুরুষগণের সাহায্য করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু লর্ড ডফরিণ দক্ষতার সহিত এই বিবাদ মিটাইয়া দেন।



লর্ড ডফরিণ।

তৃতীয় বর্ম্মাযুদ্ধ ও সমস্ত বর্ম্মা অধিকার।— ১৮৫২ খৃঃ অব্দের যুদ্ধের পর অর্দ্ধেকেরও অধিক রাজ্য হারাইয়া বর্ম্মা-রাজের চৈতন্য হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা ইতালীয় ও ফরাসীদিগের সাহত ষড়যন্ত্র করিতেন। নিজের দেশে শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেন না। ডাকাইতে দেশ পূরিয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ বণিগগণকে কেহ উৎপীড়ন করিলে রাজা তাহার প্রতিকার করিতে পারিতেন না। বোম্বে বর্ম্মা ট্রেডিং কোম্পানীর ইহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। ঐ কোম্পানী



মান্দালের রাজপ্রাসাদ।

রাজার নিকট সাহায্য না পাইয়া লর্ড ডফরিণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। লর্ড ডফরিণ দূত পাঠাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে সফল হইতে না পারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বর্ম্মারাজ থীব যুদ্ধই করেন নাই, ইংরেজ রণতরী অনায়াসে মান্দালে উপস্থিত হইয়া রাজধানী দখল করে ও রাজাকে বন্দী করিয়া আনে।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা বর্ম্মা বৃটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

পাছে বর্ম্মা সাম্রাজ্যভুক্ত করিলে দেশীয় রাজগণের মনে কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হয়, এই জন্য লর্ড ডফরিণ বহুকাল অধিকৃত গোয়ালিয়র দুর্গ মহারাজ সিন্ধিয়াকে ফিরাইয়া দেন। এই দুর্গ মহারাজের রাজ-



গোয়ালিয়র দুর্গ।

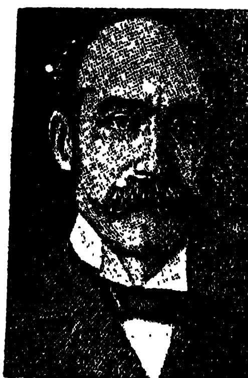
ধানীর অতি নিকট। ইহা ইংরেজের দখলে থাকায় মহারাজ সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ থাকিতেন। সুতরাং এই কার্য্য দ্বারা যে কেবল মহারাজকেই সন্তুষ্ট করা হইল তাহা নহে, দেশীয় রাজগণকে ইঙ্গিতে বলিয়া দেওয়া হইল যে, বিদেশীয়রাজগণের সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহারই করি না কেন, দেশীয় রাজগণের সহিত সকল রকমে সদ্ভাব রক্ষা করিব।

পাবলিক সার্ব্বিস কমিশন।—এই সময় দেশের শিক্ষিত লোকেরা যাহাতে বড় বড় চাকরী পান সেই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন হয়। লর্ড ডফরিণের পরামর্শতে পাবলিক সর্ব্বিস কমিশন

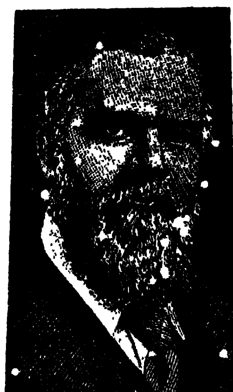
নামে একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়া এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। অনেক উচ্চতর রাজকার্য্যে দেশের শিক্ষিত লোকে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়। সুতরাং ঐ বৎসর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে মহাসমারোহ করিয়া মহারাণীর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ডফরিণের শাসনকাল সম্পূর্ণ হয় এবং লর্ড ল্যান্সডাউন শাসনভাব গ্রহণ করেন।

লর্ড ল্যান্সডাউন।

লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় মণিপুরের সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ পাচজন প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করায় মণিপুরের সহিত যুদ্ধ হয়।



লর্ড ল্যান্সডাউন।



লর্ড এলগিন।

মণিপুরের যুদ্ধ।—এই যুদ্ধে রাজবংশ নির্ব্বাসিত হন ও টীকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয়। মণিপুরের রাজবংশের দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি একজন নাবালককে রাজা করিয়া তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ একজন ইংরেজ-কর্ম্মচারীর হস্তে মণিপুরের শাসনভার দেওয়া হয়। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট

জুরির বিচার উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া উহা রাখিয়া দেন। ১৮৯৪ অব্দের প্রথমেই লর্ড ল্যান্সডাউন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। এবং লর্ড এল্‌গিন তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার সময় ভারতবর্ষে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইংরেজরাজ বিশেষ যত্নের সহিত প্লেগদমনের চেষ্টা করেন।



সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড্ ও সম্রাজ্ঞী আলেকজেণ্ড্রা।

লর্ড কর্জ্জন্।

ইহার পর লর্ড কর্জ্জন ভাইসরয় হন। ইঁহার বয়স অল্প হইলেও ইনি অতিশয় পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। ইনি সকল বিভাগের কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং সকল বিভাগেরই উন্নতি করিয়াছেন। বিশেষ ভারতবাসীদিগের প্রাচীনকীর্ত্তিসমূহ রক্ষা করিবার জন্য ও

তাহাদের অনুসন্ধানের জন্য তিনি যে বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু।—এই সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। সমস্ত ইংরেজসাম্রাজ্য শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। এজন্য ভারতবাসীর উপর তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল।

লর্ড কর্জ্জন দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ বজায় রাখিবার জন্য আইন পাশ করেন এবং আর্কিওলজিকাল বিভাগের সুশৃঙ্খলাস্থাপন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করেন। এবং ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে একজন চীফ কমিশনার নিয়োগ করেন। তিব্বতে দূত পাঠাইয়া বাণিজ্যের সুবিধা করার চেষ্টা করেন এবং সকল বিভাগেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেন।



লর্ড কর্জ্জন।

ভারতবর্ষের লোকে পরিবর্ত্তন বড় ভালবাসে না; সুতরাং লর্ড কর্জ্জন যে সকল পরিবর্ত্তন করেন, তাহাতে দেশে অসন্তোষ দেখা দেয়। বাঙ্গালীজাতির মতের বিরুদ্ধে তিনি বাঙ্গালা ভাগ করিয়া দুইটি গবর্ণমেণ্ট করেন, ইহাতে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি হয়। ১৯০৬ সালে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মতের মিল না হওয়ায় তিনি পদ ত্যাগ করেন।

লর্ড মিণ্টো।

লর্ড মিণ্টো তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসনকালের প্রথমেই তখনকার রাজকুমার এবং এখনকার রাজা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীর প্রকৃত রাজভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং কর্ম্মচারীদিগকে পরামর্শ দেন, যে তোমরা দেশীয় লোকদিগের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে। তাঁহার কথা শুনিয়া লর্ড মিণ্টো নানা উপায়ে অসন্তোষ নিবারণের চেষ্টা করেন। দেশের লোককে ইংরেজ-রাজ সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট দেখিয়া কয়েকজন অবিবেচক ব্যক্তি জনকত ইংরেজ ও ইংরেজদিগের দেশীয় কর্ম্মচারীকে হত্যা করে এবং নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত করে। তাহারা মনে করিয়াছিল, এইরূপে ইংরেজদিগকে জব্দ করিবে। কিন্তু লর্ড মিণ্টো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি দুষ্ট লোকের প্রশ্রয় দিতে একেবারেই প্রস্তুত



লর্ড মিণ্টো।

ছিলেন না। তিনি ছাপাখানা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে কঠিন আইন করিয়া এবং দুষ্টগণকে কঠিন শাস্তি দিয়া দেশের উপদ্রব নিবারণ করেন এবং লর্ড মর্লি নামক সুবিখ্যাত চিন্তাশীল সুলেখক ষ্টেট্ সেক্রেটারীর সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলির আগাগোড়া সংস্কার করেন। নিয়ম করেন ব্যবস্থাপক সভার অর্দ্ধেকেরও অধিক সভ্য দেশের লোক বাছিয়া দিবেন। মুসলমানেরা শিক্ষা-সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ দেখিয়া নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাহাদের একটু সুবিধা করিয়া

দেওয়া হয়। আইন করিবার সময় যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই মত পাওয়া যায় ইহাতে তাহার সুব্যবস্থা হয় এবং ইহাতে ভারতবাসীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।



১৯১০ অব্দে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পুত্র এক্ষণে পঞ্চম জর্জ্জ নামে ইংলণ্ডের রাজা। ইনি রাজা হইবার

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইঁহারও ভারতবাসীর উপর বড়ই কৃপা। ইনিও রাজকর্ম্মচারিবর্গকে ভারতবাসীর প্রতি সমবেদনা দেখাইতে বলিয়া যান। ১৯১১ অব্দে সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ এবং সম্রাজ্ঞী মেরী অভিষিক্ত হইবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বহুকাল ভারতবাসীর ভাগ্যে রাজদর্শনও ঘটে নাই, অভিষেকদর্শনও ঘটে নাই, ঐ বৎসর দুইই ঘটিয়াছে। রাজভক্তি দেখাইবার জন্য দেশের লোকে প্রভূত আয়োজন করিয়াছিল। প্রজারাও রাজদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিল। রাজাও প্রজাগণের রাজভক্তিতে গলিয়া গিয়াছিলেন। দুই বাঙ্গলা আবার এক হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের ন্যায় বাঙ্গালায়ও একজন গবর্ণর নিযুক্ত হন। লর্ড কারমাইকেল বাঙ্গালার প্রথম লাটসাহেব। বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন আর একটি গবর্ণমেণ্ট হয়। একজন চিফ কমিশনারের অধীনে আসাম পুনরায় একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়। ১৯১৯ খৃঃ অব্দের নূতন সংস্কার আইনে সকল প্রদেশেই এক একজন গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। কেবল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এক একজন চিফ কমিশনের অধীনে আছে। দিল্লী বড় লাটের রাজধানী হইয়া তাঁহারই শাসনাধীন আছে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ।

লর্ড মিণ্টোর পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের পৌত্র লর্ড হার্ডিঞ্জ অব পেনহার্ষ্ট ভাইসরয় নিযুক্ত হন। নানা বিষয়ে ইনি প্রজারঞ্জকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি আবার দুই বঙ্গ জুড়িয়া দিয়া বঙ্গবাসীর মনোবেদনা দূর করিয়াছেন। আসামকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ করিয়া দিয়া

চা-কর সাহেবদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া বঙ্গবাসী ইংরাজ ভিন্ন আর সকল লোকেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন। দারুণ শোক ও দারুণ আঘাত পাইয়াও ইনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগ করেন নাই; স্থির ও ধীর ভাবে এই বিশাল রাজত্ব পরিচালন করিয়াছেন।



লড হার্ডিঞ্জ অব পেনহার্ষ্ট।

ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ইনি যেরূপ অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইঁহারই রাজত্বকালে ইউরোপে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। ১৯১৪ খৃঃ অব্দের ৪ঠা আগষ্ট ইংলণ্ড জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ ফরাসী, ইতালী রুসিয়া একদিকে, আর জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া ও তুর্কী আর একদিকে যুদ্ধ করিয়াছিল। ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত

জাতিই প্রায় ইংলণ্ডের দিকে হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। যুদ্ধের প্রথমভাগে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও রুসিয়াকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠান; তাহাতে ফ্রান্সে মার্ন্ নামক স্থানে ইংলণ্ডের মিত্রশক্তির প্রথম জয়লাভ হয়। তিনি তুর্কীরও বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া পারস্য উপসাগরের নিকটবর্ত্তী বসোরা নগর দখল করেন ও ক্রমে বাগদাদ্ ও মোসলনগর দখল করেন। তাঁহার এই কার্য্যে ইংলণ্ডের বিস্তর উপকার হয়।

তাঁহার রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষের রাজা ও প্রজা সকলে একমনে একপ্রাণে যুদ্ধে যাহাতে ইংরেজের জয় হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই ১৯১৭ সালে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিজ্ঞা করেন যে ভারতবর্ষের প্রজাবৃন্দকে কিছু পরিমাণে রাজশক্তি প্রদান করিতে হইবে, এবং ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব ষ্টেট মণ্টেগু সাহেবকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ডের রিপোর্ট ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে ১৯১৯ সালে পার্লিয়ামেণ্ট গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া একট পাশ করেন। উহাতে ভারতের লোককে অনেক অধিকার দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে আর দশ বৎসর পরে আরও অধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়; ইংলণ্ড ও তাহাদের মিত্র পক্ষের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। ইউরোপের বাহিরে জার্ম্মাণীর যত উপনিবেশ ছিল সব ইংরেজদের ভাগে পড়ে। আরব, ইরাক প্রভৃতি তুর্কীর দেশগুলিও তাঁহারা দখল করেন। তাঁহাদের রাজত্ব প্রকাণ্ডত ছিলই, আরও প্রকাণ্ড হইয়া উঠে। ১৯২১ সালে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এক্ট মত কার্য্য আরম্ভ হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের দুই ব্যবস্থাপক

সভা হয়। একটির নাম লেজিসলেটিভ আসেম্বি অপরটির নাম কাউন্সিল অব ষ্টেট। প্রদেশ সমূহে এক একটি মাত্র সভা আছে। প্রতি প্রদেশে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কার্য্যের ভার দেশীয় মিনিষ্টারের হাতে দেওয়া হয়। অন্য অন্য কার্য্যের ভার মেম্বরদিগের হাতে থাকে। গবর্ণর, মিনিষ্টার ও মেম্বরদিগকে লইয়া শাসন সভা প্রস্তুত করেন। এই কয়জন মিলিয়া দেশ শাসন করা হয়। প্রদেশে প্রদেশে যে সভা হয়, তাহার মধ্যে যাঁহার যাঁহার দলে অনেক লোক থাকে তাঁহাকেই মিনিষ্টার করা হয়। সভা ইচ্ছা করিলে মিনিষ্টার বদল করিতে পারেন। সভার সভ্য বেশীর ভাগই দেশের লোকে মনোনীত করে। গবর্ণমেণ্টও কয়েকজনকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু গবর্ণরের ক্ষমতা আছে যে তিনি ইচ্ছা করিলে সভার কথা নাও শুনিতে পারেন।

এইরূপে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এক্টের দ্বারা প্রজাকে শাসন সম্বন্ধে অনেক কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে। লর্ড চেম্‌সফোর্ডের কার্য্যকাল শেষ হইয়া গেলে লর্ড রেডিং ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন। ইঁহাদের বাড়ী ইংলণ্ডে। ইনি জাতিতে য়িহুদী ছিলেন। আইনে ইনি বৃহস্পতি। লর্ড রেডিংএর পর লর্ড আর-উইন্ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়াছেন। ইঁহার কার্য্যকাল এখনও শেষ হয় নাই।

রাজ্য প্রজাতন্ত্র হওয়ায় প্রজারা দল বাঁধিতে শিখিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী এক দলের নায়ক, স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ আর এক দলের নায়ক ছিলেন। ভারতবাসীদিগের রাজনীতি ক্ষেত্রে শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এক দলের প্রধান নায়ক ছিলেন। দেশের লোক

এই সব লোকনায়কদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ও ইহাদের মত অনুসারে কার্য্য করিতে শিখিতেছে। ইহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

একবিংশ অধ্যায়।

ইংরেজ শাসনের সুফল।

শান্তিস্থাপন।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের এক মহা উপকার সাধিত হইয়াছে। যাহা ভারতে কখন ছিল না ও হয় নাই, ইংরেজশাসনে সেই শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। এ শান্তি যে ভারতের এক দেশে বা এক অংশে তাহা নহে; সমস্ত ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও ইংরেজ শাসনে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; আরও এই শান্তি চিরস্থায়ী, দুই পাঁচ দশ বৎসরের জন্য নহে। মীর কাসেমের সময় (১৭৬৩) হইতে বাঙ্গালা ও বিহারে যুদ্ধের নাম গন্ধও নাই। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধের (১৮০৩) পর গুজরাটে আর কামানের শব্দ হয় নাই। ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর হইতে দক্ষিণ ভারতে চিরশান্তি বিরাজিত। আপ্পা সাহেব ও বাজীরাও পদচ্যুত হইবার (১৮১৮) পর হইতে দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতে যুদ্ধের কোন কথাই নাই। পঞ্জাব, সিন্ধু, আসাম, বর্ম্মা, ইংরেজ অধিকারে আসিবার পর হইতে নিরুপদ্রব। কেবল একবার মাত্র এই গভীর শান্তি ভঙ্গ হইয়াছিল, সে সিপাহী বিদ্রোহে। কিন্তু ইংরেজের ক্ষিপ্রকারিতাগুণে ১২ মাসের মধ্যে সে বিদ্রোহ দমন হইয়া যায়।

মোগল সাম্রাজ্যে প্রধানতঃ দুই কারণে নিরন্তর অশান্তি বিরাজ করিত। সম্রাটের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে অন্তর্ব্বিদ্রোহ

উপস্থিত হইত, এবং সুবাদারেরা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিত। ২০০ শত বৎসর ধরিয়া উত্তরাধিকার লইয়া ইংলণ্ডে কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ হয় নাই। সুতরাং অশান্তির প্রথম কারণ ইংরেজ রাজ্যে নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজেরা নিয়ম করিয়াছেন, রাজপ্রতিনিধিগণ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ আরও অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত হইবেন। সুতরাং দেশের লোকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সুবাদারেরা মোগল সাম্রাজ্যে যেরূপ অশান্তি উপস্থিত করিত, ইংরেজ সাম্রাজ্যে তাহা হইবার যো নাই।



পাহাড়ী নাগা স্ত্রী ও পুরুষ।

ভারতবর্ষের অসভ্য জাতির উদ্ধার।

অসভ্য জাতিরা চিরদিনই ভারতের সভ্য অংশ লুঠপাট করিত এবং অশান্তি উৎপাদন করিত। ইংরেজ শাসনে এই সকল অসভ্য জাতি ক্রমেই সভ্য হইয়া উঠিতেছে। গারো, কুকি, খাসিয়া, নাগা, ভীল, কোল,



কুকি পুরুষ ও স্ত্রী।



ওরাঁও পুরুষ ও স্ত্রী।



লাণ্ডোর হইতে হিমালয়ের দৃশ্য।



দার্জ্জিলিং।

রামুসি, সাঁওতাল, মায়ার, মীনা, গোন্দ, ওরাও প্রভৃতি জাতিরা সভ্যতার আলোক পাইতেছে এবং শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী হইয়া উঠিতেছে। হিমালয়, নীলগিরি, বিন্ধ্য, সহ্যাদ্রি প্রভৃতি দুরারোহ দ্রোণী ও পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অসভ্য জাতিরা সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া ক্রমাগত শান্তিভঙ্গ করিত; এখন সেই সকল দুরারোহ দ্রোণী ও পর্ব্বত শৃঙ্গ আনন্দ ও স্বাস্থ্য নিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিমলা, দার্জ্জিলিঙ্গ, নাইনিতাল, মোড়ী, শিলঙ, মসুরী, মহাবালেশ্বর, উৎকামন্দ, পাঁচমাড়ী প্রভৃতি স্থানে যাইয়া, কত শত রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতেছে। পূর্ব্বে লোকে কি এই সকল স্থানে সহজে যাইতে পারিত?

দেশীয় রাজগণের সুখ।

চিরদিনই ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজারা সকলেই আপন আপন রাজ্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেন, কেহ পারিতেন, কেহ বা পারিতেন না। সুতরাং অশান্তি একরূপ সংক্রামক হইয়াছিল। ইংরেজ কোন রাজার কোন অধিকারই লোপ করেন নাই, অথচ ৮০০ শত দেশীয় রাজা ইংরেজ শাসনের গুণে নির্ব্বিবাদে ও পরম সুখে আপন আপন অধিকার ভোগ করিতেছেন। কাটিয়ারে দেখ, উড়িষ্যার জঙ্গলে দেখ, ভীলদের দেশে দেখ, গারো ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে দেখ, মহারাষ্ট্রদেশের দক্ষিণাংশে দেখ, বুন্দেলখণ্ডে দেখ, বহু সংখ্যক দেশীয় রাজা আপন আপন প্রজা পালন করিতেছেন; অশান্তির নামও নাই।

যাতায়াতের সুবিধা।

ইংরেজরাজ্যের আর এক সুখ এই যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যাতায়াত ও সংবাদ পাঠানর কত সুবিধা। যে সকল জাতি পরস্পরের নামও

জানিত না, তাহারা এখন বন্ধু ও প্রতিবেশিভাব ধারণ করিয়াছে। রেলওয়ে যোগে ৫।৭ দিনের মধ্যে এই বিশাল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অনায়াসে যাওয়া যায়, এবং তার যোগে অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে সংবাদ আনান যায়। পূর্ব্বে এক জায়গায় প্রচুর শস্য হইলেও আর এক জায়গায় লোকে অনাহারে মরিত। কিন্তু গমনাগমনের সুবিধা হওয়ায় এক্ষণে খাদ্য সামগ্রী সুখলভ্য হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বড় বড় নদী যাহা বর্ষাকালে পারই হওয়া দুষ্কর হইত তাহাদের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে।

আভ্যন্তরীণ শান্তি।

ভারতে একটি অভাব চিরদিন ছিল, প্রবল রাজশাসন। ইংরেজ-শাসনের মত প্রবল শাসন আর হইতে পারে না। ইহা যে শুদ্ধ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতেছে তাহা নহে, কেহ দেশের মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া যে ঘোরতর অত্যাচার করিবেন তাহারও উপায় নাই। দেখ, ঠগেরা এক কালে ধর্ম্মের নামে কত নরহত্যাই করিয়াছে, কত পথিককে যে ভুলাইয়া তাহার জীবন নাশ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এখন সে ঠগেরা কোথায়? দলপতিরা জেলে অথবা দ্বীপান্তরে গিয়া শাস্তি ভোগ করিয়া মরিয়া গিয়াছে। অবশিষ্টেরা শান্ত ভাবে কৃষিকার্য্য করিতেছে। বাঙ্গালার ডাকাইতেরা, মধ্য ভারতের পিণ্ডারীরা কত অত্যাচার কত লুঠপাট করিয়াছে, এখন তাহাদের নামও শুনা যায় না।

দৈব-আপদুদ্ধার।

মহামারী ভারতের এক পরম শত্রু ছিল। এক এক মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হইত। মহামারীর সময়ে দেশশুদ্ধ

লোক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকিত; মাত্র শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও পূজা দ্বারা উহার নিবারণের চেষ্টা করিত। ব্রাহ্মণেরা আচারবিষয়ক অনেক সূক্ষ্ম নিয়মাবলী পালন করিয়া মহামারী ও অনেক সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইয়া দীর্ঘজীবী হইতেন বটে, কিন্তু দেশের অপরাপর লোক কতই যন্ত্রণা ভোগ করিত! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহামারীর হাত হইতে প্রজারক্ষার খুব সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। জলার জল বাহির করিয়া দিয়া, নগরের লোককে পরিষ্কার পানীয় জল দিয়া, বন কাটার আইন করিয়া, মিউনিসিপালিটী স্থাপন করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করিয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই ঘোরতর শত্রুকে হীনবল করিয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য রাজারা চোর, দস্যু ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে প্রজার শরীর, ধন ও মান রক্ষা হইলেই যথেষ্ট মনে করিতেন। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দৈব আপদ হইতেও প্রজাবর্গের শরীর, ধন ও মান রক্ষার্থ সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও সতর্ক থাকিয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

শিল্প ও বাণিজ্য।

তাঁহারা প্রজার শুদ্ধ ধন মান রক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, যাহাতে প্রজাবর্গ সুখে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে থাকিতে পারে তজ্জন্যও সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ শিল্প ও বাণিজ্য ছিল, সেরূপ আর নাই বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের অগাধ ধনরাশি ক্রমাগত এ দেশে আসিয়া পড়িতেছে, এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রেল তৈয়ারী হইতেছে, কাপড়ের কল হইতেছে, পাটের কল হইতেছে, চা-বাগান হইতেছে, কাফি-বাগান হইতেছে, নীলকুঠী

হইতেছে। ইহাতে কোটি কোটি লোকের অন্নের সংস্থান হইতেছে। কিন্তু লোকের দুঃখ, লাভের ভাগটা সবই বিলাতে চলিয়া যাইতেছে।

শিক্ষাবিস্তার।

ভারতে ইংরেজের প্রধান কীর্ত্তি, সাধারণ শিক্ষার বিস্তার। হিন্দু ও মুসলমানদিগের সময়ে শিক্ষার বিধান ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু রাজ্যে ব্রাহ্মণেরা, ও মুসলমানরাজ্যে মৌলবীরাই ফল পাইত। অপর প্রজারা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিত। ইংরেজরাজ প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং এখন পিতামাতার বিনা ব্যয়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায় আছেন। সকলেই নিজ নিজ চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ও সক্ষম হইতেছেন। সাধারণ শিক্ষা দেশীয় ভাষায় দেওয়া হয়, উচ্চ শিক্ষা ইংরেজীতে দেওয়া হয়। শিক্ষা বিস্তারে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ইতর বিশেষ রাখা হয় নাই। দেশীয় প্রাচীন ও নূতন সকল ভাষারই যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রচারের জন্য চেষ্টা হইতেছে। ইউরোপ তিন-শত বৎসর চেষ্টা করিয়া বিজ্ঞানের যে সকল অমূল্য সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ইংরেজ অকাতরে আমাদিগকে সেই সকল সত্যের অধিকারী করিয়া দিতেছেন। অথচ আমাদের যাহা ছিল, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছুরই লোপ করেন নাই, বরং তাহার উন্নতিই করিতেছেন।

ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ নাই।

ইংরেজরাজের আর এক পরম শুভ অনুষ্ঠান এই যে তাঁহারা কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। সকলেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধারামত আপন আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার

হইতেছে। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কেশবচন্দ্র সেন এ সমাজের আরও উন্নতি করিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্য সমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাদের ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া



উইলিয়ম কেরি।

ফরাজী মত চালাইতেছেন। খৃষ্টান মিশনারীরা খৃষ্টান ধর্ম্মের নানা মত অবলম্বন করিয়া দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন, অসভ্য জাতিগণকে সুসভ্য করিতেছেন, তাহাদের কথিত ভাষা লিখিত ভাষা রূপে পরিণত করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যে কিছু অল্প বিস্তর সাহিত্য আছে, তাহা সংগ্রহ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে সোয়ারিজ,

কেরি, মার্সমান্, ওয়ার্ড এবং ডফ সাহেবের নাম ভারতবর্ষীয়দিগের সম্মানার্হ হইয়া উঠিয়াছে।

সমবেত কার্য্য শিক্ষা।

ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়া গিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী বীর ও দিগ্গজ পণ্ডিত অনেক ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের লোক অনেকে মিলিয়া কাজ করিতে কখনও শিখেন নাই। ইংরেজাধিকারে তাঁহাদের চরিত্রের ও শিক্ষার এই দোষ সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। ইংরেজরা ক্রমাগতই চেষ্টা করিতেন, যাহাতে দেশীয়েরা মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে। এই জন্য তাঁহারা দেশীয়দিগকে মিউনিসিপাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিয়াছেন, এমন কি প্রদেশীয় ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সমাজেও তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এক্টে এই ক্ষমতা বহু পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজকার্য্যে নিয়োগ।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সর্ব্বপ্রথমে দেশীয়দিগকে রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলগণ ক্রমেই ইঁহাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আসিতেছেন। লর্ড মিণ্টো সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে আপনার সভার সদস্য করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্র পদত্যাগ করিলে আলি ইমাম নামক একজন মুসলমান ব্যবহারাজীবকে ঐ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের লাট-কৌন্সিলে এক একজন দেশীয় মেম্বর নিযুক্ত হইয়া সুশাসনের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এমন কি ইংলণ্ডের সেক্রেটারী অব ষ্টেটের সভায়ও দুইজন

দেশীয় মেম্বর নিযুক্ত আছেন। গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এক্ট পাশ হইবার পর প্রত্যেক প্রদেশেই ২।৩ জন করিয়া মিনিষ্টার নিযুক্ত হইতেছেন, ইঁহারা মেম্বরদিগের সমান বেতন পান এবং আপন আপন বিভাগে সমান ক্ষমতা পান। ভারত গবর্ণমেণ্টেও এখন অনেকগুলি দেশীয় ব্যক্তি লাটকৌন্সিলের সদস্য হইতেছেন। প্রত্যেক সভারই সভাপতি প্রজাদ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেছেন এবং উচ্চ বেতন পাইতেছেন। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বেহারের লাট সাহেব পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতে যাইয়া ভারতবর্ষের পক্ষে হাই কমিশনরের কার্য্য করিতেছেন।

পরিশিষ্ট।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ইতিহাস।

বৈদিক দেবতা।—বেদে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিনী-কুমার, বৃহস্পতি, সরস্বতী, বিষ্ণু, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি নানা দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইত। যখন যে দেবতার পূজা হইত তখন তাঁহাকে সকল দেবতার চেয়ে বড় করিয়া তোলা হইত;—অথবা তাঁহাকেই সকল দেবতার সমষ্টি বলিয়া ধরা হইত। আর কতগুলি দেবতা ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের পূজা হইত না, দলে দলে পূজা হইত; যেমন, রুদ্র, আদিত্য ও মরুদ্‌গণ। সকল দেবতাই কোন না কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী। ইঁহাদের সকলের উদ্দেশেই অগ্নিতে আহুতি দিতে হইত। অগ্নি নিজে ত দেবতা ছিলেনই, তাহার উপরে, তিনি আবার সকল দেবতার মুখ। অগ্নির মুখেই সকল দেবতা আহার করিতেন। যেদিন অগ্নি জ্বালিয়া যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, দেবতারা তাহার আগের দিন সেখানে উপস্থিত হইতেন। যজমান ও তাঁহার পত্নীকে রাত্রে সেখানে থাকিতে হইত। ইহারই নাম উপবাস; উপ অর্থাৎ নিকটে বাস।

ক্রমে অগ্নিদেবতা ব্রহ্মা হইয়া দাঁড়াইলেন। অগ্নিও লাল, ব্রহ্মাও লাল। অগ্নিরও চারিদিকে মুখ, ব্রহ্মারও চারিদিকে মুখ। অগ্নির মাথায় ধোঁয়া, ব্রহ্মার মাথায় জটা। বেদে গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময়ের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের নাম ছিল বিষ্ণু। তিনি তিন পায়ে, অর্থাৎ তিনটি

কিরণের দ্বারা উদয় গিরি, অস্তগিরি ও অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া থাকেন ; এইজন্য তাঁহার নাম ত্রিবিক্রম। তিনিই হরি, তিনিই নারায়ণ, তিনিই জগতের পাবনকর্ত্তা। এখনও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়।

রুদ্রদের গণ ছিল। এগারজন রুদ্র একসঙ্গে ঘুরিতেন। ক্রমে ঐ এগারজনের মধ্যে একজন কর্ত্তা হইলেন এবং একবচনান্ত রুদ্র হইলেন। সংহার করা ও ভয় দেখান তাঁহাদের কাজ। এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

আর্য্যদের দুইটি দল, ঘরবাসী ও ব্রাত্য।—প্রথম হইতেই আর্য্যদের মধ্যে দুইটি দল ছিল। একটি দল ঘর বাঁধিয়া বাস করিত ; অন্যটি দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইত ও খাটিয়া খাইত। এক জায়গার ফল, মূল, জল ফুরাইয়া আসিলে আর এক জায়গায় যাইত। ইহারা ঘরবাঁধা আর্য্যদের মত শান্তশিষ্ট ও সভ্য ছিল না। ইহারা চাষবাস করিত না ; বাণিজ্য করিত না, ব্রহ্মচর্য্যও করিত না। ইহাদের ভাষা মার্জ্জিত ছিল না। ইহারা ঘরবাসী আর্য্যদের রাঁধা ভাত লুটিয়া খাইত। ইহারা অল্প অপরাধে কঠিন দণ্ড দিত। ঘরবাসী আর্য্যদের যে সকল ছেলেপেলে খারাপ হইয়া যাইত, তাহারাও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিত। ইহাদের সাধারণ নাম ছিল ব্রাত্য। পাণিনি বলেন যে যাহারা বুদ্ধি নিয়োগ না করিয়া শরীর খাটাইয়া খায় তাহারাই ব্রাত্য। এক সময়ে ঘরবাসী আর্য্যদের দল পুরু করিবার জন্য ব্রাত্যদিগকে আপন দলে টানিবার খুব চেষ্টা হয়। ব্রাত্যেরাও অনেকে তাহাতে রাজী হয়। তাহারা একটা যজ্ঞ করিত, নাম ব্রাত্যস্তোম। উহা কতকটা এখনকার "শুদ্ধির" মত। এক একটা যজ্ঞে দুই তিন হাজার ব্রাত্য ঘরবাসী হইয়া যাইত। আসল ঘরবাসীদের

নাম, গোত্র। ব্রাত্য একবার ঘরবাসী হইলে ঘরবাসীরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আপন করিয়া লইত। তাহাদের কাছে পড়িত ও তাহাদিগকে পড়াইত। তাহাদের রাঁধা ভাত খাইত ও তাহাদিগকে খাওয়াইত। তাহাদের ঘরে মেয়ে দিত ও তাহাদিগের মেয়ে ঘরে আনিত। ব্রাত্য-দিগের দেবতা ছিলেন মহাদেব; তাঁহার আট মূর্ত্তি। প্রথমে সাত ছিল, পরে আট হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার সাত মূর্ত্তি সাতদিকে থাকিত;—উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উপরে, নীচে ও দেশে। ক্রমে যখন চারিটা কোণও দিকের মধ্যে ধরা হইল তখন তাঁহারা আট মূর্ত্তি হইলেন। এই মহাদেবকে দক্ষ যজ্ঞের ভাগ দিতে চান নাই;—অর্থাৎ ব্রাত্যদের দেবতাকে আপনার দেবতা বলিয়া লইতে চান নাই। তাহাতেই দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হয়। শেষটায় মহাদেবকে ভাগ দিয়া একটা মিটমাট হইয়া যায়। মহাদেবকে রুদ্রের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হয় এবং ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, ও যজমান, অর্থাৎ যিনি যাগ করেন, ইঁহাদিগকে তাঁহার মূর্ত্তি বলিয়া ধরা হয়। ইঁহারই নাম শিব। সংহার ইঁহার ধর্ম্ম হইলেও ইনি মঙ্গলই করেন। ইনি ঘরবাসী নহেন, শ্মশানে ইঁহার ঘর। সেটা ইঁহার ব্রাত্য ধর্ম।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজার সৃষ্টি।—এইরূপে বৈদিক ধর্ম হইতে ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজার সৃষ্টি হইল। এই তিনজন হইলেন বড় দেবতা আর অবশিষ্টগণ হইলেন তেত্রিশ দেবতা। কেহ কেহ বলেন, গোড়া হইতেই ব্রহ্মার উপাসনা নাই;—ব্রহ্মশাপে তাঁহার উপাসনা বন্ধ হইয়া যায়। কথাটা মোটেই সত্য নয়; কারণ পদ্মপুরাণে পাটলীপুত্র, মহিলারোপ্য প্রভৃতি ১০৮টি বড় বড় নগরে ১০৮টি ব্রহ্মার মন্দিরের কথা লেখা আছে। এখনও

ব্রহ্মার অনেক মন্দির আছে। হিন্দুর সর্বপ্রথম তীর্থ পুষ্করে মার্বেল পাথরের মন্দিরে ব্রহ্মার মার্বেল পাথরে নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। ঘরে আগুন লাগিলে ব্রহ্মার পূজা করিতে হয়। সুতরাং ব্রহ্মার পূজা যে একেবারে লোপ পাইয়াছে একথা সত্য নয়। তবে, শিব ও বিষ্ণুর পূজা খুব প্রচার হওয়ায় ব্রহ্মার পূজাটা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুর পূজা ঋগ্‌বেদ হইতেই আরম্ভ। প্রথম তিনি মধ্যাহ্নসূর্য্য ছিলেন; পরে বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বরূপ, বিরাট্‌রূপ প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহাকে দেওয়া হয়। তাঁহাকে যে শুদ্ধ দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপেই পূজা করা হয়, তাহা নয়। পুরাণে তাঁহার নানা অবতারের কথা আছে। "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" অনেক জায়গায় দেখা যায়। কোন পুরাণে কুড়িটি অবতারের নাম করিয়াছে; কোনটিতে বাইশ; কোনটিতে বা চব্বিশ। শেষে তাঁহার দশটি অবতার দাঁড়াইয়াছে। এই দশটির মধ্যে নৃসিংহ, বরাহ, বামন বা ত্রিবিক্রম, রাম, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ বা জগন্নাথ অবতারের পূজা হইয়া থাকে। বাকী অবতারের পূজা বড় দেখা যায় না। যে শাস্ত্রে বিষ্ণুপূজার প্রয়োগ ও পদ্ধতি আছে এবং যাহাতে বৈষ্ণবদের আদিম দার্শনিক মত পরিষ্কার লেখা আছে তাহার নাম পঞ্চরাত্র। পঞ্চরাত্র মতের অনেক পুস্তক আছে। বৈষ্ণবদের ভিতর অনেক সম্প্রদায়ও হইয়াছে; সে কথা পরে বলিব।

বেদের রুদ্র কেমন করিয়া ব্রাত্যমিলনের পর শিব-মহাদেব হইয়াছেন সে কথা বলা গিয়াছে। অষ্টমূর্ত্তি শিবই শিবপূজার আদি। এখনও ব্রাহ্মণেরা এই আটটি মূর্ত্তির নামে আটটি ফুল ফেলিয়া দেন; ইহার নাম অষ্টপুষ্পিকা। শিবের মূর্ত্তি অনেক জায়গায় দেখা গেলেও লিঙ্গ মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা বেশী হইয়া থাকে। পুরাণেও লেখে, "বের" মূর্ত্তিতে পূজার চেয়ে "লিঙ্গ" মূর্ত্তির পূজায় ফল বেশী।

এই জন্য ভারতবর্ষের সব জায়গায়ই লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আরও এক ভাবে শিবের পূজা হইয়া থাকে;—সে হরগৌরী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির পূজাকেই তান্ত্রিক পূজা বলে। এই যুগলমূর্ত্তি পূজা হইতেই তন্ত্রের আরম্ভ। তন্ত্রে হর ও গৌরীর নানারকম মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। সে যে কত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু এ পূজা সাধারণের জন্য নহে; যাঁহারা তন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাদেরই জন্য।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, নানারূপ শৈব ও বৈষ্ণবের মত।—খুব আগে বেদ যজ্ঞের জন্যই ব্যবহার হইত। মীমাংসকেরা বলিয়া গিয়াছেন, যজ্ঞের জন্য যাহা ব্যবহার হয় না তাহা বেদই না। তাঁহাদের মতে আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ও যজ্ঞে ব্যবহার হইত; অন্ততঃ, যজ্ঞে ঐগুলির পাঠও হইত। ক্রমে বেদের ঐ দুই অংশকে যজ্ঞ বা কর্ম হইতে তফাৎ করিয়া জ্ঞানকাণ্ড নাম দেওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডটা গৃহস্থের জন্য ততটা নয় যতটা সন্ন্যাসীর জন্য। এই জ্ঞানকাণ্ড লইয়া বহুবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এই জ্ঞানকাণ্ডের নামই বেদান্ত। খৃঃ ৮০০ সালে শঙ্করাচার্য্য অন্য সব মত খণ্ডন করিয়া বেদান্ত হইতে এই তত্ত্ব বাহির করেন যে ব্রহ্মই আসল পদার্থ আর বাকী সব ভোজবাজির মত মায়া। খৃঃ ২য় শতকে এইরকম একটা মত বৌদ্ধেরা চালাইয়াছিল। বৌদ্ধেরা যজ্ঞও মানিত না, উপাসনাও মানিত না; তাহারা মানিত কেবল জ্ঞান। সেই জ্ঞানের শেষফল এই যে, সত্য এক, আর বাকী সব কিছুই নয়। অনেকে মনে করেন যে শঙ্কর বৌদ্ধদের কাছে এই মত শিখিয়া উপনিষদে চালাইয়া দিয়াছেন। সেইজন্য গোড়া হইতেই লোকে বলিতে আরম্ভ করে যে শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাঁহার মত একদল সন্ন্যাসীর মধ্যে যেমন খুব প্রচার হইল, তেমনই অন্য দল তাঁহার ভয়ানক বিরোধী হইয়া উঠিল। দুইদলই বেদান্তের টীকা লিখিতে

লাগিল। শঙ্করাচার্য্যের দল শিবের ভক্ত হইলেন এবং তাঁহার বিরোধিদল বিষ্ণুর ভক্ত হইলেন। নানারূপ শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে লাগিল। শৈব দিগের প্রথম মত শঙ্করাচার্য্যেরও অন্ততঃ ৫।৭ শত বৎসর আগে লাকুলীশ প্রচার করেন। তাঁহার বাড়ী গায়েকোয়াড় রাজ্যে; তাঁহার সিদ্ধিস্থান কায়াবরোহণ। দক্ষিণ ভারতে তাঁহার সম্প্রদায়ের ঢের লোক এখনও আছে। তাহার পর পাশুপত মত। শিব পশুপতি, আর মানুষ সব পশু। এই পশুগুলি অজ্ঞানরূপ দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে; দড়িটি কাটা গেলেই তাহারা মুক্ত হয়। কাশ্মীরে আর এক মত প্রচার হয়; তাহার নাম শিবাদ্বৈত। শিবই সকলের উপরে; তিনিই পরব্রহ্ম; বাকী সব কিছুই নয়। মালব ও গুজরাটে মত্তময়ূরবংশ নামে আর এক সম্প্রদায় হইয়াছিল। তাঁহাদের নামের সঙ্গে শিব শব্দ লাগান থাকিত। দশম ও একাদশ শতকে ঐ অঞ্চলের অনেক বড় বড় স্বাধীন রাজা মত্তময়ূরদের শিষ্য হইয়াছিলেন। ইঁহারাই শিবমন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু শঙ্করের বিরোধীদের মধ্যে বৈষ্ণবই অধিক। তাঁহাদের মধ্যে দ্রাবিড়দেশে বিষ্ণুস্বামী, সকলের আগে বিষ্ণুকে পরব্রহ্ম করিয়া এক মত প্রচার করেন তাঁহার মতের বই বড় একটা মিলে না। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাই বিষ্ণুস্বামীকে খুব মান্য করিয়া থাকেন। তাঁহার মত হইতেই পনের শতকে বল্লভাচার্য্যের মত সৃষ্টি হয়। ইঁহারা যাগযজ্ঞ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সব কাজই করেন; অথচ বিষ্ণুকে পরব্রহ্ম বলিয়া উপাসনাও করেন। অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা কঠোর ব্রত ও তপস্যার পক্ষপাতী; কিন্তু ইঁহারা ভোগের পক্ষপাতী। মালব, গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে বল্লভাচার্য্যের মত খুব চলিত। বল্লভের বংশের ছেলেদের বল্লভের শিষ্যেরা ভগবানের অবতার

বলিয়া মনে করে, নানা উপায়ে তাঁহাদের ভোগ যোগায় ও সেবা করে। উঁহাদের প্রধান পাট উদয়পুর হইতে কয়েক মাইল পূর্বে নাথদ্বারে। গুরুস্ সাহেব বলেন, "সমরখন্দ হইতে বাঙ্কক পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে যে সব ভোগের জিনিষ পাওয়া যায়, তাহার সবই নাথদ্বারে আছে ও নাথজীর ভোগে লাগে।"

বিষ্ণুস্বামীর পর এগার শতকের মধ্য হইতে বার শতকের মধ্য পর্য্যন্ত কর্ণাটে রামানুজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে আনন্দগিরি বা মাধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদান্ত দর্শন হইতে আর দুইটি বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। দুইজনেরই বেদান্ত-দর্শনের টীকা আছে। রামানুজ বলেন, "ব্রহ্মই সত্য সে কথা ঠিক। কিন্তু আগুনের যেমন স্ফুলিঙ্গ উঠে, সেই রকম ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ব্রহ্মছাড়া আর সব ভুয়া বাজি একথা বলিলে চলিবে না।" রামানুজের সম্প্রদায়ে বড় বড় দুইটি দল হইয়াছে; একদলের নাম 'বড়গেলে', আর একদলের নাম 'তেঙ্গেলে'। একদলের কপালে Yএর মত তিলক থাকে আর একদলের Uএর মত।

মাধ্বাচার্য্যের দল পূরা দ্বৈতবাদী; তাঁহারা ব্রহ্মা ও জীব স্বতন্ত্র বলেন এবং রামকে পরব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বেদান্তের সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতকে প্রমাণ বলিয়া মনে করেন এবং বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের মত লন। আমাদের দেশে চৈতন্যদেব মাধ্বমতের এক শাখা সৃষ্টি করেন। তিনি কিন্তু রামের উপাসক ছিলেন না; তিনি বালগোপালের উপাসক ছিলেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ব্যাখ্যা করাই তাঁহার প্রধান কাজ।

রামানুজ ও মাধ্বাচার্য্যের কিছু পরে পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুরে নিম্বাদিত্য নামে আর একজন বেদান্তের উপর নির্ভর করিয়া এক

বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। ইহার নাম নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক। তাঁহার মতেরও অনেক বই আছে এবং তাঁহারও অনেক শিষ্য সেবক আছে। উত্তর মহারাষ্ট্রে তাঁহার মত এখনও চলে।

ভগতগণ।—কর্ম ও জ্ঞান ছাড়া ভক্তিও একটা মুক্তিলাভের উপায় একথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে। ভগবদ্গীতার ১৫ অধ্যায়ের নাম ভক্তিনিরূপণ। কেহ কেহ মনে করেন, ভগবদ্গীতার সারই ঐখানে। ঈশ্বরে একান্ত অনুরক্তির নাম ভক্তি। যাঁহারা ভক্তি-পথে মুক্তির অন্বেষণ করিতেন তাঁহাদিগকে ভগত বলিত। ভগত শব্দটি ভারতবর্ষের সকল কথিত ভাষাতেই পাওয়া যায়। রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য ও নিয়মাদিত্যের লেখা বইগুলিকে অনেকে ভক্তিশাস্ত্র বলিত। বিষ্ণু-স্বামীও তাহা হইতে বাদ যান না। পুরাণে একটি কবিতা আছে :—

"উৎপন্না দ্রবিড়ে ভক্তি র্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা॥"

অর্থাৎ দ্রবিড়ে বিষ্ণুস্বামী হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়। কর্ণাটে রামানুজের হাতে ইহার বৃদ্ধি হয়। মহারাষ্ট্রেও মাধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্যের হাতে ভক্তির বিকাশ হয় এবং গুর্জরে ইহার বিনাশ হয়; কারণ তখন সেখানে জৈনমতের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। কিন্তু যাঁহাদের ভগত বলে, তাঁহাদের প্রাদুর্ভাব মুসলমান রাজত্ব আরম্ভের পরেই হয়। ইহাদের বাণী, বুলি অথবা বয়েদগুলি কথিত ভাষায়ই লেখা। বয়েদ-গুলি প্রবাদ বাক্যের মত অতি অল্প কথায় খুব গভীর ভাব ব্যক্ত করে। গুজরাটীতে নরসিংহ ভগতের বাণী খুব চলিত।

রামানন্দ ও কবীর।—১৪ শতকে একজন জোলা স্ত্রীলোক একটি ছেলে কুড়াইয়া পায় এবং তাহাকে পালন করে। সে ক্রমে ভগত হইয়া উঠিয়া শেষে কাশীতে আসে। তাহার বড়

ইচ্ছা যে রামানন্দের কাছে মন্ত্র নেয়; কিন্তু জোলার ছেলে বলিয়া রামানন্দ তাঁহাকে মন্ত্র দিতে চাহেন না। সে তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তাহার অভ্যাস ছিল, রামানন্দ যে ঘাটে প্রাতঃস্নান করিতেন, সেইঘাটের একটি সিঁড়ির উপর শুইয়া থাকা। একদিন রামানন্দ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ঘাটে নামিতেছেন, এমন সময় তাহার গায়ে তাঁহার পা' ঠেকিল। তিনি 'রাম-রাম' উচ্চারণ করিলে সে বলিল, "গুরুজী, আমি মন্ত্র পাইয়াছি; এই মন্ত্রেই আমি সিদ্ধিলাভ করিব।" সেই মন্ত্র জপ করিয়াই সে সিদ্ধ হয়। এই জোলার ছেলেটির নাম কবীর। ইনি আপনার ধর্মে হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই মিলাইয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যদিগকে কবীরপন্থী বলে। ভগতেরা প্রায়ই সন্ন্যাসী হইতেন। যে সব গৃহস্থ ইঁহাদের মত মানিয়া চলিতেন, তাঁহারা হিন্দুধর্মের বাঁধনও বড় মানিয়া চলিতেন না।

আই-জী।—১৫ শতকে আই-জী নামে একটি স্ত্রীলোক একটি ভগতধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যেরা বাঁ হাতে এগার খেই কাল সুতা বাঁধেন; এইজন্য তাঁহাদের ডোরাবন্ধ বলে। আই-জী সম্বৎ ১৫২৯ অব্দে একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বালেন। আই-জীর শিষ্যেরা আজিও সেই প্রদীপটি জ্বালিয়া রাখিয়াছেন। সেইটিকে জ্বালাইয়া রাখার জন্য একদল সন্ন্যাসী আছে। গুজরাট, রাজপুতানা ও মালবে আই-জীর প্রায় তিন লাখ চেলা আছে। ইহারাও হিন্দুধর্মের বাঁধন বড় মানে না।

নানক ও শিখধর্ম।—কিন্তু ভগতগণের শিরোমণি হইতেছেন গুরু নানক। তিনি জাতিতে ক্ষত্র ছিলেন। পঞ্জাবের ক্ষত্রেরা বাণিজ্যব্যবসায় করেন। নানক ছেলেবেলা হইতেই সাধু ভগতগণের বড় অনুরাগী ছিলেন। একটু বয়স হইলে একবার তাঁহার বাবা কিছু টাকা দিয়া তাঁহাকে নূন কিনিতে পাঠান। তিনি

সাধু-ভগতদের খাওয়াইয়া সব টাকা খরচ করিয়া ফেলেন। তাঁহার বাবা তিরস্কার করিলে তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমার ব্যবসায় এত মুনাফা আর কখনও হয় নাই"। নানক শেষে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন তিনি একটা মসজীদের দিকে পা করিয়া শুইয়া আছেন। মোল্লারা তাঁহাকে খুব তিরস্কার করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই বলত, কোনদিকে পা' করিলে ঈশ্বরের দিকে করা হয় না।"

নানকও হিন্দুধর্মের বাঁধন বড় মানিতেন না এবং মুসলমান-দিগকেও শিষ্য করিতেন। তাঁহার শিষ্যদিগকে নানকপন্থী ও উদাসী শিখ বলে। তাঁহারা গ্রন্থসাহেবের পূজা করে। গ্রন্থসাহেবে নানকের ও তাঁহার শিষ্যগণের বাণী ত আছেই; তাহা ছাড়া ইহাতে আগের অনেক ভগতের বাণীও আছে। এখন পঞ্জাবে যত লোক আছে তাহার তিনভাগের একভাগ শিখ।

বাঙ্গালার ভগতগণ।—বাঙ্গালা দেশেও অনেক ভগত হইয়া গিয়াছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ, গুরু গোরক্ষনাথ প্রভৃতি অনেক ভগতের নাম এদেশে শুনা যায়। ইহাদের সিদ্ধপুরুষ বলে। লোকে বলে ইহাদের সংখ্যা ৮৪, কিন্তু গণিলে খুব বেশী হইবে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ ছিলেন; অনেকে শৈবও ছিলেন। এই সকল লোকের আবির্ভাব মুসলমানদের অনেক আগেই হয়। মুসলমান রাজত্বের পরেও অনেক ভগত জন্মিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেন একজন ভগত ছিলেন; কিন্তু তিনি শিষ্য করেন নাই। রাম-প্রসাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হয় না এমন লোক দেখি না। রামকৃষ্ণপরমহংসদেবও একজন ভগত। তাঁহার উক্তিগুলি বড়ই মধুর। অতি অল্প কথায় সে গুলি খুব গভীর ভাব প্রকাশ করে।

মূর্ত্তিপূজা বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।—অনেকে মনে করেন যে বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা, গঙ্গাপূজা, এসব বুদ্ধদেবের পরে হইয়াছে;—অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের যখন খুব প্রচার হইল, তাহার পরে হইয়াছে। কিন্তু, একথা ঠিক নয়। বুদ্ধদেবের জন্ম হইলে তাঁহাকে মহেশ্বরের মন্দিরে লওয়া হইয়াছিল। কথা আছে যে বুদ্ধদেবকে মহেশ্বর কোলে লইয়াছেন। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে ক বড় নগরে কোন দেবতার মন্দির কোথায় করিতে হইবে তাহার ফর্দ দেওয়া আছে।

সম্প্রতি প্রাচীন বিদিশা নগর যেখানে ছিল, সেই স্থান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। সেখানে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি একজন গ্রীক্ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপূজা অতি প্রচীন না হইলে আর বিদেশী গ্রীক্রা তাহা গ্রহণ করে নাই। পাণিনির ব্যাকরণে এবং ২।৪ খানি প্রাচীন উপনিষদেও বিষ্ণুপূজার কথা আছে।